প্রথম খণ্ড।

পৃথ্বীর কথা।

THREE TEMPLES.

ত্রিমন্দির কথা

প্রথম খণ্ড

শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্‌ এ, বি এল্‌,
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্কলার ও ফেলো

কলিকাতা
বাটারওয়ার্থ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্‌
CALCUTTA.
BUTTERWORTH & CO. (INDIA), LTD., 6, HASTINGS ST.
WINNIPEG
BUTTERWORTH & Co. (Canada), Ltd.
SYDNEY.
BUTTERWORTH & Co. (Australia), Ltd.
LONDON:
BUTTERWORTH & CO., BELL YARD, TEMPLE BAR.
Law Publishers
1921

LIBRARY.

24373
18 AUG 1968



আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব

ও

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীকে

মন্দিরের কথা

উৎসর্গ করিলাম।

গুরুদাস

মন্দিরের কথা

প্রথম খণ্ড

পুরীর কথা ... ১—২১৮ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

কোনারকের কথা ১—১৬৪ পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড

ভুবনেশ্বরের কথা ১—১৫৮ পৃষ্ঠা

ভূমিকা

'মন্দিরের কথা'র একটা পাকা রকম ভূমিকা দিতে হলে সন্ তারিখ ইত্যাদি নিয়ে মন্দিরের যে সব পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব, সে গুলোতে যতটা পাকা হওয়া দরকার আমি তা মোটেই নই; কাজেই মন্দিরের কথা যত বড় তার উপযুক্ত ভূমিকা দেওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব হলেও বন্ধুত্বের খাতিরে যদি দুটো কথা বলি তো ক্ষতি নেই।

এ মন্দিরটা এত দিনের, ওটা অমুক রাজা অমুক সনে অমুক যুদ্ধের পরে ভেঙ্গেছিলেন বা স্থাপন করেছিলেন, শুধু এই সব জানলেই মন্দিরের সব কথা জানা হল না। এ দেশের প্রাচীন মন্দিরের শিল্পীদের নাম শিলালিপিতেও নেই তাম্রশাসনেও নেই। যারা গড়লে তাদের নাম পর্য্যন্ত রইল না, রইলো কেবল তাদের, যারা মন্দির গড়ালে এবং ভাংলেও! মন্দিরের কথা কোন দিন সম্পূর্ণ হবে না, যত দিন না রীতিমত সন্ধান করে কারা গড়লে তাদের একটা উদ্দেশ পাবার আমরা চেষ্টা করি। এ কথা একেবারে ঠিক যে ইন্দ্রসভা থেকে বিশ্বকর্ম্মা এসে এদেশের একটিও মন্দির গড়েনি, ব্রহ্মাও এসে দেবতা প্রতিষ্ঠিত করে যাননি, যা কিছু করেছে এই দেশের মানুষেই করেছে। সেই সব মানুষের মত মানুষ, যাদের নাম নেই কিন্তু কীর্জগুলো রয়ে গেছে, তারা পাষাণের অক্ষরে লিখে কি কথা বলতে চেয়েছিল, মন্দিরগুলোর ইতি-কথার সঙ্গে সঙ্গে সে কথাটাও জুড়ে দেখলে তবেই সব দিক পুরোপুরি হয়ে উঠবে। মানুষটির

সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না ক'রে, মানুষের কুষ্টি পড়ে কিম্বা তার জীবন-চরিত পড়ে মানুষটাকে যেমন আসল জানা হয় না, মন্দিরগুলির সম্বন্ধেও তাই খাটে। শিল্পের স্পর্শে যে সব পাথর প্রাণবান্ তাদের পুরোপুরি বুঝতে গেলে শুধু ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তো চলতে পারে না; শিল্পকার্য্য হিসাবেও সেগুলি কি সংবাদ দিচ্ছে—সেটা জানা দরকার হয়ে পড়েছে। আগেকার কারিগর তাদের চিন্তামূর্ত্তি নিয়ে যুগ-যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনকার দর্শক আমাদের চিন্তা তার সামনে দাঁড়াল, এই দুই চিন্তার আলাপে যে কথাটি বেরিয়ে এলো সেটি হল শিল্পের; আর মন্দিরের কারুকার্য্যের দিকের কথা হয় তো বা সেইটেই মন্দির গুলোর আসল কথা, তাই বা কে জানে! ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এ সবের সঙ্গে আমার মনে হয় মন্দিরগুলির গৌণ সম্বন্ধ, আর অচ্ছেদ্য মুখ্য সম্বন্ধ কারিগরের গড়া জিনিষমাত্রেরই হল ভাবের আর রসের সঙ্গে, এই জন্যে এই দুই দিক দিয়েই মন্দিরগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা যতই আমরা করব ততই আমরা আমাদের দেশকে ঠিক চিনে নেবার সুবিধা পাবো। আমাদের ঘরের কথা দ্বারের কথা মন্দিরের কথা বিদেশীরা যা লিখলে তাই বেদবাক্য বলে ধরে নিয়ে লিপিবদ্ধ করে বসে থাকলে জিনিষটা বিদেশীর চশমায় কেমন পড়েছে তাই দেখা যাবে। নিজেরা নিজের খবর দিতে সচেষ্টই হবো না। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে আমাদের যদি মন্দিরের কথা লিখতে হয় তবে আমাদের দিক থেকে মন্দিরগুলিকে জানা ও জানানো চাই। আমাদের মন্দির আমাদের কি কথা জানাচ্ছে অন্যদেরই বা কি বলছে, এই দুই ভাগ নিয়েই তবে মন্দিরের কথা সম্পূর্ণ হতে পারবে। এই 'মন্দিরের কথা'র মধ্যে সে চেষ্টার অনেকটা আভাস পাওয়া

যাচ্ছে আর আশাও হচ্ছে যে কি ইতিকথার দিক্ দিয়ে, কি শিল্পীর ভাষার দিক্ দিয়ে, মন্দিরের কথা আস্তে আস্তে আমরা নিজেরাই সম্পূর্ণ করে তুল্‌তে অগ্রসর হবো। মন্দির গাঁথা থেকে মন্দিরের শোভা-সম্পাদনে পর্য্যন্ত আমাদের শিল্পীরা কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন তার বিষয়ে যে সব মূল্যবান বই নানা বিদেশী ভাষায় রয়েছে তার সন্ধান বিশেষজ্ঞও যাঁরা, তাঁরাই রাখেন ও পেয়ে থাকেন। সাধারণের হাতে এই সব কথা পৌঁছে দেবার একটি উপায় এই মন্দিরের কথার মতো নিজেদের ভাষায় বইগুলি লেখা, আর পাঠক-পাঠিকাদের সেই সঙ্গে অনুরোধ করা যেন, তাঁরা শুধু বই পড়ার দিকে চোখ না রেখে মন্দিরগুলোর দিকেও চেয়ে পাষাণের অক্ষরে কি ইতিহাস কি সৌন্দর্য্যের বারতা আমাদের শিল্পীরা রেখে গিয়েছেন, সেটা এক-একবার বুঝতে যদি চেষ্টা করেন তো তবেই মন্দিরের কথা অখণ্ড আকারে পাওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ব্বকথা।

আদিপ্রসঙ্গ।

প্রায় তিন বৎসর হইল, সুহৃদ্বর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন আমাকে কোণার্ক মন্দির দেখিতে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন। তাই ১৩২৪ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন ১৯১৭) তারিখে যখন বন্ধুজন-সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করি, সে সময় মন্দির দর্শনে আনন্দ উপভোগই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পরে যে কখনও এই বিষয় লইয়া কোনওরূপ সাহিত্যিক আলোচনায় ব্যাপৃত হইব, সেরূপ সঙ্কল্পের লেশ মাত্রও তখন আমার মনে স্থান পায় নাই।

আমরা পুরী হইতে কোণার্ক গমন করিয়া, ফিরিবার পথে ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি দর্শন করিয়াছিলাম। উড়িষ্যা ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু সৌদরোপম শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কতকগুলি ছবি আনিয়া দিয়া বলিলেন যে, কোনারকের কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনায় আমারও নেশা জাগিয়া উঠিল, আমি দৈনন্দিন কর্ম্মের পর প্রতিদিন একবার করিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিতে লাগিলাম; ফলে একখানি ভ্রমণকাহিনী সম্পূর্ণ হইল। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের যত্নে ঐ ভ্রমণকাহিনী (কোনারকের কথা) ভারতবর্ষ পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত

হয়। খণ্ডগিরি ও ধৌলীর বিবরণ লিখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল না। আমার সহযাত্রী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম্, এ মহাশয় ঐ বিষয় লিখিবেন, এইরূপ আমাদের মধ্যে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু তিনি গল (Galle) নগরস্থিত মাহিন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষরূপে সিংহলে গমন করায় এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বস্তুতঃ নাগ মহাশয়ের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি সমগ্র কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেই শোভন হইত। মৎসদৃশ অব্যবসায়ীর হাতে এরূপ কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা নিতান্তই আশাতীত। তবে আমার অযোগ্যতা বুঝিয়া আমি ইহার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। ফলে জিনিষটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, সুধীসমাজ তাহার বিচার করিবেন।

আলোচনার উপযোগিতা।

হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতের মধ্যে উড়িষ্যার উপাখ্যান লইয়া ভ্রমণকাহিনীমূলক একটা অনাসৃষ্টির সৃষ্টি কেন করিলাম, তাহার একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক। ভারতবাসিগণ আধ্যাত্মিক ভাবের বিহ্বলতায় একদিন আত্মবিস্মৃতির চরম সীমায় উঠিয়া ইতিহাসবিহীন যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে বেদান্তাদি দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক নানা গবেষণা উদ্রিক্ত হইলেও, ঐহিক বৈভব যে কখনও তাঁহাদের প্রলোভনের বিষয় হয় নাই, ইহাই আমাদের দেশের যে সম্প্রদায়ের ধারণা এবং ঐহিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতার আশু আকর্ষণে যাঁহারা মুগ্ধ, স্বদেশের স্থপতিশিল্পের সজীব সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করিলে যে

তাঁহাদের সেই অজ্ঞানাগত ভ্রান্ত সংস্কারের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। যুগযুগান্তের জল বায়ুর প্রভাব সহ্য করিয়া যে সকল দেবমন্দির, শিলালিপি, উৎকীর্ণ স্তম্ভ ও অন্যান্য স্থপতিশিল্পের প্রাচীন আদর্শ কালের করাল করাঘাত উপেক্ষা করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান আছে, তাহারাই ভারতের অতীত কাহিনী অভ্রান্ত নির্ব্বাক্ ভাষায় আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। ইহাদের সাক্ষ্য অস্বীকার করিবার বা কোনওরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণামূলক বচনের ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। অতীতের অন্ধকারে অনবলম্বন গবেষণামূলক মতবাদ (theory) অপেক্ষা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত এই বাস্তব মূর্ত্তিবিশিষ্ট মন্দিরগুলি বর্ত্তমানমাত্রে সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষবাদী মানবের বিশ্বাস স্থাপনের পক্ষে যোগ্যতর উপকরণ।

মন্দিরের কথার প্রয়োজনীয়তার বিষয় অশেষ-শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভূমিকায় স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল বিচিত্রগঠন মন্দিরই ভারতীয় অতীত সভ্যতার মূর্ত্তিমান্ নিদর্শন। মন্দিরগাত্রে শিল্পিরচিত যে সকল অগণিত মূর্ত্তি ভারতীয় শিল্পকুশলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি যেন জীবিতেরই প্রতিচ্ছায়া। কর্ম্মচঞ্চল মানবজীবনের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রত্যেক ভাবভঙ্গিমা, প্রত্যেক আবেগ উচ্ছ্বাস, রাগরঞ্জিত হইয়া তাহাদের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টিমাত্রেই তাহাদের গভীর আবেগচাঞ্চল্য দর্শকের হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রীতির সুকুমার ভাব অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রকাশ করে। মনীষী ডাঃ বাণেট্ যথার্থই বলিয়াছেন—

"Indeed, the civilisation of India may be fitly compared to its marvellous temples, in which every motion of the soul is expressed in plastic form with thrilling intensity." (১)

উপকরণ সংগ্রহ ও আলোচনা।

'কোনারকের কথা' লিখিবার সময়েই আমাকে উড়িষ্যার ইতিহাস ও উড়িষ্যার স্থপতিকলা বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিতে হয়। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ে ঐ দেশের ইতিহাস ও মন্দিরাদির বিষয়ে নানারূপ কৌতূহল আমার মনে জাগিয়া উঠে; দৈনিক কার্য্যের অবসানে অবসরসময়ে প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতে থাকি, এবং এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে আমার জ্ঞানপিপাসা বাড়িয়া যায় ও ভারতীয় স্থপতি-কলার অনুশীলন বিষয়ে অনুরাগ বদ্ধমূল হয়। বিভিন্ন ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মতবাদ সাদরে সঙ্কলন করিয়া আমি পৌরাণিক গ্রন্থ, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ, অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি এবং উড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীলিঙ্গরাজ-দেবের মাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থাদি হইতে এই বিষয়ের বিভিন্ন বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং এই প্রসঙ্গে বিদেশীয় ভাষায় লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থসমূহে এবং প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক পত্রিকাদিতে নিবদ্ধ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণামূলক তথ্যসমূহের যথাসাধ্য সামঞ্জস্য করিয়া, এই সকল কথা লইয়া, মৎসদৃশ সাধারণ

(১) Antiquities of India Preface, viii.

পাঠকের উপযোগী কতিপয় প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, ভারতী, নারায়ণ, অর্চ্চনা, পল্লীবাণী প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশ করি। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলাবিষয়ক নিবন্ধটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে লিখিত হয়। সেই ধারাবাহিক নিবন্ধগুলি এখন পরিবর্দ্ধিতাকারে এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আমার বন্ধুবর্গের সাহায্য।

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও আমার সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কুমার, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ বন্ধুগণ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। রমেশবাবু আমার জন্য কতবার যে তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছেন তাহা ভুলিতে পারিব না। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়কে গ্রন্থের বাঙ্গালা পাণ্ডুলিপি দেখাইবার সুযোগ না ঘটিলেও, তাঁহার নিকট আমি যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছি। কোনারকে বৌদ্ধ-প্রভাব-শীর্ষক অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তিনি উহা তৎসম্পাদিত Indian Antiquary পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি আমার অনেক সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন, অনেক দুরূহ বিষয়ের অর্থভেদ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্তপ্রমুখ যে সকল বন্ধু আমাকে জর্ম্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি হইতে আবশ্যকীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ আমি যথাস্থানে স্বীকার

করিয়াছি। প্রাচ্য চিত্রকলা-সমিতির সহকারী সভাপতি ললিত-কলাবিশারদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি যে কিরূপ উপকৃত, তাহা আর বলিবার নহে। প্রমাণ পঞ্জী সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য অস্বীকার করিলে ঘোর অকৃতজ্ঞতা হইবে। অনেকগুলি চিত্র তাঁহার প্রদত্ত ফটোগ্রাফ ও 'স্লাইড' হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলাবিষয়ক নিবন্ধ রচনাকালে তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলোচনার ফলে আমি এ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। কলিঙ্গের প্রাচীন শিল্পকলা সম্পর্কীয় ইতিহাসের একটি তমসাচ্ছন্ন অংশে আলোকপাত করিয়া তিনি বিবুধজনের যে সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়াই ভরসা হয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই, বসুমতী-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, এবং ভারতী ও নারায়ণ পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় আমাকে তাঁহাদের নিজস্ব কতকগুলি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। প্রচ্ছদ-পটে তিনটি দেউলের যে মনোমদ চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অলীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তুলিকাপ্রসূত। প্রথম পৃষ্ঠায় সৌর, শৈব ও বৈষ্ণব চিহ্নজ্ঞাপক অভিনব নক্সাটি সুপরিচিত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত। আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডি, সুইন্‌হো মহাশয় মার্ত্তণ্ডমন্দিরের একখানি ফটোগ্রাফ ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয় তাঁহার স্বগৃহীত অনেকগুলি আলোকচিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ

করিতে অনুমতি দিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠবসাধনকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। আমার অন্যতম সহযাত্রী মুন্সী ওহেদুদ্দিন আহাম্মদ কোনারকে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপিখানির ছাপ উঠাইয়া লইবার সময় আমাকে স্বয়ং সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়া ব্লক্ সাহায্যে সেগুলির পুনরুৎপাদনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্বল্পাবসর গ্রন্থকারের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ, মহাশয় বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলি সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এ কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু কয়েক মাস অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ গ্রামে গমন করিলে পর মদীয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্র প্রাকৃতপ্রকাশ-সম্পাদক ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীমান্ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, এবং 'পর্ণপুট' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ-রচয়িতা সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর, বি, এ, মহাশয় পুস্তকের অবশিষ্টাংশ সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীমান্ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুবর্গ স্বেচ্ছায় প্রুফ্ ও পাণ্ডুলিপি সংশোধনের ভার গ্রহণ না করিলে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে আরও যে কত বিলম্ব ঘটিত, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কোনারকের কথা ও ভুবনেশ্বরের কথার পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া উহার সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনকল্পে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূরণ চাঁদ নাহার, এম, এ, বি, এল, মহাশয় তাঁহার গ্রন্থাগার হইতে কয়েক খানি মূল্যবান পুস্তক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, শ্রীমান্ যতীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীমান্ কালীপদ বাঘ সূচীপত্র ও শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতের অক্সফোর্ড প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ, দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষ, ইনষ্টিটিউট অফ ব্রিটিশ আর্কিটেক্‌টস নামক সমিতি, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এম্ অনন্থালবারের ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশক প্রভৃতি যাঁহারা বিভিন্ন চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদের সৌজন্যের কথা সেই সেই চিত্রের নিম্নভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল উপকারের জন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ত্রুটি স্বীকার।

এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে বহু ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল ত্রুটি ও অপরাধের জন্য গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কেহই দায়ী নহেন। আমারই অনবধানতা-বশতঃ 'পুরীর কথা' খণ্ডের একটি মুদ্রাকর-প্রমাদ শুদ্ধিপত্রে স্থান পায় নাই এবং অপর একটি ভ্রম শুদ্ধিপত্রে উল্লিখিত হইলেও শুদ্ধরূপে সংশোধিত হয় নাই। শ্রীমন্দির পরিক্রমা অধ্যায়ে ২০ পৃষ্ঠায় (১৫-১৬ লাইন) 'প্লুষ্টাঃ পৃষ্ঠেহংশুপাতৈ রতিনিকটাতয়া' 'প্লুষ্টাঃ পৃষ্ঠেহংশুপাতৈরতিনিকটতয়া' হইবে এবং 'পুরীর কথার' ১৩ পৃষ্ঠা ২২ পংক্তিতে ও ১০৩ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তিতে উল্লিখিত লাঁলোয়া নামটি বিশুদ্ধরূপে লিখিতে হইলে 'লাঁলে' লিখা আবশ্যক; ইহার বানান Langles হইবে, Langle নহে। ভবদেব ভট্টের বংশলতিকায় (ভুবনেশ্বরের কথা পৃঃ ৯৬) মুদ্রাকর-প্রমাদে ও

স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত অবলম্বন করায় যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, তাহা শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইয়াছে। মূল লিপির 'সরস্বতীজানি' এই বিশেষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গোবর্দ্ধনের সাঙ্গোকা ব্যতীত সরস্বতী বলিয়া অপর এক পত্নী ছিলেন (২)। শ্রী আদিদেবের পত্নীর নাম দেবকী। এ সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্লিটের মতই সমর্থন যোগ্য বলিয়া মনে হয়। ফরাসী ভাষার বর্ণমালার উপরিভাগে যে সকল চিহ্নাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রে তাহা সুদুর্লভ বলিয়া উদ্ধৃত ফরাসী অংশে সেগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে কয়েক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে। আর এক কথা। আমরা যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি, তাহা যথাসাধ্য পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত উড়িষ্যার গেজেটিয়ার ও পূর্ত্তবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন মন্দির ও সৌধসমূহের বিবরণী (List of Ancient Monuments in Bengal) এই দুইখানি গ্রন্থের সকল স্থলে উল্লেখ করা হয় নাই। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ দেবের মন্দিরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমাকে অনেক স্থলেই শেষোক্ত গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে। ভরসা করি, সুধী পাঠক গ্রন্থকারের পূর্ব্বোক্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

চিত্র-পরিচয়।

আমরা চিত্রসাহায্যে আমাদিগের বক্তব্য যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সময়মত ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে না পারায় নবগ্রহবিষয়ক পরিশিষ্টে কোলাপুরের নবগ্রহমণ্ডপের ও

(২) Epi. Indic. Vol. VI. p. 206.

বৌদের নবগ্রহমন্দিরের চিত্র এবং গজসিংহবিষয়ক পরিশিষ্টে নালন্দায় প্রাপ্ত প্রস্তরময় সিংহাসনের একটি টুকরায় ক্ষোদিত গজসিংহমূর্ত্তির চিত্রের প্রতিলিপি (৩) সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। যদি এ পুস্তকের নবসংস্করণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এ চিত্র কয়খানি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। কোণারকের কথা খণ্ডে চক্র-সংযুক্ত যে দুইটি মন্দিরের চিত্র রহিয়াছে, তাহার সহিত তাঞ্জোর জেলার দারাসুরম্ নামক স্থানে অবস্থিত ঐরাবতেশ্বর মন্দিরের চক্র ও অশ্বসংযুক্ত মণ্ডপের চিত্রটি সন্নিবেশিত করিতে পারিলে এ সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যক্তব্য অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইত। শ্রীযুক্ত পি, ডি, জগদীশ আয়ার তাঁহার দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির বিষয়ক গ্রন্থে ইহার একখানি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন (৪)।

পুরীতীর্থের শ্রীমন্দিরে প্রাপ্ত মাতৃমূর্ত্তির যে দুইখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'পুরীর কথার' চিত্রখানির জননীর মুখ প্রতি-লিপিতে সেরূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয় নাই এবং 'ভুবনেশ্বরের কথায়' শিশুর মুখটি একেবারেই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক অনুগ্রহ করিয়া দুইখানি চিত্র মিলাইয়া দেখিলে মূল চিত্রের সৌন্দর্য্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত যে কয়টি প্রস্তর-নির্ম্মিত রমণীমূর্ত্তির চিত্র কলিকাতার যাদুঘর হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার একটিতে মাতৃমূর্ত্তি বড়ই সুন্দরভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে। চিত্রনিহিত এই মূর্ত্তিটি পূর্ব্বোক্ত মাতৃমূর্ত্তির সহিত তুলনা করিলে উৎকল-শিল্পীর বাৎসল্যরস-সমাবেশ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। মেক্সিকোর "মায়ান্" (Mayan) ভাস্কর্য্যের কথা

(৩) Grunwedel's Buddhist Art in in India p. 31, fig. 53.

(৪) South Indian Shrines by P. V. Jagadisa Ayyar, p. 79.

এদেশে অধিক আলোচিত হয় নাই। 'পুরীর কথা'য় যে দুইটী চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—মেক্সিকোবাসী ও ভারতীয় হিন্দুর ধর্ম্মগত বা আচারগত সাদৃশ্য প্রমাণ করা নহে; শুধু দুই দেশের আদিম শিল্পের তুলনা করিলে যে প্রাকৃতিক সাদৃশ্যটুকু বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই অনুসন্ধিৎসু পাঠকের গোচরীভূত করা মাত্র।

অংশবিশেষে আলোচনার অসম্পূর্ণতার কথা।

গ্রন্থমধ্যে অনেক কথা আরম্ভ করিয়া বাহুল্যভয়ে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিথুনমূর্ত্তির আলোচনার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের আনুমানিক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর জৈন রেলিংএ মিথুনমূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু উড়িষ্যার ন্যায় তাহা বীভৎসভাবে অশ্লীল নহে। সম্প্রতি ভারতবর্ষ পত্রিকায় (বৈশাখ সংখ্যা, ১৩২৮, পৃঃ ৫৩৯) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় কুমড়াহারে প্রাপ্ত প্রাচীন পাটলি-পুত্রের যে প্রস্তর-ক্ষোদিত রেলিংএর চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও যেন কয়েকটি মিথুনমূর্ত্তি রহিয়াছে। চিত্র হইতে যতদূর বুঝা যায়, এগুলি সেরূপ কামকলা-দ্যোতক নহে। রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর ১৯০৮ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁহার স্বর্ণনির্ম্মিত erotic মিথুনমূর্ত্তির বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই শ্রেণীর যে কয়েকটি হিন্দু যাবনিক (Indo-Bactrian) মিথুনমূর্ত্তির আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শিশুমূর্ত্তিও দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ রায় চৌধুরী বাহাদুর এগুলিকে Eros অথবা যোনকদিগের শিশু কামদেব বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা-ভাস্কর্য্যে অশ্লীল মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও শিশু বা গণাকৃতি মূর্ত্তি দেখা যায়; কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখিয়া, এগুলি

যে প্রাচীন Indo-Bactrian শিল্পধারার কোনও বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা তো মনে করিবার কারণ দেখি না। প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যেও ভাস্কর্য্য লইয়া মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে। সাঞ্চী তোরণস্থিত যে প্রকার মূর্ত্তি গ্রূণবেডেল (grunwedel) 'শ্রী' দেবীস্বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৫), ফুসে তাহাই স্নান-নিরতা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাহেন। সাধারণ পাঠককে অনেক স্থলে এই সকল পরস্পরবিরুদ্ধ মতের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা হইতে হয়। আমি যথাসম্ভব বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মতের উল্লেখ করিয়া, যেটি অধিকতর বিচারসহ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে ছাড়ি নাই, তবে যে বিষয়ে আমার নিজের ধারণা সুসমঞ্জসরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে স্থলে বাধ্য হইয়াই বিভিন্ন মতের উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে।

মত-বৈষম্য।

পুরাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের শেষ খবরটুকু সর্ব্বদা জানিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন; নতুবা নূতন আবিষ্কার ও নব আলোচনার ফলে যাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহারই পুনরুক্তিরূপ প্রমাদে পতিত হইতে হয়। এ চেষ্টায় আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, জানি না। 'কোনারকের কথা'র দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ পৃষ্ঠায় অজন্তার প্রথম গুহায় অবস্থিত একটি চিত্র স্বর্গীয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতানুসারে রাজা পুলি-

অজন্তাগুহার একটী মূর্ত্তি

(৫) Buddhist Art in India, p. 39. গ্রূণবেডেল এই নামটি ভুবনেশ্বরের কথার কয়েক স্থলে ভ্রমক্রমে গ্রাণওয়েডেল রূপে লিপ্যন্তরিত হইয়াছে।

কেশীর রাজত্বের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষে দ্বিতীয় খসরু কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতগণের হিন্দুরাজসভায় আগমনের আলেখ্য বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। খসরু পরভেজ ৫৯১ খৃঃ অব্দে পারস্যের সিংহাসনে সম্রাট্ মরিস কর্ত্তৃক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মন্দিরের কথার এই অংশ মুদ্রিত হইবার পর বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত আচার্য্য ফুসে গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে (৮ই মার্চ্চ, ১৯২১) অজন্তাগুহার চিত্রাবলী সম্বন্ধে কলিকাতার যাদুঘরে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত চিত্রটি জাতককাহিনীসংক্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। স্বর্গীয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয় অনেক স্থলে নিজের পূর্ব্বমতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং জীবিত থাকিলে এ মতটিও প্রত্যাহার করিতেন, সন্দেহ নাই। আমি কর্ত্তব্যবোধে, স্বর্গীয় ডাঃ স্মিথ মহাশয়ের মতটি যে আর নির্ভরযোগ্য নহে, এস্থলে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। পুরীর কথার পরিশিষ্টে (১৮৩ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের শ্রৌত সূত্রাদি রচনাকাল সম্বন্ধীয় মত আচার্য্য উইণ্টারনিজ্ (Winternitz) কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। শেষোক্ত পণ্ডিতের মতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দই সূত্র রচনাযুগের শেষ সীমা; ইহার পরে আর এ যুগ ঠেলিয়া লওয়া যায় না।

উড়িষ্যার ইতিহাসের উপকরণ

উড়িষ্যার ইতিহাসের সহিত মন্দিরের কথার যথেষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। সে ইতিহাসের কঙ্কাল-যোজনা কিন্তু এখনও সমাপ্ত হয় নাই। বন্ধুবর মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুখপাঠ্য গ্রন্থখানির রচনা সমস্ত হইতেই প্রাচীন বাস্তুশিল্পবিষয়ক অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর গুরুতর রাজকার্য্যের অবসরে অক্লান্ত পরিশ্রমফলে যে সকল বহুমূল্য

উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একখানি সম্পূর্ণাবয়ব ইতিহাস রচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর এক অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার ব্যতীত অপর কাহাকেও এ বিষয়ে সেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতে দেখি না। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, বিজয়বাবু অকালে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন।

একাবলী।

অনুমান ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বিদ্যাধরকবি-বিরচিত 'একাবলী' নামক একখানি অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এ গ্রন্থের তরলা নাম্নী টীকা মেঘদূত ও রঘুবংশের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ কর্ত্তৃকই বিরচিত। একাবলী গ্রন্থে নরসিংহ নামক যে উৎকল ও কলিঙ্গরাজের উল্লেখ আছে, ডাঃ ভাণ্ডারকর তাঁহাকে গঙ্গবংশোদ্ভব উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহদেব বলিয়া সনাক্ত করেন, যেহেতু একাবলী গ্রন্থে বিদ্যাধর কবি রাজা নরসিংহদেবের রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে এবং পুরীতে প্রাপ্ত ক্ষোদিত তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় নরসিংহদেব 'কবিপ্রিয়ঃ' ও 'কবিকুমুদচন্দ্রো' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর কিন্তু একাবলীর নরসিংহ রাজাকে উৎকলাধিপ প্রথম নরসিংহদেব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন (৬)। সে সকল বিচার বিতর্ক এই গ্রন্থের মুখবন্ধে স্থান পাওয়া সম্ভবপর নহে।

সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই, মহাশয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন উড়িয়া অক্ষরে লিখিত 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' নামক যে

(৬) J. A. S. B. Vol. LXXII, Pt. I No 2, 1903 p. 28.

অপ্রকাশিত পুঁথির বিবরণ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন (সাহিত্য, ১৩২৭, পৃঃ৫৩০—৫৩৫), তাহাতে

গঙ্গাবংশানু-চরিতম্।

বিদ্যার্ণব নামক কোনও স্তুতিপাঠকের সস্ত্রীক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থদর্শনের কথা ও 'নানা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সমাচার' কাব্যচ্ছলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা 'বাসুদেব রথ সোমযাজী' রাজগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে গ্রন্থখানি গঙ্গবংশীয় রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল।

চোড়গঙ্গ হইতে গণনা করিলে দেখা যায় যে, 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' গ্রন্থের মতে পুরুষোত্তমদেব গঙ্গবংশের সপ্তবিংশতিতম নরপতি।

গজপতিবংশ।

এই সকল 'গজপতি'বংশীয় রাজাদিগের নাম নিম্নলিখিত অনুক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে—

(১) কুড়ঙ্গ (২) চুড়ঙ্গ (৩) রাজরাজেশ্বর (৪) অতিরথ (৫) একজটী কামদেব (৬) মদন কামদেব (৭) অনঙ্গভীম (৮) নৃসিংহ (৯) ভীম নৃসিংহ (১০) পুরুষোত্তম নৃসিংহ (১১) কবি নৃসিংহ (১২) আকটা সরটা নৃসিংহ (১৩) প্রতাপ নৃসিংহ (১৪) নিশঙ্ক ভানু (১৫) বাতুল ভানু (১৬) বীর ভানু (১৭) রুচিক ভানু (১৮) মধর ভানু (১৯) কজ্জল ভানু (২০) স্বর্ণভানু (২১) কালষণ্ড (২২) চূড়ঙ্গ (২৩) নৃসিংহ (২৪) অনন্ত (২৫) পদ্মনাভ (২৬) পীতাম্বর (২৭) পীতাম্বর-বৈমাত্রেয়—বাসুদেবের পুত্র পুরুষোত্তম।

রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বহু পরিশ্রমে বিভিন্ন তাম্রলিপির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করেন তাহা হইতে জানা যায় যে, চোড়গঙ্গ হইতে

চতুর্থ নৃসিংহদেব পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ জন নরপতি উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (৭)। ইঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) চোড়গঙ্গ (২) কামার্ণব (সপ্তম) অথবা মধু কামার্ণব (৩) রাঘব (৪) রাজরাজ (দ্বিতীয়) (৫) অনিয়ঙ্ক ভীম অথবা অনঙ্গ ভীম (দ্বিতীয়) (৬) রাজরাজ (৭) অনঙ্গ ভীমদেব (৮) নৃসিংহদেব (প্রথম) (৯) বীরভানুদেব (প্রথম) (১০) নৃসিংহ অথবা নরনারসিংহদেব (দ্বিতীয়) (১১) বীরভানুদেব (দ্বিতীয়) (১২) নৃসিংহ অথবা নরনারসিংহ (১৩) বীরভানুদেব (তৃতীয়) (১৪) নৃসিংহদেব (চতুর্থ)। ইহার অব্যবহিত পরেই 'ভাস্বদ্‌বংশাব-তংশ' কপিলেন্দ্রদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা প্রতাপপুরুষোত্তমদেব। এই তালিকায় গঙ্গবংশীয় পুরুষোত্তম নামক কোনও রাজার নাম পাওয়া যায় না। সূর্য্যবংশীয় পুরুষোত্তমদেব বা প্রতাপপুরুষোত্তমদেবের শাসনকাল (৮) খৃঃ ১৪৬৯-৭০ হইতে ১৪৯৬-৯৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। মাদলা পঞ্জী মতে পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বের সপ্তম অঙ্কে (১৪৭৩-৭৪ খৃঃ অব্দে) জগন্নাথ-দেবের ভোগমণ্ডপ এবং নবম অঙ্কে (১৪৭৫-৭৬ খৃঃ অব্দে) রন্ধনশালাদি নির্ম্মিত হয়। এই পুরুষোত্তমদেবই কাঞ্চীকাবেরী অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন। 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বা তাহার দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করিলে, মূল গ্রন্থ ৪৫০ বৎসরের পুরাতন হইয়া দাঁড়ায়।

---

(৭) J. A. S. B. August 1903, pp. 44, 45.

(৮) J. A. S. B. Vol. XIX, Pt. No-2. 1900. p-10.

মৈত্র মহাশয় 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, গঙ্গবংশে 'ছয়জন দেব, ছয়জন নৃসিংহ, ছয়জন ভানু এই অষ্টাদশ নৃপতি ও তৎপরে অন্যান্য ক্ষিতিপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'। আমরা কিন্তু স্বর্গীয় রায় বাহাদুর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তালিকা অনুসারে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত মাত্র ষোলজন রাজার সন্ধান পাইতেছি; ইহার মধ্যে তিনজন 'ভানু' ও চারিজন 'নৃসিংহ' নামবিশিষ্ট। ক্ষোদিত লিপি হইতে গৃহীত এই সকল নাম যে অলীক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য, তবে নরপতিদের বিভিন্ন 'বিরুদ' থাকায় অনেক সময় প্রকৃত পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে। কুড়ঙ্গ নামে অভিহিত

("দেবেষু চাবিরভবৎ প্রথমং কুড়ঙ্গো
যং চৌড়গঙ্গ ইতি কেচন নির্দ্দিশন্তি।")

চৌড়গঙ্গ যে বঙ্গবিজয়ী সম্রাট্ রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র ছিলেন, সে সম্বন্ধে 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' গ্রন্থের সহিত স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোনও মতভেদ নাই। এই নবাবিষ্কৃত পুঁথির তালিকায় যে এগারটি অধিক নাম দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের ঐতিহাসিকতা কতদূর, তাহা সুপণ্ডিত মৈত্রেয় মহাশয় গ্রন্থসম্পাদনকালেই বিচার করিবেন, সন্দেহ নাই।

মৈত্র মহাশয়ের প্রবন্ধের অপর একটি স্থান উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, যেহেতু মন্দিরের কথার সহিত এই অংশের একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। "কবি প্রসঙ্গক্রমে এই সকল নরপালের শাসন-কালের সংখ্যা ও কীর্ত্তি-কলাপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের

মন্দির নির্ম্মাণের কাল

মন্দির ও প্রথম নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক কোনারকের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণের সময় এইরূপ উল্লিখিত আছে, যথা—

"অঙ্ক ক্ষৌণী শশাঙ্কেন্দু সম্মিতে শকবৎসরে।
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ॥

ইহাতে ১১১৯ শকাব্দা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্দির রচনার শিল্পরীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বঙ্গভূমির জীবন সন্ধ্যা, উৎকলের জীবন প্রভাত।" আমরা পুরীর কথার শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্ত অধ্যায়ে (পৃঃ ১৪৩) 'সেতুবন্ধ যাত্রা' ও 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ' এই গ্রন্থদ্বয় হইতে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার "শকাব্দেরন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্র নায়কে" এই পংক্তিটি হইতে ১১১৯ শকাব্দা পাওয়া যায়। 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' এই বচন অনুসারে রন্ধ্র=৯, শুভ্রাংশু=১, রূপ=১, নক্ষত্র নায়ক=১, ঠিকঠাক ১১১৯ শকাব্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। এই বৎসরটি রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের রাজত্বকালের অন্তর্গত যেহেতু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে রাজা অনিয়ঙ্ক ভীম ১১১২ শকাব্দা হইতে ১১২০ শকাব্দা (খৃঃ অঃ ১১৯৩-৪ হইতে ১১৯৮-৯) পর্য্যন্ত উৎকলের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমার যাহা মতামত তাহা শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গেই বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধে অপর একটি জ্ঞাতব্য তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। এই পুঁথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে কাব্যের নায়ক ও নায়িকা—বিদ্যার্ণব ও লীলাবতী—'পোতারোহণে পুরীধামের স্বর্গদ্বার নামক বেলাভূমির উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া, প্রতিপোতা-

শ্রীচৈতন্য-মণ্ডলী

রোহণে সমুদ্রতটে পদার্পণ করিবার পর তথায় অনেক প্রস্তর চৈত্য দেখিয়াছিলেন এবং এই সকল চৈত্যের অনতিদূরে শ্মশান-ভূমির সান্নিধ্যে, শ্রীচৈতন্যমণ্ডলী নামক পরম ভাগবতগণের আবাস ছিল।'

'মন্যে দৈন্য বশীকৃতেন বিধিনা স্বর্দ্বারমারোপি কিং
শ্রীচৈতন্য মতানুসারী সুজন শ্রেণীতি নিঃশ্রেণীকা।'

এই শ্লোকাংশ হইতে মৈত্রেয় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে তখন ও চৈতন্যমণ্ডলী নগর মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ তখনও তাঁহারা নিঃশ্রেণী বলিয়া সামাজিকগণের প্রতিবেশী হইবার অধিকার লাভ করেন নাই। চৈতন্যমণ্ডলীর ভাগবতগণ যে প্রথমে কোথায় তাঁহাদিগের আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা কঠিন নহে। পুরীর সমুদ্র-তটে এখনও এই শ্রেণীর দুই চারিটি চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্মশানে চিতি বা স্তূপ নির্ম্মাণ যে বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল তাহা পুরীর কথার পরিশিষ্টে জর্ম্মান পণ্ডিত কালণ্ডের গ্রন্থ সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গঙ্গবংশানুচরিতের এই বর্ণনা হইতে ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রথা যে অধিকতররূপে প্রচলিত ছিল এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। যাউক সে কথা। গ্রন্থোক্ত শ্রীচৈতন্যমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত কি না ইহাও অনুধাবন-যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

সূর্য্যবংশীয় পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকাল ১৪৬৯-৭০ খৃঃ অঃ হইতে ১৪৯৬-৯৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এবং শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং পুঁথিখানি পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বের শেষ বৎসরে লিখিত হইলেও চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক এ ধর্ম্মমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি তখন একাদ শবা

বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকমাত্র। সুতরাং হয় বলিতে হইবে শ্লোকটি পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, নতুবা অনুমান করিতে হইবে যে চৈতন্য মণ্ডলী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না। চৈতন্যদেব যে পুরুষোত্তমদেবের পরবর্ত্তী রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে পুরীতীর্থে অবস্থান করিয়াছিলেন একথা বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিয়াছি এবং উক্ত রাজা যে তাঁহাকে 'সচল জগন্নাথ' বলিয়া বিবেচনা করিতেন একথাও শ্রীমন্দিরের পূজাপদ্ধতি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (৯)। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণও সকলে বড় প্রতিপত্তিহীন ছিলেন না। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ড নবম পরিচ্ছেদে যে রামানন্দের উল্লেখ আছে তাঁহার ভ্রাতা গোপীনাথ বড়জেনা মেদিনীপুরের পূর্ব্বভাগের রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন (১০)। জয়ানন্দ কৃত চৈতন্যমঙ্গল অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার কোনও প্রবন্ধে (১১) লিখিত হইয়াছে যে চৈতন্যদেব নিষেধ করায় প্রতাপরুদ্র বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন (১২)। পরবর্ত্তীকালে চৈতন্য বিগ্রহরূপে জগন্নাথ দেবের সহিত উড়িষ্যার নানাস্থানে পূজিত হইলেও তাঁহার বা তাঁহার কোনও শিষ্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের প্রভাব, নিন্দা গ্লানির ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। বঙ্গদেশের কোন কোনও স্থানে 'জাত' বৈষ্ণবদিগের প্রতি 'নিঃশ্রেণিক' আখ্যা-প্রয়োগ অদ্যাপি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় না। হয়ত প্রতাপরুদ্রের ভক্তি

---

(৯) পুরীর কথা, পৃঃ ১৫৮।
(১০) J. A. S. B. 1900, pt. I, No. 2, p. 14.
(১১) কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৮৯৭, পৃঃ ৪৭৭।
(১২) loc. cit. p. 15.

উদ্রেক হওয়ার পূর্ব্বে উৎকলবাসিগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এই সকল বিষয়ের মীমাংসার ভার বিশেষজ্ঞের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এ পুঁথির অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইলে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুকম্পা-ভিক্ষার জন্য মৈত্রেয় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতাম। তাহা হইলে শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্তবিষয়ক অধ্যায়টি বোধ হয় সুসম্পূর্ণ হইতে পারিত। মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন 'ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে' এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেই 'বিবরণ সঙ্কলন করিতে হয়'। ঐতিহাসিকগণ শ্রীমন্দিরে রক্ষিত 'মাদলাপঞ্জী' এবং 'চৈতন্য ভাগবত' অন্ত্যখণ্ড চতুর্থ অধ্যায় হইতে (১৩) মুসলমান আক্রমণের বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ১৫০৯ খৃঃ অব্দে মুসলমান অভিযানের অধিনায়ক ইসমাইল গাজী ও মাদলাপঞ্জীর 'সুরস্থান' অভিন্ন বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে (১৪)। এই সকল রাজনীতিমূলক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যতই নিঃসন্দেহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশেষজ্ঞগণ উৎকলের শিল্পকলার ও মূর্ত্তিতত্ত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে যতই অধিক আলোচনা করিবেন, মন্দিরের কথা ততই সম্পূর্ণ হইয়া আসিবে। বড়ই আশা ও আনন্দের বিষয় যে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ-প্রমুখ উৎকলবাসী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল ও জয়যুক্ত হউক আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

গত চারিবৎসর ধরিয়া মন্দিরের কথা লইয়া ব্যাপৃত ছিলাম। ইহাই আমার অবসর-বিনোদনের একমাত্র সঙ্গীস্বরূপ হইয়াছিল।

(১৩) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৩৯।
(১৪) loc. cit p. 14.

কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও সকল বিষয় ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারি নাই। আজ কলিকাতা হইতে আমার কর্ম্মক্ষেত্র আশু-পরিবর্ত্তনের দিনে এই স্বেচ্ছাকৃত কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইল। আজ আমার সহযাত্রিগণের কথা স্মরণ হইতেছে। কলিকাতা হইতে বিদায়-গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি আনন্দই না লাভ করিতাম! দুঃখের বিষয় এক সদানন্দ স্নেহশীল শ্রীমান ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যতীত আর কেহই এক্ষণে কলিকাতার অধিবাসী নহেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র মহাশয় বেঙ্গার-প্রবাসীরূপে বাঁকীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। অধ্যাপক কালিদাস নাগ সরস্বতীর আরাধনায় সাগরপারে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রিয়সুহৃৎ রাখালদাসের কার্য্যালয় এখন মহারাষ্ট্র দেশে পুনানগরীতে। তাঁহাকে নেতৃরূপে বরণ করিয়া যে আর কোনও তীর্থস্থান দর্শন করিতে যাইব সে সম্ভাবনা অল্প। এই ভূমিকা-সমাপ্তির সহিত ভগবানের নিকট এই সকল বন্ধুগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। হয়তো বাণীর পদারবিন্দ হইতে এই আমার চিরবিদায়। পাঠকবর্গের নিকট সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, আমার অক্ষমতা-নিবন্ধন যে সকল দোষ-ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহা তাঁহারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া, ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য যেন সেগুলি আমায় কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক জ্ঞাপন করেন।

৪ঠা মে, ১৯২১
৫৭নং বকুলবাগান রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

সূচীপত্র।

—:*:—

বিষয় সূচী।

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
পুরীর কথা	১
শ্রীমন্দির পরিক্রমা	১৮
শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য	৪৬
শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ	৬৯
রথযাত্রা	১০৫
নরেন্দ্র সরোবর	১২০
গুণ্ডিচা-গৃহ	১২৫
পুরীতীর্থের প্রাচীনত্ব	১৩৭
শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্ত	১৪২
শ্রীমন্দিরের পূজাপদ্ধতি ও চৈতন্যদেব	১৫৪
কোম্পানির আমলে পুরীতীর্থ	১৬৪
প্রত্যাবর্ত্তন	১৭৫

পরিশিষ্ট—

(১) উৎকলে দক্ষিণী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ...	১৭৭
(২) উৎকলে পঞ্চতীর্থ	১৭৭
(৩) কাঞ্চী-কাবেরী অভিযান ...	১৭৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক।
(৪)	শিশু ও জননীর চিত্র	১৭৯
(৫)	বৈদিক যুগে স্তূপ নির্ম্মাণ ...	১৮১
(৬)	বোধগয়ার মন্দির	১৮৪
(৭)	কলিঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ কোশলে গুপ্তরাজ্য ...	১৮৫
(৮)	জগন্নাথদেব ও বুদ্ধ অবতার ...	১৮৭
(৯)	পাঞ্চরাত্রমতের ঐতিহাসিক প্রমাণ ...	১৮৯
(১০)	শবর জাতি ও জগন্নাথ তীর্থ ...	১৯০
(১১)	বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব ...	১৯২
(১২)	পুরী ও দন্তপুরী	১৯৩
(১৩)	চৈতন্যদেব ও গরুড়স্তম্ভ ...	২০১
(১৪)	বৈষ্ণব বন্দনায় প্রতাপরুদ্র ...	২০১
(১৫)	শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ	২০২

চিত্র সূচী।

চিত্র—

১।	জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজশেখর ও সম্মুখভাগ...	৪
২।	জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার	৯
৩।	প্রমোদতরণীর চিত্র (পুরী মন্দির)	১৪
৪।	জগন্নাথদেবের মন্দিরের নক্সা	১৯

চিত্র		পত্রাঙ্ক।
৫।	শিশু ও জননীর মূর্ত্তি (পুরী মন্দির)··· ···	৩৯
৬।	অজন্তার মাতৃমূর্ত্তি ··· ··· ···	৪০
৭।	জগন্নাথ মন্দিরের পার্শ্বদেশ ··· ···	৪০
৮।	পুরীমন্দিরের জগমোহনগাত্রে ক্ষোদিত চিত্র ···	৪২
৯।	পুরী মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি ··· ···	৪৭
১০।	'নন্দ্যাবর্ত্ত' গ্রামের নক্‌সা ··· ···	৫১
১১।	মাদুরা মন্দিরের বিখ্যাত গোপুরম্ ··· ···	৫৪
১২।	উড়িষ্যার পিরামিডাকৃতি মণ্ডপের ছাদ ···	৫৪
১৩।	মহাবোধি মন্দির ··· ··· ···	৫৭
১৪।	তাঞ্জোরের শিবমন্দির ··· ··· ···	৫৭
১৫।	কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ···	৫৮
১৬।	মুধেরার সূর্য্যমন্দির ··· ··· ···	৫৮
১৭।	প্রাচীন নিনেভে নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রস্তর ক্ষোদিত শিখর ও স্তূপাকৃতি হর্ম্ম্যের প্রতিরূপ ···	৬১
১৮।	আর্য্য স্থাপত্য প্রথায় নির্ম্মিত উত্তরাপথের মন্দির (বারাণসী) ···	৬১
১৯।	মামল্লাপুরমের রথ নামক প্রস্তর ক্ষোদিত সপ্তমন্দির ···	৬৫
২০।	জগন্নাথদেবের মন্দিরের বহির্দ্দেশ ··· ···	৬৭
২১।	জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণ ও খাঁজকাটা প্রাচীর ···	৬৭
২২।	বৌদ্ধ চৈত্য ··· ··· ··· ···	৭৮

চিত্র		পত্রাঙ্ক।
২৩।	বৌদ্ধ চক্র-ত্রিশূল চিহ্ন	৮৩
২৪।	পাঁচটী ব্রাহ্মী অক্ষর ও তৎসমবায়ে গঠিত ত্রিশূলাকৃতি জড়প্রকৃতি জ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্ন ...	৮৩
২৫।	কোণার্কে প্রাপ্ত মহিষমর্দ্দিনী, জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি ...	৮৪
২৬।	সঙ্ঘজ্ঞাপক চিহ্ন হইতে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি ...	৯১
২৭।	ধীবর রাজার বক্ষে অঙ্কিত মৎস্য চিহ্নের চিত্র ...	৯১
২৮।	কাষ্ঠক্ষোদিত মায়োরি মুখের চিত্র	৯৫
২৯।	পেরুর ক্রন্দনশীল দেবতা	৯৫
৩০।	অমেটেপেক্ 'ইস্	৯৮
৩১।	পুরীর বড় দাণ্ড	১০৫
৩২।	তিরুবদমুরুত্তুরের রথ	১০৭
৩৩।	দক্ষিণী টেপ্পকুলম্—তিরুপ্পরণ কুণ্ডম্	১২১
৩৪।	মাদুরার টেপ্পকুলম্	১২২
৩৫।	নরেন্দ্র সরোবর	১২৪
৩৬।	গুণ্ডিচা বাড়ী	১২৯
৩৭।	গুণ্ডিচা গৃহের প্রবেশদ্বার	১৩৩
৩৮।	গুণ্ডিচা গৃহের শিল্প সৌন্দর্য্য	১৩৬
৩৯।	গুণ্ডিচা বাড়ীর অন্তর্দ্দেশ	১৩৬

পুরীর কথা।



বন্ধুবর র—যখন জানাইলেন যে, তিনি পুরী হইয়া কোনারক যাত্রা করিবেন, তখন কর্ম্মক্লান্ত জীবনে একটু বিচিত্রতার ভরসায় এই সুযোগে বাহির হইয়া পড়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম, ভবিষ্যতে পুরী যাওয়ার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু এরূপ সৎসঙ্গে কোনারক গমন আর কখনও ঘটিয়া উঠিবে না।

কলিকাতায় সরকারী-বেসরকারী প্রায় সকল আপিসই শনিবারে দুইটার সময় বন্ধ হয়। আর মাদ্রাজ-মেল ছাড়িবার সময় অপরাহ্ণ বেলা ছয় ঘটিকা। সুতরাং এই সময়টুকুর মধ্যে আপন আপন প্রয়োজন বা সখ অনুযায়ী লোটাকম্বল, সুট্‌কেশ, valise প্রভৃতি সর্ব্ববিধ লট্-বহর লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের দলের তিন চার জন পূর্ব্বেই Passenger trainএ রওনা হইয়াছিলেন। বিদেশ-ভ্রমণের সময় র—পূরাদস্তর সাহেব। সরকারী কাগজাদিতেও তাঁহাকে Mr. লিখিয়া থাকে; সুতরাং আমাদিগের ন্যায় plain Baboo না হইলেও "ব্যক্তিগত চরিত্র" ও "জাতিগত বিশিষ্টতা"র গুণে বন্ধুবরকে গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে অন্ততঃ তিন কোয়ার্টার কাল হাওড়া ষ্টেশনে পাদচারণা করিতে হইল, অথচ তাঁহাকেই আবার "ব্যস্তবাগীশ" বলিয়া অপর লোককে বিদ্রূপ করিতে শুনিয়াছি। ব্যয়

সংক্ষেপের জন্য রেল কোম্পানী প্লাট্‌ফরমের বৈদ্যুতিক পাখাগুলি বন্ধ রাখিয়াছেন। ষ্টেসনে হাত-পাখা বিক্রীত হইতেছিল; গ্রীষ্মাতিশয্যে তাপমান যন্ত্রের পারদের ন্যায় তাহার মূল্য শনৈঃ শনৈঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। অবশেষে র—ভায়া নিজের অবস্থা বিবেচনায় সঙ্গিগণের অভাব-অভিযোগ বুঝিয়া লইয়া কয়েক গ্লাস বরফ-লাইমেডের ব্যবস্থা করিলেন। প্রিয় বয়স্য হ—বোধ হয়, আমাদের 'বিদায়-অভিশাপ' দিবার জন্যই আসিয়াছিলেন; কিন্তু অবস্থা দেখিয়া স্বহস্তে লাইমেড্ পৌঁছাইয়া দিয়া অনেক মুখরোচক "শুভ ইচ্ছা" অর্জ্জন করিলেন। অবশেষে গাড়ী ছাড়িল।

আমাদের কক্ষে একজন সাহিত্যামোদী যুবক বসিয়াছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের যাত্রী। তাঁহাকে সহিত দীনেন্দ্রবাবুর "মেদিনীপুরে তিন-রাত্রি", "সাহিত্য-সম্মিলনী" এবং সার রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধুবর "র"—এর উপন্যাসাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া খড়্গপুর পর্য্যন্ত সময়টুকু বেশ কাটিয়া গেল। সাহিত্যিক সহযাত্রীটি খড়্গপুরে নামিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন—একজন পাগ্‌ড়ীধারী পাঞ্জাবী।

গাড়ীতে সর্ব্বসমেত চারিজন যাত্রী। অন্য কোনও রেলপথে এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্রামের বড় সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু B. N. R.এর বন্দোবস্ত ভাল। দেখিলাম, পিঠের দিকের গদিটি টানিয়া লইয়া বেশ একটি bunk বা ঝোলান শয্যায় পরিণত করা যায়। ঘুম হউক বা না হউক, অন্ততঃ গা ছড়াইয়া লম্বা হইয়া শোওয়া চলে। সঙ্গে একখানি Pushkinএর উপন্যাস ছিল; কিন্তু তখন আর পড়িতে ভাল লাগিল না। বন্ধুবর অধ্যাপক ক—একখানি টাট্‌কা Empire কাগজ কিনিয়াছিলেন, সেখানিও

একপাশে উপেক্ষিতভাবে অযত্নে পড়িয়া রহিল। নিশাশেষে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, গাড়ীখানি সশব্দে কোনও নদীর উপরিস্থ লৌহসেতু অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। আলো ও আঁধারের ভিতর দিয়া চারিদিকের দৃশ্যগুলি বড় মন্দ দেখাইতেছিল না। প্রভাত হইলে দূরস্থিত ধূম্রাভ পাহাড়শ্রেণী ক্রমশঃ নয়নপথে পতিত হইল। আমরা খুর্দ্দায় আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের পূর্ব্বগামী বন্ধুগণ এখানে আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সদা-প্রসন্ন—মিত্র মহাশয়কে দেখিয়া বড়ই স্বস্তি বোধ করিলাম।

উৎকল হইতেই মদ্রদেশের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ষ্টেসনে ষ্টেসনে ইংরাজী-ভাষী মাদ্রাজী রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তৈলঙ্গ সভ্যতা যেন ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে peaceful penetration (শান্তিময় অন্তঃপ্রবেশ) চেষ্টায় বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। শ্রীমান্ ভূ—দেখিলাম, দিব্য মাদ্রাজী সাজিয়া-ছেন,—গলায় টাই-বাঁধা, গায়ে গল্লা-খোলা সাহেবী কোট, পরিধানে মাদ্রাজী ফ্যাসানে কচ্ছ-বিবর্জ্জিত ধুতি। প্ল্যাট্‌ফরমে ফল-মূল বিক্রীত হইতেছিল; সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুন্সী সাহেবের প্রতিই তাহা সংগ্রহের ভার অর্পিত হইল। ফল সংগৃহীত হইল বটে, কিন্তু তাহা পুরী পর্য্যন্ত পৌঁছিল না; গাড়ী খুর্দ্দা ছাড়িতে না ছাড়িতেই সকলগুলির সদ্ব্যবহার হইয়া গেল। আমরা যখন পুরী পৌঁছিলাম, বেলা তখন সবে সাড়ে-সাতটা।

দূরে শ্রীমন্দির দৃষ্টিগোচর হইতেই, মন যেন স্বভাবতঃই বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, মন্দির দর্শনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন, শুধু ধ্বজা দেখিয়াই ভাবাবেশে ভূপতিত হইয়াছিলেন।

"ধ্বজা দেখি প্রভু মোর পড়িল ধরায়॥

* * *

হা-হা প্রভু জগন্নাথ বলিয়া শ্রীহরি।
ভাসাইলা ভূমিতল অশ্রুপাত করি॥

* * *

প্রভুর মন্দির হেরি কাঁদে উভরায়।
কখন আছাড় খেয়ে পড়িছে ধরায়॥
বেগে গিয়া ধূলা-পায় প্রভুর দুয়ারে।
অশ্রুস্রোতে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে না পারে॥

* * *

গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিলা।
কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিলা॥" (১)

* * *

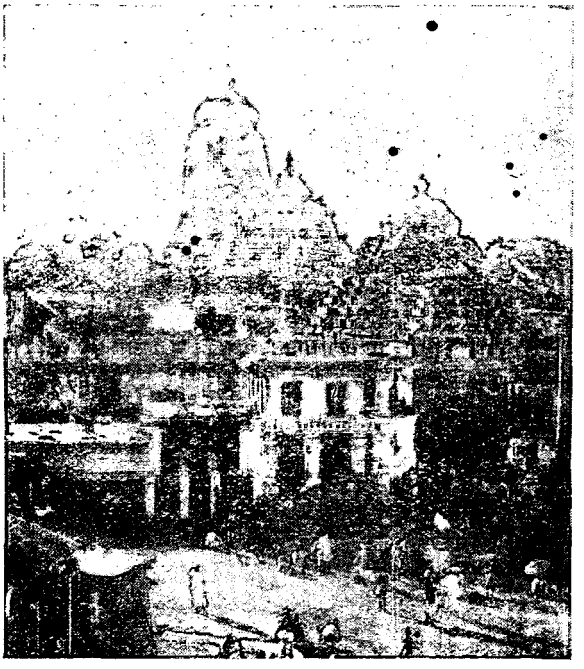
সে দিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় বা সে হয় বর্ণন॥ (২)

প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও দূরাগত, পথক্লিষ্ট, মুমূর্ষুপ্রায় যাত্রিগণ মন্দিরের চূড়ামাত্র দর্শনে হৃদয়ে নববলের সঞ্চার অনুভব করিত; তাহাদের সহিত আধুনিক রেল-আরোহী এই সকল সৌখীন তীর্থ-দর্শকগণের কোনক্রমেই তুলনা হইতে পারে না। সে ঐকান্তিকী ভক্তির কণামাত্র পাইলেও আজি-কালিকার অনেক

(১) —গোবিন্দদাসের করচা—
(Metcalf Press Edition
পৃঃ, ৪৩, ৪৪)

(২) শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড।
পৃষ্ঠা ৩০০, বসুমতী সংস্করণ।

(চিত্র ১)



পৃঃ ৪] জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজশেখর ও সম্মুখ ভাগ।

শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও আপনাকে যথার্থই ধন্য জ্ঞান করিতে পারে। কয়েকখানি গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীতে মালপত্রাদি বোঝাই করিয়া আমরা গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওনা হইলাম। রথযাত্রার আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখিলাম, ষ্টেসন-প্রাঙ্গণে কাঠের বেড়া দিয়া খোঁয়াড়ের ন্যায় কতকগুলি স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। রেলগাড়ীতে আরোহণ-অবরোহণের সময় ভিড় নিবারণার্থ এইখানেই তৃতীয় শ্রেণীর অভাগা যাত্রিদলকে আটক করিয়া রাখা হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও এরূপ ব্যবস্থা হয় বলিয়া শুনি নাই।

আমাদের যে গৃহে আশ্রয় লইবার কথা ছিল, দেখিলাম—আমরা আসিবার পূর্ব্বেই কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। বন্ধুবর র—সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তবে এ ক্ষেত্রে তাঁহার বলিবার বড় কিছু ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথ যখন পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সংবাদ জ্ঞাপন না করিয়া, আপন শ্বশুরালয়ে গিয়াও যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিল, তখন বন্ধুবর বিনা-সংবাদে প্রবাসে আসিয়া যে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যাহা হউক, অল্প চেষ্টাতেই অন্যত্র বাসা স্থির হইল। চাকর-বাকরেরা জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল; আমরা বাসা-বাটীর সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া সমুদ্রের লহরী-লীলা দর্শন করিতে লাগিলাম। সঙ্গিগণের মধ্যে একজন তরুণ বয়সে কিঞ্চিৎ ইংরাজী-সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছিলেন—এখন আর বড় সে দিকে ঝোঁক নাই। তিনি হঠাৎ "Sea, the sea, the ever free"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিকটেই ঐতিহাসিক বসিয়াছিলেন;

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি Xenophonএর Retreat of the Ten Thousand পড়িয়াছিস্?" অপর একজনের মনে 'কাব্য' ও 'স্বদেশ-প্রীতি' যুগপৎ জাগিয়া উঠিল; তিনি—

"সিন্ধু যাঁহার চরণ-ধূলায়
নিত্য আসি ললাট বুলায়"

এবং "সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে" প্রভৃতি কয়েকটি অমৃতময় পদ আমাদিগের অমর কবিগণের কবিতা হইতে অনর্গল আওড়াইতে লাগিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পুরীতে সমুদ্র দর্শন করিয়া সে মহান্ দৃশ্য ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যামৃত আস্বাদে অভ্যস্ত 'গৌড়-জন'ও তাহা সহজে ভুলিতে পারিবে না। বঙ্গের সুকবি ও ভাবুকগণ সিন্ধুতটে আসিয়া, বঙ্গবাণীকে 'সাগর-সঙ্গীত', 'সিন্ধু-গাথা' প্রভৃতি রত্নাভরণে ভূষিত করিয়াছেন। মনে পড়িল, ভিক্তর হুগো'র (Victor Hugo) একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,—"Caesar crosses the Rubicon, Mandrin leaps the gutter." এ ক্ষেত্রে যে অভাজনের উল্লেখ করিতেছি, তাঁহার 'পগার পার' হইবারও ক্ষমতা নাই। মস্তকে লগুড়াঘাত করিলেও দু'লাইন মিল করিয়া দেওয়া যাহার পক্ষে সম্ভব নহে, ভাবাবেগে উৎকৃষ্ট কবিতা অশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করা ছাড়া তাহার আর উপায় কি?

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বৃষ্টি নামিল। বায়ুবেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসও সঙ্গে-সঙ্গেই প্রবলতর হইয়া উঠিল। আমরা বাসায় আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সমুদ্র-স্নানার্থীর পাণ্ডাস্বরূপ দুই একজন নুলিয়া আসিয়া দেখা দিলেন। মাথায় বাঁশের টুপি। ইহারা তেলেগু-ভাষী—মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহাদের

আদিম নিবাস। চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট, ছোট চোখ প্রভৃতি লক্ষণহেতু ইহারা যে ককেসীয় জাতির কোনও শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত নহে, এইরূপই অনুমিত হইয়া থাকে। বর্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কমলাকান্তের ন্যায় স্বীকার করিতে হয়, সকলেরই বেশ 'ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ'। কাহার-কাহারও হাতে উল্কি তুলিয়া ইংরাজী ভাষায় নাম লেখা। শুনিতে পাই, উল্কি (tattoo-mark) না কি নৃতত্ত্ব আলোচনার একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু এ উল্কিগুলি ঠিক স্বদেশী নহে এবং আমাদের সঙ্গেও নৃতত্ত্ববিদ্ কেহ ছিলেন না, তাই রক্ষা; নতুবা স্নান-উপলক্ষে এই নুলিয়া কয়টির মাথার বেড় ও উল্কির বহর মাপিয়া শনৈঃ শনৈঃ কোনও অভিনব তথ্যের উদ্ভব হইত। বন্ধু-নুলিয়াদিগের নিকট হইতে একটি টুপি তাঁহার কোনও ইউরোপীয় বন্ধুর জন্য souvenir বা স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহারাও লোক বুঝিয়া দাম হাঁকিয়া বসিল। সুতরাং "নুলিয়া বেসাতি" আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। বৃষ্টি ছাড়িয়া গেলে আমরা সদল-বলে সমুদ্র-স্নানে আগুয়ান হইলাম। পুণ্যকামিগণ জগন্নাথ দর্শনের অঙ্গ-স্বরূপ 'ঢেউ খাইয়া' থাকেন। সৌখীন বাবুরাও ঢেউয়ে নাকানি-চোবানি খান; তবে পাছে কার্য্যটি ভুলক্রমে পুণ্যের খাতায় জমা পড়ে, সেই ভয়ে স্পষ্ট করিয়া উহাকে বিদেশী ভাষায় Sea-bath বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। দলপতির সাহসে অনেকেই বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিবার সময় কাহাকেও বা ছিন্ন-বস্ত্র, কাহাকেও বা ভগ্ন-পদ লইয়া ফিরিতে হইল। Moral—নূতন স্নানার্থিগণের নুলিয়াদের সাহায্য লওয়াই প্রশস্ত—বিশেষতঃ যদি সমুদ্রের কিঞ্চিৎ অশান্ত ভাব দেখা

যায়। বাসায় আসিয়াও কাহারও উৎসাহের অভাব দেখা গেল না। স্বয়ং casualty (আহত) তালিকাভুক্ত মহাশয়ও পায়ে পটি বাঁধিয়া ভূরি-ভোজনে লাগিলেন। মিত্র মহাশয় "সংরক্ষিত" সামুদ্রিক মৎস্যে বিগতস্পৃহ। তাঁহার জন্য "ডুড ও টামাকে"র ব্যবস্থা হইল।

তাহার পর শ্রীমন্দির দর্শনের পালা। তখনও টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল—তাই পুনরায় ঠিকা গাড়ীর আশ্রয় লইতে হইল। মন্দির-পথে দেখিলাম, উৎকলবাসিগণ কিছু fresco-painting বা দেওয়াল-চিত্রের পক্ষপাতী। তাহাদের মাটীর ঘরের দেওয়াল-গুলি প্রায়ই নানারূপ চিত্র-বিচিত্র করা। এগুলির পরিচয় আর নূতন করিয়া কি দিব—"পুরীর চিঠি"র কল্যাণে অনেক বাঙ্গালী পাঠকই এ 'আর্টে'র নমুনা দেখিয়াছেন। (৩) কত জীব-জন্তু, পশু-পক্ষীর ছবি অদ্ভুত রকমে আঁকা। 'নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া মিছিল চলিয়াছে, শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে পুরমহিলারা যাইতে-ছেন। হাতী, ঘোড়া, লোক-লস্কর সবই রহিয়াছে, দেব-দেবীরও অভাব নাই। কালী, দশভুজা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, লম্বাদাড়ি নারদ ঋষি, ভুঁড়ি-দোলান গণেশ', সকলেই বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ঘরের-দেওয়ালে বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করিতেছেন। অধ্যাপক ক—মহাশয় ললিত-কলার সন্ধান রাখেন,—এই প্রসঙ্গে কোথায় একটি নাতিহ্রস্ব বক্তৃতায় ভারতীয় আর্টের "প্রাণ" এবং তাহার সহিত অজন্তা-গুহাবলীর চিত্রাদির সম্পর্ক প্রভৃতি বুঝাইয়া দিবেন,—তা নয়, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া ওড্র-সভ্যতার অধো-গতির কারণ খুঁজিতে ব্যস্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে আমরা

(৩) শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী প্রণীত "পুরীর চিঠি", পৃঃ ৩৮।

মন্দিরে আসিয়া পঁহুছিলাম। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রস্তরময় সিংহমূর্ত্তি মুখ ব্যাদান করিয়া বিকট ভঙ্গীতে বসিয়া আছে, তাই এ দ্বারের নাম সিংহদ্বার। মন্দিরের এই প্রধান প্রবেশপথের সম্মুখেই কোনারক হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ Basalt প্রস্তরের বিখ্যাত অরুণ-স্তম্ভ। এই ষোড়শ কোণবিশিষ্ট (polygonal) "রুদ্রকাণ্ড" স্তম্ভটি একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত (monolith); উচ্চে ২৫ ফিট, ২ ইঞ্চি এবং বেড় ৬ ফিট, ৩৷৷০ ইঞ্চি। স্তম্ভের পাদভূমি বা পাদমূল সমচতুষ্কোণ। এক একটি পার্শ্বদেশ মাপে ৭ ফিট, ৯ ইঞ্চি এবং উচ্চে ৯ ফিট হইবে। (৪) স্তম্ভের সম্মুখে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থায়ী অস্থায়ী বিপণিশ্রেণী। মিত্র মহাশয়কে সূর্য্যবেদীর মাপ লইয়া নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে; তাই তিনি তাড়াতাড়ি একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ফুট-রুলের সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরের ভিতর চর্ম্মাবৃত 'টেপ' লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ থাকায় উহা ব্যবহার করার উপায় ছিল না।

সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয়ের মূর্ত্তি এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াই সোপানাবলীর পার্শ্বে রাম-সীতার মূর্ত্তি। দেবমন্দিরাদির দ্বারদেশের দুই পার্শ্বে—নিম্নে 'ঝল্‌কাট' হইতে দ্বারের সমগ্র উচ্চতার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে—দুইটি দ্বারপাল-মূর্ত্তি সন্নিবেশ করার কথা বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থের দেবমন্দিরবিষয়ক অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। (৫)

(৪) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অরুণ-স্তম্ভের অধিষ্ঠান (Basement) ও উপপীঠ (pedestal) অংশ যথাক্রমে ১১′ ৪″ ও ২′ ১১″ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Ganguly's Orissa p. 410.

(৫) Kern's Brihat Samhita, Verspreide Geschriften II. Chapter LVI. p. 41. Sl. 14. শ্রীমন্দিরপরিক্রমা অধ্যায়ে স্বর্গগত কার্ণ মহোদয়ের অনুবাদ হইতে বৃহৎসংহিতার এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথ্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট রামসীতার মূর্ত্তিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। শ্রীযুক্ত সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে (৬) রামোপাসনা (cult of Rama) উৎকলে একাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অনুমান ১২৬৪ খৃঃ অব্দে আনন্দতীর্থ, তাঁহার শিষ্য নরহরি তীর্থকে রাম-সীতার আদিম ও অকৃত্রিম মূর্ত্তি আনয়নের নিমিত্ত এই উড়িষ্যাস্থ জগন্নাথক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ("Madhva or Anandatirtha .....sent Narahari-tirtha to Jagannath (in Orissa) to bring what was called the original idol of Rama and Sita. The cult of Rama therefore must have come into existance about the Eleventh Century")

শ্রীক্ষেত্রে রামায়েৎ বৈষ্ণবেরা এখনও প্রভাবশূন্য নহে। অন্তঃপ্রাঙ্গণের প্রবেশ-দ্বারটি (propylon) সম্ভবতঃ রামায়েৎ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃকই প্রায় ৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৭) রাম-সীতার পার্শ্বেই নৃসিংহমূর্ত্তি।

উৎকলখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রাকার ও তোরণবিশিষ্ট পশ্চিমদ্বারী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া নৃসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থান নৃসিংহক্ষেত্র নামে খ্যাত। জগন্নাথ-মন্দিরের অন্তর্ব্বেষ্টনের মধ্যেও লক্ষ্মী-নৃসিংহের (৮) মন্দির রহিয়াছে। জগন্নাথদেবের অন্যতম

(৬) Sir R. K. Bhandarkar's Vaishnavism, Saivaism and minor religious systems Ed. 1913. p. 47 and 58.

(৭) M. Ganguly's Orissa and her Remains p. 411.

(৮) ওসিয়ার (Osia) মন্দিরগুলি সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। এখানেও নৃসিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। ভুবনেশ্বরেও লক্ষ্মী-নৃসিংহমূর্ত্তি

ভোগমূর্ত্তির নামও রামকৃষ্ণ নৃসিংহ। নরসিংহ উপাসনা উৎকলে উদ্ভূত না হউক, উৎকলের সহিত কোনও সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নৃসিংহমূর্ত্তির নিকটেই বিশ্বেশ্বর নামে পরিচিত মহাদেবের মন্দির, এই মহাতীর্থে বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম্ম-সমন্বয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শিবমন্দিরের সম্মুখভাগেই স্তম্ভোপরি শিববাহন বৃষভের প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি এবং সিংহ-দ্বারের দক্ষিণ দিকে জগন্নাথের "পতিতপাবন" মূর্ত্তি, বাম দিকে সিদ্ধ হনুমান্ ও রাধাকৃষ্ণ। মানুষ হইয়াও যাহারা মানুষ বলিয়া গণ্য নহে—মানব-প্রতিষ্ঠিত সমাজ যাহাদের অশুচিত্ব বংশপরম্পরায় এ যাবৎ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—মন্দিরসান্নিধ্যে আসিয়াও যাহারা দেব-দর্শনের অধিকারী নহে—সনাতন হিন্দুসমাজভুক্ত সেই হতভাগ্য অস্পৃশ্যগণকে এই দ্বারস্থিত জগন্নাথকে দেখিয়াই নিবৃত্ত হইতে হয়। কথিত আছে, দয়াল প্রভু চৈতন্যদেব 'অন্ত্যজ'দিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (৯) পূর্ব্বে হয় ত এ ব্যবস্থাটুকুও ছিল না। (১০) স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'পুরীর ইতিহাস ও

লিঙ্গরাজ-মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ মূর্ত্তির পরিচয় ভুবনেশ্বর প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে।

(৯) পুরীতীর্থ, পৃঃ ৭৬।

(১০) চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য যবন হরিদাস মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। যাঁহাকে শ্রীচৈতন্য "দ্বিজ-ন্যাসী" হইতে "পরম পাবন" বলিয়া মনে করিতেন, সেই সাধকপ্রবর মন্দিরে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া 'দূরে'—'রাজপথপ্রান্তে' পড়িয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার এই শ্রেণীর শিষ্য ও ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ দ্বারদেশে এই পতিতপাবন মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন। পক্ষান্তরে, 'পতিত-পাবন' স্থানীয় কোনও রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে।

জগন্নাথের বৃত্তান্ত' গ্রন্থে বেশ স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন যে, মন্দিরে কুল্লোল, বাউরি, কুণ্ডু, পান, মুচি, চামার, ডোম, গোখা, মাছুয়া, চণ্ডাল, কাহার, রাজবংশী, তিওর (তীবর), ভুঁইমালি, হাড়ি প্রভৃতি জাতি প্রবেশ করিতে পারে না। (১১) জনৈক সহৃদয় ইংরাজ লেখক জগন্নাথদেবকে সাম্যতার দেবতা এবং শ্রীমন্দির 'সাম্যের দেউল' (the Temple of Equality) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; (১২) কিন্তু সকল কথা অবগত থাকিলে তাঁহার এ উক্তি যে কেবল আংশিক-ভাবে সত্য, তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন, সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় 'ভারত-ভ্রমণ' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৩০) নীলাদ্রি-মহোদয় নামক তীর্থ-মাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক (১৩) উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিংশ বা পঞ্চবিংশ বৎসর গত হইলে মূর্ত্তিত্রয়ের দারুদেহের জীর্ণতাপ্রযুক্ত 'নবকলেবর' ব্যবস্থা করিতে হয়। আষাঢ় মাসে দুইটি পূর্ণিমা অথবা মলমাস হইলেই এ অনুষ্ঠান আরব্ধ হইতে পারে; এ অবস্থায় সাধারণতঃ সাত হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে 'নবকলেবর' হইয়া থাকে। এখন 'নবকলেবর' হইতেছে বলিয়া ঠাকুরের 'অনবসর'।

'দীনবন্ধু'র দর্শন এ অভাগাদিগের অদৃষ্টে ঘটিল না; তৎপরিবর্ত্তে আমরা অন্যান্য মন্দিরাদি দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মিত্র

---

(১১) History of Pooree, P. 56.

(১২) H. W. Nevinson's The New Spirit in India, P. 156 and plate facing P. 152.

(১৩) "বর্ষবিংশতিতো বাপি পঞ্চবিংশতিতশ্চ বা।
জীর্য্যতা দারুদেহানাং দেবানাং ঘটনা ভবেৎ॥"
—(নীলাদ্রিমহোদয় হইতে 'ভারতভ্রমণ' গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

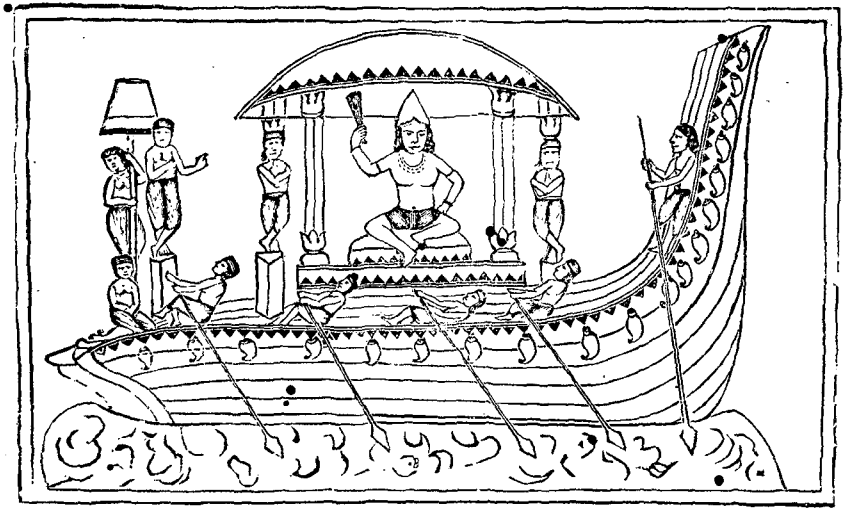
মহাশয়ও আমাদিগের সহিত প্রাচীন স্থপতি ও তক্ষণ-শিল্পিগণের কারুকার্য্যের আলোচনায় যোগ দিতে অবকাশ পাইলেন। র— গাইড্‌স্বরূপ আমাদিগকে মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম অংশ ও ভিত্তি প্রভৃতি দেখাইয়া কারুকার্য্যাদি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। মন্দির-গাত্রস্থ আলম্বনে হংসশ্রেণী (goose frieze), হস্তিশ্রেণী (elephant frieze), বিচিত্র ভঙ্গীতে অঙ্কিত নাগকন্যাদির মূর্ত্তি প্রভৃতির বিশেষত্ব পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনা করিয়া তিনি অন্যান্য ক্ষোদিত ছবিগুলির পরিকল্পনা ও সম্পাদন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, এই সকল ক্ষোদিত চিত্রসমূহের মধ্যে অধ্যাপক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নৌবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে বর্ণিত প্রমোদ-তরণীটির চিত্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে (১৪)। দেখিলেই মনে হয়, ক্ষেপণীর সবেগ তাড়নায় জল যেন উছলিয়া পড়িতেছে। দোলনার ন্যায় আসনটি সাগরোর্ম্মির আন্দোলনজনিত কষ্ট-নিবারণ-ক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইলেও কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এ শ্রেণীর জলযান কেবল নদীবিহারেরই উপযোগী। কৃষ্ণলীলা ও গোষ্ঠ-বিহার প্রভৃতির চিত্রগুলিও বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। ক্ষোদিত রমণী-মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ-সৌষ্ঠব সুন্দর হইলেও নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও অধরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্থূল। পুরুষ-মূর্ত্তিগুলির মুখের যেন কেমন থল্‌থলে ভাব; কিন্তু তাই বলিয়া চেহারায় কোন বিজাতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। এলিফ্যাণ্টা গুহাস্থিত মূর্ত্তিগুলির অধরের স্থূলতা দৃষ্টে মঁসিয়ে লাঁলোয়া (Langlois) জর্ম্মান ও ইংরাজ পণ্ডিতগণের নজীর উদ্ধৃত

(১৪) Indian Shipping, Plate opposite page 36.

করিয়া বলিয়াছেন (১৫) যে, এ বিষয় বিবেচনা করিলে এই সকল ক্ষোদিত মূর্ত্তির, এসিয়া মহাদেশস্থ জাতিগণ অপেক্ষা আফ্রিকাবাসী-দিগের সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যায় (plutot Africaines qu'Asiatique)। উড়িষ্যার ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির প্রতি যে এ অপবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে না, এ কথা বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। অংনি বা মুগ্‌নি (Chlorite) প্রস্তরে অঙ্কিত চিত্রগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অভিজ্ঞগণের মতে এগুলিও কতকাংশে কোনারক হইতে সংগৃহীত। অরুণ-স্তম্ভটি মহারাষ্ট্রীয়দিগের ব্রহ্মচারী গুরুর আদেশক্রমে রাজা দ্বিতীয় দিব্যসিংহের রাজত্ব-কালে, সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৭৭৯-৮০ হইতে ১৭৯৭-৯৮ অব্দের মধ্যে কোনারক হইতে আনীত হইয়াছিল। দুর্গ-প্রাকারের গাত্রে যে খাঁজ-বিশিষ্ট প্রাচীর (battlement) জগন্নাথদেবের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে সেগুলির মালমসলাও খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনারক হইতে গৃহীত। আমাদিগকে মূর্ত্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে দেখিয়া কয়েকটি ছোট-বড় পাণ্ডা-শ্রেণীর লোক পিছনে লাগিয়া গেল। যাহার যাহা ইচ্ছা, বলিয়া যাইতে লাগিল—দেবী-মূর্ত্তিকে দেব-মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দিতেও দ্বিধা নাই। তাহা-দিগের অনর্গল বাক্য-স্রোত থামাইবার জন্য বিশালকায় প্রত্ন-তাত্ত্বিকের সুবিশাল তর্জ্জনের প্রয়োজন হইল। মন্দিরাভ্যন্তরে পাণ্ডাগণের অবাধ অধিকার। সেখানে আধুনিক fresco ছবিগুলি সহজেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দেখিলাম, এই সকল আধুনিক শিল্পিগণের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বড়ই প্রবল। তাহারা ক্ষোদিত চিত্রাদির সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছামত চূণের পোঁচ লাগাইয়া দিতেও ছাড়ে

(১৫) Monuments de L' Hindoustan, p. 153, Tome 2.

(চিত্র ৩)



প্রমোদতরণীর চিত্র। পুরীমন্দির।

[ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

পৃঃ ১৪।]

নাই। ভোগমন্দিরের গাত্রে যে সকল কাম-কলার চিত্র রহিয়াছে, তাহার ভিতরও আধুনিক পন্‌খের কায (stucco-work) রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। এ শ্রেণীর প্রাচীন প্রস্তর-ক্ষোদিত চিত্রাবলী নানা কারণে শিল্পী ও ঐতিহাসিকের নিকট আদরণীয় হইতে পারে—কিন্তু নূতন করিয়া এ জাতীয় মূর্ত্তি নির্ম্মাণের আর কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রকার চিত্রাদি উড়িষ্যার মন্দিরে যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। রাজা অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে পুরীর জগন্নাথ-মন্দির ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দির পুনঃসংস্কৃত ও কতকাংশে নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, 'অনঙ্গ-রঙ্গ' নামক মিথুনশাস্ত্র-রচয়িতা কল্যাণমল্ল; কলিঙ্গরাজ অনঙ্গভীম বা লাভদেবের রাজত্বকালেই বিদ্যমান ছিলেন। অন্য মতে 'অনঙ্গ-রঙ্গ' লোদীবংশের কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। লৌকিক প্রভাব এই শ্রেণীর মিথুনমূর্ত্তি রচনার জন্য যে কত দূর দায়ী, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। স্বর্গগত ডাঃ ব্লকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আমরা এই মিথুনমূর্ত্তিগুলি সমগ্র উড়িয়া জাতির নৈতিক অধঃপতনের চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহি।

পুরীর বিমানটি ফার্গুসনের মতে শোভা ও কাঠিন্য-বিবর্জ্জিত (devoid of solidity and grace)। তাঁহার মতে একে আকৃতি সৌন্দর্য্যবিহীন, তাহার উপর আবার চূণ ও রং লেপনের আতিশয্য, সুতরাং কুশ্রী বলিয়া যে বোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? Solidity যদি দৃঢ়তা বা সংঘাত-সহন-সামর্থ্য বুঝায়, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় সাধারণ দর্শকের নিকট

24373
19 AUG 1968

এরূপ নিন্দার কোনও কারণ দেখা যায় না। বিমানের অবয়বটি অবশ্য লিঙ্গরাজ-মন্দিরের তুলনায় কারুকার্য্যে নিতান্ত নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু দূর হইতে সেরূপ কদর্য্য বলিয়া মনে হয় না। যে কয়টি প্রস্তর-নির্ম্মিত সুবৃহৎ উদ্গত সিংহমূর্ত্তি বিমান-গাত্রে গাঁথা রহিয়াছে, বিশ্বের নির্ম্মাণ-কৌশল না থাকিলে, সেগুলি কোন্ দিন ভূমিসাৎ হইত।

প্রাচীন কালে "বজ্রলেপ" (১৬) ও "সুধালেপ"এর ব্যবহার

---

(১৬) বজ্রলেপের বিবরণ বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে লিখিত আছে (Brihat Saṁhita Dr. H. Kern's translation—Chap. LVII P. 44. Verspreide Geschriften II 1914)। গাব, কপিত্থ (কয়েতবেল), শিমূলফুল, বচ, বিভিন্ন বৃক্ষের ছাল ও নির্য্যাস, মসিনা, ধূনা, কুন্দুরু, দেবদারু-নির্য্যাস প্রভৃতি উপাদানে ইহা প্রস্তুত হইত। তপ্তাবস্থায় প্রাসাদ (দেবালয় বা রাজভবন), হর্ম্ম্য, বলভী (ছাদ বা বাতায়ন), শিবলিঙ্গ, কূপ, গৃহের দেওয়াল প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হইলে, এই লেপ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় বজ্রলেপ-সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (অর্চ্চনা, ১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৪১৩-৪১৪)। অধ্যাপক কার্ণকৃত অনুবাদের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(Chap-LVII. sl 1, 2. 3,). "Unripe Ebony fruits, unripe wood apples, blossoms of silk cotton, seeds of Boswellia, bark of Dhanvan, and acorns; combined with these substances boil a *Drona* of water, and when the mass has sunk to an eighth of the volume, take the sediment, which combine with the following substances :—turpentine, myrdh, brellium, marking nut, resin of Boswellia and of Shorea, linseed and Bilva fruit. The paste being mixed with these is termed diamond plaster (sl. 4). This plaster, calefied, is to be applied on the roofs of temples and mansions, on Siva emblems, idols, walls and wells, to last for a thousand years. (sl. 5-6). Lac, resin of Boswellia (or

ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন সৌধে আধুনিক চূণের পলস্তারা ও রঙের পোঁচ মোটেই শোভা পায় না। কিন্তু আবশ্যকতার নিকট অনেক সময়ে আর্ট বা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয়। মন্দির-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও ত অগ্রাহ্য করিবার নহে। স্থাপত্যবিদ্যায় "solids" ও "voids" শব্দদ্বয় বিশেষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। solidsএ বুঝায় ভিত্তি, দেওয়াল ও গাঁথনির অবলম্ব্য প্রভৃতি এবং voidsএ বুঝায় দুয়ার, জানালা, খিলান, তোরণ প্রভৃতি। এই voids ও solids অর্থাৎ ফাঁক ও পাকা গাঁথনির সামঞ্জস্যের উপরই সৌধাদির সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। Grace বা সৌন্দর্য্যের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেবল solidity শব্দটি এরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকিলে ফার্গুসন পুরীমন্দিরের প্রতি নিতান্ত ন্যায় বিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

---

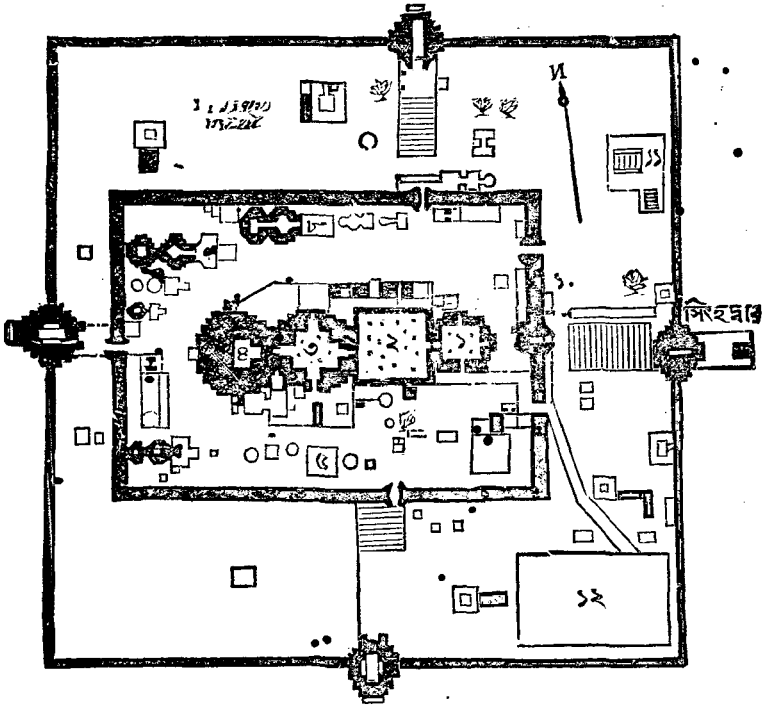
of Deodar), bdellium, grha dhuma, woodapple, Bilva kernels, fruits of Urasia, of ebony, of madana, seed of Bassia, madder, resin of Shorea, Myrrh and myrobolan ; from these is extractad a second sort of diamond plaster, having the same qualities with the former, and to be used for the same purposes.

শ্রীমন্দির-পরিক্রমা।

পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রধান প্রধান হিন্দু-দেবদেবীর অন্যূন পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রতর মন্দির আছে। তাহার মধ্যে পাতালেশ্বর, সূর্য্যনারায়ণ, লক্ষ্মী, ভদ্রকালী, নীলমাধব, বিমলা, গণেশ, ক্ষেত্রপাল, মার্কণ্ডেয়, ইন্দ্রাণী, বটকৃষ্ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঊৎকল-খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে (১) রৌহিণকুণ্ড ও কল্পবটবৃক্ষের সহিত জগন্মাতা লক্ষ্মী, ধর্ম্মরাজ, ক্ষেত্রপাল, শিব ও ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহদেব প্রভৃতি পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ প্রধান বিগ্রহগুলির উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্মরাজের মন্দির উত্তর দিকে অবস্থিত। জগমোহন-সান্নিধ্যে অনন্ত বাসুদেবের ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ভট্ট ভবদেবের বিখ্যাত মন্দিরের কথা মনে পড়ে। পাতালেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ, মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রায় দশ হাত নিম্নে অবস্থিত। বিশেষজ্ঞগণ ইহা হইতে স্থানটির পূর্ব্বসমতলতা (level) নিরূপণ করিয়া মন্দিরের প্রাচীনতা সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। পাতালেশ্বর-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের পার্শ্বে একখানি ক্ষোদিত লিপি আছে, কিন্তু স্থানটি আর্দ্র, অন্ধকার ও দুর্গন্ধ বাষ্প-সমাচ্ছন্ন বলিয়া তথায় অধিক ক্ষণ তিষ্ঠান যায় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিপিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা তিন প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালায় (in three different

(১) বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৫।

(চিত্র ৪)



স্কেল ২০′=১″

জগন্নাথদেবের মন্দিরের নক্‌সা।

(১) ভোগমণ্ডপ। (২) নাটমন্দির। (৩) জগমোহন। (৪) বিমান (মণিকোঠা)। (৫) সূর্য্যমন্দির। (১০) আনন্দবাজার। (১১) স্নানমঞ্চ। (১২) রন্ধনশালা।

[শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃ ১৯

characters) রচিত এবং রাজা অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে ক্ষোদিত। (২)

র—ভায়ার অনুসন্ধিৎসা-ফলে ভুবনেশ্বর-মন্দিরে আমরা তেলেগু ও উড়িয়া, এই উভয় ভাষায় ক্ষোদিত লিপিমালা ঘৃত-প্রদীপ-সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারও একটিতে অনঙ্গ বা অনিয়ঙ্ক ভীমের নাম আছে। রাজা অনঙ্গভীম ১১৯২ খৃঃ অঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, পুরীর সূর্য্যমূর্ত্তিটি খুর্দ্দার রাজা নরসিংহদেবের (৩) রাজত্ব-কালে কোনারক হইতে পুরীতে আনীত হয়। সম্ভবতঃ খৃঃ ১৬২৭ অব্দে উহা তথায় রক্ষিত হইয়াছিল।(৪) এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন হইলেও ইহার সেরূপ শিল্প-সৌন্দর্য্য নাই। মূর্ত্তির দুই হাতে সনাল পদ্ম-পুষ্প। মৎস্যপুরাণে (৫) সূর্য্যমূর্ত্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে দ্বে তু লীলয়ৈব ধৃতে সদা॥"

---

(২) এই লিপিখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম পংক্তির নিম্নলিখিত পাঠ নিজ গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন (Orissa and her remains P. 430),—"স্বস্তি শ্রীঅনঙ্গভীমদেব মহারাজরাজ স্বস্তি—শ্রীযুক্ত—"

(৩) গঙ্গাবংশীয় চতুর্থ নরসিংহদেবের রাজত্বকাল খৃঃ অঃ ১৩৭৯ হইতে ১৪০২ পর্য্যন্ত। সম্ভবতঃ চতুর্থ নরসিংহের পরবর্ত্তী রাজা চতুর্থ বামনদেবই গঙ্গাবংশীয় শেষ নৃপতি। ইহার পরই সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্ব আরম্ভ হয় (J. A. S. B. Pt. I. 1903. P. 141)। কোণার্ক হইতে এই সূর্য্যমূর্ত্তি আনয়ন ১৫৬৮ খৃঃ অঃ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়ের প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পরের ঘটনা (J. A. S. B. 1900 Pt. I)। খুর্দ্দারাজ নরসিংহদেব খৃঃ ১৬২১-২২ হইতে ১৬৪৪-৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(৪) Puri Gazetteer p. 283.

(৫) ২৬১ অধ্যায়, ৩ শ্লোক, পৃঃ ৯০৩, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

"ঐ মূর্ত্তি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন, হস্তদ্বয়ে পদ্মদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে। তিনি লীলাবশতঃ স্কন্ধদেশেও দুইটি পুষ্কর ধারণ করিয়া থাকেন।"

শাস্ত্র-গ্রন্থে সূর্য্যের চরণদ্বয় উপানৎ অথবা বস্ত্রযুগ্মের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখার নির্দ্দেশ দেখা যায়। শিল্পী এ ক্ষেত্রে মাত্র উরুদেশ পর্য্যন্ত ক্ষোদিত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিম্নে অরুণ ও সপ্তাশ্বের চিত্র আছে। ইহাও পৌরাণিক নজীরের অনুযায়ী (৬) (সপ্তাশ্বঞ্চৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ)। সূর্য্যের ধ্যানেও এইরূপ বর্ণনাই দেখিতে পাই—'পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং'। সূর্য্যমূর্ত্তির নিম্নভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র অরুণমূর্ত্তিটির দিকে অনেকেরই নজর পড়ে না; অরুণ কশ্যপের পুত্র, বিনতার গর্ভজাত; ব্রহ্মার উপদেশে তিনি প্রভাকরের রথের সারথিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। দেহ সুপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ডিম্বভেদ হইয়াছিল বলিয়া অরুণ উরুবিহীন ('অনূরু')। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণের এমনি তেজ যে, তাহাতে তাঁহার রথবাহী অশ্বগুলিরও পৃষ্ঠদেশ পুড়িয়া যায় (প্লুষ্টাঃ পৃষ্ঠেহংশু পাতৈরতিনিকটাতয়া) (৭) তাই অরুণের কাজের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হইতেছে, নিজে মাঝে থাকিয়া মার্ত্তণ্ডতেজের প্রখরতার উপশম করা। (৮) অরুণের সহিত রাহুর নিকট সম্পর্ক ("par sa mere le cousin et par sa pere l'oncle de

(৬) মৎস্য পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২৬১ অধ্যায়, শ্লোক ২।

(৭) The Surya-sataka of Mayura (Columbia University Press), verse 45, p. 162.

(৮) La legende de Rahu par M. Feer p. 8—9.

La fonction d'Aruna etait d'amortir en s'interposant, les rayons de soleil.

Rahu"); সেই জন্য অরুণের অপর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, সূর্য্যকে রাহুর হাত হইতে রক্ষা করা। দেবতারা রাহুর গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, সূর্য্য নিজের প্রচণ্ড তেজ বিস্তার করিয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই স্বয়ং দেবতারাও সূর্য্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে অরুণকে সূর্য্যের রথে স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অরুণের দেহ প্রগাঢ় রক্তবর্ণ। সূর্য্যের উত্তপ্ত রশ্মির প্রভাবেই অরুণের এই অরুণতা। "উদ্গাঢ়েনারুণিমা যেঽরুণস্যারুণতাং"। (৯) পাণ্ডা মহাশয়েরা অবশ্য একটু সিঁদূর লেপিয়া অনায়াসেই শাস্ত্র বজায় রাখিতে পারেন, কিন্তু যাত্রীদের এ-সব খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি নাই এবং পাণ্ডাদিগেরও মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া মনে হয় না,—থাকিলে গরুড়-মূর্ত্তিকে একাদশী ঠাকুরাণীতে পরিণত করিতে সাহস পাইতেন না (১০)। আবার সিংহদ্বারের সম্মুখে স্তম্ভের উপর অবস্থিত অরুণ-মূর্ত্তিটিকেও—হনূমানের মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে (১১)। যাক সে কথা।

কোণারকে একাধিক সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভগ্ন স্তূপের ভিতর যে দুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ৬।৭ ফিট উচ্চ একটি মূর্ত্তি ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা যাদুঘরে লইয়া আসেন; সুতরাং কোন্ মূর্ত্তিটি প্রধানতম বিগ্রহরূপে গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বলা সহজ নহে।

(৯) The Surya-sataka of Mayura—p. 117.

(১০) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত পুরীতীর্থ, পৃঃ ৬১।

(১১) A list of the objects of antiquarian interest in the Lower Provinces of Bengal. 1879. p, 223.

শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী-মন্দিরের এই সূর্য্য-মূর্ত্তিটিই কোনারকের প্রধান বিগ্রহ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। (১২) তাঁহার মতে যে মূর্ত্তিটি ইন্দ্র-বিগ্রহ বলিয়া পরিচিত, সেটি সোমদেবের মূর্ত্তি। প্রবাদ আছে, কোণার্ক-মন্দিরে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রমাও পূজিত হইতেন। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় ভিন্ন-মতাবলম্বী। তাঁহার মতবাদ কোণার্ক-প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

জগন্নাথের মন্দির ছাড়িয়া দিলে ক্ষুদ্র মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষ্মী-মন্দিরই বৃহত্তম। সম্মুখের মার্ব্বেল-মণ্ডিত বারান্দায় অনেকেই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। দেওয়ালের খাঁজ বা কুলুঙ্গিতে তিনটি সুন্দর অনতিবৃহৎ স্ত্রী-মূর্ত্তি রহিয়াছে। দেওয়াল হইতে উদ্গত তাক্ বা ব্র্যাকেটের উপর উপবিষ্ট পদ্মালয়ার সুন্দর মনোবিমোহন মূর্ত্তি;—মস্তকোপরি হস্তিকরধৃত জলস্রাবী কলস। এ মূর্ত্তি "গজলক্ষ্মী" নামে পরিচিতা। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "কমলাত্মিকা"-মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির অভিন্নতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। (১৩) শ্রীযুক্ত হেভেল অনুমান করেন, লক্ষ্মী দেবী বৈদিক ঊষা হইতে অভিন্ন। (১৪) মৎস্য-পুরাণে কিন্তু দেখিতে পাই,—

শ্রিয়ং দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাং।
সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবং।
* * * *
পার্শ্বে তস্যা স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ।
পদ্মাসনোপবিষ্টা তু পদ্মসিংহাসনস্থিতা॥

(১২) Modern World—July 1913.
(১৩) সাহিত্য, ১৩২২ পৃঃ, ১৩১-১৩৮।
(১৪) Indian Allegory, Art, Architecture p. 5.

করিভ্যাং স্নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং অনেকশঃ।
প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ॥ (১৫)

জৈন খণ্ডগিরি-গুহায়, কটকের গুহায়, সাঞ্চী (১৬) ভারহুতের (১৭) বৌদ্ধ স্তূপে এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সেগুলি অনেক স্থলে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত। বঙ্গবাসীর নিকট মূর্ত্তিতত্ত্ব এখনও 'নিহিতং গুহায়াং', তাই উঠিতে বসিতে বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮) জনৈক সুবিজ্ঞ লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভাস্কর্য্যাবশেষের মধ্যে যে সকল "লক্ষ্মী"-মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই এই "গজলক্ষ্মী"-শ্রেণীর। তারপর গুপ্তযুগের মুদ্রাদির উপর যখন পুনরায় শ্রীদেবীর সাক্ষাৎ পাই, তখন হস্তিদ্বয় অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী-মূর্ত্তি প্রায়শঃ সিংহাসনে উপবিষ্টা অথবা পদ্মাসনা। সমুদ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত পর্য্যন্ত প্রায় সকল মুদ্রাতেই উপবিষ্টা লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখা যায়। (১৯) পরে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর একটি মুদ্রায় দেখা যায় যে, হস্তিদ্বয় পুনরায় যথাস্থানে

---

(১৫) লক্ষ্মীর মূর্ত্তি যথা,—তিনি নবীনা, সুযৌবনা, পীনগণ্ডস্থলা...তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর-ব্যজনকারিণী স্ত্রীগণ বিরাজ করিতেছে। তিনি পদ্মসিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। হস্তিদ্বয় তাঁহাকে ভৃঙ্গার-বারিদ্বারা অজস্র স্নান করাইতেছে। অপর হস্তিযুগল ভৃঙ্গার-বারি দ্বারা তাঁহাকে প্রক্ষালন করাইতেছে। মাৎস্য অধ্যায় ২৬১, শ্লোক ৪১—৪৬, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৯০৫।

(১৬) ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত।

(১৭) মধ্যপ্রদেশে বাঘিলখণ্ড জেলার অন্তর্গত।

(১৮) J. R. A. S. 1918, Pt. III & IV. P. 531.

(১৯) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১২৬, ১৩৮, ১৪৫ চিত্র ড।

সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মূর্ত্তি-পরিচয়-বিষয়ক গ্রন্থে যে আট প্রকার গজলক্ষ্মীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, (২০) তাহা সেই পুরাতন প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত—সেই একই মূর্ত্তির প্রকার-ভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উড়িষ্যায় গজলক্ষ্মী-মূর্ত্তির সুপ্রাচীন নিদর্শন, কটকের একটি গুহামধ্যে দেখা যায়। (২১) শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত পদমপুর জমিদারীতে অবস্থিত নরসিংহনাথের মন্দিরের যে বর্ণনা করিয়াছেন, (২২) তাহাতে পদ্মাসনে উপবিষ্টা গজলক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রস্তরময় চৌকাঠের উপরিভাগে সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

দুরবগাহ গবেষণার বিষয় ছাড়িয়া দিয়া মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, "জৈন"ই হউন আর "বৌদ্ধ"ই হউন, প্রাচীন ভারতবাসীরা হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী হইলেও আমাদিগের ন্যায় "লক্ষ্মী"-ছাড়া হইতেন না। লক্ষ্মী-মন্দিরে দুইটি ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তির ভঙ্গী বড়ই সুঠাম। অপর একটি চিত্রে চারি-পায়ার ন্যায় সিংহাসনে পুরুষ-মূর্ত্তি বসিয়া আছেন—সম্মুখে দণ্ড ও গদাধারী তিনটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এতদ্ব্যতীত হস্তী ও সৈন্যাদির শোভা-যাত্রা ও দুইটি দ্বার-রক্ষয়িত্রীর চিত্রও আছে। স্তম্ভ-গাত্রে গজসিংহ-মূর্ত্তির উপর ষট্‌ফণ নাগনাগিনীর মূর্ত্তিও একান্ত চিত্তাকর্ষক।

শ্রীমন্দিরস্থ শক্তিমূর্ত্তির মধ্যে ভদ্রকালী ও বিমলাদেবী বিশেষ

---

(২০) South Indian images of Gods and Goddesses, p. 187.
(২১) Cave Temples by Fergusson and Burgess p. 71. pt. 11.
(২২) Arch. Rep. 1904-5.

উল্লেখযোগ্য। মহাভারতে লিখিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থ দক্ষ-কন্যার দেহ হইতে ভদ্রকালী দেবী উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। (২৩)

ভদ্রকালী-মূর্ত্তি মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে সহস্রভুজা। মহিষাসুর-বধে দেবীর যে মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সহস্রভুজা মূর্ত্তিই 'ভদ্রকালী' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (২৪)

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুম্ভবধের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাই, "জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্। ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্র-কালি নমোঽস্তুতে"॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কাত্যায়নীর স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, 'হে ভদ্রকালি, তোমাকে নমস্কার। অশেষ অসুরগণের নাশক জ্বালাকরাল এবং অতিশয় উগ্র তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক।' দক্ষিণদেশীয় আগমগ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত টি, গোপীনাথ রাও যে ভদ্রকালীমূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেবী অষ্টাদশভুজা, আসনে দণ্ডায়মানা ও শ্রীসম্পন্ন দেহবিশিষ্টা বলিয়া বর্ণিতা। (২৫) তাঁহার ষোলটি হস্তে অক্ষমালা, ত্রিশূল, খড়্গ, চন্দ্র, বাণ, ধনু, শঙ্খ, পদ্ম, স্রুক্, স্রুব, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অগ্নি, কৃষ্ণাজিন ও বারি (water) এবং অপর দুইটি হস্তের মধ্যে একটিতে রত্ন-খচিত পাত্র (jewelled vessel) এবং অপরটী 'অভয়' বা 'শান্তি'-মুদ্রায় বিন্যস্ত। তিরুপল-

---

(২৩) শান্তিপর্ব্ব, ২৮৪ অধ্যায়, ৩২ ও ৪৪ শ্লোক।

(২৪) স দদর্শ ততো দেবীং...দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাৎ ব্যাপ্য সংস্থিতাং॥
* * ঋষিরুবাচ। * *
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ॥
—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, মহিষাসুর-সৈন্যবধ অধ্যায়।

(২৫) Elements of Indian Iconography vol. I. Pt. II. P. 357.

ত্তরাই নামক স্থানে ভদ্রকালী দেবীর যে ধাতব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মাত্র চারিহস্তবিশিষ্ট। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, মহীশূর, তানজোর, তিনেভেলীর গ্রামে গ্রামেই ভদ্রকালী, ভগবতী ও চামুণ্ডা প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। (২৬) শক্তির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পুরুষোত্তম তীর্থে ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভক্তের চক্ষে দেবী স্মেরাননা, স্মিত-হাস্যোৎফুল্লা বলিয়াই মনে হয়। নীলমাধবের মন্দিরে আমাদের প্রবেশ করার সুবিধা ঘটে নাই—ইহার পরই বিমলা দেবীর মন্দির।

বিমলার মন্দির প্রাচীন বটে, কিন্তু ইহাতে সেরূপ কারুকার্য্য নাই। সতীর নাভি এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ থাকায় ইহা অন্যতম পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। তান্ত্রিকেরা বিমলদেবীকেই জগন্নাথের শক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। তাই বিমলা-পীঠ তান্ত্রিকদিগেরও বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। বিমলাদেবীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত শার্দ্দূলমূর্ত্তি বসান আছে, বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৎসংক্রান্ত একটী সুন্দর জন-প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। (২৭) উড়িষ্যার কোনও মহাপাত্র, রাজাদেশে দেবীর শার্দ্দূল নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সত্যকার সিংহের নকল রাজার মনোমত হইল না। শিল্পশাস্ত্রোক্ত তাল-মান মানিয়া চলিয়াও শিল্পী কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে নিজ কন্যা-কর্ত্তৃক দেবীর শার্দ্দূলের ছায়াময়ী মূর্ত্তি-দৃষ্টে অঙ্কিত,

---

(২৬) উপাসনা, ভাদ্র, ১৩২৬, পৃঃ ২৮৮-২৮৯

(২৭) ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫।

ঘণ্টা-চামর ও মুকুট-মণি-হার-শোভিত "দেওয়ালের গায়ে আল্‌পনায় দাগা" সিংহমূর্ত্তি আদর্শ করিয়া এই অপূর্ব্ব প্রস্তর-শার্দ্দূল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিল্পশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, রসজ্ঞ অবনীন্দ্রনাথ পাকা কারিগরের তৈয়ারী এ মূর্ত্তিটির গঠনের বাহাদুরী দেখিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, "শিশুর মধ্যে নির্ভয় কল্পনার যে স্বাধীনতা আছে, পাকা হাতের অভ্রান্ত টান টেনে এসে যখন তাহার সঙ্গে যোগ দেয়, তখন মনোমত মূর্ত্তিটি শিল্পীর কাছ থেকে আমরা লাভ করি।" "পুরীর চিঠি" গ্রন্থে শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে গণপতি-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকট মূষিক উৎকীর্ণ থাকার কথা লিখিত আছে। মূষিক গণপতির চিরন্তন বাহন; সুতরাং এই ক্ষোদিত চিত্রের উপযোগিতা ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে দর্শনযোগ্য সুপরিচিত দুইটি গণেশ-মূর্ত্তি আছে—ভাণ্ড গণেশ, বিমলা ও সরস্বতী মন্দিরের মাঝামাঝি প্রায় সমদূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত; আর সিদ্ধিদাতা গণেশ, রৌহিণ কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী। বিমলা দেবীর মন্দিরের একটি কুলুঙ্গীতে সর্পলাঞ্ছিত যে দক্ষিণী ধরণের (২৮) ষড়্‌ভুজ গণেশমূর্ত্তি আছে, তাহাও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নহে। মৎস্যপুরাণে বিনায়ক দেব 'ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও সর্পকটি-বেষ্টনী-বিশিষ্ট সর্প-যজ্ঞোপবীতযুক্ত যে ষড়্‌ভুজ গণেশমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা "বিঘ্নেশ্বর" নামে উক্ত হইয়া থাকে। পথিমধ্যে সর্প দেখিয়া ইন্দুর বাহনটি গণপতিকে হঠাৎ ফেলিয়া দেওয়ায় তাঁহার পেট

(২৮) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আবাসে উড়িয়া শিল্পি-নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিটির একটি কাষ্ঠ-ক্ষোদিত প্রতিরূপ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

ফাটিয়া যায়, তাই সেই সাপ ধরিয়া গণেশ ঠাকুরকে বিদীর্ণ উদর-দেশ বাঁধিয়া লইতে হইয়াছে। (২৯) শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ মহাশয় লিখিয়াছেন, (৩০) উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযান উপলক্ষে 'সাক্ষীগোপাল' ও 'গণেশ'মূর্ত্তিদ্বয় আনীত হইয়া যথাক্রমে সত্যবাদী ও পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রথ মহাশয়ের মতে এ অভিযান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং মূর্ত্তিদ্বয় এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং এখানেও গণেশটি যে একটু দক্ষিণী ছাঁদের হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রাচীন কালে বিনায়ক দেব, হিন্দু ও মহাযান বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক সমভাবেই পূজিত হইতেন। দক্ষিণ-ভারতে এখনও তাঁহার প্রভাব বড় কম নহে। মাদুরা মন্দিরে অষ্টলক্ষ্মীমণ্ডপের প্রান্তস্থ দ্বারের বাম পার্শ্বে যে সুবৃহৎ গণেশমূর্ত্তিটি অবস্থিত, তাহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। (৩১)

পুরী-মন্দিরস্থ শাক্ত দেবতার মধ্যে ক্ষেত্রপাল অন্যতম। অনিষ্টাভিলাষী অপ-দেবতা ও দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিগণের অত্যাচার হইতে নগর ও গ্রামাদি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, গ্রাম বা নগরের উত্তর-

---

(২৯) Gopinath Rao Op. Cit. P. 50

(৩০) J. B. O. R. S. Vol. V. Pt. I p. 147-148.

(৩১) অবশ্য গণপতি দেবের পূজা শুধু দাক্ষিণাত্যেই আবদ্ধ ছিল না। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নৃত্য-নিরত গণপতির মূর্ত্তিও বেশ কৌতূহলকর (No. $\frac{G\ (b)\ 1}{224}$ p. 26 of the Catalogue of the Arch. Relics, Varendra Research Society, Rajshahi)। রাজসাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত যে দশ এগারটি গণেশমূর্ত্তি এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশেও গাণপত্য প্রভাব স্পষ্টই সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বাংশে ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও মহাশয়ের মতে কপালী, বটুক ও ভৈরবমূর্ত্তি ক্ষেত্রপাল হইতে অভিন্ন। ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি ত্রিনেত্র। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মূর্ত্তির বর্ণ ও ভুজসংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। 'সাত্ত্বিক' মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ, দুই বা চারিহস্তবিশিষ্ট; 'রাজসিক' মূর্ত্তি রক্তবর্ণ ও ষড়্হস্ত-বিশিষ্ট; 'তামসিক' মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ ও অষ্টভুজ। ক্ষেত্রপাল সর্ব্বত্র নগ্ন-রূপেই পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। ঘণ্টা ও কপাল ব্যতীত তিনি ত্রিশূল, খড়্গ, খেটক, নাগপাশ, ধনু ও শায়ক প্রভৃতি প্রহরণ ধারণ করিয়া থাকেন। অংশুমদ্‌ভেদাগম মতে তাঁহার কেশগুলি রক্তবর্ণ ও ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত। কারণাগম গ্রন্থোক্ত বর্ণনা-মতে তাঁহার চক্ষু গোলাকার। তিনি অঙ্গে নাগ-যজ্ঞোপবীত ও শিরো-দেশে মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন। (৩২)

ক্ষেত্রপাল তন্ত্রোক্ত দেবতা; আবার মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ-দিগের মধ্যেও ক্ষেত্রপালের পূজা হইয়া থাকে। (৩৩) সেই জন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুর তন্ত্রাদি মহাযান বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গৃহীত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "তন্ত্রের প্রাচীনত্ব" নামক প্রবন্ধে এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। (৩৪) কৌলাবলী তন্ত্রে (৩৫) ক্ষেত্রপালের নিম্নলিখিত ধ্যান-মন্ত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে,—"নির্ব্বাণং নির্ব্বিকল্পং নিরুপমসকলং নির্ব্বিকারং ক্ষকারং হুঁকারং বজ্রদংষ্ট্রং হুতবহবদনং রৌদ্রমুন্মত্তভাবং।

---

(৩২) Gopi Nath Rao Op. Cit. pp. 495-498.

(৩৩) Arthur Avalon's *Principles of Tantra* p. XXXVII.

(৩৪) সাহিত্যসংহিতা, আশ্বিন ১৩১৭।

(৩৫) রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ, পৃঃ ১৮।

ফট্‌কারং বদ্ধনাগং ভ্রূকুটিমুখং ভৈরবং শূলপাণিং খট্বাঙ্গং ব্যোমনীলং ডমরুসহিতং ক্ষেত্রপালং নমামি॥"

নির্ব্বাণ, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দ বৌদ্ধ ভাবদ্যোতক কি না, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। তবে বৈষ্ণব তীর্থে তান্ত্রিক দেবতার উপাসনা ও স্বয়ং জগন্নাথদেবের বিমলা দেবীর "ভৈরব" বলিয়া পরিচয় প্রভৃতি খণ্ড প্রমাণ স্মরণ করিয়াই হয় তো আচার্য্য ব্লক-প্রমুখ পণ্ডিতগণ জগন্নাথের "শৈবত্ব" সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্ষেত্রপালের নিকটেই মার্কণ্ডেয়-মন্দির। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মহাপ্রলয়ের সময়েও জীবিত থাকিয়া প্রলয়-পয়োধিজলে সন্তরণ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বিবরণ-মতে তিনি এই ভাসমান অবস্থা-তেই পুরীক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পান এবং বৃক্ষের ঊর্দ্ধদেশে বট-পত্রে শায়িত শিশুরূপী ভগবানের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদর-মধ্যে নিখিল-সৃষ্ট-বস্তু দর্শন করেন। প্রলয়ান্তে মার্কণ্ডেয় 'মার্কণ্ডেয় হ্রদ' (৩৬) নামক তীর্থ রচনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিলেন। বিশ্বাসী হিন্দুর চক্ষে সেই বট-বৃক্ষ অদ্যাপিও "অক্ষয় বট"-রূপে বিদ্যমান। আবার যে রৌহিণ কুণ্ডে প্রলয়জল লীন হইয়াছিল, তাহাও এই মন্দির-প্রাঙ্গণেই অবস্থিত, সুতরাং গোঁড়া খৃষ্টিয়ানের হৃদয়ে আরারাট (Ararat) পর্ব্বতের দৃশ্য ও নোহ (Noah) নির্ম্মিত অর্ণব-যানের স্মৃতি যেরূপ ভক্তির ভাব আনয়ন করে, প্রাচীন-পন্থী হিন্দুও সেইরূপ পুরী-তীর্থের পৌরাণিক কাহিনীসংশ্লিষ্ট এই সকল স্থানগুলি দর্শন করিয়া সেইরূপ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকেন।

---

(৩৬) মার্কণ্ডেয় হ্রদ মন্দিরের পশ্চিমে একটি অপরিসর পথের পার্শ্বে অবস্থিত। (উৎকলখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়)।

মাকণ্ডেয়-মন্দিরের পরেই ইন্দ্রাণীর মন্দির। মৎস্য-পুরাণে প্রতিমা-লক্ষণাদি-প্রসঙ্গে সুর-রাজ্ঞীর বর্ণনা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—"ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রসদৃশী, বজ্রশূল ও গদাধারিণী, বহু নয়ন-সমন্বিতা এবং গজাসনে উপবিষ্টা। ইঁহার তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ এবং ইনি দিব্য আভরণ-নিচয়ে ভূষিতা।" (৩৭)

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবী কাত্যায়নী সমুজ্জ্বল সহস্রনয়না, কিরীট-ধারিণী, মহাবজ্রা ইন্দ্রাণীরূপে বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩৮) পুরুষোত্তম-মন্দিরে দেবরাজও জগন্নাথ প্রভুর আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হন নাই। সূর্য্যদেব এই ইন্দ্র-মন্দিরেই স্থান পাইয়াছেন। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ-মন্দিরের গাত্রেও গজাসনে উপবিষ্ট ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। উহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। ইন্দ্রাণী-মন্দিরের পার্শ্বেই কল্পবট এবং তাহার পরেই বট-কৃষ্ণের মন্দির। এই কল্পবট বা কল্প-বৃক্ষ কোনারকের অর্কবটের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। (৩৯) অর্কবটের নিকট প্রার্থনা করিলেই অভীপ্সিত বস্তু লাভ করা যাইত। কথিত আছে, পদ্মক্ষেত্র বা কোনারকের এই মোক্ষপ্রদ বৃক্ষের শাখায় বহু বিহঙ্গম এবং পাদমূলে বহু পবিত্রচেতা মুনি-ঋষি বাস করিতেন। সূর্য্য না কি স্বয়ং এই বটমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন! অর্কবট লুপ্ত হইয়াছে, কোনারকের বটেশ্বর শিব নাকি সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অক্ষয়

(৩৭) "ইন্দ্রাণীমিন্দ্রসদৃশীং বজ্রশূলগদাধরাম্।
গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহুভির্বৃতাম্।
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং দিব্যাভরণভূষিতাম্॥"
—মৎস্য পুরাণ, ২৬১ অধ্যায়; শ্লোক ৩১।

(৩৮) "কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

(৩৯) Mitra's Antiquities of Orissa Vol. I p. 148.

বট এখনও বিদ্যমান। অপত্য-কামা নারীগণের ইহা অন্যতম উপাস্য দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (৪০)। যাঁহারা পুরী বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলিতে চান যে, এটি বোধিদ্রুমের প্রতিনিধি। কল্প-বৃক্ষের স্মৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আদৃত হইয়াছে। জৈন রাজা খারবেলের হস্তী-গুম্ফাস্থ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পত্র-সংযুক্ত কল্প-বৃক্ষের আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈশবাল (Mr. K. P. Jayawal.) হেমাদ্রি-বিরচিত 'চতুর্বর্গ-চিন্তামণি' গ্রন্থের দান-খণ্ড হইতে এই প্রকার দান-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। (৪১) এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে পুরীর কল্পবৃক্ষ যে বোধিদ্রুম মাত্র, এ কথা সহসা স্বীকার করিতে সাহস হয় না। অক্ষয় বটের সন্নিকটস্থ মন্দিরে বট-পত্রে শায়িত শিশু নারায়ণের মূর্ত্তি—"পদাঙ্গুলিং কলয়তি শ্রীমুখে মুরারিঃ"

---

(৪০) "In the minor inclosure of the Pooree temple there is a Kalpa-briksha supposed to make barren women fruitful." (Antiquities of Orissa vol. I, p. 148).

অপত্যহীনা স্ত্রীলোকেরা এই বট বৃক্ষের তলায় অঞ্চল পাতিয়া রাখেন, বট ফল অঞ্চলে পড়িলে তাঁহারা সন্তানসম্ভবা হইবেন বলিয়া ভরসা করেন। স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ-প্রণীত পুরীর ইতিহাসের ১৮ পৃষ্ঠায় (The History of Pooree P. 18.) কল্প বট প্রসঙ্গে গ্রন্থসংশোধক মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, বটবৃক্ষতলে এইরূপ সন্তান প্রার্থনা করার প্রথা প্রজননশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গলদেশে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করার সহিত সংশ্লিষ্ট। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মধ্যেই গলদেশে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করার নিয়ম প্রচলিত আছে। (Sir R. G. Bhandarker's Vaisnavism, Saivism and minor religious systems p. 138.) এ তথ্যটি উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে প্রযুজ্য নহে এবং বট-বৃক্ষের সহিত ইহার সম্পর্ক কোথায়, তাহাও বুঝা গেল না।

(৪১) J. B. O. R. S. Decr. 1917. p. 463.

—বড়ই সুন্দর। ইহা স্বতঃই রমণী-হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। এই শিশুর উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন—স্নেহাপ্লুতা, মমতাময়ী, তীর্থযাত্রিণীগণের অনেকেই সে পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহাদের নিজ-পরিবারস্থ শিশুগণের প্রতি যে ভাব—দেবতার শিশু-মূর্ত্তি-দর্শনে সেই "মা যশোদার" ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শুনিয়াছি, মাদ্রাজ যাদুঘরে বট-পত্রশায়ী ভগবানের একটি সুরঞ্জিত হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত জি, জুভো দুব্রেই (G. Jouveau Dubreuil)-প্রণীত দক্ষিণ-ভারতীয় মূর্ত্তি-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থের ২৩শ সংখ্যক চিত্রে বট-পত্রশায়িত নারায়ণের একটি সুন্দর আধুনিক মূর্ত্তির আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার পরপৃষ্ঠায় ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে, (৪২) সুতরাং দেখা যাইতেছে, এমূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতেও অপরিচিত নহে। শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয় "পুরীর চিঠি" গ্রন্থে সত্যভামার মন্দির ও 'ছোট ছোট রথের মত ঝুলান' সরস্বতী ও সাবিত্রী দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। সরস্বতী-মন্দিরে ক্ষোদিত পক্ষীগুলির প্রাণি-বিদ্যা-হিসাবে মূল্য থাকুক বা না থাকুক, ইহা হইতে বিহঙ্গমজাতির চিত্র-সম্বন্ধে শিল্পিগণের তাৎকালীন প্রচলিত প্রথার (convention) সন্ধান পাওয়া যায়। মন্দিরগাত্রে পক্ষী প্রভৃতির চিত্র অবশ্য একটা নূতন কথা নহে। মন্দিরের অংশবিশেষে 'মাঙ্গল্য' বিহগাদি ও 'শ্রীবৃক্ষ' প্রভৃতি অঙ্কিত করাইয়া শোভা সম্পাদন করার কথা বরাহমিহির কর্ত্তৃক "বৃহৎসংহিতা" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। (৪৩)

(৪২) Archeologie du Sud de L'Inde, Planche XXIII image moderne.

(৪৩) Verspreide Geschriften. II.H. Kern's Brihat Samhita

মন্দির-গাত্রস্থ চিত্রাদি সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বা বিভিন্ন দেব-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নৃসিংহ, বামন, কল্কি অবতার প্রভৃতি বিরাট পৌরাণিক মূর্ত্তিগুলির চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্যের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন; আবার কেহ নাট-মন্দিরের গাত্রে বৃহদায়তন দশ মহাবিদ্যা প্রভৃতি চিত্রের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভোগমণ্ডপের বহির্গাত্রে অঙ্কিত শেষ-নাগোপরি শায়িত নারায়ণের মূর্ত্তিটি (৪৪) ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত না হউক, সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনকল্পে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল মহাশয় এই মূর্ত্তি পরিকল্পনার যে একটি অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সৌর মতবাদ (Solar theory) সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। (৪৫) তাঁহার মতে আদিম বারিধি-বক্ষে ভাসমান নারায়ণ দিক্‌চক্রবাল-রেখার নিম্নে অন্তর্হিত সূর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। নারায়ণের নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত পদ্মযোনি ব্রহ্মা—সূর্য্যোদয়ে যে পদ্মপুষ্প বিকাশ হইয়া থাকে, তাহারই দ্যোতনা মাত্র। দেবাসুর-যুদ্ধে অর্থাৎ আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বে শিব যে চন্দ্রকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে এইমাত্র বুঝাইতেছে যে, দেব সহস্ররশ্মি

---

p. 44. Chap. LVI sl. 14. 'A door with 3, 5, 7 or 9 fold side frames is much approved. At the lower end, as far as the fourth part of the altitude of the door post, should be stationed the statues of the two door keepers. Sl. 15. Let the remaining part be ornamented with (sculptured) birds of good augury, Cri vriksa—figures, crosses, jars, couples, foliage, tendrils and goblins.'

(For original Sanskrit Slokas see Brihat Samhita Bombay Ed. chap. 55 sl. 5.).

(৪৪) শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত সেতুবন্ধ-যাত্রা পৃঃ ৫৩।

(৪৫) Ideals of Indian Art p. 68.

চিরতুষারাবৃত হিমালয়-শৃঙ্গের পশ্চাদ্দেশে অস্তমিত হইলে মহাদেবের ললাটে ইন্দু আসিয়া উদিত হন। ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যস্থ-(mediator) স্বরূপ সাম্যাবস্থা-(equilibrium) সূচক বিষ্ণু, মধ্যাহ্ন-কালের সূর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন। শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যের সমন্বয়-জ্ঞাপক চতুর্ম্মুখ লিঙ্গমূর্ত্তির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ লিঙ্গ-মূর্ত্তি কলিকাতার যাদুঘরেও রক্ষিত আছে। হেভেল সাহেবের মতে নারায়ণ-বিষ্ণুতে যে দ্বৈত ভাব (dual form) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুর যোগাবস্থা ও সক্রিয় বিশ্বশক্তি-(active cosmical powers) জ্ঞাপক। অবশেষে নারায়ণ বিষ্ণুই সূর্য্যদেবের স্থান অধিকার করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের ফলে সূর্য্য ও বিষ্ণুর একীকরণ সংসাধিত হওয়ায় প্রধানতম দেবতা- চতুষ্টয় মাত্র তিনটিতে পরিণত হইয়াছে। (৪৬) সূর্য্য ও নারায়ণের অভিন্নতায় আস্থাবান্ হইলেও সনাতন-পন্থী হিন্দুগণ সৌরভিত্তিমূলক এই নূতন টীকা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন কি না, জানি না। শেষ-নাগ ও বিষ্ণুর এইরূপ একত্র কল্পিত মূর্ত্তি নিতান্ত আধুনিক নহে। বাদামীর (৪৭) ৩নং গুহায় খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর যে মূর্ত্তিটি দেখা যায়, তাহাতে বিষ্ণু, সর্পের উপর উপবিষ্ট—শায়িত নহে। (৪৮) গরুড়-

(৪৬) "The philosophic debates in the orthodox Hindu Schools eventually resolved the four central deities into three by identifying Surya with Vishnu."—Ibid, p. 69.

(৪৭) Vichnou assis sur le serpent dans la cave No 3a Badami (VIe Siecle) Annales du Musee Guimet, Archeologie du sud de L'Inde, par G. Jouveau Dubreuil.

(৪৮) ইহা প্রাচীন চালুক্য বংশের রাজধানী, বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুর রাজ্যে অবস্থিত, পূর্ব্বতন নাম বাতাপী।

স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী ভোগমন্দিরের গায়ে যে দুইটি সৈনিক-বেশধারী অশ্বারোহী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি শ্বেত অশ্বে আরূঢ়, তিনি না কি বলরাম, আর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে সমাসীন মূর্ত্তিটি জগন্নাথ। কাঞ্চী বা কর্ণাটের রাজকুমারী পদ্মাবতীর সহিত উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেবের বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল। রথযাত্রাকালে রাজা স্বয়ং সম্মার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া প্রভুর রথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন, এই কথা অবগত হইয়া কাঞ্চীরাজ চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। পুরুষোত্তমদেব এই ব্যবহারে অপমানিত হইয়া ভাবী শ্বশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ মহাশয়ের মতে এ ঘটনা ঐতিহাসিক। (৪৯) কাঞ্চীরাজ যুদ্ধে পরাভূত হন এবং রাজকুমারীকে বন্দিনীরূপে উৎকলে আনা হয়। পুরুষোত্তমদেব মন্ত্রীকে না কি আদেশ করিয়াছিলেন যে, কোনও চণ্ডালের সহিত রাজকুমারীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করাইতে হইবে। বিচক্ষণ মন্ত্রী রথ-যাত্রাকালে পুনরায় সম্মার্জ্জনী-হস্তে দণ্ডায়মান উৎকলরাজের হস্তেই কাঞ্চীরাজ-কন্যাকে সমর্পণ করেন। পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকাল ১৪৭৯ হইতে ১৫০৪ খৃঃ অঃ, মতান্তরে ১৪৬৯ হইতে ১৪৯৬ খৃঃ অঃ। দ্বিতীয় কর্ণাট-অভিযানে উড়িষ্যারাজ কাবেরী নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। জগন্নাথ ও বলরামের যে অশ্বারোহী মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ;—তাঁহারা কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযানে পরম ভক্ত উৎকল-রাজের

(৪৯) J. B. O. R. S. Vol V. Pt. I p. 147—148.

সাহায্যার্থে না কি সৈন্যাধ্যক্ষরূপে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কোনও দধি-বিক্রেত্রীর নিকট দধি ক্রয় করিয়া তাহার হস্তে একটী অঙ্গুরীয়ক দিয়া বলিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি দেখাইলেই রাজার নিকট মূল্য পাইবে। পরে এই মুদ্রা প্রদর্শিত হইলে স্বয়ং জগন্নাথ ও বলরামদেব যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন, রাজা এ কথা জানিতে পারেন। (৫০) স্বর্গীয় স্যার ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার মহোদয় তাঁহার উড়িষ্যা নামধেয় গ্রন্থে এ কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। হাণ্টারের বৃত্তান্তেও যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শ্বেত এবং কৃষ্ণ অশ্বদ্বয়ে সমারূঢ় জগন্নাথও বলদেবের আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দধিবিক্রেত্রী-বিষয়ক প্রবাদটীর উল্লেখ দেখা যায় না। (৫১) দধিবিক্রেত্রীর চিত্রও দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। গল্পটি ক্ষীরগ্রামের (৫২) যোগাদ্যা দেবী-সংক্রান্ত একটি প্রবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবী শাঁখা ক্রয় করিয়া, শাঁখারীকে এইরূপে পূজারীর নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তের অধীন, এই বিশ্বাস হিন্দুর মনে যে কিরূপ বদ্ধমূল, তাহা এই সকল জনপ্রিয় কাহিনী হইতে জানা যায়।

জগন্নাথ-মন্দিরে কারু-কার্য্যের অভাব নাই। মন্দিরের "বিমান" অংশটি আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়া 'পলস্তা' করা। বিমানের গাত্রে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি। তাহার প্রায় বিশ হাত নিম্নে

---

(৫০) উৎকলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, পৃঃ ১০৮।
(৫১) Hunters's Orissa, Vol I p. 321.
(৫২) ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়।

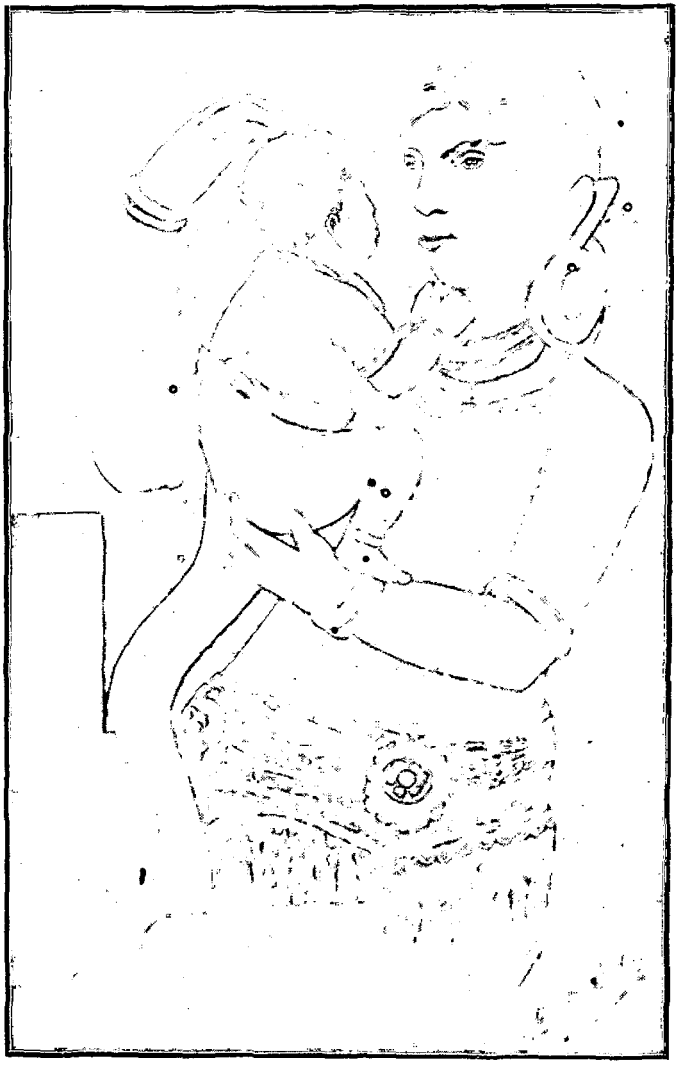
বৃক্ষশাখাধারী হনুমানের মূর্ত্তি। (৫৩) নৃসিংহ, হরিহর, ব্রহ্মা, গণেশ, নারদ, রাম, দশানন প্রভৃতি আরও বহু পৌরাণিক মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম। একটী চিত্রে রামগতপ্রাণ হনু, জানকী দেবীকে প্রণাম করিতেছে। বামন ও বরাহ অবতারের মূর্ত্তি দুইটী বর্দ্ধকীর (sculptor) শিল্প-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচায়ক। কটিদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'দানা'র মালা, ঝাঁপ্পা প্রভৃতি অলঙ্কার, এমন কি পরিচ্ছদের ভাঁজ-গুলিও সুন্দররূপে তক্ষিত হইয়াছে। বামন-মূর্ত্তির মস্তকে টোপরের ন্যায় সূচালো মস্তকাবরণ। মুখাবয়ব সুন্দর, তবে নাকটি যেন অধিক উচ্চ বলিয়া মনে হয়। বরাহ-মূর্ত্তি পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়-মান। সাধারণ বিষ্ণু-মূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তিরও চারিটি হস্ত। ইহার সন্নিকটে পশ্চিম ধারের একটি কুলঙ্গিতে (niche) নৃসিংহ-মূর্ত্তি—চতুর্হস্ত, গদাচক্রধারী; গলায় রুদ্রাক্ষমালা; দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুর নাড়ী ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছেন।

উৎকলখণ্ডে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নৃসিংহ-মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, নৃসিংহ-উপাসনা উৎকলের সহিত কোনও সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। অবশ্য বুন্দেলখণ্ডস্থ খাজুরাহোর ও যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত অসিয়া গ্রামের মন্দিরগাত্রেও নৃসিংহমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। (৫৪) দাক্ষিণাত্যেও নরসিংহ-উপাসনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাপিও রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশের জিয়ড় নামক স্থানে নৃসিংহমূর্ত্তি

(৫৩) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সুলিখিত গ্রন্থে মন্দিরের এ অংশের বিবরণ বেশ বিস্তারিত ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। Ganguly's Orissa and her Remains, p. 413-415.

(৫৪) Indian Archeological Survey, Annual Report, 1908-9. pp. 104, 106, 113.

(চিত্র ৫)



শিশু ও জননীর মূর্ত্তি।
পুরী।

[অক্সফোর্ড প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।] [পৃঃ ৩৯

দর্শন করিয়াছিলেন (৫৫)। বোম্বাই প্রদেশে কোলাপুর রাজ্যেও নরসিংহ-মন্দির বিদ্যমান আছে। (৫৬) বঙ্গদেশে নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর সন্নিহিত দেপাড়া গ্রাম ব্যতীত অপর কোথাও নরসিংহপূজা প্রচলিত থাকার কথা শুনি নাই। নরসিংহকে দক্ষিণদেশে 'সিংহপেরুমল' বলে। নরসিংহের রাগান্বিত মূর্ত্তির নাম 'উগ্র-নরসিংহ' এবং প্রহ্লাদের স্তবস্তুতিতে শান্তভাবাপন্ন নৃসিংহ-মূর্ত্তির নাম 'লক্ষ্মীনরসিংহ'। (৫৭) মাদ্রাজপ্রদেশে ভিজাগাপটমে সিংহাচলম্, কর্ণুল জেলায় অত্রবলম্ এবং ত্রিচিন্নপল্লীতে নমক্কল, নরসিংহ-পূজার প্রধান কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের সহিত উৎকলের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে নৃসিংহ-পূজা দাক্ষিণাত্য হইতে উৎকলে প্রচারিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

কেবল দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে চিত্রে মানব-হৃদয়ের পবিত্র অভিব্যক্তি দর্শনের জন্য স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। জগন্নাথের মন্দিরে এ শ্রেণীর একটী চিত্র নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যক্তিকেও বিচলিত করিয়া তুলে। এটি হিন্দু-রমণীর মাতৃ-মূর্ত্তির চিত্র। (৫৮) মাতার কর্ণে সুবৃহৎ কুণ্ডল; বাহু ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার। পুত্রকে

(৫৫) মুরারী গুপ্ত-রচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত, চতুর্দ্দশ সর্গ, পৃঃ ১৫৪-৫৫।

(৫৬) Progress Report. Arch. Survey W. Circle. 1918, p. 13.

(৫৭) R. Krishna Sastri's South Indian Gods & Goddesses p. 25—30.

(৫৮) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি চিত্র কোণাক-মন্দির-গাত্রে দর্শন করিয়া তাহার আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। কোণার্ক, ভুবনেশ্বর ও পুরী মন্দিরে দেখিয়াছি, কয়েকটি চিত্রের অবিকল প্রতিরূপ বিভিন্ন স্থানে নয়ন-পথে পতিত হইয়া থাকে। একই পরিকল্পনা

বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তন্ময়ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন ; শিশুও মাতার মুখের দিকে সহাস্য বদনে চাহিয়া রহিয়াছে। পুরী আসিয়া এ চিত্রটি না দেখিলে মন্দিরের কারুকার্য্য-দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্বর্গীয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভারতবর্ষ ও সিংহলের চিত্রকলা-বিষয়ক ইতিহাস-গ্রন্থে এ চিত্রটির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। (৫৯) ১৭ সংখ্যক আজন্তার গুহার একটি চিত্রেও ক্রোড়স্থ শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মানা একটী রমণীমূর্ত্তি দেখা যায় (৬০) কিন্তু তাহাতে অপত্যস্নেহের সহিত ভক্তিভাব ও দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষা যেন সমভাবেই পরিস্ফুট। মাদুরা-মন্দিরেও একটী শিশু ও জননীর খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে, (৬১) কিন্তু তাহাতে শিল্পী মাতৃস্নেহ এরূপ ভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

জগমোহন হইতে পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া নাট-মন্দিরে এবং পশ্চিমের দ্বার দিয়া বিমানে যাওয়া যায়। নাট-মন্দিরেরই অনুরূপ ভোগমণ্ডপের প্রাচীরগাত্রস্থ কৃষ্ণ ক্লোরাইট প্রস্তরে ক্ষোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; কিন্তু একবারমাত্র দেখিলে এগুলির সৌন্দর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। মন্দিরপরিক্রমণকালে এগুলি পুনরায় নয়নপথে পতিত হইল। ভোগমণ্ডপের পূর্ব্বদিকের

কোথাও বা মন্দিরগাত্রে প্রস্তরের উপর ক্ষোদিত, আবার কোথাও বা ভুবনেশ্বর হইতে আনীত কলিকাতা যাদুঘরের মূর্ত্তিগুলির ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে মূরত আকারে নির্ম্মিত।

(৫৯) Dr Vincent Smith History of Fine Art in India and Ceylon, p. 194 fig. 137.

(৬০) Ibid Fig. 207. Woman carrying child cave XVII, Ajanta.

(৬১) Ibid, Fig. 171. Woman and baby, Great temple, Madura.

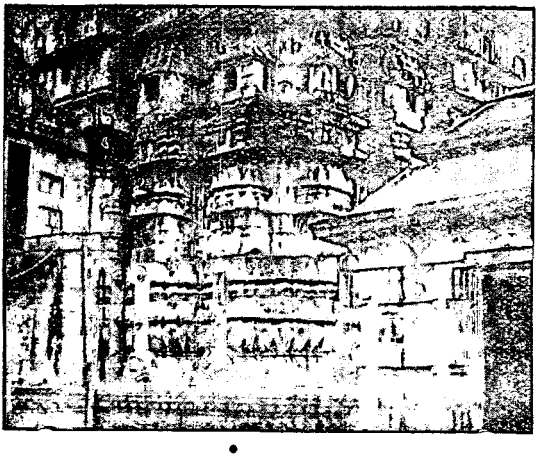
(চিত্র ৬)



অজন্তার মাতৃমূর্ত্তি।

[অক্সফোর্ড প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।] [পৃঃ ৪০

(চিত্র ৭)



জগন্নাথ মন্দিরের পার্শ্বদেশ। [পৃঃ ৪২

বাম পার্শ্বে দোলযাত্রার চিত্র। দোলনার লোহার শিকল ও ঝাঁপ্পা প্রভৃতি অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত হইয়াছে। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা—শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালকদিগের সহিত গরু চরাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, গোধনগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। এই গোষ্ঠের চিত্র বাঁধা ছাঁচের মত অদ্যাপিও সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে আধুনিক উৎকলশিল্পীকর্ত্তৃক সোপষ্টোনে অনুকৃত হইতেছে। তাহার পর রামের রাজ্যাভিষেক এবং তৎপরে নৌ-বিহারের চিত্র। ভোগমণ্ডপের উত্তর ধারে সীতার বিবাহ, রামের সিংহাসনারোহণ, ইন্দ্র ও ঐরাবত প্রভৃতি চিত্রগুলিও বড়ই সুন্দর। রামায়ণ সংক্রান্ত এই চিত্রগুলিতে পূর্ব্বকালের রামোপাসনার প্রভাবই প্রমাণিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ফরাসী পণ্ডিত গুস্তাভ লে বঁ (Gustave Le Bon) মন্দিরের এ সকল চিত্রাদির বিষয় বোধ হয় অবগত ছিলেন না; কারণ, মন্দিরে অহিন্দুর প্রবেশ নিষেধ। শুনিয়াছি, ফটোগ্রাফ লওয়া সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি ঘটে। Le Bon (লে বঁ) বলিয়াছেন, "জগন্নাথের মন্দির ভুবনেশ্বরের অনেক পরবর্ত্তী কালে, অনুমান, খৃঃ ১২০০ অব্দে নির্ম্মিত। আর্ট বা ললিতকলার হিসাবে দেখিতে গেলে ইহা এতই অপকৃষ্ট যে, বাস্তবিকই ভুবনেশ্বরের ব্যঙ্গ প্রতিচ্ছবি (veritable caricature) বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের চূড়া ও বিমান প্রভৃতি ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত বটে, কিন্তু প্রস্তরের ক্ষোদিত চিত্রগুলি অত্যন্ত স্থূল ও অসংযত রকমের (grossieres)। পুরীতে যে সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিরই এই দশা। নমুনার চিত্র দৃষ্টে সকলেই এ উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া মসিয়ে লে বঁ নিজ পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রের উল্লেখ

করিয়াছেন। সব কয়খানি ফটোই কিন্তু গুণ্ডিচা-বাড়ী হইতে গৃহীত। মন্দিরস্থ তরুণী-বাহিত তরণীর চিত্রটি দেখিলে ফরাসী পণ্ডিত অন্ততঃ সেটির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—তবে শুনা যায়, সেটিও নাকি কোণার্ক হইতে আনীত। (৬২) মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যে, এই প্রদক্ষিণ-পথ, কত না দূরাগত পবিত্র হৃদয় তীর্থ-দর্শকের পাদস্পর্শে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে! সাঞ্চী ও তক্ষশিলার বৌদ্ধস্তূপাদির চারিদিকেও এইরূপ প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমণ-পথ দেখা গিয়া থাকে। হেভেল সাহেবের মতে দেবমন্দিরের এই সকল প্রাচীন পরিক্রমণ-পথ এবং ব্রাহ্মণদিগের সূর্য্যোদয়ে, দ্বিপ্রহরে ও সূর্য্যাস্তে সন্ধ্যাবন্দনাবিধি এই উভয়ই সৌরোপাসনার সঙ্কেতজ্ঞাপক। (belong to the ancient symbolism of sun-worship) (৬৩) বহির্দৃশ্যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রতিদিন পরিক্রমণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই যে শুধু এ প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, এমন মনে হয় না। ভক্ত, সর্ব্বস্বরূপ উপাস্য দেবতাকে—সম্মুখে, পৃষ্ঠভাগে, সকল দিক্ হইতেই নমস্কার করিতে চাহে ("নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব (৬৪)—ভগবান্ সর্ব্বদেবাত্মক। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি সকলে তাঁহারই অন্তর্গত, এই ভাব একবার হৃদয়ঙ্গম হইলে চারিদিক হইতে

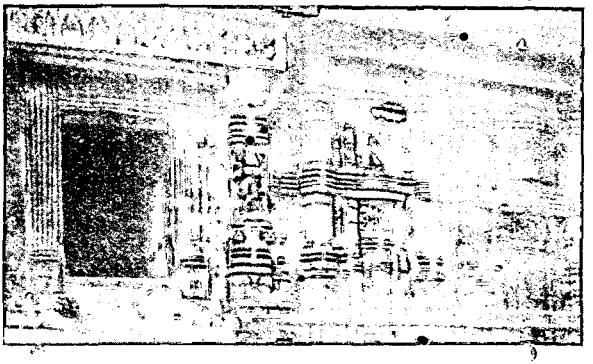
---

(৬২) "The representation on that portion of the great Temple at Jagannath which is said to have been once a part of the Black Pagoda of Konaraka..." Dr R. K. Mukerjee's. History of Indian Shipping p. 36 (Ed. 1912).

(৬৩) Ideals of Indian Art. p. 69.

(৬৪) গীতা, একাদশ অধ্যায়, ৪০।

(চিত্র ৮)



পুরী মন্দিরের জগমোহন গাত্রে ক্ষোদিত চিত্র।

[পৃঃ ৪২

তাঁহাকে সহস্র সহস্রবার প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এই সকল কথা স্মরণ হইলে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বাস্তবিকই মনে স্থান পায় না। তাই দেখিতে পাই, হিন্দু শাক্ত লেখক মুকুন্দরাম শক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে বসিয়াও শ্রীমন্দিরস্থ দেব-দেবীর উল্লেখান্তর জগন্নাথ দর্শন ও মণিকোঠা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তীর্থকৃত্যাদি সম্পাদন করার পরামর্শ দিতেছেন ঃ—

"সমীপে বিমলা দেবী, যাহার চরণ সেবি,
ত্যজে নর সংসার বাসনা।
সঙ্গে গুহ লম্বোদর, এই স্থানে আইল হর,
হরি ভাবে হৈয়া দৃঢ়মনা॥

* * *

সুভদ্রা বলাই সাথে, দেখ ভাই জগন্নাথে,
সম্মুখে গরুড় মহাবীর।
শুচি হয়ে কর ফোটা, প্রদক্ষিণ মণি কোটা,
কর ভাই বৈকুণ্ঠ মন্দির॥
মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান, সিন্ধুতটে পিণ্ডদান,
পিতৃলোক উদ্ধার কারণ।
সেব ভাই নিরন্তর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর,
বটবৃক্ষ কর আলিঙ্গন॥
পরশে রোহিণীকুণ্ডে, পাপকর্ম্ম ইথে খণ্ডে,
শুনহ কৃষ্ণের ইতিহাস।

* * *

প্রবল চপল ভঙ্গা, স্নান করি শ্বেতগঙ্গা,
শ্রীনীলমাধবে কর নতি।

ক্ষিতিতে বৈকুণ্ঠপুরী, আমি কি বলিতে পারি,
ইথে যত দেবতার স্থিতি॥ (৬২)

আমরা প্রদক্ষিণান্তে মুক্তিমণ্ডপের নিকট সমবেত হইলাম। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্দিরের অন্তর্গত সরস্বতী মন্দিরের যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে বীণাপাণির প্রকৃত পীঠস্থান—'মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিতসভা'। দ্রাবিড় খণ্ডে মন্দিরে বেদ পাঠাদির জন্য যে 'পদ্মমণ্ডপ' নির্ম্মিত হইয়া থাকে, (৬৩) মুক্তিমণ্ডপ সম্ভবতঃ তাহারই অনুকরণে এবং একই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত।

শুনিলাম, মন্দির-অভ্যন্তরস্থ এই মুক্তিমণ্ডপে অদ্যাপিও শাস্ত্রালোচনা হইয়া থাকে। ইহা নৃসিংহমন্দিরের অল্প দূরেই অবস্থিত। মুক্তিমণ্ডপের বেদী মর্ম্মর-মণ্ডিত, ছাদ স্তম্ভশ্রেণীর উপর সংস্থাপিত। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় লীলাবতী নাটকের মুক্তিমণ্ডপের নামকরণ বোধ হয় এই মুক্তিমণ্ডপেরই বিকৃতার্থে করিয়া থাকিবেন। উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুরের গত মে মাসে (১৯১৯) পুরী আগমন উপলক্ষে মুক্তিমণ্ডপ-পণ্ডিত-সভার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করা হইয়াছিল, তাহাতে বর্ণিত হয় যে, উড়িষ্যায় সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল-এই পণ্ডিত সভা, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পুরী মন্দিরে জগন্নাথ বিগ্রহ সংস্থাপনের সমসাময়িক। সেই অবধি বিভিন্ন উড়িষ্যারাজগণ কর্ত্তৃক বিদেশ হইতে আনীত, "শাসন"-গ্রাম-সমূহের (৬৪) ব্রাহ্মণগণ, এ সভায় বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন।

---

(৬২) কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান, শ্রীজগন্নাথদাসের সংস্করণ, পৃঃ ২১০।

(৬৩) Town Planning in Ancient Dekkan by C. P. V. Ayyar P. 28.

(৬৪) উড়িষ্যায় রাজা, রাণী বা মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত

সভা শ্রীমন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং এই সভার পরামর্শ-মতেই মন্দিরের পূজার্চ্চনাদি অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মুক্তি-মণ্ডপের পণ্ডিতদিগের মধ্যে শম্ভুকর বাজপেয়ী, নৃসিংহ বাজপেয়ী, বিদ্যাকর বাজপেয়ী, গঙ্গাধর রাজগুরু প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ স্মৃতি-শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হইলে, মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিত-গণ ও মন্দিরের সেবক-সম্প্রদায়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিভূকে পুরীতে অভ্যর্থনা করিয়া মন্দিরের কার্য্য-পরিচালন-ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। উড়িষ্যার সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপারে মুক্তিমণ্ডপ-সভার প্রভাব অদ্যাবধি অনুভূত হইয়া থাকে। ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে, এই সভার পণ্ডিতদিগের মত অদ্যাপি সাদরে গৃহীত হয়। শ্রীমন্দির-প্রসঙ্গে এ সভার উল্লেখ না করিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

গ্রাম ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে 'শাসন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যে ব্রাহ্মণ সেই দান গ্রহণ করেন, তিনি 'পাণিগ্রাহী' নামে উক্ত হয়েন। J. B. O. R. S. Vol. V. Pt. IV. P. 579.

শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য

জগন্নাথ-মন্দির দুইটী বিভিন্ন এক-কেন্দ্রিক আয়ত প্রাচীর-বেষ্টনীর (১) মধ্যে অবস্থিত, ইহার মধ্যে একটী প্রাচীর "মেঘনাদ" নামে অভিহিত। ডাঃ লে বঁ স্বীয় গ্রন্থে বহিঃপ্রাচীরটির যে পরিমাপ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বহিঃপ্রাচীরটির উচ্চতা ৬ মিটার, দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার ও প্রস্থ ১৮০ মিটার (২)। ইহার উপরিভাগে খাঁজ-বিশিষ্ট প্রাচীর (battle-ment) দেখা যায়। হাণ্টারের গ্রন্থে মন্দিরের মানচিত্রে অন্তর্বেষ্টনের ফাঁপা প্রাচীরটি দেখানো হইয়াছে (৩)। শ্রীরঙ্গম ও মাদুরার মন্দির প্রভৃতিও এইরূপ বিভিন্ন প্রাকারে বেষ্টিত; সেই জন্য কেহ কেহ এই বেষ্টনী-দ্বয়কে দ্রাবিড় প্রণালীর নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। চারি-দিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব-দিকে সিংহ-দ্বার, দক্ষিণে অশ্ব-দ্বার, উত্তরে হস্তি-দ্বার, পশ্চিমস্থ অবশিষ্ট দ্বারটির নাম খাঞ্জাদ্বার। অশ্বদ্বারে অশ্ব নাই, বহির্দ্দেশে রহিয়াছে শুধু প্রকাণ্ড এক হনূমানের মূর্ত্তি। পবন-নন্দন যোদ্ধৃবেশে নাকি এ মন্দিরকে সমুদ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান! হস্তিদ্বারের পাঁচ ফিট উচ্চ হস্তী দুইটি দ্বারদেশ হইতে

(১) "Deux encientes rectangulaires concentriques."

(২) ১ মিটার=১ গজ ৩·৩৭০৮ ইঞ্চের সমান। অপর একজন লেখক বলিয়াছেন, 'বহিঃপ্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৬৬৫ ফিট, প্রস্থে ৬৪০ ফিট এবং উচ্চতায় ২০ হইতে ২৪ ফিটের মধ্যে।

(৩) Hunter's Orissa Vol I. Plan contrap. 129.

(চিত্র ৯)



পুরী মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে।] [পৃঃ ৪৭

অপসারিত হইয়া প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে (৪)। উত্তর দ্বারে চাম্‌চিকা, আশুঁলা প্রভৃতির এতই প্রাদুর্ভাব যে, সে দিকে কেহই অগ্রসর হয় না।

রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রকাশিত (৫) ইংরাজি বাইবেল গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় সলোমন-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের যে নক্সা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও দুইটি প্রাঙ্গণ এবং দুইটি আয়ত প্রাচীর-বেষ্টনী দেখা যায়। একটি প্রাঙ্গণের নাম Court of Israelites, অপরটির নাম Court of Gentiles। এ মন্দিরেরও চারিটি দ্বার; একটির নাম উত্তরদ্বার (North gate) এবং অপর তিনটির নাম যথাক্রমে Susan gate, Cattle gate ও Parbar gate; বহির্বেষ্টনীতে Cattle gateএর সম্মুখেই Olda gate। ইহা ত গেল এসিয়ার পূর্ব্ব-সীমান্তের ইহুদী মন্দিরের কথা। কিন্তু নব-প্রকাশিত "আর্য্য-শাসনের ইতিহাস" নামক ভারতবর্ষের ইতিহাস-গ্রন্থে (৬) শ্রীযুক্ত হেভেল লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় মন্দির ও প্রাকারাদির আদর্শ ভারতীয় আর্য্যদিগের গ্রামের আদর্শ হইতেই গৃহীত।

শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয় এ প্রসঙ্গে কিন্তু কোনও সেমিটিক্ আদর্শের উল্লেখ করেন নাই। আধুনিক যুগে মূল নক্সার তথ্যানুসন্ধানে সফলতা লাভ করা সহজ নহে। সে যাহা হউক, কাঞ্চী, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানে অবলম্বিত দ্রাবিড়ী প্রথায় প্রাকার-যুক্ত মন্দির-নির্ম্মাণের প্রণালী ঔপনিবেশিক ভারতীয়গণেরই

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক লেখকও এ অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়াছেন;—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়কৃত 'সেতুবন্ধযাত্রা'; পৃঃ ৫৬।

(৫) Published by Washbourne Limited.

(৬) The History of Aryan rule in India pp. 243—244.

মারফৎ যে প্রাচীন যুগে শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানেও এক সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। হেভেল মহাশয়ের মতে চারি দিকের চারিটি 'গেট' (দক্ষিণী ভাষায় 'গোপুরম্') আর্য্যদিগের সুরক্ষিত গ্রাম-দুর্গে গোমহিষাদি সংরক্ষণ-স্থানের অনুকরণে নির্ম্মিত। তবে ধর্ম্মমন্দিরের বেলায় 'গো'শব্দ সমগ্র চতুর্ব্বেদ অর্থেই ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিমান-মধ্যস্থ "মণিকোঠা"—চতুষ্পথে অবস্থিত রাজ-প্রাসাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজপথ ও ভ্রমণ-পথ যথাক্রমে প্রদক্ষিণ-পথ ও 'মঙ্গলবীথি'তে (mangala vithi) পরিণত হইয়াছে, আর গ্রাম্য সভামণ্ডপের সংস্থান-স্মরণে মন্দিরের "মণ্ডপ" নির্ম্মিত হইয়াছে (৭)। সাধু-সন্ন্যাসিগণ যে সকল উদ্যান বা বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত আশ্রমকুঞ্জে বাস করিতেন, বোধ হয়, তাহারই অনুকল্পে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন মন্দিরে সহস্র স্তম্ভ-শোভিত দরদালান-গুলির উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

হেভেল সাহেব বলেন, আর্য্যদিগের সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক জীবনে যাহা-কিছু বিশেষত্ব ছিল, সে সমস্তই মন্দির-সংক্রান্ত

---

(৭) শ্রীযুক্ত হেভেল শিল্পশাস্ত্র হইতে 'নন্দ্যাবর্ত্ত' নামক যে আদর্শ গ্রাম-নক্সার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, রাজপথ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হইত, আর এই রাজপথ ঋজুভাবে ভেদ করিয়া যে রাস্তা উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত হইত, তাহার নাম ছিল 'মহাকাল'। 'মঙ্গলবিধি' বা মঙ্গলবীথি নামক পথ সমস্ত গ্রামটি বেষ্টন করিয়া গ্রামের প্রাচীরের পার্শ্বে পার্শ্বেই নির্ম্মিত হইত। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শঙ্করবর্ণ 'সূত' জাতি, একান্নবর্ত্তী পরিবারের পঞ্চ ভ্রাতার ন্যায় আনন্দে এই সকল আর্য্য-গ্রামে বাস করিত। এই পাঁচ জাতির প্রতিনিধি লইয়াই গ্রাম্য 'পঞ্চায়েত' প্রথার সৃষ্টি। হেভেল মহোদয় বলিয়াছেন, বৌদ্ধ সঙ্ঘ এই আর্য্য-গ্রামের সঙ্ঘের অনুকরণেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। Indian Allegory, Art and Architecture pp. 13, 14.

অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি স্নানাদির জন্য মন্দিরসংলগ্ন পুষ্করিণী ও বহিঃপ্রাচীরসংলগ্ন বাজার ও পণ্যশালা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় নগর কিম্বা জনপদ-বিষয়ক যাহাকিছু মঙ্গলকর ব্যবস্থা আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা মন্দিরাদির নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে অল্পাধিক পরিবর্ত্তনের সহিত সর্ব্বত্রই সংরক্ষিত হইয়াছে (৮)। কোনও মান্দ্রাজী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যে পল্লীসভামণ্ডপ (৯) অদ্যাপিও গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত দেখা যায়। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয়ের মতবাদ কল্পনা-পরিপুষ্ট হইলেও ইহাতে কি পরিমাণ সত্য নিহিত আছে, তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত সি, পি, বেঙ্কটরাম আইয়ার দাক্ষিণাত্যে নগরাদির আদর্শ বিষয়ক গ্রন্থে উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী গ্রামাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, অগ্রে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তৎপরে অনেক স্থলে গ্রামাদির পত্তন করা হইত (১০); সুতরাং গ্রামপ্রতিষ্ঠার কোনও বাঁধা আদর্শের প্রভাব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ফলে মন্দিরের নক্সাতেও সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে। মাদুরা সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি তীর্থমাহাত্ম্য-বিষয়ক পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, তাহা হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, তথায় পূর্ব্বে একটি সুপ্রাচীন মন্দির বিদ্যমান ছিল এবং

---

(৮) History of Aryan rule in India p. 244.

(৯) 'সভা' শব্দ যে গ্রাম্য সম্মেলন অর্থেই ব্যবহৃত হইত এ সম্বন্ধে অধ্যাপক জিমার ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার উভয়েই একমত প্রকাশ করিয়াছেন; Corporate Life in Ancient India p. 47.

(১০) Town Planning in Ancient Dekkan p, 163.

পরে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া মাদুরা তীর্থ গড়িয়া উঠে (১১)। মাদুরা, বঞ্জী, কঞ্জীভেরম্ (কাঞ্চীপুর) এই তিনটি নগরই একই আদর্শে নির্ম্মিত (১২)। রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন পল্লী প্রভৃতির নক্সা মিলাইয়া দেখিলে এ সত্য সহজেই অনুমিত হইবে। এই সকল নগরে ব্রাহ্মণ, বণিক্, কৃষিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি সমান্তরাল বিভিন্ন রাজপথে (parallel streets) বাস করিত। মন্দিরের চারি দিকে যে চারিটি সুবিস্তৃত রাজপথ অবস্থিত, মন্দিরের ভৃত্যেরা তাহারই দুই পার্শ্বে বসবাস করিত। যে সকল পথ দিয়া রথযাত্রার সময় রথ টানিয়া লওয়া হইত, সেগুলি আরও অধিক প্রশস্ত ও সুবিস্তৃত ছিল। মধ্যস্থলে সমচতুষ্কোণ উন্মুক্ত স্থান রাখিয়া, তাহার চারি পার্শ্বে বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত বিভিন্ন পল্লীর প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুব্যবস্থা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা, এই উভয় পক্ষেই হিতকর বলিয়া বিবেচিত হইত।

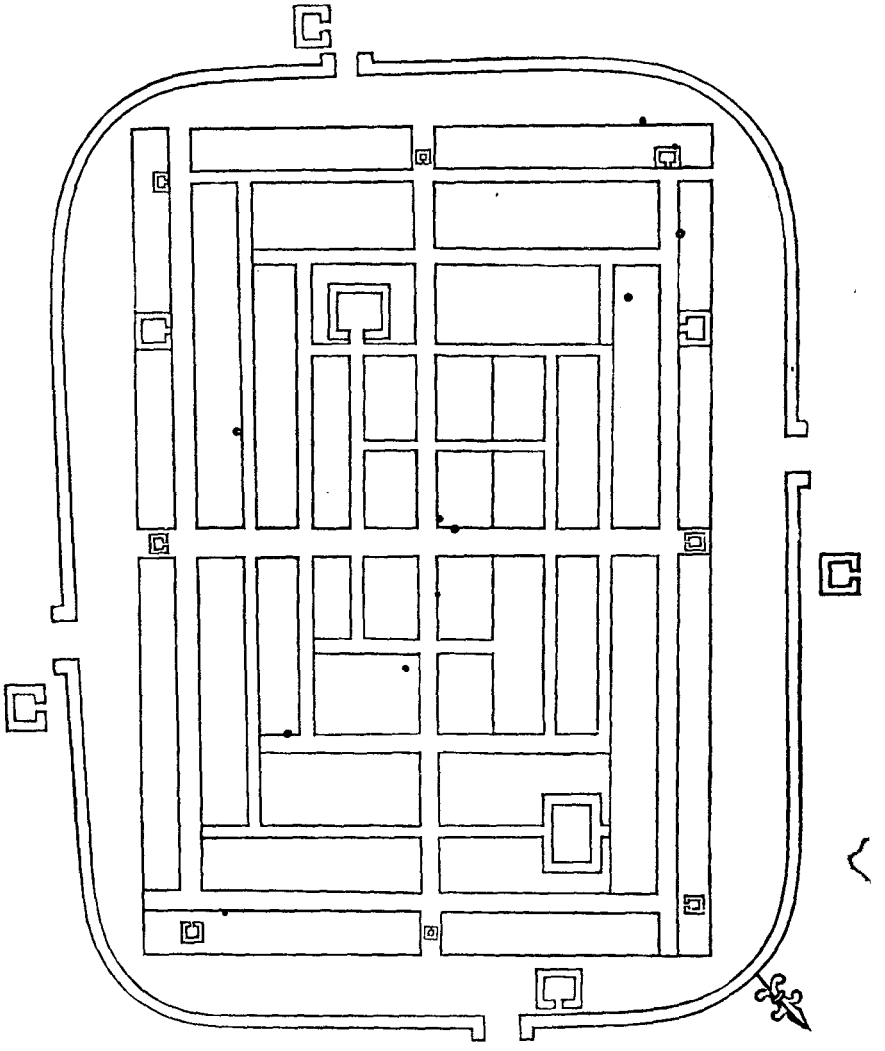
ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য-বিষয়ক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত এম, এ, অনন্থালবার 'মানসার' অবলম্বনে গ্রাম বিন্যাসের যে কয়টি নক্সা দিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সহিত 'সর্ব্বতোভদ্র' ও চতুষ্কোণ 'নন্দ্যাবর্ত্ত', এই দুই প্রকার আদর্শেরই সাদৃশ্য দেখা যায়। 'নন্দ্যাবর্ত্ত' একপ্রকার ফুলের নাম (১৩), উহার পাপঁড়ীগুলি 'fly wheel' এর ন্যায় বিন্যস্ত, তাই এ আদর্শের এই নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেভেল যে নক্সাটি দিয়াছেন, তাহা চতুষ্কোণ

(১১) Ibid p. 27.

(১২) Ibid p. 70.

(১৩) Indian Architecture by M. A. Ananthalwar and A. Rea, Vol II. Chap IX p. 139, (pl. 12. fig 2) p. 145 (pl. 12. fig. 4) Ibid. p. 143.

(চিত্র ১০)



'নন্দ্যাবর্ত্ত' গ্রামের নক্‌সা।
[রামরাজের গ্রন্থ অবলম্বনে]

হইলেও রাজপথ প্রভৃতির বিন্যাস সম্বন্ধে বৃত্তাকার 'নন্দ্যাবর্ত্ত' নক্সার সহিত অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত। এই বৃত্তাকার নক্সা নগরাদি নির্ম্মাণের জন্যই ব্যবহৃত হইত, গ্রাম সংস্থাপনের জন্য উহার প্রয়োগ ছিল না (১৪)। গ্রামাদি বিন্যাসের নিমিত্ত চতুষ্কোণ নক্সাই প্রশস্ত ছিল। উভয়ের পার্থক্যের মধ্যে প্রধানতঃ ইহাই লক্ষিত হয় যে, গ্রামের চতুর্দ্দিকে সাধারণতঃ কোনও প্রাচীরের ব্যবস্থা থাকিত না। (১৫) নন্দ্যাবর্ত্তের এই দুই প্রকার নক্সার আর একটি পার্থক্য এই যে, বৃত্তাকার নক্সার চারি দিক্ হইতে যে চারিটি রাজপথ আসিয়া কেন্দ্র-স্থলে সম্মিলিত হইয়াছে, চতুষ্কোণ নক্সায় তৎসদৃশ কোনওরূপ রথ্যার অস্তিত্ব দেখা যায় না। দুই নক্সাতেই মধ্যস্থলে মন্দিরের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটি প্রথম নক্সা-মতে কেন্দ্রস্থলে, ঠিক চতুষ্পথের উপর সন্নিবিষ্ট হইবার কথা। মন্দিরগুলি সাধারণতঃ আয়ত বা চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত থাকিত এবং চারি দিকের চারিটি পথ আসিয়া মধ্যস্থ 'মণিকোঠার' সান্নিধ্যে পঁহুছিত; সুতরাং শ্রীযুক্ত অনন্থালবারের মত অবলম্বন করিতে গেলে চতুষ্কোণ নন্দ্যাবর্ত্তের নক্সা এ সম্বন্ধে ঠিক প্রযোজ্য হইতে পারে না। 'মানসার' শিল্প গ্রন্থে নন্দ্যাবর্ত্ত বিন্যাস-লক্ষণ যেরূপ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে (১৬), তাহাতে সরল রেখানুযায়ী

---

(১৪) Ibid p. 142. pl 12. fig. 3

(১৫) Ditto ditto.

(১৬) 'নন্দ্যাবর্ত্তস্য বিন্যাসলক্ষণং বক্ষ্যতেঽধুনা।
* * * * *
সমবিস্তারমায়ামযায়াধিকমথাপি বা।
গ্রামশ্চায়তবিস্তারঃ পুরং চেৎ কল্পয়েৎ সুধীঃ॥
* * * * *
প্রাচীরথ্যান্তরারভ্য দক্ষিণায়তনির্গমঃ'।

প্রধান পথগুলি ব্যতীত তির্য্যগ্বীথীরও অস্তিত্ব দেখা যায়—কিন্তু মন্দির-স্থাপত্যে এরূপ তির্য্যগ্বীথীর কোনও প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।

'সর্ব্বতোভদ্র' গ্রাম-বিন্যাসে নক্সার কোণ-গুলি কিয়দংশ বৃত্তাকার হইলেও ইহা প্রধানতঃ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রাকারই বলিতে হয়। ইহাতে চারি দিকের চারিটি রাজপথ মধ্যস্থলে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে এবং সমান্তরাল রাজপথে বিভক্ত নগরের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র, তন্তুবায় প্রভৃতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নক্সামতে দেবমন্দির ঠিক মধ্যদেশেই অবস্থিত থাকিয়া চারি দিকে তাহার পবিত্র প্রভাব বিকিরণ করে এবং মন্দিরের চারি ধারে সরল রেখায় বিন্যস্ত রাজপথসমূহে বিভিন্ন জাতি বাস করিয়া থাকে। মঠ, আশ্রম প্রভৃতি মন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত। শুধু রাজধানী এবং নগর বলিয়া নহে, 'সর্ব্বতোভদ্র' বিন্যাস-লক্ষণ অনুসারে গ্রাম নির্ম্মাণেরও ব্যবস্থা আছে। বরাহমিহির অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত অনন্তালবার বলিয়াছেন যে, 'সর্ব্বতোভদ্র' নগর-বিন্যাস প্রথানুসারে রাজবাটী, রাজ-অতিথিদিগের আবাস এবং বিবিধ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়-গৃহাদি বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে

দক্ষিণাবধিপূর্ব্বাদি-পশ্চিমায়তনির্গমঃ।
পশ্চিমাদ্বীথিদক্ষিণ্যাদুত্তরায়তনির্গমঃ॥
নন্দ্যাবর্ত্তাকৃতির্ব্বীথী এবমুক্তং বিচক্ষণৈঃ।
দক্ষিণোত্তরয়োর্বাপি প্রাক্‌প্রত্যক্ দিশি পূর্ব্ববৎ॥
আয়তা দীর্ঘরথ্যা স্যাদ্বিস্তারাদ্দীর্ঘমেব বা।
এতত্রিপঞ্চসপ্তৈর্বা বীথী বীথী দ্বিপক্ষযুক্॥
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ মার্গং বা পরিকল্পয়েৎ।
এবং তির্য্যগ্বীথীমার্গং তত্র পক্ষং ন কারয়েৎ"॥

—মানসার (quoted in Indian Architecture p. 143)।
'পক্ষ' শব্দ রাজপথের পার্শ্বস্থিত 'ফুট্‌পাথ্' বাচক বলিয়াই মনে হয়।

হয় (১৭)। শ্রীযুক্ত সি, পি, বেঙ্কটরাম আয়ার (১৮), মহাশয় বলিয়াছেন যে, অনেক সময় মন্দির বা রাজপুরী কেন্দ্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাহার চারি পার্শ্বে গৃহ নির্ম্মিত হইতে থাকিত এবং এই-রূপে নূতন নূতন নগরের সৃষ্টি হইত। 'সর্ব্বতোভদ্র' বিন্যাসপ্রণালী যখন গ্রাম হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য, তখন মন্দিরাদির বাস্তু বিন্যাসেও ইহার প্রভাব অধিক কার্য্যকারী হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়। আর এক কথা। দক্ষিণী বা উড়িয়া মন্দিরের সহিত সরোবরাদি সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রামরাজ হিন্দু স্থাপত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, শাস্ত্রানুসারে গ্রাম বা নগরের প্রজাবর্গের ব্যবহারের নিমিত্ত দুইটি জলাশয় থাকা আবশ্যক এবং উহার একটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত হইবে। (১৯)।

মানসার গ্রন্থে 'চতুরস্র সমাকার', 'মণ্ডুকাকৃতি', 'বপ্র-সংযুক্ত' যে নগর-বিন্যাস-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে চারিদিকে মহাদ্বার উপদ্বার, দক্ষিণে, পশ্চিমে বা নৈর্ঋতে স্নানপানাদিযোগ্য জলাশয় এবং তপস্বী, যতী ও পাষণ্ডাশ্রমীদিগের ব্রহ্মচর্য্যাদিযোগ্য সংঘ প্রকল্পনার কথা উল্লিখিত আছে। (২০) এই সকল গ্রাম-বিন্যাস-

---

(১৭) Ibid p. 141

(১৮) Ayyars Town Planning in Ancient Dekkan p. 21

(১৯) Essay on Hindu Architecture by Ram Raz p. 42.

(২০) সর্ব্বতোভদ্রবিন্যাসলক্ষণং বক্ষ্যতেঽধুনা।
চতুরস্রসমাকারমণ্ডুকাকৃতি বিন্যসেৎ (Sic)॥
অন্যেষাং বিপ্রসংঘং চ যথেষ্টং তু প্রকল্পয়েৎ।
অথবা দেবতাহর্ম্ম্য বিষ্ণোর্বাথ শিবস্য বা॥
তপস্বিনাং যতীনাং চ পাষণ্ডাশ্রমিণাং তথা।
ব্রহ্মচর্য্যাদিযোগ্যং চ সন্ধি সংঘে প্রকল্পয়েৎ॥

প্রথা যে কত দিন হইতে প্রচলিত, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে শ্রীযুক্ত হেভেল, সাধু-সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমকুঞ্জ যে সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট দরদালানে পরিণত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বৎসর কলিকাতা যাদুঘরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাহা বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্রাবিড় গোপুরমের সহিত জগন্নাথের 'অংশরপিণ্ড' ও ভোগমণ্ডপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন।(১২) ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের বিমানের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মাদুরার বিখ্যাত গোপুরমের শীর্ষভাগের চিত্র দর্শন করিলে এ সাদৃশ্য কতকাংশে কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচিত হইবে, বরং তাঞ্জোরের বিমানটী কতক পিরামিডাকৃতি; (২২) তবে রক্ষিত মহাশয় এ কথাও

---

* * * * *

রক্ষার্থং বজ্রসংযুক্তং পরিতঃ পরিপালকং।
চতুর্দিক্ষু মহদ্বারমুপদ্বারযুতং ভবেৎ॥

* * * * *

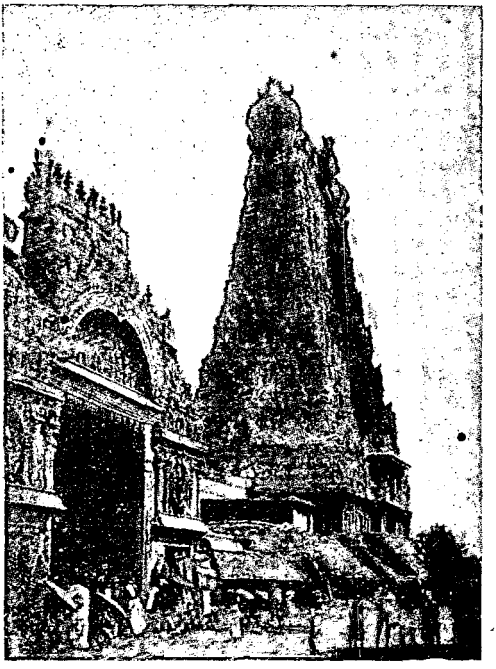
দক্ষিণে পশ্চিমে বাপি নৈর্ঋতে বাপি দেশকে।
স্নানপানাদিযোগ্যং চ তটাকং কারয়েদ্বুধঃ॥

—মানসার quoted in Indian Architecture
by M. A. Ananthalwar Vol II Book I, Chap ix p 140.

(২১) তীর্থভ-প্রদক্ষিণ, পৃঃ ১৩। স্নান-যাত্রার পর জগন্নাথদেবের শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এই সময় অংশরপিণ্ড বা মন্দিরসংলগ্ন প্রথম পিরামিডাকৃতি মণ্ডপে বিগ্রহদ্বয়ের (সুদর্শন সহ বিগ্রহ-চতুষ্টয়ের) পূজা হইয়া থাকে। Brijkishore Ghose's The History of Puri p. 17.

(২২) মাদুরার গোপুরম্ সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং তাঞ্জোরের বিমান একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত।

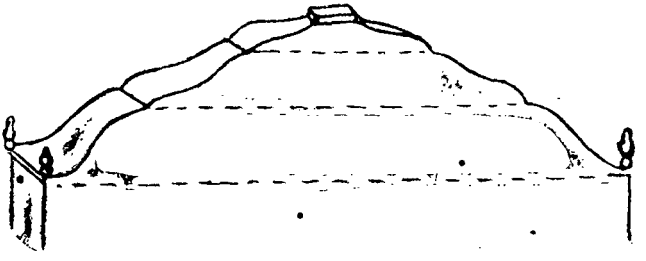
(চিত্র ১১)



মাদুরা মন্দিরের বিখ্যাত গোপুরম্।

[পৃঃ ৫৪

(চিত্র ১২)



উড়িষ্যার পিরামিডাকৃতি মণ্ডপের ছাদ।

[পৃঃ ৫৫

স্বীকার করিয়াছেন যে, "অধিক প্রসারযুক্ত আম্‌লাশীলা" ও "পিরামিডযুক্ত" মণ্ডপই ওড্র দেউলের বিশেষত্ব। ভোগ-মণ্ডপের ছাদ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, যেন "ভিতের" উপর চারিখানি চাল পর্য্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে সংন্যস্ত হওয়ায় ক্রমে তাহা সরু হইয়া চূড়ার নিকট গিয়া মিশিয়াছে। "পুরীর চিঠি" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয় এ সাদৃশ্যটী লক্ষ্য করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত আর্ণট বলিয়াছেন ওড্র ও দক্ষিণী স্থাপত্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, উড়িষ্যায় বহু তলবিশিষ্ট শিখর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং চূড়াদেশে দ্রাবিড় পদ্ধতি অনুযায়ী গম্বুজ কদাপি নির্ম্মিত হয় না। চতুষ্কোণ মন্দির ওড্রস্থাপত্যের অপর একটী বিশেষত্ব। (২৩) পর্ণশালা হইতে যে মন্দিরাদির উদ্ভব, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। আমাদের বঙ্গদেশীয় শিব-মন্দির এই আদর্শ হইতেই উদ্ভাবিত; সুতরাং সে দিক্ দিয়া দেখিলে ভোগমণ্ডপ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-প্রণালী উৎকলের মৌলিক আদর্শমূলক বলিয়া কত দূর বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষজ্ঞ স্থাপত্যবিদ্‌গণ বিচার করিবেন। দক্ষিণ-ভারতের তিরুবদমুদুর নামক স্থানের একখানি প্রসিদ্ধ রথের চিত্র

(২৩) "Their style (Orissan temple style) differs from the Dravidian which obtains further South of the Peninsula. In no Orissan tower is seen a trace of a storeyed arrangement which is a common characterestic of the Dravidian style, nor is the construction of the crowning member ever that of a dome or an approach to one though externally it may give that impression. The square form of the temples is a special feature of Orissan architecture at its best." Preface to Report with photographs of the repairs executed to some of the principal temples of Bhubaneswar &c. by M. H. Arnott M. Inst. C. E. 1903.

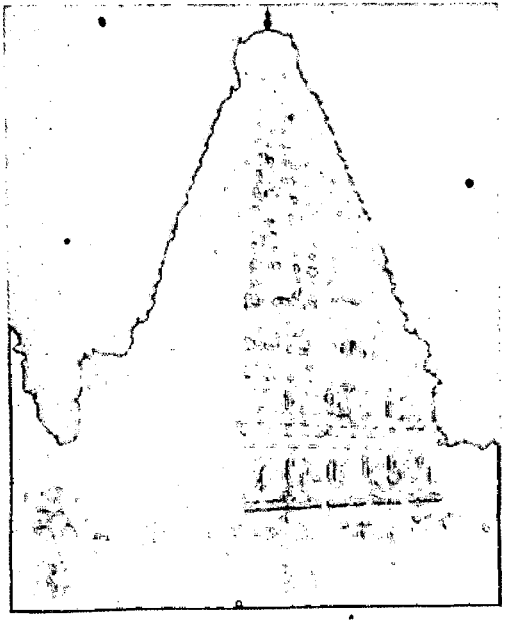
দেখিলে অনুমিত হয় যে, ওড্র মন্দিরের বিমান বা মণ্ডপ এই শ্রেণীর রথের অনুকরণে নির্ম্মিত। শিখরাংশও যে বংশনির্ম্মিত রথচূড়ার আদর্শ হইতে গৃহীত, এ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতামত 'ভুবনেশ্বর' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং 'পর্ণশালা আদর্শ'-বিষয়ক মতবাদ যে শেষ কথা, তাহা বলা যায় না।

ভোগমণ্ডপের আদর্শ যাহা হইতেই উদ্ভূত হউক, উহা বিমানাংশের উদ্ভববিষয়ক গবেষণার ন্যায় দেশ-কাল অতিক্রম করিয়া আদিম সভ্যতার কুহেলিকাচ্ছন্ন যুগে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই। উৎকল-মন্দিরের রেখা বা বিমান যে উত্তরাপথের মন্দিরনির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট, এ কথা দেশী বিদেশী, সকল সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন। বেহার ও উড়িষ্যার প্রত্নানুসন্ধান-বিষয়ক সমিতির পত্রিকায় (J. B. O. R. S.) প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ স্পুনার (Dr. Spooner) মহাশয়ও মন্দির-স্থাপত্যে ত্রিহুত আদর্শের (Tirhoot type) উল্লেখ-প্রসঙ্গে এরূপ সুদূরঅতীতের যবনিকা উদ্ঘাটন করেন নাই। কাশী অঞ্চলের কর্দ্দমেশ্বর প্রভৃতি মুসলমান যুগে নির্ম্মিত উত্তরাপথ প্রণালীর মন্দিরের কথা না হয় নাই ধরিলাম, 'শিখর' বা বিমানের শিরোদেশে অবস্থিত আমলকি ফলের ন্যায় পলবিশিষ্ট শিলা, গয়ার মহাবোধি মন্দিরে এবং সাঞ্চীর (আনুমানিক দশম শতাব্দীর) বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে ও শিরোদেশে দেখা গিয়াছে। (২৪) ইহার মধ্যে

(২৪) ...spire of the usual curvilinear type distingunhing Hindu temples of northern style, summit crowned with massive *amalaka* and *Kalasa*.....

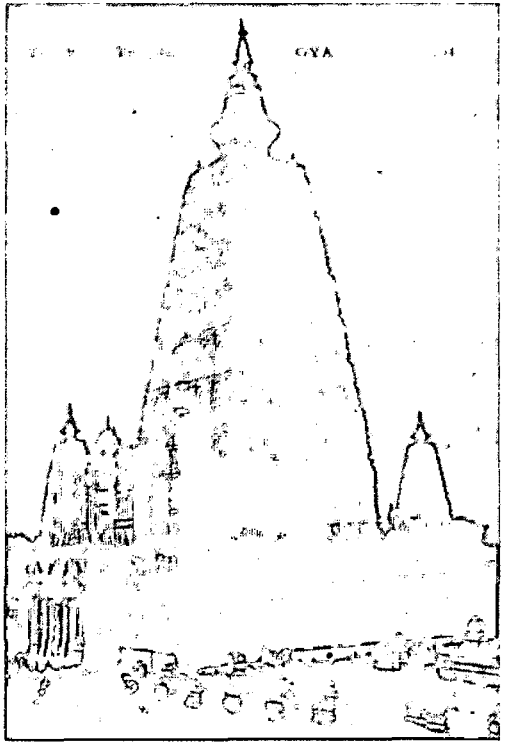
The exterior was relieved on its four faces by repetitions of the same *amalaka* motive alternaing with stylised Chaitya desisnt.—Sir J. Marshall's Guide to Sanchi p. 127.

(চিত্র ১৪)



তাঞ্জোরের শিব মন্দির।
পিরামিডাকৃতি বিমানের উপর ক্ষুদ্র গম্বুজ। [পৃঃ ৫৭

(চিত্র ১৩)



মহাবোধি মন্দির, গয়া।

বোধগয়া-মন্দিরে সংলগ্ন আমলক অলঙ্কারটিই প্রাচীনতম। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। মহারাজ প্রিয়-দর্শী বা অশোকের সাম্রাজ্য-জ্ঞাপক প্রস্তরস্তম্ভেও আমলক-চিহ্নের ন্যায় অলঙ্কার দৃষ্ট হয়।

"শিখর" বা মন্দিরের বিমান শুনিতে পাই না-কি বিষ্ণুর পবিত্র নিকেতন মেরু পর্ব্বতের নিদর্শন, আর আমলক পদ্ম বা পদ্মবীজের প্রতিরূপ মাত্র। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন নীল পদ্মের (nymphoea cerulea) পরিবর্ত্তে পদ্মবীজই না কি স্থপতিগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতে "শিখর", "স্তূপ" হইতে উদ্ভূত, কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। হেভেল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সারনাথ ও বুদ্ধগয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ শিখর ও স্তূপ পরস্পরের অসম্পূর্ণতা পূরণ ও বৈপরীত্য-বিকাশার্থ কল্পিত হইয়া থাকিবে (one is a complement or antithesis of the other)। একই যুগের পাশাপাশি দুইটি মন্দিরে দেখা যায়, একটি 'শিখর'-যুক্ত ও অপরটি দ্রাবিড় প্রথায় নির্ম্মিত,—পিরামিডাকৃতি বিমানের উপর ক্ষুদ্র গম্বুজ শোভা পাইতেছে। হেভেল এর মতে দ্রাবিড় প্রথার উচ্চচূড়া স্তূপ হইতেই উদ্ভূত—একটি 'জীবন' ও অপরটি 'মৃত্যু' জ্ঞাপক—একটিতে ত্রিমূর্ত্তির বৈষ্ণবভাব ও অপরটিতে শৈবভাবের দ্যোতনা (২৫)। দ্রাবিড় অঞ্চলে শৈব মত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিলেও স্থাপত্যপ্রথার এই আধ্যাত্মিক অর্থ যেন কিঞ্চিৎ দুঃসাহসিক বলিয়াই মনে হয়। জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরেও শিখরাংশ লক্ষিত

(২৫) Havell's Indian Allegory, Art and Architecture p. 8, 9.

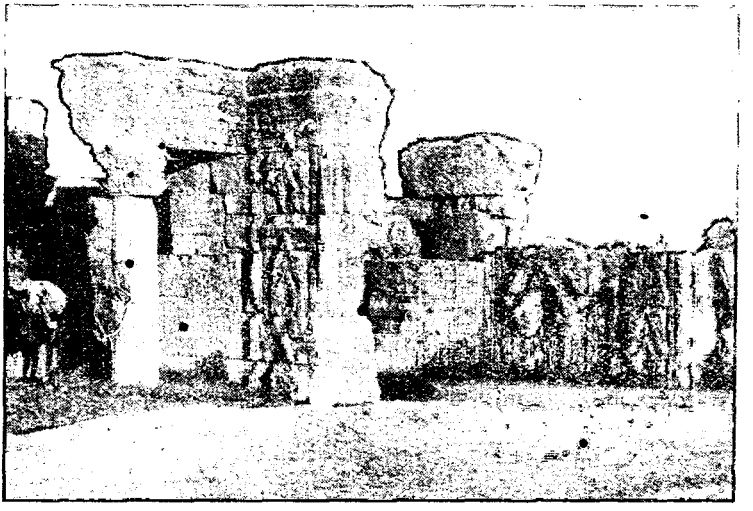
হইয়া থাকে। শিখরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন সারনাথের বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দৃষ্টি হয়। কিন্তু গুপ্তযুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতেও ইহা বিশেষভাবে স্থান লাভ করিয়াছিল (২৬)। গুপ্তযুগে সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরও নির্ম্মিত হইত (২৭)। শিখর না থাকিলেই যে দেব-সৌধের সৌন্দর্য্য-হানি ঘটে, এরূপ নহে। কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দির ঢালু ছাদবিশিষ্ট ছিল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে, এবং পশ্চিম-ভারতে গুজরাটের অন্তর্গত মুধেরার বিখ্যাত শিখর-বিহীন সূর্য্য-মন্দির ভারতীয় স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। হেভেল অনুমান করেন, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে 'শিখর'-নির্ম্মাণপ্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রামের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত না হইয়া, উহা রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে অধিষ্ঠাতৃদেবতার মন্দিরের উপর নির্ম্মিত হইত। তাঁহার মতে ইউফ্রেতিস উপত্যকায় সূর্য্যো-পাসক আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে যখন বিবাদ চলিতেছিল, তখন হইতেই এই শিখরের উদ্ভব। এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, এখনও এ মত বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত এইচ্, আর্, হল্ বলিয়াছেন, প্রাচীন বাবীরুষবাসীদিগের সহিত দ্রাবিড় জাতিরই সম্বন্ধ অধিক। (২৮) তাঁহার মতে আর্য্য বা সেমেটিক জাতির সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে ইউফ্রেতিস (Euphrates) উপত্যকায় নারাম্‌সিন

(২৬) V. Smith in Imp. Gazetteer Vol. II p. 122

(২৭) Ibid p. 113.

(২৮) H. R. Hall's Ancient History of the Near East, pp. 171—174 quoted by Havell.

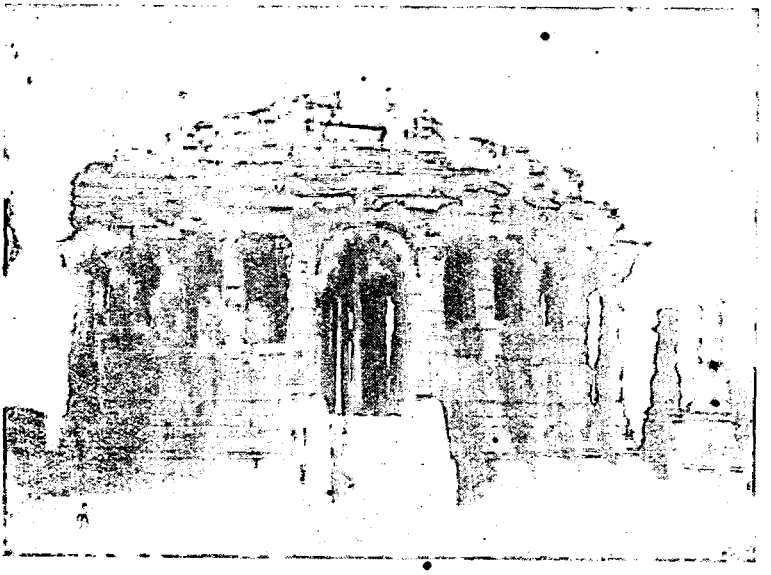
(চিত্র ১৫)



কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।
[শ্রীযুক্ত ডি, স্থইন্‌হো মহাশয়ের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ৫৮

(চিত্র ১৬)



মুধেরার সূর্য্যমন্দির।

[পৃঃ ৫৮

(Naram Sin) নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালের একখানি চিত্রযুক্ত মৃৎফলক (stile) পাওয়া গিয়াছে। (২৯) হল ইহার [illegible] করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা সাত [illegible] কোন বিপক্ষ-পক্ষীয় নরপতির পরাভবের চিত্র। ইহার [illegible] নের প্রতিদ্বন্দ্বীর যে দুর্গ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বক্রাকৃতি [illegible]nical) [illegible] দেখিতেই শিখরের সহিত সাদৃশ্যের কথা মনে [illegible] এমন কি, শিরোদেশে আমলকের ন্যায় চিহ্নটিও বাদ পড়ে [illegible]। অধ্যাপক লেয়ার্ড নিনেভে নগরীর (Nineveh) [illegible] ষ বর্ণনা করিয়াছেন, (৩১) তাহাতে শিখর ও স্তূপাকৃতি [illegible] র হর্ম্ম্যেরই প্রতিরূপ দেখা যায়। হেভেল শিখরের [illegible]লীন ব্যবহার-প্রসঙ্গে স্থিরমত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। একবার বলিয়াছেন, উহা শৈল-স্তূপ নির্ম্মিত, তোরণ-সদৃশ, চৌকি দেওয়ার বুরুজ (watch-tower); আবার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাজকীয় রথের বংশনির্ম্মিত চূড়া হইতেই ইহার উদ্ভব। অন্য রথ হইতে রাজার রথ চিনিয়া লইবার জন্য এবং শরীর-রক্ষী ও তীরন্দাজগণের ব্যবহারার্থে, শিখরাকৃতি রথোপরি বংশ রচিত মঞ্চসকল সংস্থাপিত হইত। মন্দিরের শিখরধ্বজ ও রথ-যাত্রার রথের উপরিস্থিত বংশ-নির্ম্মিত আবরণের যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাহা সাধারণ লোকও লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক

(২৯) Havell's History of Aryan India, p. 112.

(৩০) কিন্তু ভারতে প্রাচীন বাবীরুষের একটি প্রস্তর-কীলক ব্যতীত অপর কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই; উহা এক্ষণে নাগপুর মিউজিয়মে রক্ষিত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০-২২।

(৩১) Nineveh. 2nd Series pl. XVI—cited by Havell.

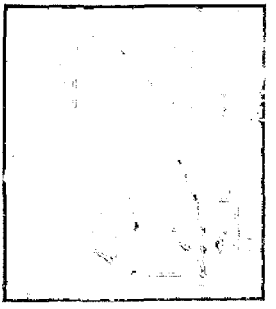
পাশ্চাত্য স্থপতিদিগের মতও এইরূপ (৩২)। শিখরের আদর্শ সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত সত্য না হইলে সৌধ-রচনায় কাষ্ঠ ও বংশ-রচিত 'বিমানে'র অনুরূপ এই সকল মন্দির, প্রস্তরের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার বহু পরেও নির্ম্মিত হইবে কেন? হেভেল প্রমুখ পণ্ডিতদিগের মতে মণ্ডপের ভিত্তির চারি পার্শ্বে কোন কোন মন্দিরে যে চক্র-সকল খোদিত দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা রথ-আদর্শের পোষকতার আর অধিক কি সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রয়োজন হইতে পারে? (৩৩) ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে প্রথম গ্রন্থরচয়িতা স্বর্গীয় রামরাজ, বিমানের উদ্ভব সম্বন্ধে রথ সম্বন্ধীয় কোনও মতবাদের উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'মানসার' ও 'কাশ্যপীয়' গ্রন্থোক্ত মতাবলম্বনে বলিয়াছেন যে, এই 'পিরামিড'-আকৃতি মন্দিরগুলি একতলা হইতে যথাক্রমে 'বার তলা' বা 'ষোল তলা' উচ্চ হইতে পারে। চতুষ্কোণ, আয়ত (oblong), গোলাকার, অণ্ডাকৃতি (oval) বা মিশ্রিত যে কোন ধরণেরই হউক না কেন, একই প্রকার 'ডৌল' ভিত্তি হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে হইবে। ৺ রামরাজ, বিমানের বিভিন্ন প্রকার-ভেদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, একই প্রকার উপকরণে নির্ম্মিত বিমান 'শুদ্ধ' বলিয়া পরিচিত, দুই বিভিন্ন

---

(৩২) ভুবনেশ্বর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩৩) রথের অনুকরণে নির্ম্মিত চক্রসংযুক্ত যে কয়টি প্রাচীন মন্দিরের কথা সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে, কোণার্ক মন্দিরই তাহাদিগের মধ্যে প্রধানতম। ইহা ব্যতীত এ শ্রেণীর কোনও প্রাচীনতর মন্দিরের নাম হেভেলের গ্রন্থে দেখিতে পাই না। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের অন্তর্গত হাম্পীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে অচ্যুত রায়ের মন্দির এই আদর্শের সাক্ষ্য দেয় বটে, কিন্তু তাহাও মধ্যযুগের হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন। প্রস্তরময় রথাকৃতি বিট্‌ঠল মন্দির চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত। Longhurst's Hampi ruins p. 131.

(চিত্র ১৭)



প্রাচীন নিনেভে নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রস্তর ক্ষোদিত
শিখর ও স্তূপাকৃতি হর্ম্ম্যের প্রতিরূপ।
লেয়ার্ড প্রণীত নিনেভে গ্রন্থ হইতে গৃহীত, হেভেল-প্রদত্ত চিত্রাংশ হইতে।

[পৃঃ ৫৯

(চিত্র ১৮)



আর্য্য স্থাপত্য প্রথায় নির্ম্মিত উত্তরাপথের মন্দির। বারাণসী।

[পৃঃ ৬১

প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত হইলে সে বিমানের নাম 'মিশ্র' এবং তদধিক বিভিন্ন প্রকার মালমসলায় নির্ম্মিত হইলে তাহা 'সঙ্কীর্ণ' বলিয়া পরিচিত। আবার দেবমূর্ত্তির অবস্থান অনুসারেও বিমানের তিন প্রকার শ্রেণী-বিভাগ হইয়া থাকে। যাহাতে বিগ্রহমূর্ত্তি 'খাড়া' ভাবে দাঁড়াইয়া (erect posture), তাহা 'স্থানক' বিমান এবং বিগ্রহ শায়িত বা উপবিষ্ট হইলে বিমানও যথাক্রমে 'আসন' ও 'শয়ন' নামে কথিত হইয়া থাকে (৩৪)।

রামরাজের গ্রন্থে মন্দির বা গর্ভগৃহ-সংলগ্ন অন্যান্য (a temple), অর্দ্ধমণ্ডপ (the front portico) প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু মোটের উপর তাঁহার গ্রন্থখানি দ্রাবিড় বা দক্ষিণী আদর্শেই অনুপ্রাণিত।

উত্তরাপথ ও দ্রাবিড়ের সহিত উৎকলের স্থাপত্যের নির্ণয় এবং এই দুই দেশীয় প্রভাবের যুগ-কালের বিচার সহজে সাধিত হইবার নহে। দ্রাবিড়ে গোপুরম্, বিমান অপেক্ষা যেন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সেগুলি কতকটা পিরামিডাকৃতি ও প্রায়ই বহুতল (storey) বিশিষ্ট। বিমানের পিরামিড প্রভৃতিও বহুতল। বিমানের ঊর্দ্ধদেশে কখনও গোলাকৃতি গম্বুজ, কখনও বা বহুকোণবিশিষ্ট (polygonal) শীর্ষ দেখা যায়। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভী বলিয়াছেন, "ভারতীয় আর্য্য-স্থাপত্য-প্রথার মৌলিক ছাঁচগুলিতে কোনও তুলনা বা সমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। দ্রাবিড় প্রথার সহিত ইহার পার্থক্য এত অধিক যে, মনে হয়, এ বৈসাদৃশ্য স্বেচ্ছায় যত্নপূর্ব্বক সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(৩৪) Ram Raz's Essay on the Architecture of Hindus, published by the Royal Asiatic Society p. 48—49.

দ্রাবিড় দেশও উত্তরাপথে যে সুগভীর ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান, এই দুই প্রকার স্থাপত্য-রীতির বিভিন্নতাও তাহা অপেক্ষা কম নহে। প্রথমোক্ত প্রথা-মতে মন্দিরের বিমান পর পর বিভিন্ন তলে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং শেষোক্ত প্রথায় উহার আকৃতি ভুগ্নতা-বিশিষ্ট (curviligne) হইয়া থাকে; প্রথম রীতির নিদর্শন—শীর্ষস্থ গম্বুজ; দ্বিতীয় রীতিতে ইহা একবারেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দ্রাবিড় মন্দিরে গর্ভগৃহের পুরোভাগস্থ মণ্ডপের (porch) থামগুলি দেওয়ালের ভিত্তিতে বসান, ইহা ছাড়া সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপেরও অভাব নাই। ভারতীয় আর্য্যপ্রথায় বিনির্ম্মিত মন্দিরে প্রায়ই কোন স্তম্ভ দেখা যায় না। প্রথমোক্ত স্থাপত্য-রীতি অবলম্বনে নির্ম্মিত সৌধের বিস্তৃতি ও পরিণতি যে কত দূর ঘটিতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে, কিন্তু আর্য্য-ভারতীয় প্রথার মন্দিরে দেবসৌধ প্রকৃতপক্ষে গর্ভগৃহেই পর্য্যবসিত হইতে দেখা যায়। উত্তরাপথের মন্দিরের অন্তর্দ্দেশ সমচতুষ্কোণ এবং প্রায়শঃ সমান্তর-বহির্বর্দ্ধিতাংশবিশিষ্ট (projections parallels) হইয়া থাকে। প্রথমে একটি প্রায়-সমচতুষ্কোণ মণ্ডপ—ইহার ছাদ পিরামিডাকৃতি। এই মণ্ডপের সহিত অনেক স্থলে আরও দুইটি মণ্ডপ সংযুক্ত হইয়া থাকে; যথা—নাট্য-মন্দির ও ভোগ-মন্দির। (৩৫) এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, দাক্ষিণাত্যে যে পাণ্ড্যবংশীয় রাজা কদম্ববনে মন্দিরের কথা অবগত হইয়া মাদুরার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি বেদপাঠের নিমিত্ত পদ্মমণ্ডপ, ক্রিয়াকাণ্ডাদি অনুষ্ঠানের জন্য অর্দ্ধমণ্ডপ এবং এতদ্ব্যতীত নৃত্যমণ্ডপ, রন্ধনশালা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মন্দিরাদিও নির্ম্মাণ

(৩৫) S. Levi, article 'Inde' in Grande Encyclopedie p. 708, col. 2. (quoted by M. Maindron).

করিয়াছিলেন। (৩৬) সুতরাং দ্রাবিড় মন্দিরাদির সহিত এ বিষয়ে জগন্নাথ-মন্দিরের যে কত দূর সাদৃশ্য, তাহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দ্রাবিড় ও উড়িয়া মন্দিরের তুলনাগত সমালোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত মরিস ম্যান্দ্রঁ, জগন্নাথদেবের মন্দির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্রাবিড়ী মন্দিরের ন্যায় উৎকলেও স্থাপত্য-রীতির বৈশিষ্ট্য ভাস্কর্য্য অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখভাগে যে সকল সমান্তরাল আলম্বন এবং সরদালের উপর যে ভারি রকম কার্ণিশগুলি রহিয়াছে, তাহা বহুবিধ মূর্ত্তি ও স্থাপত্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। পিরামিডাকৃতি দেউল অথবা ভুগ্নতাবিশিষ্ট খাঁজকাটা শিখরের শিরোদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বহুবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গম্বুজ, খিলানপথ (arcade) বা স্তম্ভের কোথাও চিহ্নমাত্র নাই; বড় জোর দেওয়ালের গায়ে কয়েকটি কুড্য স্তম্ভ (pilasters) মাত্র বিন্যস্ত রহিয়াছে (৩৭)। শ্রীমন্দিরের প্রাচীরাদির গাঁথনির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া এই ফরাসী লেখক বলিয়াছেন যে, দেওয়ালের পাথরগুলি সমান করিয়া কাটিয়া এরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন দুইটি টুকরা জোড়া দিবার জন্য সিমেণ্টের আবশ্যক হয় নাই, মাঝে মাঝে এই সকল সুকর্ত্তিত সমচতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডগুলি কেবল কয়েক খণ্ড লৌহ দ্বারা সুকৌশলে আবদ্ধ করা হইয়াছে (৩৮)।

বিজাপুর প্রদেশে ঐহোল নামক স্থানের বিখ্যাত মন্দিরাদি হইতে ছয় মাইল দূরে, পট্টদকল (Pattadakal) গ্রামে বিরূপাক্ষের

(৩৬) Town Planning in Ancient Dekkan by C. P. V. Ayyar p. 28

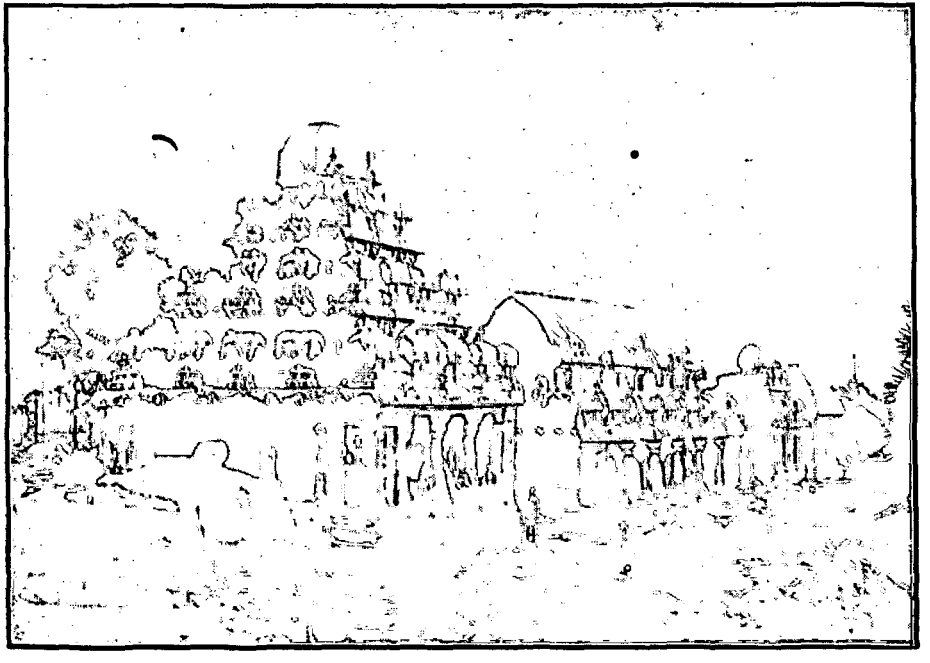
(৩৭) Maindron's L'Art Indien p. 182.

(৩৮) Ibid p. 81

মন্দিরের নিকট একটী মন্দির আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে উহা যেন উড়িষ্যাদেশ হইতে হুবহু তুলিয়া লইয়া গিয়া বসান। বিরূপাক্ষ-মন্দিরটি কিন্তু খাঁটি দ্রাবিড় প্রণালীতে নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণকাল অনুমান ৭০০ খৃষ্টাব্দ (৩৯)। কিন্তু উহার নিকটবর্ত্তী পাপনাথ-মন্দিরে দ্রাবিড় ও উত্তরাপথ উভয় প্রকার স্থাপত্য-প্রথার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ঐহোলের দুর্গামন্দির ও হুচ্ছিমল্লি-গুডির মন্দিরের সহিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরশুরামেশ্বরের মন্দিরের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুজেনস্ (Cousens) এর মতে এই মন্দিরগুলি খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে। ভারতের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ-কোশল হইতে নর্ম্মদার তীর পর্য্যন্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যেও গুপ্ত-প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল হেতুবাদে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উৎকল-স্থাপত্যে গুপ্ত-যুগের প্রভাব অনুমান করিয়াছেন (৪০)। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে উড়িষ্যার স্থাপত্যপ্রথা দাক্ষিণাত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উৎকল-স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পরশুরামেশ্বরের মন্দির, শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি সুধীগণের মতে অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত; সুতরাং পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত ঐহোলের মন্দির-স্থাপত্য উড়িষ্যার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উড়িষ্যাবিষয়ক গ্রন্থে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, (৪১) বৈতাল

(৩৯) Imp. Gazet. Vol II, p. 175.
(৪০) Orissa and her remains p. 271—272.
(৪১) Op. cit. p. 134.

(চিত্র ১৯)



মামল্লাপুরমের রথ নামক প্রস্তর ক্ষোদিত সপ্তমন্দির।
[শ্রীযুক্ত জে, এ, ডি, লয়েডের ছায়াচিত্র হইতে,
দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ৬৫

দেউলে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে এবং এ মন্দিরটি চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মামল্লাপুরম্ বা মহাবল্লীপুরস্থ 'রথের' (৪২) সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। সুতরাং তাঁহার নিজের যুক্তি অনুসারেই দক্ষিণ-দেশীয় প্রভাব উড়িষ্যায় বিস্তৃত হইয়াছিল, এই অনুমানই অধিক সঙ্গত বলিয়া ধারণা জন্মে।

বুন্দেলখণ্ডে ৯০০-১২০০ খৃঃ অঃ মধ্যে নির্ম্মিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি উত্তরাপথের স্থাপত্য-প্রণালীর নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইলেও, উড়িষ্যার দেউলের সহিত বিশেষ নিকট-সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। খাজুরাহোর বামন-মন্দিরের চিত্র হঠাৎ দেখিলে উড়িয়া মন্দিরের প্রতিরূপ বলিয়াই ভ্রম হইয়া থাকে। 'ছত্র-কা-পত্র' নামে আর একটি মন্দির দেখিয়া বোধ হয়, যেন উড়িষ্যার মন্দির-নির্ম্মাণ-প্রণালীর অনুকরণে নবরত্নশ্রেণীর মন্দিরাদির ন্যায় একটী অভিনব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আর এক কথা, উড়িষ্যার ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরেও বহু স্থানে কাম-লীলার বহু চিত্র দেখা যায় (৪৩)।

মন্দিরাদির আকৃতি ও স্থান-বিন্যাসের ক্রম-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য

---

(৪২) শ্রীযুক্ত জে জুভো দুব্রেই মহাবল্লীপুরের 'রথ' ও গুহাদির নির্ম্মাণ-ভঙ্গী (style) দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এগুলি প্রথম মহেন্দ্র বর্ম্মণের রাজত্বকাল হইতে রাজসিংহের রাজত্বকালের মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছিল, তাহারই বিশিষ্ট স্থাপত্য-কীর্ত্তি—(belong to the period of transition between the ages of Mohendra Varman I and Raja Sinha).

'রথ' নামে অভিহিত, পাহাড় খোদাই করা এই সাতটি মন্দির (Seven pagodas) খুব সম্ভবতঃ প্রথম নরসিংহদেব ও প্রথম নরসিংহ বর্ম্মণ, এই নৃপতিদ্বয়ের রাজত্বকালেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। Pallava Antiquities by G. Jouveau Dubreuil pp. 60—61.

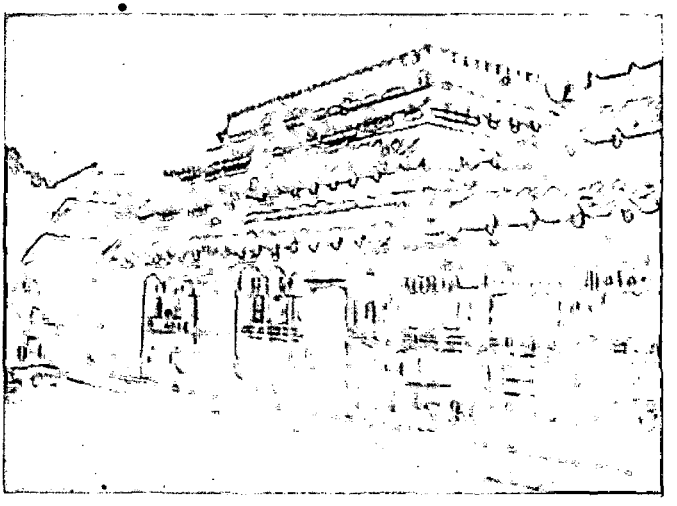
(৪৩) খাজুরাহো সম্বন্ধে বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

করিলে মনে হয় যে, সর্ব্বপ্রথমে শিখর ও তৎসম্মুখস্থ মণ্ডপটী মাত্র নির্ম্মিত হইত ; পরে মানবীয় ধর্ম্মারোপমূলক (anthropomorphic) উপাসনার ফলে অন্যান্য অংশ পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তের কথা প্রথমেই মনে আসিতেছে। স্নান-যাত্রার পর জগন্নাথদেবের 'নিরোধন' হইয়া থাকে। মানবের ন্যায় উপাস্য বিগ্রহকেও স্নান করাইবার ফলে যেই দেবতার দারুদেহের বর্ণ-বিকৃতি ঘটিল, অমনি মূর্ত্তিটিকে কিছু দিন লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া, পুনর্ব্বার চিত্রণের জন্য এই 'নিরোধন' বা আবদ্ধ রাখার অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য একটী ঘরেরও প্রয়োজন হইয়া উঠিল।

মানুষের ন্যায় দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ যদি নিত্য সুস্বাদু আহার্য্য প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য নিবেদন ও নর্ত্তকীর লাস্য-লীলা প্রভৃতি সন্দর্শন করাইতে না হইত, তাহা হইলে ভোগমণ্ডপ ও নাট-মন্দিরের কোন প্রয়োজনীয়তাই লক্ষিত হইত না। উপাসনা-পদ্ধতির এই বিশেষত্ব-হেতু, সাধারণ গৃহস্থের আলয়ে গৃহস্থালী-সংক্রান্ত যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়া থাকে, দারু-ব্রহ্মের মন্দিরে তাহার কোনটিরই ত্রুটি দেখা যায় না। ভাণ্ডার, রন্ধনশালা, 'চুণাকুঠাঘর,' ধান্য-কুঠী প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান।

উৎকলের মন্দিরগুলি একই প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাই প্রধান মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ হইলে এই শ্রেণীর দেউলের বিভিন্ন অংশ ও উহাদিগের সংস্থান সম্বন্ধে ধারণা করার বিশেষ সুবিধা জন্মে। বহির্দ্দেশে প্রাচীরাদির জন্য সাধারণতঃ লাটেরাইট (laterite) প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, মূল মন্দিরগুলি কিন্তু পীতাভ, শ্বেতবর্ণ (buff-coloured) 'বালিয়া' পাথরে নির্ম্মিত। ভূতত্ত্ববিদ্

(চিত্র ২০)



জগন্নাথদেবের মন্দিরের বহির্দ্দেশ। [পৃঃ ৬৭

(চিত্র ২১)



জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গন ও খাঁজকাটা প্রাচীর। [পৃঃ ৬৭

শ্রীযুক্ত ভ্রেডেনবর্গের মতে এই সূক্ষ্ম কণাবিশিষ্ট, ঘন-সংসক্ত (fine-grained) বালিয়া পাথর আট্‌গড়ের প্রত্যক্ষমান স্তর (out-crop) হইতে আনীত এবং শুধু পুরীমন্দির বলিয়া নহে, ভুবনেশ্বর ও কোণার্কের জগদ্বিখ্যাত মন্দিরগুলিও এই প্রস্তরে নির্ম্মিত (৪৪)। বিমানের পূর্ব্বভাগে পিরামিডাকৃতি ছাদসংযুক্ত সারি সারি মন্দিরের তিনটি প্রধান অংশ প্রথমেই দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। সর্ব্বাগ্রে মুখ্যশালা বা ভোগমণ্ডপ, তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে জগমোহন বা অন্তরাল; সর্ব্বশেষে গর্ভগৃহ ও তদুপরিস্থ শেখরধ্বজ বা সমুচ্চ মন্দির-চূড়া। মুখ্যশালা নাটমন্দির নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কোনারকের মন্দিরেও একই গৃহের ভগ্নাবশেষ ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দিররূপে বর্ণিত হইতে শুনিয়াছি। 'অন্তরাল' হইতে দর্শকগণ দেববিগ্রহাদির জগন্মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পান বলিয়া তাহার অপর নাম 'জগমোহন'। 'বড় দেউল' নামে অভিহিত মন্দিরের বিমানাংশ (ধ্বজশেখর) উচ্চতায় ২০০ ফিট এবং পরিধিতে ৪২ বর্গ ফিট (৪৫)। বিমানের উপরিভাগে বৈষ্ণব মন্দিরের জ্ঞাপক "নীলচক্র" নামে যে চক্রটি রহিয়াছে, শুনিতে পাই, তাহা অষ্ট-ধাতুবিনির্ম্মিত, ওজনে কম করিয়া সাড়ে চারি মণ। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে খুর্দ্দার রাজা রামচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক এই চক্রটীর না-কি জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শক্তিকে "খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী

(৪৪) E. Vredenburg's A Summary of the Geology of India. P. 47.

(৪৫) A List of Objects of Antiquarian Interest in the Lower Provinces of Bengal P. 223)

চক্রিণী তথা" (৪৬) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু চক্রচিহ্ন শাক্ত মন্দিরে বড় অধিক দেখা যায় না। মহাভারতের অনুশাসন-পূর্ব্বে লিখিত আছে (৪৭) যে, শিব স্বয়ং চক্র নির্ম্মাণ করিয়া দৈত্য-নিধনার্থ বিষ্ণুকে উহা দান করিয়াছিলেন; সুতরাং কেবল বৈষ্ণব নহে, শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ও এ চিহ্ন ইচ্ছা করিলে যে দাবী করিতে না পারেন, এমন নহে। শিবকেও চক্রী, শঙ্খশূলধারী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। স্বর্গীয় টি গোপীনাথ রাও ভারতীয় মূর্ত্তি-পরিচয় নামক গ্রন্থে ঐহোলে (Aihole) প্রাপ্ত বিষ্ণুর প্রস্তরনির্ম্মিত যে মধ্যম যোগ-শয়ান মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও চক্রচিহ্ন দৃষ্ট হয় (৪৮)। ধারওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত ঐহোলের প্রাচীন বৈষ্ণব-মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় ৭০০ অব্দে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত (৪৯)। সুতরাং আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১২২০ বৎসর যাবৎ চক্র যে বৈষ্ণব-চিহ্নরূপেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

---

(৪৬) চণ্ডী, প্রথম অধ্যায়, ৭৬ শ্লোক।

(৪৭) ৪৫ অধ্যায়, ১৩৮ শ্লোক।

(৪৮) Elements of Indian Iconography Plate XXXIII Contra. p. 92.

(৪৯) Imp. Gazetteer.

শ্রীমূর্ত্তি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

উড়িষ্যা-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাণ্ডনিয়া দাস নামক একজন উড়িয়া কবির কবিতা হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগন্নাথক্ষেত্রে বৌদ্ধোপাসনার জনশ্রুতি বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পদটি এই,—

দেখিলে সিংহাসনো পরে।
বিজয়ে বৌদ্ধ রূপরে॥
পদ অঙ্গুলী নাহি হাত।
শ্রীদারু ব্রহ্ম জগন্নাথ (১)

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, জগন্নাথ-মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-রত বিশ্বকর্ম্মার নিষেধ সত্ত্বেও রুদ্ধ মন্দির-দুয়ার খুলিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, ইহা তাহারই বর্ণনা। অসময়ে দ্বার উন্মোচনের জন্য "জগবন্ধুর" মূর্ত্তি সমাপ্ত হইতে পারে নাই।

'দেউল তোলা' নামক উড়িয়া ভাষায় লিখিত অপর একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ প্রবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উল্লেখ দেখা যায়,—

"এবে বৌদ্ধরূপে হরি নীলাচল পরে।
শ্রীমুখ দেখাই মুক্তি দেউছ সবারে॥

* * * *

---

(১) Ganguly's Orissa, p. 409.

দারুব্রহ্মরূপে মুহি এঠারে বসিবি।
বৌদ্ধরূপে নীলাচলে লীলা প্রকাশিবি॥ (২)
কুশশয্যা করি রাজা সেঠারে শুইলে।
রাত্র অর্দ্ধে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা দেলে॥
বোলন্তি রাজন তুহি ভালু কাঁহি পাঁই॥
কলিযুগে বৌদ্ধরূপ ধরিবইঁ মুহি॥
হস্ত নাহি বোলি যদি মনে কষ্ট তোর।
সুবর্ণর হাত রাজা করতু তিয়ার॥ (৩)

নিজ অবিমৃষ্যকারিতায় অনুতপ্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগবন্ধু কর্ত্তৃক সান্ত্বনা-দান উপলক্ষে উড়িয়া কবি শিশুদাস দাস লিখিয়াছেন,—

ঠাকুর বোইলে রাজা হইল কি বাই।
কলিযুগে থিবুঁ আহ্মে বৌদ্ধরূপ হোই॥
তোহার উপায় রাজা এমন্ত করিবু।
সুবর্ণ্ণর হাত গোড় মোর ভিয়াইবু॥ (৪)

শুধু উড়িয়া পুস্তকে নহে, হাতের লেখা পুরাতন বাঙ্গালা পুথিতেও জগন্নাথ ও বৌদ্ধ-অবতারের অভিন্নতা-সমর্থক উক্তি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কার্য্যালয়ের অন্যতম কর্ম্মচারী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন,—

---

(২) জগন্নাথ দেবঙ্কর বরাই মুর্ত্তি ধারণে নাম চতুর্থ অধ্যায়—Nihara Press B. S. 1323. পৃঃ ৩৯)

(৩) দেউল তোলা, পঞ্চম অধ্যায়—পৃঃ ৫৭।

(৪) দারুব্রহ্ম, পৃঃ ২৯।

নমো নমঃ বৌদ্ধ অবতার নীলাচলে।
পুনর্জ্জন্ম নহে জীবের বারেক হেরিলে॥ (৫)
কলিভবে অবতরি জগন্নাথ নাম ধরি
বৌদ্ধরূপ এ চান্দ বদন।
নীলাচলে করি বাস কৈল প্রভু পরকাশ
নিস্তারিতে কলিজীবগণ॥ (৬)

উক্ত "নারদসংবাদ" পুথিখানি বাংলা ১০২৮ সালে লেখা। ইহার মালিক "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদক, প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। দ্বিতীয় পুথিখানি ১২৪৯ সালে লিখিত। ইহা সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে।

উড়িয়া পুস্তক কয়খানির রচনা-কাল নির্ণয় করিতে পারি নাই। 'দেউল তোলা' নিতান্ত আধুনিক বটে, কিন্তু কবিকে ইংরাজী-শিক্ষিত বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। হাণ্টারের মতে রামচন্দ্র-বিহার-রচয়িতা মাগুনিয়া পাটনায়েক অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন (৭); ক্ষেত্র-পুরাণ-রচয়িতা মাগুনিয়া দাস ও এই মাগুনিয়া পাটনায়েক যে অভিন্ন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবগত হইতে পারি নাই। দেশীয় বা বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের জগন্নাথ-মূর্ত্তিবিষয়ক বৌদ্ধ মতবাদের কথা শিশুদাস দাস বা মাগুনিয়া দাস যে জ্ঞাত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না; তাহার উপর পুরাতন বাঙ্গালা পুথি দুইখানির প্রমাণ ত রহিয়াছেই। দেবীবরের সমসাময়িক আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক নুলো পঞ্চাননের "গোষ্ঠীকথা" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

(৫) কৃষ্ণদাস বিরচিত নারদ সংবাদ পুথি।
(৬) হরিনারায়ণ দাস, বিরচিত চণ্ডিকামঙ্গল পুথি।
(৭) Hunter's Orissa, Vol. II. P. 206

"ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয়বৃত্তি॥" (৮)

এই ইন্দ্রদ্যুম্ন পৌরাণিক ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে বিভিন্ন (৯), সম্ভবতঃ ইনি পাল-বংশীয় রাজা ছিলেন। বেহারে মুসলমান-বাহিনীর সম্মুখে

(৮) শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেন-প্রণীত "বাক্‌লা" গ্রন্থ হইতে এই পদটি উদ্ধৃত।

(৯) পৌরাণিক ইন্দ্রদ্যুম্ন মালব দেশস্থ অবন্তী নগরীর রাজা। কোথাও তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। উৎকলখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নকে 'বৈষ্ণবঃ সত্যসম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।—(উৎকল-খণ্ড, ৭ম অধ্যায়, ১২ শ্লোক)। এই নামেরই একাধিক নরপতি বিভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ এ অনুমানও করিয়া থাকেন। মুলো পঞ্চাননের 'গোষ্ঠীকথা' হইতে উৎকলখণ্ড যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বকোষে ৭০০ বৎসরের হাতের লেখা উৎকলখণ্ড পুথির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে উৎকলের এই তীর্থমাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থগুলি দশম হইতে ত্রয়োদশ, কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত (J. A. S. B. 1897 pp. 332-333.) সুতরাং ঐতিহাসিকের নিকট উৎকলখণ্ডের উক্তি ও পরিত্যাজ্য নহে। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গীভূত কোটি কোটি গো-সকলের খুরাগ্রের খনন দ্বারা যে গর্ত্ত সমুৎপন্ন হয়, তাহাই দানকালীন হস্তচ্যুত জলসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া মহাফলজনক তীর্থে পরিণত হইয়াছে এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির নামানুসারে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে অভিহিত হইয়াছে।—(উৎকলখণ্ড, বঙ্গবাসী সং, ২০ অধ্যায়, ৩০, ৩৪, ৩৫)।

মৎস্য পুরাণেও ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা পুরীতীর্থের এই নামধেয় সরোবর কি না, তাহা বলা কঠিন, যেহেতু ইহাতে নলিনীধারা নামক কোনও তটিনী প্রবাহিত হওয়ার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় (মাৎস্য, ২২১, বঙ্গবাসী সং, শ্লোক, ৫৫ পৃঃ ৩৬১)। সম্প্রতি 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 'নলিনী' নদীই চীনের ইয়াংসিকিয়াং এইরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে (প্রতিভা, মাঘ, ১৩২৬, পৃঃ ৩৯৬)। ইহার ভিত্তি কি, তাহা জানি না। মাৎস্যে ও উৎকলখণ্ডে বর্ণিত ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর অভিন্ন হইলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন মৎস্যপুরাণ সম্পাদনকালের (খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পাদের) বহু পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিলেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া ইনি সপরিবারে জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করেন, বুকানান হ্যামিল্টনের মতে ইনিই রাজা প্রতাপ-রুদ্রের পূর্ব্বপুরুষ (১০)। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় অনুমান করেন, ইনি পাল-বংশীয় শেষ রাজা এবং সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনিই জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা বা পুন-র্নির্ম্মাণ করেন (১১)। ধর্ম্মপাল, মহীপাল প্রভৃতি পালরাজগণ যে বৌদ্ধ ছিলেন, এ কথা বাঙ্গালী ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নহে। আচার্য্য কার্ণ, এ, সিফ্‌নার কর্ত্তৃক জর্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত লামা তারানাথের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা বিহারদ্বয় বিনষ্ট হইবার পর, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শাক্যশ্রী উড়িষ্যায় গমন করেন এবং পরে তথা হইতে তিব্বত যাত্রা করেন (১২)। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্তও নাকি বঙ্গদেশে কিয়ৎসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্ট হইত। তারানাথ লিখিয়াছেন, খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোনও বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিধ্বস্ত বিহারগুলি পুন-র্নির্ম্মাণ করেন এবং গয়ায় বোধিদ্রুমের তলদেশ বাঁধাইয়া দেন। ষ্টার্লিং লিখিয়াছেন খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করেন। তারানাথের বৃত্তান্তমতে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা মুকুন্দদেব হরিশ্চন্দ্রের (হরিচন্দনের) রাজত্বকালে সদ্ধর্ম্ম উড়িষ্যায় ক্ষণতরে নবীন প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, কিন্তু মুসলমানগণ

---

(১০) Eastern India. Vol II. pp. 23-24 quoted in J. B. O. R. S.

(১১) J. B. O. R. S. Vol V. pt. II p. 297.

(১২) A Manual of Indian Buddhism by H. Kern, p. 134.

কর্ত্তৃক উৎকল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উহা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যায় (১৩)। সে যাহা হউক, ওড্র দেশের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পর্ক বুদ্ধদেবের জীবিত কাল হইতেই বিদ্যমান। তপুস্‌স ও ভল্লিক নামক দুই জন উৎকলদেশীয় বণিক্ বুদ্ধদেবের প্রথম উপাসক। সম্যক্ সম্বোধি লাভের পর বুদ্ধদেব যখন রাজায়তন বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইঁহারা তাঁহার নিকট আগমন করিয়া মধুপিণ্ডিকা প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন (১৪)।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "নারায়ণ" পত্রে (১৫) প্রকাশিত তাঁহার 'বেণের মেয়ে' নামক ঐতিহাসিক কথা-গ্রন্থে উৎকলের সহজিয়া বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁহার কন্যা, "অদ্বয়সিদ্ধি" (১৬) নামক গ্রন্থ-রচয়িত্রী, ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করার উল্লেখ করিয়াছেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বৌদ্ধ ভাবাত্মক অন্যান্য উড়িয়া পুস্তকাদির মধ্যে অচ্যুতানন্দ দাস-প্রণীত শূন্যসংহিতা, বলরাম দাস-প্রণীত 'বিরাট গীতা', চৈতন্য-দাস-প্রণীত 'নির্গুণ-মাহাত্ম্য' প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। বলরাম দাসের গ্রন্থে 'শ্রীকৃষ্ণের শূন্যরূপ' ও চৈতন্যদাসের গ্রন্থে 'নির্গুণ মাহাত্ম্যে'র উল্লেখ আছে। সুতরাং উড়িষ্যায় বৌদ্ধ প্রভাব যে

---

(১৩) A Manual of Indian Buddhism by H. Kern. p. 134.

(১৪) The Vinaya Pitakam, in Pali Mahavagga vol. I p. 4; Rhys Davids and Oldenberg's Vinaya Texts pt. I p. 82-84.

(১৫) শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩২৬।

(১৬) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি, এ পুস্তক টেঙ্গুর নামক তিব্বতীয় কোষ গ্রন্থের অন্তর্গত।

(১৭) Archv. Sur. of Mayurbhanja. Introd. cxliii.
অচ্যুতানন্দ দাস রাজা প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক বলিয়া কথিত।

বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী প্রবাস-কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব কাব্যকণ্ঠের সহিত পুরীতীর্থের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট রক্ষিত মাদলা পঞ্জীর (তালপত্রে লিখিত শ্রীমন্দিরবৃত্তান্তের) 'রাজভোগ' নামক ঐতিহাসিক অংশের নকল হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অনুবাদ করাইয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন (১৮)। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, মাদলা পঞ্জীতে লিখিত আছে, অশোক দেব যখন সম্রাট্ ছিলেন, তখন বৌদ্ধ ভাবে জগন্নাথের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; সুতরাং এক সময়ে শ্রীমন্দিরে যে বৌদ্ধ প্রভাব বলবৎ ছিল, তাহা অস্বীকার করার কোন কারণ দেখি না। এখনও এ প্রভাব একবারে বিদূরিত হয় নাই। ঠাকুরের বিবিধ বেশ ও দৈনিক ভোগ সম্বন্ধে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বলিয়াছেন, "দিবারাত্র ও মাসবিশেষে দেবতাত্রয় নানা-বিধ বেশ ধারণ করিয়া থাকেন……৬। বুদ্ধবেশ বৈশাখের কোন কোন দিনে।" (১৯) রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টিয় চতুর্থ অব্দে নারায়ণের অবতাররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সার্ জে, জি, উড্রফ মহোদয় শ্রীমন্দিরের কোন পূর্ব্বতন অধ্যক্ষের নিকট

---

(১৮) আর্য্যাবর্ত্ত, শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃঃ ২৯০-২৯১। বংশাবলীমতে অশোক বা সেবক দেবের রাজত্বকাল ১৫০ বৎসর।

(১৯) উৎকলের পঞ্চতীর্থ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, ৪৭ পৃঃ। ষ্টার্লিং বিভিন্ন পর্ব্বোপলক্ষে জগন্নাথ-মূর্ত্তি যে রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারের বেশে সজ্জিত হইয়া থাকে এবং কালী পূজার সময় জগন্নাথের যে 'কালী' বেশ হইয়া থাকে সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বুদ্ধ বেশের কোনও উল্লেখ করেন নাই। (Stirling's Orissa p. 67.

অবগত হইয়াছিলেন যে, মন্দির-গাত্রে এক স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল; তাহা এক্ষণে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু মন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার নূতন কথা নহে। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় টি, এ, গোপীনাথ রাও হিন্দুতীর্থ কঞ্জিভেরমে (কাঞ্চীপুরে) পাঁচটি বৃহদ্ধায়তন বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন; তাহার মধ্যে দুইটি মূর্ত্তি কামাক্ষী নামক হিন্দু দেবীর মন্দিরে পাওয়া যায় (২০)। আমরা মাদলা পঞ্জীর ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিলেও, 'ভাষা' গ্রন্থাদিতে সংরক্ষিত পুরাতন প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ করি না এবং এ ক্ষেত্রে উড়িয়া ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রাপ্ত প্রমাণাদির সমর্থকরূপে শ্রীক্ষেত্রের এই বুদ্ধমূর্ত্তিটির কথাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আর এক কথা, হিন্দুধর্ম্মের গ্রহণশীলতাগুণে বুদ্ধদেব অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু দশাবতার-চিত্রে জগন্নাথ, বুদ্ধদেবের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, এরূপও দেখা যায়। এই সকল চিত্র যে নিজ পুরীতেই বিক্রয় হইয়া থাকে, এ কথা রাজা রাজেন্দ্রলাল উল্লেখ করিয়াছেন। (২১)

উৎকলদেশীয় দশাবতার-চিত্রে জগন্নাথদেব বুদ্ধাবতারের নবম স্থান অধিকার করিলেও ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত বিধি রূপে পরিগণিত হয় নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিষ্ণুপুরের যে গোলাকার খেলিবার তাসের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জগন্নাথরূপী বুদ্ধদেব মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নরসিংহ অবতারের পর পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

---

(২০) Ind. Ant. 1915 p. 127 (quoted in V. A. Smith's The Oxford History of India p. 209.

(২১) Antiquities of Orissa Vol II p. 135.

প্রচলিত প্রবাদ মতে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতির যুগে এই প্রণালীতে তাসক্রীড়া আবিষ্কার করেন। ইহা দ্বাদশ খণ্ড করিয়া দশ বিভাগে বিভক্ত; সর্ব্বসমেত একশত বিংশতি খণ্ড তাস থাকে। বুদ্ধ বা জগন্নাথের বিভাগের তাসগুলিতে হরতন, চিড়িতন প্রভৃতি ফোটার ন্যায় পদ্মচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ৮০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যখন বুদ্ধ পদ্মপাণিরূপে পরিচিত ছিলেন, সেই সময়ে যে এই জাতীয় তাস আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। পালরাজাদিগের রাজত্বকালে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহাযান মত বঙ্গে প্রবল হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের তাসের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, পর পর পর্য্যায়ক্রমে দশাবতারের আধুনিক প্রথানুযায়ী তালিকা দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের ও একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্রের পূর্ব্বে যাইয়া পঁহুছে না, সুতরাং সনাতন প্রথানুযায়ী দশাবতারের তালিকা গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই এই তাসগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাসের বুদ্ধমূর্ত্তি মনুষ্যের ন্যায় মস্তক ও হস্তবিশিষ্ট হইলেও দেহাংশ একরূপ অগঠিত বলিলেও হয়। আমরা জগন্নাথ-মূর্ত্তির সহিতই ইহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছি। জগন্নাথরূপী বুদ্ধের দেহ অসম্পূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে যে নর ও ইতর প্রাণীর সমবায়ে গঠিত নরসিংহ-মূর্ত্তি এবং অপুষ্ট-দেহ বামনমূর্ত্তির মধ্যবর্ত্তী স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহা বেশ সূক্ষ্ম বিবেচনার পরিচায়ক। (২২) শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য আলোচনা

(২২) Note on the Vishnupur Circular cards by M. M. Haraprasad Shastri P. 284, 285 J. A. S. B. Vol LXIV. pt I, 1895.

করিলেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্ব হইতে সাধারণ্যে প্রচলিত না থাকিলে ইহা বাঁধা ছাঁচরূপে কখনই খেলিবার তাসে ব্যবহৃত হইত না। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব যে একাদশ বা দ্বাদশ শত বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপই অনুমিত হইবে, সন্দেহ নাই। এই তাসের নমুনা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

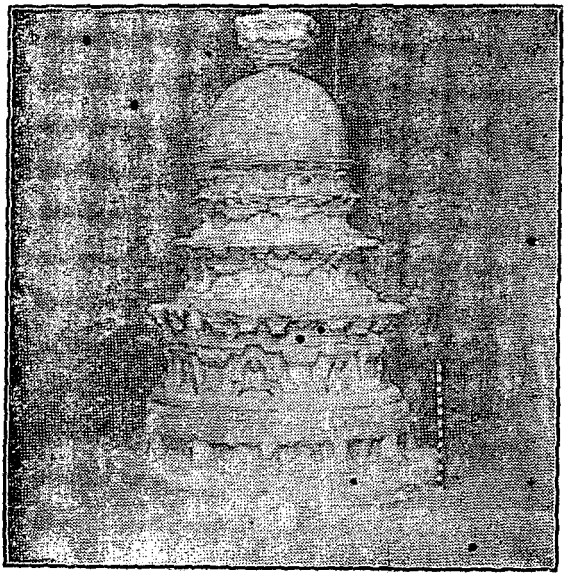
বৌদ্ধ প্রভাববাদিগণ শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব সম্বন্ধে কিন্তু যে দুইটি বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার কোনটীই সেরূপ সন্তোষ-জনক বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিজ গ্রন্থে কর্ণেল সাইক্‌স্ (Colonel Sykes) নামক যে লেখকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে জগন্নাথ-দেবের "অপরূপ" (uncouth) মূর্ত্তি বৌদ্ধ চৈত্যেরই সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত (২৩)। বৌদ্ধ চৈত্যের চিত্র ও জগন্নাথ-মূর্ত্তির প্রতিকৃতি তুলনা করিলে এ ধারণা যে কাল্পনিক, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। হয় ত বৌদ্ধযুগে শ্রীমন্দিরে চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে (২৪), কিন্তু বৌদ্ধ চৈত্য—মুখ ও হস্তাদি অবয়ব-বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধপ্রভাব বিনষ্ট হইলে যখন বিভিন্ন প্রকার পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, তখনও দুই একটী পূর্ব্বতন রীতির স্মৃতি বিলুপ্ত না হওয়ায় সেগুলি অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে, এ অনুমান কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। জগন্নাথের "নব কলেবর" গ্রহণকালে দারু-

---

(২৩) M. Ganguly's Orissa p. 406.

(২৪) স্বর্গীয় ফার্গুসন সাহেব পুরীতে যে চৈত্য থাকার কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান মন্দিরে বৌদ্ধ স্থাপত্যের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না।

(চিত্র ২২)



বৌদ্ধ চৈত্য।

[ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে।] [পৃঃ ৭৮

দেহের মধ্যে কোনও "বীজ পদার্থ" বা "ব্রহ্ম পদার্থ" সংরক্ষিত হয়—এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এ পদার্থটি যে কি, তাহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই এবং ঘটিবে কি না, তাহাও সন্দেহ; সুতরাং উহা তথাগতের অস্থি বা দেহাবশেষ (*relic*) কিম্বা শালগ্রাম শিলা মাত্র, তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলা সহজ নহে। পাণ্ডাগণের নিকট হইতে প্রকৃত কথা যে প্রকাশিত হইবে, সে সম্ভাবনাও অল্প। অবশ্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত ডাঃ কালাণ্ড (২৫) বৈদিক যুগেও দেহাবশেষ রক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধগণ স্তূপাদিতে ও মূর্ত্তিমধ্যে যে এইরূপ অস্থি বা "শরীর" রক্ষা করিতেন, তাহা ইচিং-লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়। শুনিতে পাই, এ প্রথা অদ্যাপি নেপাল দেশে প্রচলিত আছে। ইচিং (I-tsing) লিখিয়াছেন (২৬) যে, লোকে যখন স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত কিম্বা প্রস্তর, মৃত্তিকা এবং লাক্ষাসব ও ধুনা (lacquer) প্রভৃতি উপাদানে গঠিত মূর্ত্তি বা চৈত্য নির্ম্মাণ করে, কিম্বা তুষার-ধবল বালুকা-স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তখন তাহারা তন্মধ্যে দুই প্রকার "শরীর" রক্ষা করে,—(১) মহাস্থবির বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের কোন অংশ,—(২) কিম্বা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল-জ্ঞাপক "যে ধর্ম্মা হেতু-প্রভবাঃ" প্রভৃতি 'গাথা' (gatha of the chain of causation)। মনে হয়, দারুমূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইলে জীর্ণতা-জনিত দারু দেহের

(২৫) Die altindischen Todten-und Bestattungs-gebrauche 1896 refered to in Puri Gazeteer, p. 95.

(২৬) A record of the Buddhist religion as practised in India and Malaya Archiplego by I-tsing translated by Dr. J. Takakusu, p. 150.

পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া উহার আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অবিচ্ছেদে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, এই বৌদ্ধপ্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকিবে।

মাদলা পঞ্জীমতে 'যবন'গণ দুইবার উড়িষ্যাদেশ আক্রমণ করে—প্রথম বার ৫৩৮ পূঃ হইতে ৪২১ খৃঃ অব্দের মধ্যে এবং দ্বিতীয় বার ৪২১ হইতে ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে। ডাঃ ফ্লীট এ বৃত্তান্ত অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন (২৭); ডাঃ স্পুনার অনুমান করিয়াছেন, এই যবনগণ হাণ্টার-কথিত 'যব'দ্বীপ-বিজেতা নহে, পরন্তু জোরোয়াস্ত্রিয় বা মগাখ্য সম্প্রদায়ভুক্ত পারস্যদেশবাসী সমুদ্রপথচারী আততায়ীবর্গ (২৮)। কেহ বলিয়াছেন, চম্পা আক্রমণকারী যবদ্বীপবাসিগণই সম্ভবতঃ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহারাই 'যবন' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'যবন' শব্দ 'স্যানামাইট'দিগের প্রতি প্রযুক্ত হইত, এ কথা বর্গেঞ্জী উল্লেখ করিয়াছেন (২৯)। যবদ্বীপবাসিগণ যে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল, এ কথা চম্পা ও কাম্বোজের শিলালিপিতে কোথাও লিখিত নাই। ইয়াং তিকু শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় (৩০) যে, কলিযুগের প্রভাবাতিশয্যে নৌকাযোগে আগত যবদ্বীপবাসী সৈন্যগণ (৩১) সমগ্র প্রদেশ অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করিয়া

---

(২৭) Ep. Ind. vol. 11 p. 334.

(২৮) J. R. A. S. 1915 p. 433 and p. 447 foot note. যবন দিগের 'বাবুল দেশ' ইরাণ কি কাবুল তাহা ষ্টার্লিং ও স্থির করিতে পারেন নাই। (Orissa, Ed.1904 p. 65)

(২৯) Inscriptions Sanscrites de Campa et du Cambodge par M. Abel Bergaigne pp. 104, 284.

(৩০) Ibid. p. 33 [213] "ততশ্চ কলিযুগদোষাতিশয়ভাবেন নাবাগতৈর্জ্জবন সংঘৈর্নির্দ্দহতেপি নবাম্বরাব্রি যমিতে শককালে (৮০৯ শকে) স এব শূন্যোভবৎ।

(৩১) "les armees de Java, venues sur les vaisseaux."

মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। ইহারা যে কোন্ কালে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল, তাহার একান্ত প্রমাণাভাব।

শিবদেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে যবন-রাজ রক্তবাহু পুরী আক্রমণ করায় জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি দক্ষিণ দেশে শোণপুরে স্থানান্তরিত ও মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল (৩২)। হাণ্টার এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে জগন্নাথদেবের প্রথম আবির্ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরও শ্রীমূর্ত্তিকে নাকি বার বার তিন বার চিল্কাহ্রদের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল (৩৩)। ইহাকে ঐতিহাসিক ঘটনা না বলিয়া প্রবাদোক্তি বলিলেই ভাল হয়। ষ্টার্লিং বলিয়াছেন চিল্কাহ্রদ পার করিয়া লইয়া গিয়া বিগ্রহগুলিকে পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখা হয়, পরে যাত্রীদিগের উপর কর বসাইবার ব্যবস্থা হইলে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে (৩৪)। মুসলমান ঐতিহাসিক বদাওনীর 'মন্তখব উৎ-তওয়ারিখে' (৩৫) সুলতান ফিরোজশাহের জাজনগর অভিযান প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, ফিরোজ শাহ কিয়ৎকাল জাজনগরের বনে হস্তী শীকার করিয়া, জাজনগরের রাজধানী (বানারস বা বারাণসী) হইতে জগন্নাথ নামক দেবমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছিলেন; এই মূর্ত্তি পরে হিসার ফিরোজায় লইয়া গিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন (৩৬)। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মনোমোহন

(৩২) আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩১৮, পৃঃ ২৯২।

(৩৩) Hunter's Statistical Account, Puri. p. 42

(৩৪) Stirling's Orissa p. 88 Ed. 1904.

(৩৫) Engl. trans. p, 320—330.

(৩৬) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৪-৪৫। ধোয়ী কবি রচিত পবনদূতে যে যযাতি-নগরের উল্লেখ দেখা যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহা জাজনগর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (সাহিত্য-পারিষৎ পত্রিকা, ৫ম বর্ষ,

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে গঙ্গবংশীয় তৃতীয় ভানুদেবের রাজত্ব-কালে সুলতান ফিরোজশাহ জাজনগর আক্রমণ করিয়াছিলেন (৩৭)। সুতরাং এ ঘটনা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। আমাদিগের মনে হয়, জগন্নাথমূর্ত্তির ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ। এই সকল বিভিন্ন সময়ে কাষ্ঠময় দেবমূর্ত্তির অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হওয়া অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের চারিটি হস্ত ছিল, পরে এইরূপ আকস্মিক দুর্য্যোগাদির ফলে মূর্ত্তি বিনষ্ট হওয়ায় এখন দুইটি ভুজ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। উৎকলখণ্ডেও দেখিতে পাই, জগন্নাথদেবের আদিমূর্ত্তি নীলমাধব "পীনায়ত স্কন্ধযুগ জানু দীর্ঘ চতুর্ভুজ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৩৮)। কালাপাহাড় পাঠান-রাজত্ব-কালে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া যে জগন্নাথমূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সে প্রবাদ অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে। শুনা যায়, সেই দগ্ধ মূর্ত্তির অবশিষ্ট অংশই এখন "ব্রহ্মপদার্থ"রূপে পরিচিত! এইকই ত এই সকল পরস্পর বিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য করা বড় সহজ নয়, তাহার উপর আবার যদি জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে ত কথাই নাই।

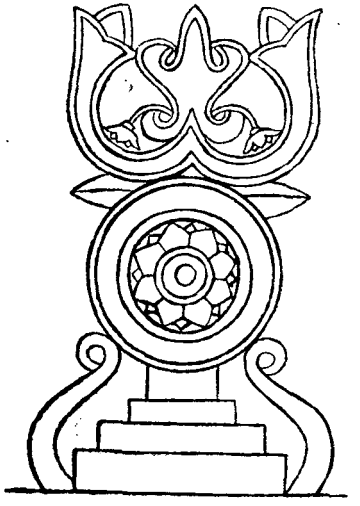
বৌদ্ধত্ব বিষয়ক অপর মতবাদটি শুধু প্রাচীন আক্ষরিক রূপান্তরের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হয়। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিজ গ্রন্থে এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা

২য় সংখ্যা, ১৯২ পৃঃ)। পবনদূত রচয়িতা কোনও মন্দিরাদির উল্লেখ করেন নাই বটে কিন্তু যযাতি নগর যে সমুদ্রের অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল, তাহা পবন-দূতের বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝা যায়।

(৩৭) J. A. S. B. 1903 p. 135.

(৩৮) উ, খ, ১০, ২৫।

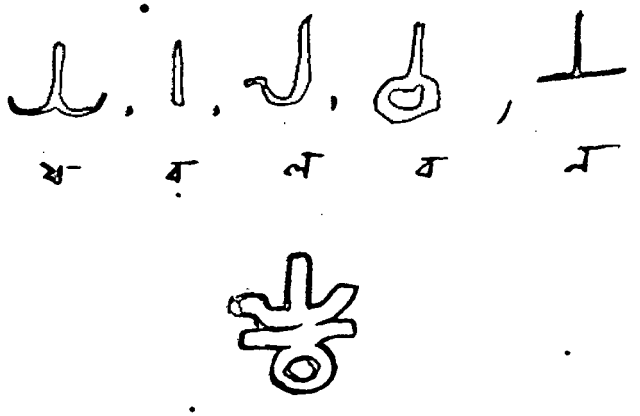
(চিত্র ২৩)



বৌদ্ধ চক্র ত্রিশূল চিহ্ন।

[পৃঃ ৮৩

(চিত্র ২৪)



পাঁচটি ব্রাহ্মী অক্ষর ও তৎসমবায়ে গঠিত ত্রিশূলাকৃতি
জড়প্রকৃতি জ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

[পৃঃ ৮৩

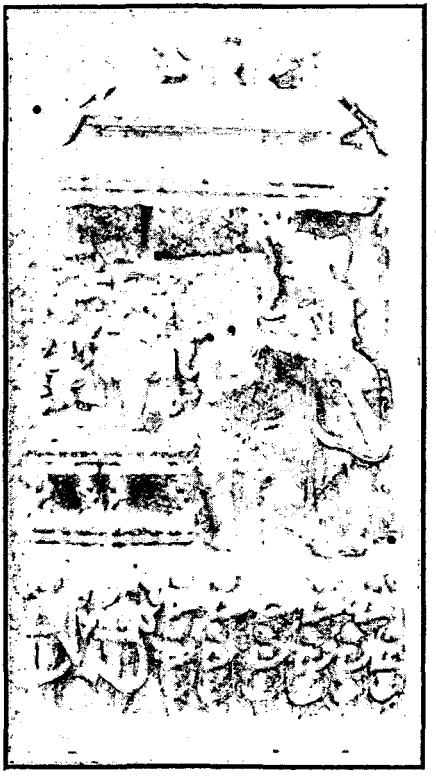
করিয়াছেন, নিম্নে তাহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল (৩৯)। ব্রাহ্মী লিপির য, র, ল, ব, ন, এই কয়টি বর্ণ বৌদ্ধ সাধকগণের নিকট যথাক্রমে মরুৎ, তেজ (অগ্নি), অপ (বারি), ক্ষিতি ও ব্যোম এই, পঞ্চভূতের বীজ বলিয়া পরিচিত ছিল। জড়প্রকৃতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ এই পঞ্চাক্ষর সম্মিলিত হইয়া পরে ত্রিশূলাকৃতি ধারণ করে। জড় প্রকৃতির সহিত বুদ্ধের সম্মিলনে সঙ্ঘের উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ লইয়াই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ (Trinity)। 'ধর্ম্মের' বিশিষ্ট নিদর্শন চক্রের সহিত এই ত্রিশূলাকৃতি চিহ্নটি সম্মিলিত হইয়া ক্রমশঃ ত্রিত্ব-বাদের সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। জড়প্রকৃতি ও বুদ্ধের সম্পর্ক বিষয়ে—বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল বলিয়া জানা যায়। জড়বাদীদিগের মতে জড়প্রকৃতির স্থান বুদ্ধ অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত, আবার অন্য দলের মতে বুদ্ধ বা অন্তরাত্মা সর্ব্বদা জড়প্রকৃতির ঊর্দ্ধে বিরাজমান। এই মত-বৈলক্ষণ্য-হেতু প্রায়ই দেখা যায় যে, চক্র-চিহ্নটি ত্রিশূল-চিহ্নের কখনও উপরে, কখনও বা নীচে রহিয়াছে। উভয়ে মিলিত হইলেই যে সঙ্ঘ দ্যোতনা করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাঞ্চীর একটি তোরণ-দ্বারের উপর চক্র ত্রিশূলচিহ্নের নিম্নে রহিয়াছে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে এইরূপ তিনটি চিহ্ন এক শ্রেণীতে সাজানো। অপর একটি তোরণের উপর চিহ্নটি বেশ শিল্প-চাতুর্য্যের সহিত সন্নিবিষ্ট। ইহার রেখাগুলি সুবঙ্কিম, দেখিলেই বর্দ্ধকীর কারুকার্য্যে দক্ষতা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। কিরূপ ক্রমবিবর্ত্তনে চক্র ও ত্রিশূল (Disc-crescent symbol) নব আকৃতিযুক্ত মানবীয় মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ এ-যাবৎ

(৩৯) Antiquities of Orissa vol II, p. 126.

পাওয়া যায় নাই। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম, এক সারিতে সাজান, এইপ্রকার তিনটি সঙ্ঘ-জ্ঞাপক চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে; মুখ চোখ আঁকিয়া, উপরে একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেই চক্র-ত্রিশূল-সমবায়ে কল্পিত এই বৌদ্ধ চিহ্নত্রয় অনায়াসেই জগন্নাথ-মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইবে।

ত্রিমূর্ত্তি বিষয়ে অন্য এক প্রকার 'আক্ষরিক' মত আজকাল হিন্দু-দিগের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে যন্ত্রপূজা অপরিচিত নহে, এই হেতুবাদে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব সার্ব্বভৌম মহাশয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তিত্রয় প্রণবের অ, উ, ম, এই তিনটি অক্ষরজ্ঞাপক চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতটীকে কতকটা আধ্যাত্মিকও বলা যাইতে পারে। ষ্টার্লিং বলিয়াছেন, পেটারসন্ নামক জনৈক ইংরাজ লেখক এই মতবাদের প্রচারকর্ত্তা। বৌদ্ধবাদী-দিগের ন্যায় উহাতে শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যে জোর দেওয়া হয় নাই। এই প্রবন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-বর্ণিত ত্রিমূর্ত্তির চিত্রের যে প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার সহিত আমাদের চিরপরিচিত জগন্নাথমূর্ত্তির যথেষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি হয়। এখন বিশেষ-জ্ঞেরাই বলিতেছেন যে, উহাতে হাত, মুখ, চোখ প্রভৃতি যেন জোর করিয়া যেন-তেন প্রকারেণ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জগন্নাথের হাত কতকটা সম্মুখভাগে প্রসারিত—সাধারণতঃ ওরূপভাবে মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে দেখা যায় না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত কোণার্ক-মন্দিরে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গের সহিত: একত্র-সন্নিহিত জগন্নাথের যে প্রস্তর-খোদিত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, জগবন্ধুর করপল্লব-বিহীন হস্ত দুইটী সম্মুখভাগেই

(চিত্র ২৫)



কোণার্কে প্রাপ্ত মহিষমর্দ্দিনী, জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে।] [পৃঃ ৮৪

বিস্তারিত (৪০)। শুধু এক সুভদ্রা মূর্ত্তির মুখের আতুল যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হইলেও বর্ত্তমান কালে পণ্ডিত-সমাজে উহা আর সেরূপ আদৃত নহে। সরকারি গেজেটিয়ার গ্রন্থেও উহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

পুরীর মন্দিরে রক্তবর্ণ সুদর্শন চক্রের মূর্ত্তি যে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের সহিত একত্রে রত্নবেদীর উপর স্থান পাইয়াছে, এ কথা হিন্দু তীর্থদর্শক মাত্রই বোধ হয় অবগত আছেন। মন্দিরের বাহিরেও সুদর্শনচক্র নামক ঋজু শিবলিঙ্গবৎ এক খণ্ড প্রস্তর আছে। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে ইহা Wheel of Law বা বৌদ্ধধর্ম্মচক্রেরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। বৌদ্ধ প্রভাব অস্বীকার না করিলেও সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ-কীর্ত্তি পরিকল্পনা আমাদিগের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রস্তরটি উচ্চে প্রায় আট গজ হইবে। রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তরখণ্ডের শিরোভাগেই ধর্ম্মচক্র স্থাপিত হইত। চক্রচিহ্ন কিন্তু বৌদ্ধ বা হিন্দুর নিজস্ব নহে, জৈন গুহাদিতেও এরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ চক্রচিহ্নের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম—সুদর্শনচক্রের পূজা যে কেবল জগন্নাথ-মন্দিরেই হইয়া থাকে, এরূপ নহে। দক্ষিণভারতেও সুদর্শনচক্র শ্রীবৈষ্ণবমন্দিরে 'চক্রপেরুমল' নামে পূজিত হইয়া থাকে। তবে শ্রীক্ষেত্রের বিশেষত্ব এই যে, অপর মূর্ত্তিত্রয়ের ন্যায় ইহাও সমভাবে রত্নবেদীতে স্থান

---

(৪০) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত 'পুরীতীর্থ' গ্রন্থে স্নানমঞ্চে অবস্থিত জগন্নাথদেবের আলোকচিত্রের যে প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে মূর্ত্তির হস্তদ্বয় সম্মুখভাগেই অবস্থিত। অবশ্য বাহু দুইটী খাড়াভাবে উঁচু হইয়া রহিয়াছে, পটুয়ার অঙ্কিত চিত্রে এরূপও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

পাইয়াছে এবং ভগবানের অংশ-বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত "দক্ষিণ-ভারতীয় দেব ও দেবীমূর্ত্তি পরিচয়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, (৪১) শিল্পশাস্ত্রমতে সুদর্শনের ষোড়শ হস্ত, তিনটি নেত্র, দন্ত উদ্গত, কেশ অগ্নিশিখাবৎ এবং বর্ণ অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল। তিনি বিভিন্ন হস্তে চক্র, ধনু, পরশু, তরবারি, শর, ত্রিশূল, পাশ, অঙ্কুশ, পদ্ম, বজ্র, চর্ম্ম (ঢাল), হল, মুষল, মুদ্গর, বর্ষা প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। নৃত্যের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সুদর্শনের সুসজ্জিত ধাতব মূর্ত্তি 'প্রভামণ্ডল' নামে অভিহিত একটি ধাতব hexagon বা ষট্‌কোণের মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। এই ষট্‌কোণের গাত্রেও অগ্নি-শিখাদির চিহ্ন দেখা যায়। চক্রাকার অগ্নিশিখার মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে সুদর্শন যে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, শিল্পীর এই পরিকল্পনা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। দক্ষিণ-ভারতে চতুর্হস্ত ও অষ্টহস্তবিশিষ্ট পেরুমল মূর্ত্তিও দেখা যায়। এ শ্রেণীর সকল মূর্ত্তির হস্তেই চক্রাস্ত্র থাকে। মান্দ্রাজ ও উৎকলে এখনও বেশ মেশামেশি ভাব রহিয়াছে এবং ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান ব্যাপারে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। পেরুমলের এই প্রকার মূর্ত্তি যে অদ্যাপি উড়িষ্যায় প্রচলিত হয় নাই, ইহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। পুরীধামের এই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুদর্শনের সহিত পেরুমলের কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। ইহাতে মনে হয় যে, শ্রীমন্দিরে যে মূর্ত্তি সুদর্শন নামে পরিচিত, তাঁহার বোধ হয় আদৌ এ নাম ছিল না। পরবর্ত্তী

(৪১) South Indian Images of Gods and Goddess.

কালে দাক্ষিণাত্যের প্রভাবে মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের অন্যতম একটি মূর্ত্তি এই নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। 'পাঞ্চরাত্র' উপাসনা উত্তরাপথে উদ্ভূত হইলেও দক্ষিণ-ভারতেই অধিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। 'পাঞ্চরাত্র' মতে সুদর্শন বিষ্ণুর নিজ অস্তিত্বের সঙ্কল্পমাত্র (স্যাম্ ইতি সঙ্কল্প)। কাল ও দূরত্ব-জনিত বন্ধন অতিক্রম করিয়া যে সম্পূর্ণ ভাবে 'দর্শন' বা 'প্রেক্ষণ' (prospecting thought), তাহাই সুদর্শন। সুদর্শনের এ শক্তি 'সাংসিদ্ধিক' (স্বাভাবিক)। পাঞ্চরাত্র মতে 'জগতের যাহা কিছু' সমস্তই সুদর্শনের উপর নির্ভর করে। সুদর্শন যেরূপ ভগবানের ক্রিয়াশক্তি, লক্ষ্মীদেবী সেইরূপ জগন্ময়ী প্রস্ফুরতা (vibration in the form of the world) (৪২)। প্রত্যেক 'ভাবের' সহিত উহার 'শক্তি' যেরূপ 'অচ্ছেদ্য' সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, লক্ষ্মীও সেইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইঁহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার এবং সূর্য্যের সহিত সূর্য্যালোকের ন্যায়। 'পাঞ্চরাত্র' মতের এই সকল ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়, সুভদ্রারূপিণী 'লক্ষ্মী' ও 'সুদর্শন' পরবর্ত্তী কালে শ্রীক্ষেত্রে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের সহিত জড়িত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ব ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে দেখা যায় যে, সর্ব্বপ্রথম 'বাসুদেব' ও 'বলদেব' (সঙ্কর্ষণ) এই দুই ব্যূহেরই উপাসনা প্রচলিত ছিল। আদিম 'পাঞ্চরাত্র' মতাবলম্বিগণ কৃষ্ণ (বাসুদেবকে) 'মহতো মহীয়ান্' দেবাদিদেব বলিয়া পূজা করিতেন আর কৃষ্ণের ভ্রাতা বলদেবকে জানিতেন 'বল' বা শক্তির দেবতা বলিয়া—সে শক্তি ভগবানের অন্তর্নিহিত (immanent) ভাব হইলেও জগৎরূপে প্রকাশিত। এই আদিম

(৪২) Dr. Schrader's Introduction to the Pancaratra. and Ahirbudhnya Samhita. pp. 101—102.

অবৈদিক 'পাঞ্চরাত্র' মত পরবর্ত্তী কালে বৈদিক পুরুষসূক্তে বর্ণিত ভগবানের চারিটি অংশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্রের সংযোগে চতুর্ব্যূহে পরিণত হইয়াছে। (৪৩) বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, উভয়েই যখন শ্রীমন্দিরে রত্নবেদীর উপর বিদ্যমান, তখন পুরীতীর্থে যে পাঞ্চরাত্রিকদিগের কোনও না কোনও সময়ে প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

হিন্দুর বিশ্বাস, অপৌরুষেয় দারু হইতে নির্ম্মিত এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয় ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশিত করিয়াছিলেন (৪৪)। স্নান-যাত্রার সময়েও সুদর্শনমূর্ত্তি অপর মূর্ত্তিত্রয়ের সহিত একত্র নীত হইয়া থাকে; সুতরাং এটিকে নেহাৎ আনুষঙ্গিক বলিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া চলে না। অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে ব্রহ্মার আদেশ-ক্রমে প্রভুর এই দারুময় মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া পূজা করিবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখও উৎকলখণ্ডে দেখিতে পাই (৪৫)। তিনটির স্থানে যদি চারিটি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ত্রিত্ববাদের মর্য্যাদা আর পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে না। অপর পক্ষ স্বভাবতঃই বলিবেন, ত্রিশূল ও চক্র-চিহ্নের সমবায়ে যদি মূর্ত্তিত্রয় উদ্ভূত হইবে, তাহা হইলে শুধু চক্রজ্ঞাপক অপর এইরূপ একটি মূর্ত্তি পরিকল্পনার কারণ কি? আর এক কথা, হিন্দু পূজায় anthropomorphism বা মানবীয় রূপাদি আরোপের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জনার্দ্দন বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে যে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বামনবৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়,

(৪৩) Ibid pp. 144—145.

(৪৪) "এবন্তু মূর্ত্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ" উৎকলখণ্ড, ১৯ অধ্যায় ১৮।

(৪৫) "তদাদেশাদ্দানুময়ং প্রভোর্লিঙ্গচতুষ্টয়ং। পূজয়িষ্যতি ভক্ত্যা চ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ম্ভুবা" (উ, খ, ৮, ৭৪)।

তাহার একটী চক্র ও আর একটী গদার personified মূর্ত্তি। বিষ্ণু-মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে অপর যে দুইটী স্ত্রী-মূর্ত্তি থাকে, তাহার একটি শ্রীদেবী ও অপরটি ভূদেবী। জগন্নাথ যে বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী (শ্রীদেবী) ও ভূদেবীর দুইটী ক্ষুদ্র ধাতব মূর্ত্তি বেদীর উপর রক্ষিত হইয়া থাকে। অনুমান হয়, ইহা পরবর্ত্তী কালে অনুষ্ঠিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়—তদ্রচিত "বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯) হেমাদ্রিব্রত-খণ্ডের ১ম অধ্যায় হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই,—"দক্ষিণে তু গদাদেবী তনুমধ্যা সুলোচনা" এবং "বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদরস্তথা। সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণং॥" সুতরাং দেবতার সহিত চক্রের পূজা হিন্দুধর্ম্মবহির্ভূত ব্যাপার, এ কথা কোন মতেই বলা চলে না। জনার্দ্দনমূর্ত্তির পার্শ্বে চক্রের যেরূপ মানবীয় মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং উহাতে যে প্রকার নরাকৃতি পরিগ্রহণধারা (personification) অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার সহিত দারুব্রহ্মের পার্শ্বস্থ সুদর্শন-মূর্ত্তির এরূপ আকৃতি-গত পার্থক্যের প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা অভিজ্ঞগণের অবশ্যই বিবেচ্য। দেখিতে পাই, পাঞ্চ-রাত্র মতবাদেও সুদর্শন চক্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 'চলন চক্র' রূপে সুদর্শনই নাকি সমগ্র বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। (৪৬)

জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনা-পদ্ধতি যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বতন মানব-সমাজের cult imageগুলি যে সেরূপ সুসংস্কৃত ও কলাসম্পদ্‌যুক্ত ছিল না, তাহা বোধ হয় স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। প্রচলিত মূর্ত্তি-

(৪৬) 'The Sudarsana, in upholding the Universe, is the Calana Cakra or the Wheel of Motion' Schrader, p. 105.

পরিগ্রহণ-ধারা হইতে জগন্নাথ-মন্দিরের সুদর্শন-মূর্ত্তির বিভিন্নতার ইহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সুদর্শন চক্র নামক কাষ্ঠময় মূর্ত্তিটিকে ধরিলে শ্রীমন্দিরস্থ দারুমূর্ত্তি তিনটির স্থানে চারিটি হইয়া পড়ে। এই দারুময় মূর্ত্তি-চতুষ্টয় দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ইহা ভাগবত-মতোক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের চতুর্ব্যূহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, বর্ত্তমান কালে ভ্রমবশে ভিন্নরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে (৪৭)। ব্যূহগুলি বিষ্ণু এবং তাঁহার ষড়্‌গুণেরই রূপান্তর মাত্র। বাসুদেবের ভ্রাতা সঙ্কর্ষণের ব্যূহ "জ্ঞান" ও "বল" এই গুণদ্বয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহার পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পৌত্র অনিরুদ্ধের ব্যূহ যথাক্রমে "ঐশ্বর্য্য" ও "বীর্য্য" এবং "শক্তি" ও "তেজঃ" এই দুই দুইটি গুণের সহিত সংযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৪৮)। এই ভাগবত ব্যূহের অস্তিত্ব যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহা সাহিত্যের প্রমাণ হইতেই অবগত হওয়া যায়। সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে পাঞ্চরাত্র প্রণালীগত বাসুদেব ও তাঁহার অপর কয়টি মূর্ত্তির উপাসনা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে (৪৯)। বলদেব ও বাসুদেবের একত্র উপাসনা বড়ই বিরল। এক পুরীতীর্থ

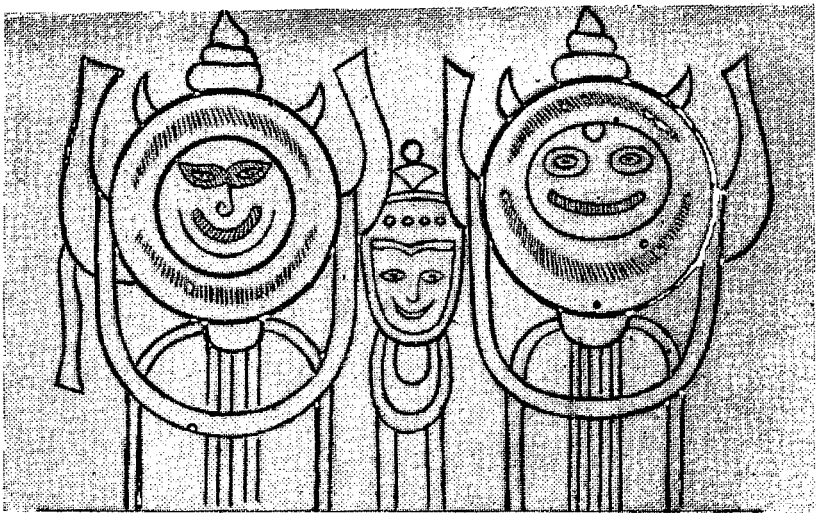
---

(৪৭) উৎকলখণ্ডের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাংশ দুইটি এ ধারণা সমর্থন করিতেছে বলিয়া মনে হয়:—"চতস্রো মূর্ত্তয়স্তস্য ত্বয্যনুগ্রহবুদ্ধয়ঃ" (উ, খ, ১৪ অ, ৩৬), 'সেই হরিমূর্ত্তি চারি প্রকার, সকল মূর্ত্তিরই তোমার (ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার) প্রতি অনুগ্রহ-বুদ্ধি আছে" "এবন্তু মূর্ত্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ" (উ, খ, ১৯, ১৮) এই প্রকারে সেই ভগবান্ স্বয়ং মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রকাশিত করেন।—বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৮৫, ১১০। প্রথম শ্লোকার্দ্ধের 'তিস্রোঽপি' পাঠ অশুদ্ধ বলিয়াই সন্দেহ জন্মে।

(৪৮) Dr. Schraders Introd. to Panca ratra p. 35.

(৪৯) Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems p. 39.

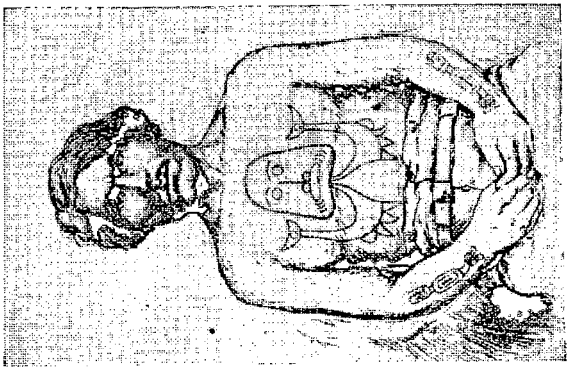
(চিত্র ২৬)



সঙ্ঘজ্ঞাপক চিহ্ন হইতে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি।
[রাজা রাজেন্দ্রলালের চিত্র অবলম্বনে।]

[পৃঃ ৮৪

(চিত্র ২৭)



বীর রাজার বক্ষে অঙ্কিত মৎস্য চিহ্নের চিত্র।
[ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে।]

পৃঃ ৯১]

ব্যতীত অপর কোথাও ইহার বড় নিদর্শন দেখা যায় না। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম (সঙ্কর্ষণ) ও সুভদ্রার একত্র পূজাপদ্ধতি, মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে জাতিভেদজনিত স্পর্শদোষ-রাহিত্য এবং শবর-কুলোদ্ভব বলিয়া বিবেচিত 'দৈতা'গণের পৌরহিত্যে নিয়োগ প্রভৃতি খণ্ডপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ এ সকল অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন 'পাঞ্চরাত্র' নামক অবৈদিক আচারের সামান্য অবশেষ মাত্র (৫০)। আবার সুভদ্রামূর্ত্তির পূজাতেও কেহ কেহ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। চতুর্ব্যূহের সহিত বাসুদেব-ভগিনী সুভদ্রার সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু বোধ হয়, ব্যূহ-প্রণালীর উপাসনা হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত পৌরাণিক অবতার-বাদের প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছিল বলিয়া উহা ক্রমশঃ এই ভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে (৫১)।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন (৫২),—পৌরাণিক বর্ণনামতে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যে তিন মূর্ত্তির দেখা পেয়েছিলেন, তার বর্ণনার সঙ্গে মন্দিরের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার একটুও মিল নেই'। তিনি 'The open court' নামক মার্কিণ পত্রিকায় প্রকাশিত আলাস্কা দেশীয় 'ক্লু' (Klue) নামক ধীবর রাজার বুকে ও হাতে আঁকা মৎস্য-দেবতার (totem) চিহ্নের সহিত উৎকলদেশীয় শবর রাজার দেবতা, শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তির সহিত যেন কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, 'হিন্দুদের মধ্যে মৎস্য, মৎস্য অবতার থেকে আরম্ভ ক'রে মীনধ্বজ প্রভৃতি অনেক

(৫০) R. Chanda's Indo-Aryan Races pp. 120-121.
(৫১) Ibid.
(৫২) ভারতী, পৌষ, ১৩২৬ সাল পৃঃ, ৭৩৮—৭৩৯।

মূর্ত্তিতে এখনো পূজা পাচ্ছেন', তাই তাঁহার মতে ক্লু (Klue) রাজার এই তিন মূর্ত্তির সহিত 'আদিম ভারতের মৎস্য দেবতার কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সেটা বিচারের বিষয়।' এক দেশ হইতে অপর দেশের মধ্যে অনেকখানি সমুদ্র ব্যবধান থাকিলেও অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে সজ্জা ও আচার-ব্যবহার বিষয়ে যে মিল দেখা যায়, তাহা অস্বীকার্য্য নহে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে কড্ (cod) জাতীয় দুইটী মৎস্যের সমবায়ে গঠিত ধীবররাজের বক্ষঃস্থিত মূর্ত্তির সহিত দারুব্রহ্মের "অসম্পূর্ণ" মূর্ত্তির ঘনিষ্ঠসম্পর্ক সকলে স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

ভ্রাতা-ভগ্নীর পূজা অপেক্ষা দেবতা ও তাঁহার শক্তির একত্র উপাসনা হিন্দু ধর্ম্মে অধিক প্রচলিত হইলেও, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষেত্রে পৌরাণিক বৃত্তান্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় সুভদ্রাদেবীকে লক্ষ্মীর স্থানে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। সুভদ্রা জগন্নাথের ভগিনী হইলেও তিনি শক্তিস্বরূপা, সর্ব্ব-চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মীদেবী বলিয়াই পরিচিতা। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে,—

"একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ।
ভগিনী বলদেবস্য হেষা পৌরাণিকী কথা॥

*　　*　　*

পুংনাম্না ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনাম্না কমলালয়া।

*　　*　　*

তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী স্ত্রী প্রবর্ত্তিকা॥" (৫৩)

সুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের এই সম্বন্ধ মিশর দেশের 'রা' (Ra) দেবতা ও 'আইসিস্' (Isis) দেবীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(৫৩) উৎকলখণ্ড, ১৭ অধ্যায়, শ্লোক ১৩-১৫।

অন্যত্র চন্দ্র; সূর্য্যের ভগিনীরূপে পূজিত হইতেন, এরূপ কথাও শুনা গিয়াছে। মূর্ত্তি তিনটি যদি শবর বা অপর কোনও জাতির গ্রাম্য দেবতার অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্ম এ বিচিত্রতার জন্য দায়ী হইতে পারে না। হাণ্টার এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধগণ এবং জগন্নাথের পরবর্ত্তী উপাসকগণ মূল ভাবটি যে প্রাচীন বনবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, এ সন্দেহ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশে এরূপ বনবাসিগণের পূজা-পদ্ধতির নিদর্শন প্রতি গ্রামেই দেখা যায় (৫৪)। শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "অনুমিত হয় যে, আর্য্য-গণের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে উৎকলে পদার্পণ করেন, তাঁহারা প্রাচীন অধিবাসী শবরদলকে অনুগত করিবার অভিলাষে, তাহাদের স্থাপিত মূর্ত্তির অনুকরণে দারুমূর্ত্তির পূজাই প্রচলিত করিয়াছিলেন।" (৫৫)

শবরগণ উড়িষ্যার প্রাচীনতম জাতি। ইহারা প্লিনি-বর্ণিত সুয়ারি (Suari) এবং টলেমি-কথিত সাবারোই (Sabaroi) জাতি হইতে অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। (৫৬) শবরেরা নিজেরাই নাকি বলিয়া থাকে যে, পূর্ব্বে তাহারা যাযাবর জাতি ছিল, উড়িষ্যার বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া অরণ্যজাত দ্রব্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। স্থানীয় প্রবাদ-মতে এক সময়ে তাহারা শক্তিমান্ জাতিরূপে পরিচিত ছিল। উড়িষ্যার ধেনকানাল রাজ্য নাকি ধেন্‌কা শবর নামক কোনও শবরের নামানুসারেই সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছে।

---

(৫৪) Hnnter's Orissa Vol. I. p. 143-144.

(৫৫) আর্য্যাবর্ত্ত, শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃঃ ২৮৯।

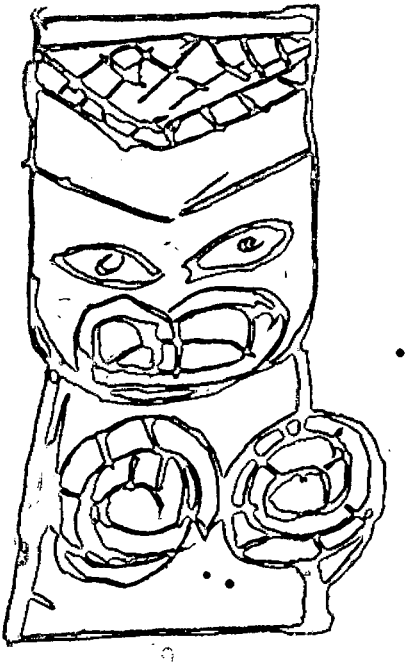
(৫৬) Ceusus of India 1911, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim. Report by L. S. S. O'Malley Part I p. 504-505.

শুনিতে পাই, পাল সহরের প্রথম রাজপুত রাজা, শবর ও অন্যান্য রাজপুতজাতি কর্ত্তৃকই মনোনীত হইয়াছিলেন। কোনও যুদ্ধের সময় শবরেরা তাঁহাকে খড় বা পোয়ালের গাদায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই অবধি তিনি 'পাল' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত ওমালী তাঁহার আদম-সুমারী বিষয়ক বিবরণীতে এ সকল কথার অবতারণা করিয়া, শবর বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবের পূজা প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ার বৃত্তান্তটিও উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির বলিয়া নহে, গঞ্জামের অন্তর্গত মুখলিঙ্গেশ্বর মন্দিরেও শবরজাতি-সম্পর্কিত প্রবাদ প্রচলিত আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

শবরেরা এক্ষণে 'শবর' ও 'শহর' এই দুই জাতিতে বিভক্ত; শেষোক্ত বিভাগ 'শৌরা' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। যাহারা হিন্দুদিগের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুমতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাই শৌরা এবং অসভ্য বনবাসিগণ অদ্যাপিও শবর নামেই পরিচিত। বরম্বা নামক স্থানে হিন্দু শবরদিগের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞোপবীতও ব্যবহার করিয়া থাকে। 'শবর' ও 'শহর' এই উভয় সম্প্রদায়ই আদিম অসভ্যদিগের মধ্যে প্রচলিত গ্রাম্যদেবতা পূজা করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রধানতম দেবতা 'কোমোব্রুদিয়া' দেখিতে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অণ্ডাকৃতি ঢোলের ন্যায় (represented by an egg-shaped earthen drum)। (৫৭) তাল্‌চের নামক স্থানে শবরেরা 'হিঙ্গুলা' নামক এক কল্পিত অগ্নিময়ী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। এক খণ্ড প্রস্তর ব্যতীত ইঁহার কোনও প্রতিমূর্ত্তি নাই। শবরেরা দারুখণ্ডে ক্ষোদিত নরমুণ্ডাকৃতি মূর্ত্তিরও যে পূজা করিয়া থাকে, এ কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিব। সুতরাং

(৫৭) Ibid p. 505.

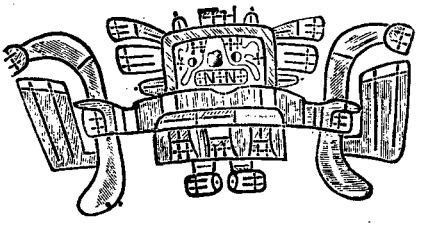
(চিত্র ২৮)



কাষ্ঠ ক্ষোদিত মায়োরি মুখের চিত্র।
["ভারতী" সম্পাদকের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ৯৫

(চিত্র ২৯)



পেরুর ক্রন্দনশীল দেবতা।
[মেডিচি সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত কোনও মৃৎপাত্রে নিহিত চিত্র হইতে।]

[পৃঃ ৯৮

জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি কোনও প্রকার আদিম জাতির উপাস্য প্রতীক (Cult image) হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইলে উহা শবরদিগের নিকট হইতে গৃহীত হওয়াও অসম্ভব নহে।

কোনও লেখক বলিয়াছেন যে, মহাকোশলের গুপ্ত রাজগণ 'শবর'বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইহা মানিয়া লইলে মহাশিবগুপ্ত বা যযাতি কেশরীকেও শবরকুলাবতংশ বলিতে হয়। মহাকোশল (বর্ত্তমান 'ছত্তিসগড়') রাজ্যের রাজধানী সিরপুরে (শ্রীপুরে) গন্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে শিবগুপ্তের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই রাজবংশের আদিপুরুষ উদয়ন 'শশধর' বা 'চন্দ্র'-বংশোদ্ভব ছিলেন। ডাঃ ফ্লীট ইঁহাদিগকে 'সোমবংশী' রাজবংশ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শিলালিপির ভ্রমাত্মক পাঠ-ফলেই এই 'শবর'-বংশবিষয়ক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। হিন্দুসমাজ সকল সময়ে শুধু রাজশক্তির প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, বরং শবর-অধ্যুষিত দেশে নবপ্রবিষ্ট ব্রহ্মণ্য প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আদিম অধিবাসিগণের ধর্ম্মমতবাদের সহিত এইরূপ একটা 'আপোষে' নিষ্পত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। (৫৮) দারুমূর্ত্তি (totem poles) যে বহু আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নহে। ১৯০১ সালের Royal Anthropological Institute নামক ইংলণ্ডীয় নৃ-তত্ত্ব-বিষয়ক সমিতির পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এইচ, লিং রথ (H. Ling Roth) নবজীলণ্ডবাসী মায়োরি জাতির 'টাটু ও.মোকো' (Tatu and Moko) নামক প্রবন্ধে প্রচলিত-প্রথানুযায়ী কাষ্ঠে খোদিত একটী

(৫৮) Descriptive list of inscriptions in the C. P. & Berar by Rai Bahadur Hiralal, B. A. pp. 87, 92.

মায়োরি মুখের (Conventionalized Maori race) চিত্র দিয়াছেন। এই অসম্পূর্ণ ভাস্কর্য্যের একটি রেখা-চিত্র এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। শবর জাতি উড়িষ্যাদেশে অদ্যাপি বিদ্যমান। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় উড়িষ্যার শবরদিগের ভাষার সহিত মুণ্ডাগণের ভাষার সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। (৫৯) উড়িষ্যাবাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, এন, মিশ্র মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে, উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে গঞ্জাম এজেন্সী ট্রাক্ট (Ganjam Agency Tract) বিভাগের অন্তর্গত বালিগুড়া মহকুমায়—"শৌরা" নামে অভিহিত শবর জাতি অদ্যাপি মুখ ও চক্ষু-সংযুক্ত কাষ্ঠ-খণ্ড (wooden poles) পূজা করিয়া থাকে এবং এই সকল মূর্ত্তি ও প্রস্তরখণ্ডাদির সম্মুখে বলি প্রভৃতিও প্রদত্ত হয়। দারুব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে "নীলমাধব" নামক যে রত্নমূর্ত্তি বা প্রস্তর শবরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত, তাহা উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীমন্দিরে "সুয়ার" বা "শোয়ার"দিগের অস্তিত্ব অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও তাহারা জগন্নাথদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। যে বলভদ্র-গোত্রীয় 'সুয়ার'-গণ জগন্নাথ-মন্দিরে রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত তাঁহাদের শবরবংশীয় বলিয়া সন্দেহ করিবার কত দূর কারণ আছে, জানি না। ইহারাই যে "শবর"গণের বংশধর, অনেকেই তাহা অনুমান করিয়া থাকেন; অবশ্য করোটি মাপিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে ইহা আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মতান্তরে কেহ কেহ বলেন,"শোয়ার" শব্দ সূপকারের অপভ্রংশ; ইহা মানিয়া লইলেও মন্দিরের পুরোহিত 'দৈতা'গণের শবর-বংশ হইতে উদ্ভব হওয়া সম্বন্ধে প্রবাদ যে কি করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা তো

(৫৯) The Indo-Aryan Races p. 9.

ভাবিয়া পাই না। উৎকলখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে শবরপতি বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরোহিত বিদ্যাপতির নীলমাধব-সন্নিধানে গমনের যে বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বাস্তবতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। (৬০) একজন মাত্র মনুষ্যের গমনযোগ্য সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় পথ, তাহাও আবার প্রস্তর ও কণ্টকে আবৃত, নিকটেই শরদীপক পল্লী শবর জাতির গৃহসমূহে বেষ্টিত। (৬১) এই একপদী পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা ছায়াসঙ্কুল মহৎ বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইলেন। বিদ্যাপতি শুনিলেন, সেই নিকুঞ্জের অভ্যন্তরেই সাক্ষাৎ জগন্নাথ বিরাজমান। শবরদিগের দেবতা যদি এইরূপ দুর্গম স্থানে বৃক্ষতলে না থাকিবেন তো থাকিবেন কোথায়?

'ভারত-প্রদক্ষিণ' গ্রন্থে (৬২) শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় জগন্নাথমূর্ত্তির অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে দ্রাবিড় ও কর্ণাটী গ্রাম্য দেবতা মনরস্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মা এবং বল, সেম, ধয়দ প্রভৃতি অনুচর পিশাচবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'গ্রাম্য-দেবতা প্রায়ই ভূতযোনি, এই কারণে বিকলাঙ্গ'। 'ভাস্কর-বিদ্যার আদিম অবস্থায় খোদিত অবয়ব বিকটাকার হওয়াই সম্ভব'। 'বৈষ্ণবের যুগলোপাসনা-প্রভাবেই বোধ হয়, সুভদ্রা শক্তির স্থান অধিকার করিয়াছে।' (৬৩) রক্ষিত মহাশয় এ প্রসঙ্গে পেরুদেশের টিটিকাকা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ টিয়াণ্ডিয়ানেকোর—প্রস্তর-খোদিত নৃমুণ্ডের সহিত জগন্নাথ-মূর্ত্তির সাদৃশ্যের আভাস দিয়াছেন; কিন্তু এই বিদেশী বিগ্রহের বা পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রাম্য দেবতাগুলির কোনও চিত্র প্রকাশ করেন নাই।

(৬০) উৎকলখণ্ড, ৮অ, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮।
(৬১) উ, খ. ৭ম, ২৮, ২৯।
(৬২) পৃঃ ১৭, ১৮।
(৬৩) Op. Cit.

এই চিত্রগুলি তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলে পাঠকের যে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা টিয়াওিয়ানেকোর প্রতিরূপ চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অবশ্য ভিন্ন দেশেও যে জগন্নাথদেবের ন্যায় অসম্পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মূর্ত্তি না থাকিতে পারে, তাহা নহে। মধ্য-আমেরিকার পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে (৬৪) শ্রীযুক্ত টমাস এ জয়েস্, বঁভেলিয়সের চিত্রানুযায়ী, অমেটেপেক্‌ইস্ নামক যে মৃণ্ময় মূর্ত্তির চিত্র দিয়াছেন, শিল্পশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে তাহার একখানি অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এ মূর্ত্তির হস্তদ্বয় অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইলেও হ্রস্বতা নিবন্ধন একরূপ অসম্পূর্ণ বলিয়াই ধরিতে হয়। হয় মূর্ত্তিটি বীরাসনে উপবিষ্ট, না হয় উহা জানুহীনরূপেই পরিকল্পিত। মাথায় টুপির ন্যায় আবরণ ও শ্মশ্রু-গুম্ফ প্রভৃতির চিহ্ন দেখিয়া যদি কেহ ইহা কোন উপাসনা-রত মুসলমান সাধুর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বসেন, তাহা হইলে পেরুদেশীয় টিয়াওিয়ানেকোর জগন্নাথের সহিত সাদৃশ্যের ন্যায় ইহাও কতকটা নৈমিত্তিকই (accidental) বলিতে হইবে। অধ্যাপক রিজওয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার শিষ্য ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক উপহৃত প্রবন্ধমালার ভিতর শ্রীযুক্ত টি, এ, জইস-বর্ণিত ক্রন্দনশীল দেবতার যে বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত একটি চিত্রের সহিত জগন্নাথ-মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় (৬৫)। বিদেশী মূর্ত্তির

(৬৪) Central American Archeology by Thos. A. Joyce. p. 64.

(৬৫) T. A. Joyce's the weeping god, plate opp. p. 368 fig. 2. vase painting Pacasmayo valley, Peru, (Medici Society Collection.) Essays and studies presented to Prof. Ridgway p. 368

(চিত্র ৩০)



অমেটেপেক্ ইস্।
[পেরুদেশের দেবমূর্ত্তি]।

[পৃঃ ৯৮

কথা ছাড়িয়া দিয়া, ভারতের অনার্য্য গ্রাম্য দেবতা, হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে কি না, এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবগত হইয়াছি যে, দক্ষিণ-ভারতে সুর-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় দ্বিপত্নীকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম টেব্যানী বা দেবযানী, মতান্তরে 'দেবসেনা'; আর দ্বিতীয়া পত্নী বল্লীরময়ী—পূর্ব্বে গ্রাম্যদেবতা ছিলেন। দ্রাবিড় ও তামিল দেশে শাস্ত বা হরিহরপুত্র নামে যে দেবতা পূজিত হইয়া থাকে, তাহাও গ্রাম্য দেবতা ব্যতীত কিছুই নহে; ক্রমে উহা আর্য্যদেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। (৬৬) এ দেবতার প্রকৃত উদ্ভবের কথা ভুলিয়া গিয়া স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে, 'হর' ও 'মোহিনী'-বেশী হরির 'মিলনে' যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই পুত্রই এই 'আর্য্য' বা 'শাস্ত'। দক্ষিণ-ভারতীয় গ্রাম্যদেবতা বিষয়ে অধিক আলোচনা না হইলে রক্ষিত মহাশয়ের মত সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একটি বক্তৃতায় দাক্ষিণাত্যে গ্রাম্য দেবতার হিন্দু দেবসমাজে প্রবেশ-লাভের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

জগন্নাথ প্রভুর ও রত্নবেদীস্থ অপর কয়টি বিগ্রহের সৌন্দর্য্যহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক বিদেশী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সেগুলি বৃক্ষকাণ্ডের অংশ মাত্র—তাহাও আবার ভাল করিয়া পরিষ্কার করা

---

(৬৬) T. A. Gopinatha Rao's Elements of Hindu Iconography, Vol. II. Pt. II. p. 487.

বা কোঁদা নহে। (৬৭) List of Ancient Monuments of Bengal গ্রন্থে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ করিয়া আর ভক্ত হিন্দুর প্রাণে ব্যথা দিব না।

দারুমূর্ত্তিচতুষ্টয় যে সুদৃশ্য নহে এবং আর্য্যগণের পরিচিত কোনও মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য না থাকায় এগুলি অনাবৃত অবস্থায় দেখিলে ভক্তগণের যে ভক্তির হ্রাস হইতে পারে, তাহা তাৎকালীন ব্রাহ্মণেরা যে না বুঝিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। উৎকলখণ্ডে দেখিতে পাই যে, দারুরূপে এই প্রতিমাগুলি দর্শন করিলে 'পাপের কারণ হয়' ; অতএব পট্ট ও নির্য্যাস দ্বারা যত্নসহকারে উহার সর্ব্বাবয়ব বদ্ধ করিয়া গোপন রাখা কর্ত্তব্য (৬৮)। উক্ত অধ্যায়েই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, 'হে রাজন্! কদাপি ঐ মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে আবরণমুক্ত করিয়া দর্শন করিবেন না। মনুষ্যেরাও এতদবস্থায় দর্শন করিলে মহাভয়গ্রস্ত হইবেন (৬৯)।' এই ঢাকাঢাকির ব্যাপার হইতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, মূর্ত্তি কয়টি ধার করিয়া চালানো, হিন্দুর তথা আর্য্যধর্ম্মের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও মহাশয় তাঁহার মূর্ত্তি-পরিচয়বিষয়ক গ্রন্থে(৭০) জগন্নাথ-দেবকে বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ মতবাদের উল্লেখমাত্র করিয়া আর বিশেষ কিছু আলোচনা করেন

(৬৭) "Les idoles Jagannath a Puri sont de hideux fetiches de bois a peine degrossis". Civilization Indienne par M. Mazliere, tome II. P. 187.

(৬৮) "অমূর্দ্দারুস্বরূপেণ দৃষ্টাঃ স্যুঃ পাপহেতবঃ॥ গোপনীয়া প্রযত্নেন পট্টনির্য্যাসবন্ধনৈঃ।" (উ, খ, অ ১৯, ২২—২৩)।

(৬৯) "নেক্ষিতব্যা ত্বয়া রাজন্ কদাচিদপবারণা। মনুষ্যৈশ্চাপি রাজেন্দ্র দৃষ্টাঃ স্যুর্ভয়হেতবঃ॥"

(৭০) Elements of Hindu Iconography.

নাই। আর্য্যেতর শবরদিগের মূর্ত্তিই যে হিন্দুদেবমূর্ত্তিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, পূর্ব্বে উদ্ধৃত উৎকলখণ্ডের শ্লোক কয়টি, এই মতের কত দূর সমর্থন করিতেছে, তাহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। এরূপ আভ্যন্তরিক প্রমাণের (internal evidence) মূল্য কতটুকু, পণ্ডিতসমাজ অবশ্যই বিবেচনা করিবেন। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে চতুর্থ অব্দে নারায়ণের অবতাররূপে পরিগণিত হইয়াছি

জগন্নাথ-মূর্ত্তির সহিত শিবলিঙ্গের যে কোন সাদৃ
বোধ হয় সহজে কেহ বলিবেন না। সৌরোপাসনার
পাসনার বা বৈষ্ণবোপাসনার সহিত শৈবোপাসনার
ধর্ম্মমতের ইতিহাসে কিছু নূতন কথা নহে। এক স
চেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ কখনও পদ্মাকৃতি সৌর চিহ্ন-জ্ঞ
কখনও বা একাধারে তিন ধর্ম্মের মিলন-জ্ঞাপক লিঙ্গমূর্ত্ত
হইত। ইহার কয়েকটি নমুনা কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত
তাহা ছাড়া জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে শাক্ত ও
দেবতার পূজা-পদ্ধতির সৌসাদৃশ্য অদ্যাপিও এই সমন্বয়-চেষ্টার সাক্ষ্য দিতেছে। বিদেশীর পক্ষে এ সমন্বয় অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন; তাই দেখিতে পাই, অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও 'নূতন কথা' বলিতে গিয়া গোল করিয়া বসেন। Z. D. M. G. পত্রিকায় জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধে ডাঃ ব্লক বলিয়াছেন যে, জগন্নাথ-উপাসনা শৈবোপাসনার সহিতই সংশ্লিষ্ট; লোকে এতদিন যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, সেই বৈষ্ণব উপাসনার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই (৭১)।

(৭১) "der Kult Jagannath's mit der Religion der Saivas Verbunden, und nicht, wie heutzutage mit der Religion der Vaisnava's" Z. D. M. G. Vol 64 P, 736.

জর্ম্মণ ভাষায় অনভিজ্ঞ লেখক, ব্লক সাহেবের এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ

ই তর্ক করুন,ভক্তের নিকট জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি "কূটস্থ চৈতন্য"-
ই দার্শনিক তত্ত্বে বিরাজমান (৭২)। অদ্যাপিও বিশ্বাসী বৈষ্ণব
াপদেষ্টার ব্যাখ্যানুযায়ী দারু-বিগ্রহের অর্থ করিয়া থাকেন।
নজীর স্বরূপ কোণার্কে প্রাপ্ত জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গের
চিত্রবিশিষ্ট শিলা-খণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন বটে,
র চক্ষে উহা শুধু সমন্বয়-জ্ঞাপক বলিয়াই মনে হয়।
জর্ম্মণভাষায় লিখিত প্রবন্ধেরই অন্য স্থানে জগন্নাথ
ীর দেবতা হইতে উদ্ভূত, এরূপ মন্তব্যও দেখিতে পাই।
তনি এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কত দূর স্থির করিতে
য়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। কোনারকে প্রাপ্ত
ক্ষোদিত প্রস্তরে—জগন্নাথ ও মহিষ-মর্দ্দিনী একত্র সন্নিবেশিত, তাই
ডাঃ ব্লক তাঁহার পুরাতত্ত্ববিষয়ক রিপোর্টে লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে বোধ
হয়, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সহিত শিব ও শক্তির এইরূপ একত্র

তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে অনুবাদ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সমগ্র প্রবন্ধটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

(৭২) অহির্বুধ্ন্যসংহিতা মতে 'কূটস্থ পুরুষ' বা 'কূটস্থ' সমগ্র আত্মার সমষ্টি,

পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বলরাম-মূর্ত্তির উদ্ভব সম্ভবতঃ পরে হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, ইহা লেখকের অনুমান মাত্র।

ফরাসী পণ্ডিত লাঁলোয়া (Langlois) তাঁহার Les Monuments de L'Hindoustan নামক গ্রন্থে এলোরা গুহায় রক্তবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তর-খোদিত, জগন্নাথ নামে খ্যাত অপর একটি দেবমূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, (৭৩) কিন্তু তাহার সহিত উড়িষ্যার জগন্নাথ-মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। এ জগন্নাথ উবু হইয়া (sur ses talons) বসিয়া আছেন। হস্তদ্বয় জানুর উপর বিন্যস্ত। পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া নামে পরিচিতা দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি। ইহারা জগন্নাথের সিংহদ্বারে অবস্থিত জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রবেশ-দ্বারের নিকটে অপর যে দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটির নাম শুদ্ ও অপরটির নাম বুদ্। লাঁলোয়া সাহেবের মতে সুদ্ (Soudou dheneh) সুদুধেনে এবং বুদ্ বুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। এই দেবদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, নাম শুনিয়া মনে হয়, শুদ্ বা শুধ্, শুদ্ধি এবং বুদ্ বা বুধ্ বুদ্ধি—এই সহজ অর্থেই অত্রত্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চলিত ভাষায় শুধ্ ও বুধ্ এই দুইটি শব্দ প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। অধ্যাপক ফুসে তাঁহার (Prof Foucher) বৌদ্ধ মূর্ত্তি-পরিচায়ক গ্রন্থে (৭৪) যে 'সুধনকুমার' নামক মূর্ত্তির বর্ণনা

---

(৭৩) Jagannath assis sur ses talons et les mains posees sur ses genous, l'une sur l'autre, occupe le fond de Sanctuaire...on voit deux statues debout, nommees Soud et Boud, corruption de Soudu Dheneh et de Bouddheh"—Les Mounments d L'Hindoustan Tome II page. 70.

(৭৪) L' Iconographie Bouddhique p. 40.

করিয়াছেন, তাহার সহিতও ইহার বিশেষ কোন মিল দেখা যায় না। ইলোরার জগন্নাথসভা এখন জৈন কীর্ত্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; (৭৫) কারণ, সেই গুহামধ্যে জৈনগণের অন্যান্য উপাস্য দেবতা মহাবীর, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ গোমত প্রভৃতি তীর্থঙ্করদিগের চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং এ জগন্নাথ যে বৌদ্ধ দেবতা, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। বৌদ্ধগ্রন্থে যেরূপ "নমো জগন্নাথবুদ্ধায়" প্রভৃতি উক্তির কথা শুনা যায়, তেমনি আবার তন্ত্রগ্রন্থে "স পশ্যতি জগন্নাথং কমলোরুগতং হরিং" এরূপ পদও যে না মিলে, তাহা নহে (৭৬); সুতরাং নামের সাদৃশ্য ধরিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে।

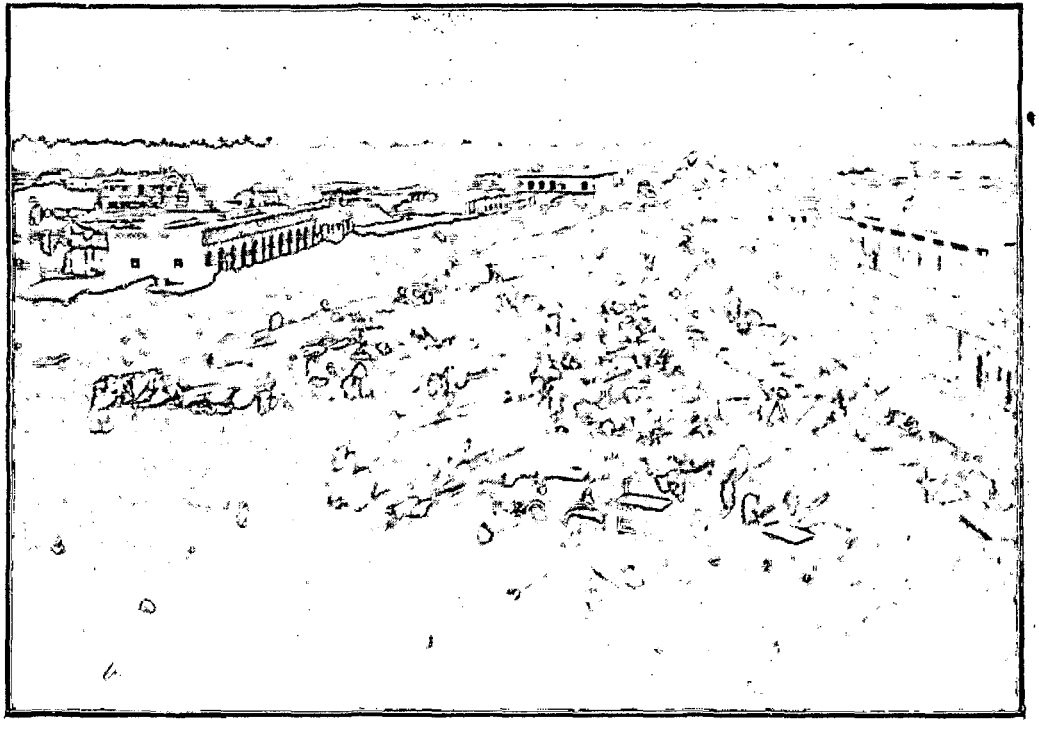
পণ্ডিতগণের আলোচনা-ফলে নূতন তথ্যাদি প্রকাশিত হইলে জগন্নাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে, এরূপ ভরসা হয়। ভক্তের অবশ্য এ সকল আলোচনায় বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। যাঁহার প্রকৃত ভক্তি আছে, তিনি দারুব্রহ্মের মূর্ত্তির উদ্ভব যে ধারামতেই হউক না কেন—অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিবিধ রূপক অর্থে আপন উপাস্য দেবতাকে বুঝিয়া লইবেন। "The dust of the rose-petal is the only reward of the perfume-seller": মূর্ত্তি-তত্ত্ব লইয়া যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিবেন?

---

(৭৫) Fergusson and Burgess's Cave temples of India p. 500.

(৭৬) রুদ্রজামল তন্ত্র, রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ।

(চিত্র ৩১)



পুরীর বড় দাণ্ড।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে।] [পৃঃ ১০৫

রথযাত্রা।

আষাঢ় মাসে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা পুরী তীর্থের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। ইহা দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত স্থায়ী। সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ 'বড়দাণ্ড' নামক প্রশস্ত রাস্তা দিয়া রথ টানিয়া উত্তর দিকে গুণ্ডিচা-বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। তিনখানি রথই প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া হইতে রথ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং নেত্রোৎসব অর্থাৎ জগন্নাথ-বিগ্রহের চক্ষুদান বা চক্ষু অঙ্কণের দিন উহা সমাপ্ত হইয়া থাকে। নির্ম্মাণ-স্থান বড়দাণ্ডেরই এক পার্শ্বে অবস্থিত। "জগন্নাথের রথ ২৩ হাত, বলরামের রথ ২২ হাত এবং সুভদ্রার রথ ২১ হাত উচ্চ। জগন্নাথের রথের ১৬ চাকা, ইহাকে নন্দীঘোষ রথ বলে। এই রথ টানিবার জন্য ষোড়শ শত 'বেঠিয়া' আবশ্যক। বলরামের রথের ১৪ চাকা, ইহাকে তালধ্বজ রথ বলে। এই রথ টানিতে চতুর্দ্দশ শত 'বেঠিয়া' নিযুক্ত হয়। সুভদ্রার রথের ১২ চাকা, ইহাকে পদ্মধ্বজ রথ বলে। এই রথ টানিতে দ্বাদশ শত 'বেঠিয়া' প্রয়োজন। নারিকেল ছোবড়ায় নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা রথ টানা হয়। প্রত্যেক রজ্জু প্রায় ১০০ হাত লম্বা।" (১) স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ তিনখানি রথের উচ্চতা যথাক্রমে ৪৫ ফিট, ৪৪ ফিট ও ৪২ ফিট এবং রথত্রয়ের

(১) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা—'মানসী ও মর্ম্মবাণী', শ্রাবণ, ১৩২৫, পৃঃ ৬৬৫।

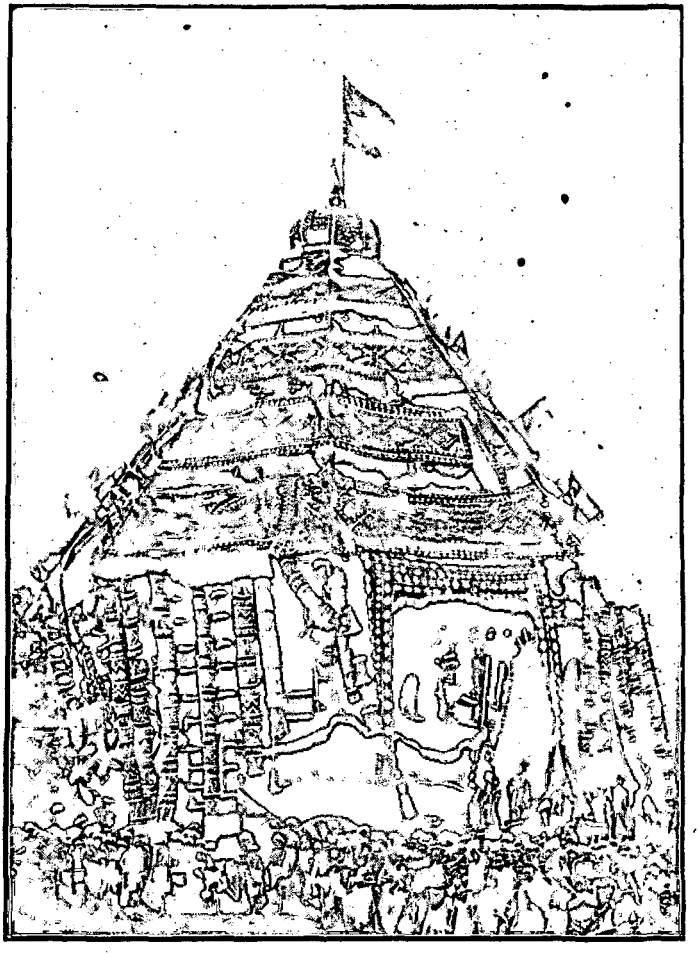
উপরিস্থ পাটাতন বা 'মাচানের' আয়তন যথাক্রমে ৩৫, ৩৪ ও ৩৩ বর্গ ফিট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২)। স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের মতে এই তিনখানি রথের চাকার পরিধিও সমান নহে। রথের উচ্চতা অনুসারে চক্রাদির ব্যাসেও তারতম্য দৃষ্ট হয়। প্রথমখানির ব্যাস ৭ ফিট, দ্বিতীয়খানির ৬৷৷০ ফিট এবং তৃতীয়খানির ৬ ফিট (৩)।

জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি রথে নীত হইলে 'সুবর্ণর হাত গোড়' লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং বিগ্রহের নিম্নার্দ্ধভাগ রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হয়। উৎকলরাজ কর্ত্তৃক সুবর্ণ-নির্ম্মিত 'পাদ-পল্লব' দানের উল্লেখ মন্দিরের শিলালিপিতেও দেখা গিয়াছে।

পূর্ব্বে রথ টানিতে ৪২০০ কল্লাবেঠিয়া বা রথটানা মজুরের প্রয়োজন হইত, এখন ইহা অপেক্ষা অল্প সংখ্যক লোকেই কাজ সারিয়া লওয়া হয়। ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয়ের 'পুরীর ইতিহাসে' দেখিতে পাই, কল্লাবেঠিয়ারা রাহাং, চৌবিশকুচ, সিরাইন, লিম্বাই প্রভৃতি পরগণা হইতে সংগৃহীত হইত, এবং তাহাদিগের কোনপ্রকার পারিশ্রমিক দেওয়া হইত না। ফলে তাহারা যাত্রী ও দোকান-দারগণের নিকট সুবিধা-মত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া আপন আপন অভাব পূরণ করিত (৪)। উক্ত গ্রন্থকার ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, রথ নির্ম্মাণের ব্যয় বাবৎ গভর্ণমেণ্ট হইতে ২৪০০৲ টাকা মঞ্জুর ছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৪৫৩৸০ আনার অধিক খরচ হইত না। রক্তবর্ণ বনাত ও

(২) The History of Pooree. p. 39.
(৩) Ibid. p. 39.
(৪) Ibid. p. 40.

(চিত্র ৩২)



তিরুবদমুরুত্তুরের রথ।

[শ্রীযুক্ত এ, ডি, জি শেলীর আলোক চিত্র হইতে—
দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ১০৭

সালু এবং পীত, হরিৎ ও কৃষ্ণবর্ণ 'সার্জ্জ' কাপড় কিনিতে ৭৮০।০ টাকা ব্যয়িত হইত (৫)।

রথের বহিরাবরণের জন্য রক্ত, পীত, হরিৎ ও কৃষ্ণ, এই চারি বর্ণের ডোরাবিশিষ্ট বনাত ব্যবহৃত হইত, তাহার উপর আবার চুমকির কাজ থাকিত। এই আবরণ ও ভিতরকার চাঁদোয়া ব্যতীত রথ-সজ্জার অন্যান্য উপকরণগুলি স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয় 'খেলো' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন (৬)।

এই উপলক্ষে তুলনাগত আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম্ তালুকের অন্তর্গত চোলরাজ্যের অন্যতম পবিত্র তীর্থ তিরুবদমরুদুর (Tiruvada marudur) নামক স্থানের বিখ্যাত রথযাত্রার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জানুয়ারী মাসে দশ দিন ব্যাপী "পুষ্যাং" পর্ব্ব উপলক্ষে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের শেষভাগে রথগুলি রাস্তায় ঘুরাইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এখানকার বড় রথটি ভারতে যে কয়খানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন রথ আছে, তাহাদেরই অন্যতম। ইহাতে সংলগ্ন শ্বেত অশ্বের যে চারিটি মূর্ত্তি আছে, তাহা জীবন্ত ঘোড়া অপেক্ষা আকৃতিতে ছোট নহে। তিরুবদমুরুদুরের এই রথ সাধারণতঃ সাত আট হাজার লোকে টানিয়া থাকে। রথসংলগ্ন রজ্জুটি দৈর্ঘ্যে প্রায় সিকি মাইল (আন্দাজ ৮৮০ হাত) হইবে, এবং স্থূলতাও পাঁচ ইঞ্চির কম নহে। রথ টানিবার পূর্ব্বে দেবতার সম্মুখে কর্পূর জ্বালাইয়া প্রচলিত প্রথামত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা হয়। টানিবার পূর্ব্বে রথ-চক্রের উপর নারিকেল ভগ্ন করা হয় এবং রথ চলিতে আরম্ভ

(৫) Ibid. p. 44.
(৬) Ibid. p. 39.

হইলেই চক্রের নিম্নভাগে কুক্কুটাদি বলি দেওয়া হইয়া থাকে। রথখানি ফলপুষ্প ও পতাকা প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং রথের ভিতর একদল বাদ্যকর বসিয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

চীনদেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান-রচিত ফো-কু-কী গ্রন্থে খোটান ও প্রাচীন পাটলী-পুত্রে চারিচক্রবিশিষ্ট রথে করিয়া যে বিভিন্ন বৌদ্ধমূর্ত্তি-সকল লইয়া যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে হিন্দুর রথযাত্রা যে এই বৌদ্ধপ্রথার অনুকরণমাত্র, এ কথা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলালপ্রমুখ সুধীবর্গ অনুমান করিয়াছিলেন (৭)। ফাহিয়ান খোটানস্থ গোমতী বিহার (Gomati monastery) সংক্রান্ত যে রথযাত্রার বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই যে নগর হইতে, ৩।৪ লি (৮) দূরে চারি চক্রের একখানি রথ নির্ম্মিত হইত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৩০ হস্ত পরিমাণ এবং আকৃতিতে বৌদ্ধ বিহারমধ্যস্থ বৃহদায়তন দরদালানসদৃশ; দেখিলে মনে হইত, এইরূপ একখানি ঘরের নীচে চাকা বসাইয়া টানিয়া লওয়া হইতেছে। রথখানি রেশমের পতাকা ও চন্দ্রাতপে সুসজ্জিত করা হইত। রথে রক্ষিত প্রধান মূর্ত্তিটির দুই পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি এবং অন্যান্য দেবমূর্ত্তি এরূপ ভাবে সংস্থাপিত থাকিত, যেন তাঁহারা সকলেই আজ্ঞাবহ ভাবে

---

(৭) Rev. J. Stevenson নামক বোম্বাই নগরের জনৈক খৃষ্টিয় ধর্ম্মযাজক J. R. A. S. পত্রিকায় এ কথা প্রথম উত্থাপন করেন। ("On the admixture of Buddhism with Hinduism in the religion of the Hindus of the Dekkan", J.R. A.S. Vol. VII. pp. 1-8.) স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজেই এ প্রবন্ধের অস্তিত্ব বিষয় সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিয়াছেন। Ant. Orissa. vol. II. p. 135.

(৮) Li, চীনদেশীয় জমীর মাপবিশেষ, কিঞ্চিদধিক ½ মাইল।

উপস্থিত আছেন (৯)। তোরণ-দ্বারের শত পাদ (paces) দূরে রথ আনীত হইলে রাজা মস্তক হইতে মুকুট নামাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, নগ্ন পদে ধূপ ও পুষ্পাদি বহন করিয়া তোরণের বহির্দ্দেশে অনুচর-সহ আগমন করিতেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ফুলগুলি ছড়াইয়া দিতেন ও ধূপ জ্বালাইতেন। রথ যখন তোরণ-দ্বার দিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিত, তখন রাণী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পুষ্প বর্ষণ করিতেন।

পাটলিপুত্রের রথের বিষয় ফা-হিয়ান যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তথাকার শোভাযাত্রায় শুধু একখানি মাত্র রথ নীত হইত না। কোনও কোনও বার কুড়িখানি রথ এক সঙ্গে বাহির করা হইত। ইহার প্রত্যেকটি অপর রথ হইতে বিভিন্ন। এ রথগুলিও চারি চক্রবিশিষ্ট। বংশ-নির্ম্মিত হইলেও ইহাদিগের কোন কোনটির কম করিয়া পাঁচটি 'তলা' (five storeys), এবং মাঝের যে মূল খুঁটিটির উপর অন্যান্য বংশদণ্ডগুলি বক্রভাবে সন্নিবিষ্ট থাকিত, তাহাও উচ্চতায় বিংশতি, হস্তের কম নহে। রথের চারি দিকের চারিটি খাঁজ বা কুলঙ্গীতে এক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ও অনুচরস্বরূপ একটি করিয়া বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি সন্নিবেশিত হইত। ফা-হিয়ান এ প্রসঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান্ প্রস্তরাদিতে নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। রথগুলির আকৃতি বৌদ্ধ "স্তূপ" সদৃশ ("having the shape of a tope")। শ্বেতবস্ত্র ও রেশমসদৃশ ঊর্ণা-নির্ম্মিত বস্ত্রে চতুর্দ্দিক্ আবৃত করা হইলে রথগুলি রঞ্জিত করা হইত। তাহার পর শোভা সম্পাদনের জন্য রেশম-

(৯) Legge's Fa Hian "A record of the Buddhistic Kingdoms", Clarendon Press, 188 pp. 18-19.

নির্ম্মিত পতাকা ও চন্দ্রাতপ প্রভৃতির ব্যবস্থা ত ছিলই (১০)। বৌদ্ধ প্রভাববাদী কেহ কেহ বলেন, প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে রাজকুমার গৌতম রথারোহণপূর্ব্বক যে উদ্যান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন, রথযাত্রা সেই লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনার স্মরণার্থ অনুষ্ঠিত হয়।

কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থা হইতেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের গিরিগুহা ও বিহার প্রভৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা 'যাত্রা' নামে উক্ত হইত। আষাঢ়ের 'রথযাত্রা' সেই 'যাত্রা' পর্ব্বেরই ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র (১১)। বৌদ্ধ শোভাযাত্রার উৎপত্তি যাহা হইতেই হউক না কেন, হিন্দুর রথযাত্রা যে তাহারই অনুকরণ মাত্র, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে তাহা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস বা ত্রৈমাসিক ব্রত আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিনী পূর্ণিমায় শেষ হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা মাত্র দশ দিনের ব্যাপার। পুরুষোত্তমে যে বৌদ্ধপ্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। হয়ত বৌদ্ধপ্রভাব-ফলে এ অনুষ্ঠান বর্ষাকালেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল উল্লেখ করিয়াছেন যে, শাক্ত তন্ত্রে মহেশ্বরী দুর্গা দেবীরও রথের ব্যবস্থা আছে। যাজপুরে বিরজা দেবীর রথ

---

(১০) Legge's Fa Hien, p. 79.

(১১) "The Ratha Jatra just immediately preceding the Sayana Ekadasi or season of sacred rest, is probably the remains of a triumphal Entry with which the Sages were welcomed on returning from their peregrinations to hold the Wasso"—Rev. J. Stevenson quoted in the Antiquities of Orissa, Vol. II. p. 135.

শাক্ত রথের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, এ সকল তন্ত্র গ্রন্থ নিতান্ত আধুনিক, বৈষ্ণব অনুষ্ঠানাদির প্রভাব এগুলিতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। রাজেন্দ্রলাল কিন্তু ভুবনেশ্বরের শৈব রথযাত্রার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এ রথযাত্রা চৈত্র মাসে শুক্লাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং আষাঢ়ের বৌদ্ধ রথযাত্রার সহিত ইহার সময়-গত সাদৃশ্যও নাই।

দেবতার জন্য রথের ব্যবহার আজিকালিকার কথা নহে এবং ইহা শুধু বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ও পার্শ্বনাথের জন্যও যে রথের ব্যবহার হইয়া থাকে, এ কথা রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (১২)। পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর। জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিশ্বাস মতে বর্ত্তমান 'অবসর্পিণি'র প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের পর আরও একবিংশতিজন তীর্থঙ্কর বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু পার্শ্বনাথই যে ঐতিহাসিক যুগের প্রথম তীর্থঙ্কর, এ কথা অস্বীকৃত নহে। পার্শ্বনাথ ৮৭৭ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া একশত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (৭৭৭ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে) মোক্ষলাভ করেন। মহাবীর ৫২৭ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন (১৩)। ইঁহাদিগের তিরোধানের কত বৎসর পরে জৈন পর্ব্বে রথের অনুষ্ঠান প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ অব্দে (১৪) হিন্দু ব্রাহ্মণ কৌটিল্য-প্রণীত

(১২) Antiquities of Orissa. Vol. II. p. 135.

(১৩) Nahar & Ghosh's An Epitome of Jainism, p. 647-649.

(১৪) সম্প্রতি পুনা নগরে প্রথম প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সম্মেলনের (Oriental Conference) সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সার্ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রথম খ্রীঃ পূঃ অব্দে লিখিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রচলিত মতেরই উল্লেখ করিলাম।

অর্থশাস্ত্রে রথাধ্যক্ষের প্রতি যে সকল বিভিন্ন প্রকার রথ নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দেবরথের উল্লেখ দেখা যায় (১৫)।

হেমচন্দ্র সূরি নামক জৈন কবি ও অভিধান-রচয়িতার লেখনী-প্রসূত 'স্থবিরাবলীচরিতম্' বা 'পরিশিষ্টপর্ব্বন্' নামক গ্রন্থে যে জৈন রথযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এতৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি বেশ মনোজ্ঞ ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে (১৬)।

সুহস্তিন্ যখন উজ্জয়িনী নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পর্ব্বোপলক্ষে জীবন্ত স্বামী নামক জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি রথে আরোহণ করাইয়া শোভাযাত্রার সহিত নগর প্রদক্ষিণ করান হয়। সুহস্তিন্ ও মহাগিরি উভয়েই তৎকালে অন্যান্য নাগরিকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সেই পবিত্র রথের অনুগমন করিয়াছিলেন। আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিকুশল কবির সমগ্র বর্ণনার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম। 'সম্প্রতি' নামক কোনও রাজা উজ্জয়িনী নগরে গমন করিলে পর মহাগিরি ও সুহস্তিন্ জীবন্ত স্বামীর রথযাত্রা দর্শনের

(১৫) "দেবরথ, পুষ্যরথ, সাংগ্রামিক, পারিযানিক, পরপুরাভিযানিক, বৈনয়িকাংশ্চ রথান্" (অর্থশাস্ত্র, শ্রীযুক্ত শ্যাম শাস্ত্রীর সংস্করণ, পৃঃ ১৩৯)। দেবরথ, দেববিগ্রহ প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইত। পুষ্যরথ রাজ-অভিষেক প্রভৃতি উৎসবাদিতে ব্যবহৃত হইত। শ্রীযুক্ত শ্যাম শাস্ত্রী এই অংশের নিম্নলিখিত রূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন,—"He (the Superintendent of Chariots) shall also construct Chariots of Gods (devaratha), festal Chariots (pushya ratha), battle Chariots (Sangramika) Travelling Chariots (pariyanika), Chariots used in assailing an enemy's strong-holds (parapurabhiyanika) and Training Chariots. Artha Sastra, p. 175 Ed. 1915.

(১৬) পরিশিষ্টপর্ব্বন্ Ed. by Dr. Hermann Jacobi. (Bothiotheca India Series) p. 68, p. 278, pp. 282-284.

জন্য অবন্তী নগর হইতে আগমন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের সুবৃহৎ 'গচ্ছ' (religious fraternities) লইয়া নগরের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

"ময়ূরের নিকট মেঘের ন্যায়, ধর্ম্মপ্রাণ নাগরিকগণের হৃদয়ে আনন্দপ্রদ সেই রথ অবশেষে চলিতে আরম্ভ করিল। মহাগিরি ও সুহস্তিন্, এই দুই জন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং সমগ্র সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া সেই রথ নির্ব্বিঘ্নে নগরমধ্যে নীত হইয়াছিল। রথখানি রাজবাটীর তোরণদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে রাজা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া সুহস্তিন্‌কে দূর হইতে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাজার মনে হয় যে, তিনি যেন ইঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন; কিন্তু আর কোন কথা তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মরণ হয় নাই। রাজা সকল কথা স্মরণ করিতে চেষ্টিত থাকা-কালীন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়েন এবং তাঁহার অনুচরবর্গ 'হায় কি হইল' বলিয়া দৌড়িয়া আসে।

ইহার পর রাজা 'সম্প্রতি' সুহস্তিন্ মহোদয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'চৈত্য' পর্ব্বোপলক্ষে শোভাযাত্রা বাহির হইবার সময় সুহস্তিন্, সঙ্ঘ সহিত আগমন করিয়া অনুক্ষণ মণ্ডপের শোভা বর্দ্ধন করিতেন এবং রাজা 'সম্প্রতি' শিষ্যোচিত ভক্তির সহিত গুরুদেবের সম্মুখে স্থাণুর ন্যায় জোড়-করে উপবিষ্ট থাকিতেন।

যাত্রা-পর্ব্বের শেষভাগে সমগ্র সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া রথযাত্রা আরম্ভ করা হয়, যেহেতু রথযাত্রা ব্যতীত, পর্ব্বাদি সংক্রান্ত কোন শোভা-যাত্রাই সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় না। রথশালা হইতে সূর্য্যের রথের ন্যায় সুবর্ণ ও মণিরত্নাদি-খচিত এই রথখানি আনীত হইলে উহার প্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হয়।

তাহার পর শ্রাবকগণ রথে উপবিষ্ট অর্হতের মূর্ত্তি বিধিমতে স্নান করাইয়া পূজাদি আরম্ভ করেন। স্নান শেষ হইলে কয়েক জন ব্যক্তি স্ব স্ব মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়া বিগ্রহের দেহ গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত করে।

মালতী ও পদ্ম পুষ্পের মাল্যদামে অর্হতের মূর্ত্তি আবৃত করা হয়। প্রজ্বলিত ধূপশলাকা হইতে উত্থিত ধূমপুঞ্জে আবৃত হওয়ায় মূর্ত্তিটিকে দেখিয়া মনে হইতে থাকে, যেন উহা নীল বস্ত্রে শোভিত হইয়াছে। ভক্তগণ সম্মুখে প্রদীপ আন্দোলিত করিয়া এই 'জীন' দেবের আরাত্রিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন।

ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণ অশ্বের ন্যায় রথের সম্মুখভাগে অবস্থিত থাকিয়া এবং বারংবার নমস্কার করিয়া এই পরমপূজ্য অর্হতের রথ স্বেচ্ছায় টানিয়া লইয়া যান। নগরবাসিনী রমণীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া এই সুন্দর, দর্শনযোগ্য রথের সম্মুখভাগে চারি প্রকার বিভিন্ন করতালের বাদ্যের সহিত নৃত্য আরম্ভ করেন। ভক্তিমতী রমণীগণ চতুর্দ্দিকে উচ্চকণ্ঠে মাঙ্গল্য গীতাদি গান করিতে থাকেন এবং নগরের বিভিন্ন মন্দির ও বাজারে রথখানি নানারূপ পূজা প্রাপ্ত হয়। রথের সম্মুখভাগ কুঙ্কুমজলে রঞ্জিত হইয়াছিল। অবশেষে রথখানি 'সম্প্রতি' রাজার প্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা যখন পূজা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার দেহের রোমরাজি পনস ফলের ন্যায় কণ্টকিত হইয়াছিল। রাজা রথস্থিত মূর্ত্তির অষ্ট প্রকারে পূজা সমাধা করিলেন এবং সামন্তরাজগণকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন যে, যদি তাহারা তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে শ্রমণ বা তীর্থঙ্করগণের পূজায় যেন অবহিত হয়েন। তিনি আর

তাঁহাদিগের নিকট হইতে নিজ প্রাপ্য কর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন বরং তাঁহারা এ সম্বন্ধে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইলেই তিনি আপনাকে অনুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিবেন। এই সকল কথা শ্রবণান্তর সামন্তরাজগণ স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তীর্থঙ্কর-দিগের পূজা আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের চেষ্টায় চৈত্য পূজা, শোভাযাত্রাদি অনুষ্ঠান এবং যথানিয়মে রথযাত্রা ও রথের সম্মুখভাগে পুষ্প-বর্ষণাদি প্রথা সীমান্ত প্রদেশাদিতেও প্রবর্ত্তিত হইল।"

জৈন রথযাত্রার অনুষ্ঠানাদির সহিত হিন্দু রথযাত্রারও যে সবিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে তাহা কবি হেমচন্দ্রের বিশদ বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়। এই রথযাত্রা-প্রথা যে প্রাচীন কালে ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমভাবেই স্ব স্ব ধর্ম্ম-বিষয়ক অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। রথের সম্মুখে গীত-বাদ্যাদির আয়োজন ও ভক্তজন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দেবতার রথ বিভিন্ন স্থানে নীত হওয়ার প্রথা শুধু জগন্নাথক্ষেত্রের রথযাত্রারই বিশেষত্ব নহে।

বিগ্রহকে রথে অধিষ্ঠান করাইয়া সহর ঘুরাইবার ব্যবস্থা না থাকিলে কৌটিল্যের যুগে এরূপ 'দেবরথ' নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইত না। শোভাযাত্রায় রথাদির ব্যবহার খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতেও প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট্ অশোকের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষের, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৬১ অব্দের ক্ষোদিত লিপিমালা হইতে অবগত হওয়া যায় (১৭) যে, 'রাজার সদ্ধর্ম্ম-সঙ্গত আচরণ হেতু চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ-ঢক্কার, অথবা প্রকৃতভাবে বর্ণনা করিতে গেলে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম্মনিয়মের বা ধর্ম্মাচরণের

(১৭) V. Smith's Asoka, p. 154.

প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে 'বিমান' (রথ) ও হস্তী প্রভৃতির শোভাযাত্রা এবং 'অগ্নিস্কন্ধ' (আতসবাজী) ও স্বর্গীয় দৃশ্য (দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি) (১৮) দর্শন করিতেছে'। ("বিমান-দসণা চ হস্তিদসণা চ, অগ্নিথংধানি (অগ্নিস্কন্ধানি) চ অঞানি (অন্যানি) চ দিব্যানি রূপাণি দর্শয়িত্পা (দর্শয়িত্বা) জনং") (১৯)। এই সকল বিমান প্রভৃতি লইয়া শোভাযাত্রার প্রথা যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, এ অনুমান অস্বাভাবিক

(১৮) শ্রীযুক্ত এম্, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় 'দিব্যাণি রূপাণি' 'holy sights (forms of Gods) as opposed to the terrible sights of fighting men and war' এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।—J. R. A. S. 1915 July. p. 524.

(১৯) Ep. Ind. II, 45. এই অংশটি গির্ণারস্থ চতুর্থ শিলালিপি হইতে উদ্ধৃত। গির্ণার কাথিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত। গির্ণার ব্যতীত দেরাদুন মহকুমায় অবস্থিত কলসি লিপিতে এবং পেশোয়ারের অন্তর্গত সাহবাজগড়ী লিপিতেও এই সকল কথার উল্লেখ আছে, তবে প্রাচীন পুঁথির পাঠান্তরের ন্যায় প্রাচীন লিপিতেও পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলসি লিপিতে 'অগ্নিকংধানি' ও 'লূপানি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাহবাজগড়ী লিপিতে 'জ্যোতি কংধনি' ও 'রূপনি' এবং 'দর্শয়িত্পা'র পরিবর্ত্তে 'দ্রশয়িতু' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামাবতার শর্ম্মা প্রণীত 'প্রিয়দর্শি প্রশস্তয়ঃ'—পৃঃ ৪, পাঠভেদাঃ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় শোভাযাত্রায় বিমান প্রদর্শিত হইত, এইরূপ অর্থগ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন (Indian Antiquary 1913 pp. 25-27) কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনার (Senart) প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মতই সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছে। সেনারের গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বোক্ত অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ অংশের এইরূপ অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে:—"Mais aujourdhui le roi Piyadasi, cher aux Devas, fidele a la pratique de la religion, a fait resonner, la voix des tambours (de telle sorte qu'elle est) comme la voix (meme) de la religion, montrant an peuple des procession de chasses, d'elephants, de torches et autres spectacles celestes." গির্ণার লিপির পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদের সহিত ইহার অর্থের পার্থক্য নাই।

বলিয়া মনে হয় না। পুরাণ গ্রন্থাদিতে "পুস্তকপ্রতিষ্ঠা" বিষয়ক অনুষ্ঠানেও হস্তলিখিত পুঁথি রথে করিয়া সহর ঘুরাইবার ব্যবস্থা ছিল দেখা যায় (২০)। দাক্ষিণাত্যেও দেখিতে পাই দেবতার 'ভোগমূর্ত্তি' জল-বিহার উপলক্ষে রথে আরোহণ করাইয়া 'টেপ্পকুলম্' (২১) সরোবরে নীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কথা না হয় ছাড়িয়া দিই, জাপান দেশেও জগন্নাথের রথের মত তিনখানি রথে করিয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও অপর দুইটি বিগ্রহ লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে (২২)। আবার দক্ষিণ ইউরোপের সিসিলি দ্বীপে যিশুখৃষ্টের জননী মরিয়ম্ দেবীর গৌরবার্থ Feast of Assumption নামক পর্ব্ব উপলক্ষে বৃহদায়তন মহিষ-বাহিত রথ রাজপথে চালিত হওয়ার কথা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। সূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহাদির প্রতিকৃতি-সংযুক্ত এই চূড়াসমন্বিত বিচিত্র রথখানি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ক শোভা-যাত্রারই প্রধান অঙ্গস্বরূপ ব্যবহৃত হইত, এ কথা শ্রীমতী কারাচিওলো (Madame Caraciolo) তাঁহার জীবন-স্মৃতি (Memoirs) গ্রন্থে অসঙ্কোচে উল্লেখ করিয়াছেন (২৩)।

সে যাহা হউক, ভারতীয় রথযাত্রা সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, আর্য্যদিগের মধ্যে উহা বহু কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহারাজ প্রিয়দর্শীর চতুর্থ অনুশাসন প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ-কালে যুদ্ধের বিবিধ উপকরণাদি, শান্তিকালে উৎসবের উপকরণরূপে ব্যবহার হওয়ার

(২০) অগ্নিপুরাণ, ৬০ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক।

(২১) নরেন্দ্র সরোবর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২২) Hunter's Indian Empire, 1893.

(২৩) Memoirs of Madame Henrietta Caraciolo p. 21 ff. quoted in Antiquities of Orissa, Vol II p. 135.

উল্লেখ করিয়াছেন (২৪)। এখন রাজকীয় উৎসবাদি উপলক্ষে সাদী ও পদাতিক সৈনিকগণের শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। এমন কি, আধুনিক সামরিক রথ—armoured motor car, tank প্রভৃতিও প্রদর্শিত হয়। সামরিক :অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ 'রথ' যে এইরূপে উৎসব-সংক্রান্ত শোভাযাত্রায় স্থান পাইয়া পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, এ কথা অবশ্য নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। মহারাজ অশোক যে পূর্ব্বপ্রচলিত জনহিত ব্যাপারগুলি, নিজ ধর্ম্ম ও নৈতিক মতাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ রাজনৈতিকের ন্যায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ ধারণা কিন্তু নিতান্ত কাল্পনিক নহে। রথযাত্রা এখনও সাধারণের উৎসব। দক্ষিণদেশে রথযাত্রা উপলক্ষে চাকায় নারিকেল ভাঙ্গা বা পক্ষী হত্যা এবং উৎকলের রথে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া অশ্লীল গীতাদি (২৫) 'ইতরে জনাঃ'র সম্পর্ক বিশেষভাবে সূচিত করিতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই যে প্রাচীন আর্য্য-সমাজের সুপরিচিত রীতি-পদ্ধতি আপন আপন ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানে অনুকরণ করিতেন এবং পরবর্ত্তী সম্প্রদায় পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি ও গৌরব হ্রাসের চেষ্টায় প্রণোদিত হইয়া দেশের সাধারণ লোকদিগকে নিজ পক্ষাবলম্বী করিতে যত্নবান্ হইতেন, এ অনুমান অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম, এমন কি, দেশীয় খৃষ্টানগণও (২৬) হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াও যে হিন্দুর

---

(২৪) J. R. A. S 1915, July p. 514.

(২৫) Brij Kishore Ghose's The History of Pooree, p. 41.

(২৬) নদীয়া কৃষ্ণনগরে রোমাণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টিয়ানগণকে 'সঙ্কীর্ত্তনের দল' বাহির করিতে দেখিয়াছি।

সংকীর্ত্তন প্রথা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, ইহা কি এই মূল তথ্যের উদাহরণস্বরূপ নহে? খোল, করতাল, পতাকা প্রভৃতি সহযোগে রাজপথে সমস্বরে ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীতাদি গীত হইলে উহাতে লোকানুরাগ যে কিরূপ বর্দ্ধিত হয়, তাহা জানিয়াই সুশিক্ষিত সংস্কারকগণ ইহা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বৌদ্ধপ্রথার অনুকরণও হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব নহে। পাশা-পাশি থাকিতে গেলেই এ প্রকার আদান-প্রদান প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এ ঋণ প্রমাণিত হইলে হিন্দু ধর্ম্মের মর্য্যাদা যে কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে, বুদ্ধদেবের অবতারবাদ পর্য্যন্ত মানিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ এখন আর বোধ হয়, সে কথা বলিতে সাহসী হইবেন না। রথযাত্রা বিষয়ে যে মতবাদ অধিক সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সুধীবর্গের উপর বিচার-ভার ন্যস্ত করিয়া তাহাই নিরপেক্ষভাবে উল্লিখিত হইল।

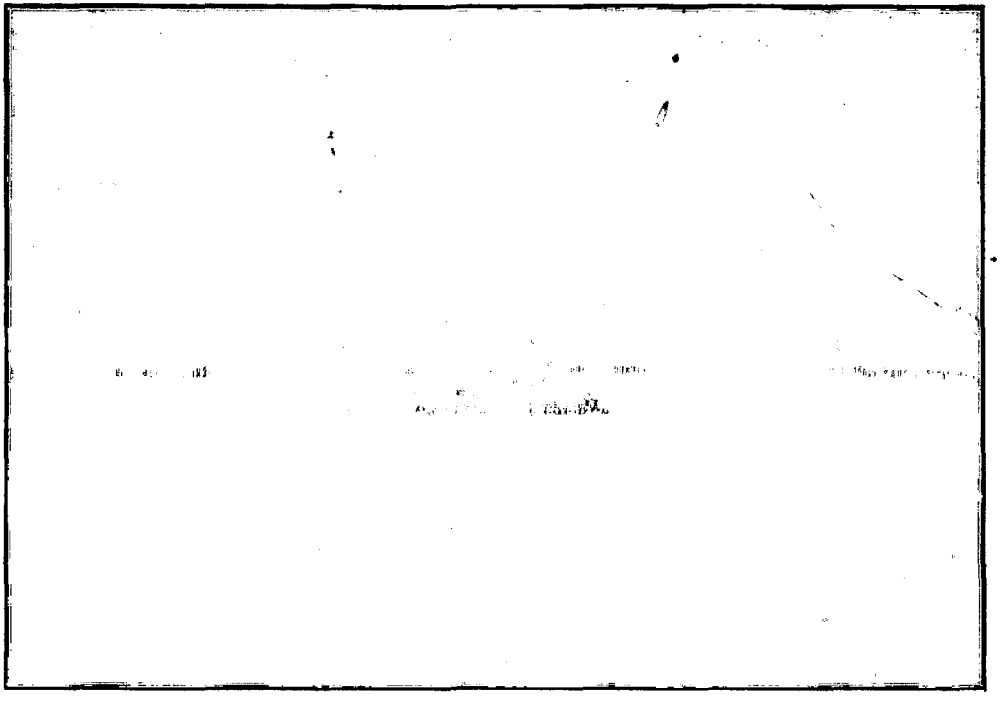
নরেন্দ্র-সরোবর।

শ্রীমন্দিরের সহিত অপর যে দুইটি স্থান বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহার সবিশেষ উল্লেখ অল্প লেখকই করিয়া থাকেন। একটি নরেন্দ্র-সরোবর ও অপরটি গুণ্ডিচাবাড়ী। নরেন্দ্র সরোবর মন্দিরের উত্তর পূর্ব্বাংশে, প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে, পুরী রোডের উপর অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮৭৩ ফিট এবং প্রস্থে ৭৪৩ ফিট। এই বিশাল জলাশয়ের চারি ধার পাকা করিয়া বাঁধান এবং সোপান-সমুদয় প্রস্তর-নির্ম্মিত। বর্ষাকলে মধুপুর নামক নদীর জলস্রোত 'খাল'-যোগে 'নরেন্দ্র তালাও'য়ে আসিয়া পতিত হওয়ায় পুষ্করিণীর জল কখনও পঙ্কিল হইতে পারে না। নরেন্দ্র-সরোবরের সহিত ভুবনেশ্বরের বিন্দু-সাগরের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে—ছায়াচিত্র দেখিয়া অনেক সময় একটিকে আর একটি বলিয়া ভ্রম হয়। প্রবাদমতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'লাকপোসি' নরেন্দ্র নামক কোন রাজকর্ম্মচারী এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন্দ্র মহাপাত্র নাকি কবি নরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন (১)। সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রস্তরময় বেষ্টনী ও প্রস্তর-রচিত সোপানাবলী মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুরু ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় (২)। নরেন্দ্র তালাও'য়ের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে, তাহাতে কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরগুলি পুষ্করিণীর

(১) "It was constructed by Narendra Mahapatra—a minister of Kavi Narasinha" p. 486 List of Ancient Monuments in Bengal.

(২) Brij Kishore Ghose's History of Pooree, p. 67.

(চিত্র ৩৩)



দক্ষিণী টেপ্পকুলম্। তিরুপ্পরণ কুণ্ড্রম্।

[দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ১২১

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটি সেতুর দ্বারা তীরের সহিত সংযোজিত। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় 'চন্দনযাত্রা'র সময় জগন্নাথের ভোগমূর্ত্তি নরেন্দ্র-সরোবরস্থ মন্দিরে আনীত হইয়া একুশ দিন রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম দিন মূর্ত্তিটিকে নৌকায় চড়াইয়া বাঙ্গালা দেশের 'বাইচ' খেলার ন্যায় সরোবরবক্ষে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করান হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে দুইখানি 'চাপ' বা নৌকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একখানি নৌকায় পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে মদনমোহনকে উঠান হয়, এই নৌকায় নর্ত্তকীরা দেবমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। দ্বিতীয় নৌকা 'পঞ্চ মহাদেব' ও বাদ্যকরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় পুরুষোত্তমে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব উল্লেখ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, জগন্নাথের চন্দনযাত্রা মাদ্রাজী উৎসব (৩)। 'এখানে নৃত্যগীতের জন্য দেবদাসী—সেখানে "কাঞ্চনী"। সে দেশে যেমন ক্ষুদ্র ভোগমূর্ত্তিকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়, এখানেও সেই ব্যবস্থা।' জগন্নাথের মদনমোহন, দোলগোবিন্দ প্রভৃতি প্রতিনিধি ত আছেনই, তাহা ছাড়া স্বর্ণনির্ম্মিত "শ্রী" ও রৌপ্যনির্ম্মিত "ভূ" দেবী সুভদ্রার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। 'নলিন্দ্র' (নরেন্দ্র) সরোবরে যেরূপ "মৌজ" বা জলবিহার হইয়া থাকে, অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশেও সেইরূপ হইয়া থাকে। সেখানেও টেপ্পকুলম্ (tank of the raft) বা জলবিহারের পুষ্করিণীতে ভোগমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা হয়—অভিযানের জন্য রথেরও ব্যবস্থা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তীর্থস্থান মাদুরার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে—ভগাই নদীর দক্ষিণে একটি সুন্দর টেপ্পকুলম্

(৩) ভারত-প্রদক্ষিণ, পৃঃ ১৫।

আছে। প্রবাদ, ইহা তিম্মল নায়ক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে গ্রানাইট প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর ও পারাপেট (parapet) বেষ্টনী। জলমধ্যে একটী চতুষ্কোণ দ্বীপ, তাহার মধ্যস্থলে একটি সমুচ্চ মন্দির এবং চারি কোণে চারিটি সুদৃশ্য ক্ষুদ্র মন্দির। জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে 'জলবিহার' অনুষ্ঠান উপলক্ষে দীপমধ্যস্থ মন্দির ও প্যারাপেট প্রভৃতি আলোকমালায় ভূষিত হইয়া থাকে। মাদুরার বিখ্যাত মন্দির হইতে আনীত ভোগমূর্ত্তিগুলি টেপ্লম্ বা ভেলার উপর চড়াইয়া পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ঘুরান হইয়া থাকে।

নরেন্দ্র-সরোবরে সপারিষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তগণের সহিত জল-ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের জলে সর্ব্বপারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥ (৪)

চৈতন্যচরিতামৃতেও দেখিতে পাই,—

"এই মত কতক্ষণ করি সব লীলা।
নরেন্দ্র-সরোবর গেলা করিতে জলখেলা॥" (৫)

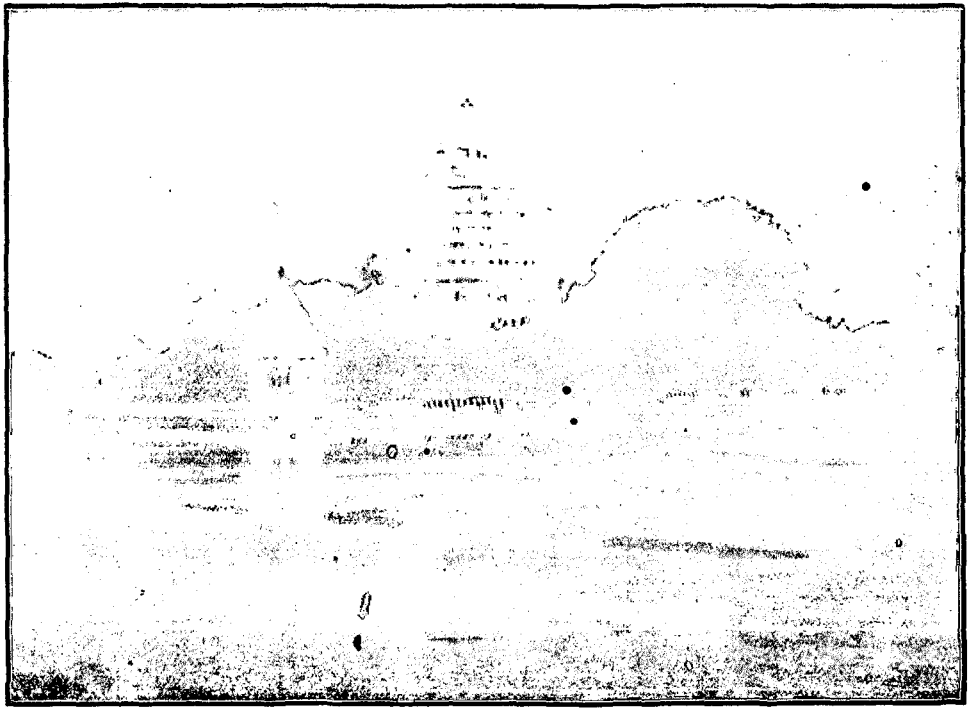
এই জলকেলীর বিস্তারিত বিবরণ চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে—সে বর্ণনা বড়ই মনোমদ।

"গৌড়দেশে জলকেলী আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলা প্রথমে॥
'কয়া' 'কয়া' বলি করতালি দেন জলে।
জলবাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে॥

---

(৪) চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১৫০।
(৫) চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যম খণ্ড, পৃঃ ২০০

(চিত্র ৩৪)



মাদুরার টেপ্পকুলম্।
[শ্রীযুক্ত এ, ডি, জি শেলীর আলোক চিত্র হইতে—
দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।] [পৃঃ ১২২

* * *

নির্ভয়ে গৌরাঙ্গ-দেহে সবে দেন জল॥ (৬)

চৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গী বৈষ্ণবগণ ব্রজবালকদিগের ন্যায় যে উদ্দামভাবে জল-খেলায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবনদাস সুন্দররূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন যে, পুরীবাসিগণ যে চন্দনযাত্রা উপলক্ষে 'নরেন্দ্র'-বক্ষে সন্তরণ করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় এই সময় হইতেই প্রচলিত হইয়া থাকিবে (৭)। এ অনুমান কত দূর সমীচীন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যম খণ্ডে দেখিতে পাই যে, শ্রীচৈতন্য ভক্তসঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরেও এইরূপ জলখেলা করিয়াছিলেন।

"আপনি সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণে সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডল বাদ্য সনে বাজায় করতাল॥

* * * *

দুই দুই জনে ঘোর করে জলরণ।
কেহ হারে কেহ জিনে প্রভু করেন দর্শন॥"

এই উপলক্ষে চৈতন্যদেব জলের উপর "শেষশায়ী লীলা" প্রকটন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, সুতরাং শেষোক্ত ক্রীড়াই ভক্তদিগের নিকট অধিক স্মরণীয় বলিয়া মনে হইবার কথা।

নরেন্দ্র-সরোবরে কুম্ভীর ও বৃহৎ মৎস্যাদির অভাব নাই।

---

(৬) চৈতন্যভাগবত, (৺শিশিরকুমার ঘোষের সংস্করণ) পৃঃ ৩৭৪।
(৭) নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, পৃঃ ১৭৯।

ভূতানন্দ স্বামী নামক একজন সন্ন্যাসী এই সরোবরেই কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন (৮)। স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'মৌজে'র সময় অনেকে ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া জলে সন্তরণ করিয়া থাকে। সে সময় দুই একজন কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় (৯)। তবে, ইদানীং চন্দনযাত্রার জলক্রীড়ার সময় যে কুম্ভীরের উৎপাত দেখা যায় না, সরোবর-মধ্যে বহু লোকের একত্র সমাগমই তাহার প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয়। চন্দনযাত্রা পর্ব্বের বিংশতি দিবস 'ভাঁউড়ি' নামে অভিহিত হয়। সে সময়ে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক নরেন্দ্র 'তালাওয়ে' সমবেত হইয়া থাকে। পর্ব্বের শেষ দিনে দেব বিগ্রহের জন্য ব্যবহৃত নৌকা দুখানিতে 'হলুদ জল' ছিটান হইয়া থাকে।

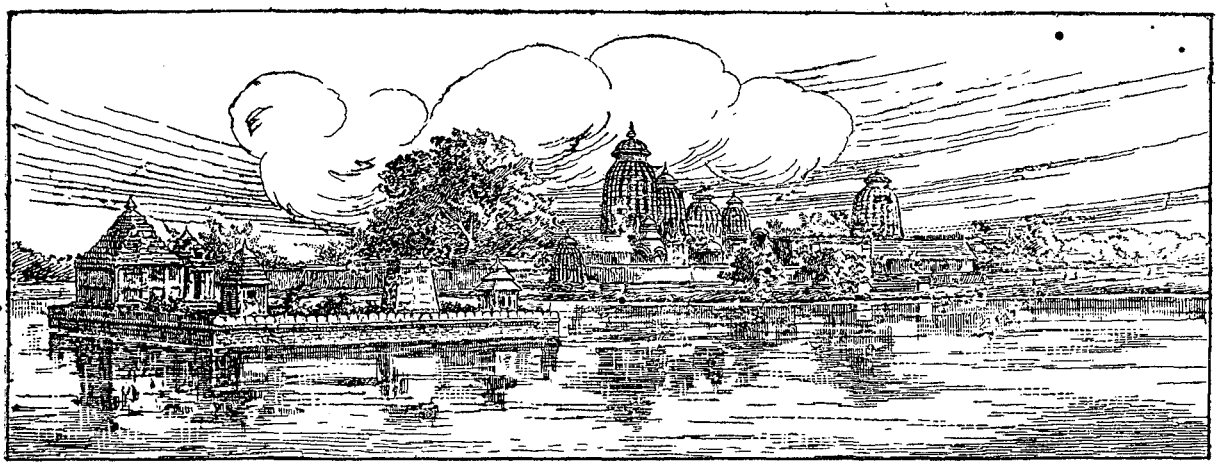
নরেন্দ্র সরোবরে পাশ লইয়া সাধারণে ছিপে মাছ ধরিতে পারে কিন্তু তিন দিন ব্যতীত জাল ফেলিতে দেওয়া হয় না। মহাপূজার সময় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথি উপলক্ষে—জালিকেরা 'নলিন্দ্র তালাও' হইতে মাছ ধরিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া যায়। মৎস্য বিমলা দেবীর ভোগে নিবেদিত হইয়া থাকে। আমিষাশী শাক্তদিগের সহিত পুষ্করিণীর ইহাই যা-কিছু সম্বন্ধ।

---

(৮) শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র কৃত 'পুরীতীর্থ' পৃঃ ৮২।

(৯) The History of Pooree. p. 35.

(চিত্র ৩৫)



নরেন্দ্র সরোবর। [পৃঃ ১২৪

গুণ্ডিচা-গৃহ।

উল্টারথ শেষ হইতেই গুণ্ডিচা-বাড়ীর সমারোহ শেষ হইয়া যায়। তৎপরে সারা বৎসর উহা একরূপ পরিত্যক্ত ভাবেই পড়িয়া থাকে।

নরেন্দ্র-সরোবরে জগন্নাথের শুধু ভোগ-মূর্ত্তিই নীত হইয়া থাকে; কিন্তু গুণ্ডিচা-গৃহের সহিত দারু-ব্রহ্মের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। রথযাত্রা উপলক্ষে দারুময় প্রধান মূর্ত্তিত্রয় নয় দিবসের জন্য (১) শ্রীমন্দির হইতে বড় দাণ্ডের শেষ প্রান্তস্থিত গুণ্ডিচা-মণ্ডপে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। গুণ্ডিচাস্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন-অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের মহাবেদী বলিয়া প্রকীর্ত্তিত (২)। বৈষ্ণবগ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ দেখা যায়—"গুণ্ডিচা-মণ্ডপ অশ্বমেধী যজ্ঞস্থান" (৩)। হিন্দুশাস্ত্রমতে ভগবানের এ স্থানে গমন-কালে "জয় কৃষ্ণ" শব্দ উচ্চারণ করিলে

---

(১) "দিনানি সপ্ত যান্যত্র কৃষ্ণে বসতি মণ্ডপে"—উৎকলখণ্ড, ৩৪, ৩২। পূর্ব্বে মূর্ত্তিত্রয় সপ্ত দিবসমাত্র গুণ্ডিচা-মণ্ডপে রক্ষিত হইত, এখন তথায় নয় দিবস অবস্থানের পর সেগুলিকে দশমী তিথিতে 'পুনর্যাত্রা' উপলক্ষে ফিরাইয়া আনা হয়। বেদীর উপর দারুময় ত্রিমূর্ত্তি কিন্তু এখনও মাত্র সাত দিন রক্ষিত হইয়া থাকে।—"মানসী ও মর্ম্মবাণী" শ্রাবণ, ১৩২৫, পৃঃ ৬৬৫।

৺ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, দশমীর দিন মূর্ত্তিত্রয়কে বেদী হইতে নামান হয় এবং 'দখিন মুহা' উল্টা রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীমন্দিরে ফিরাইয়া আনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিগ্রহ তিনটিকে জগমোহনের স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। 'নাকচুণা' নামক দ্বার দিয়া উল্টা রথ টানিয়া বাহির করিবার অধিকার সাতপাড়া নামক গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের 'একচেটিয়া' সুতরাং দেববিগ্রহের 'বন্ধনদশা'র অবসান অনেকটা তাহাদিগের উপরই নির্ভর করে। The Hfstory of Pooree, p. 41.

(২) উৎকলখণ্ড, ২৯, ১৪।

(৩) জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১০৯।

আর মাতৃগর্ভবাসজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না (৪) এবং নিকটস্থ বিন্দুতীর্থে (ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে) স্নান করিয়া ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিলে মানব ভগবানের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় (৫)। গুণ্ডিচায় গমন-কালে দেবদেব জগন্নাথের সম্মুখে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অক্ষয় পুণ্য প্রদান করে বলিয়া বর্ণিত আছে। এতদুপলক্ষে কপিলসংহিতা গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে হর্ষযুক্ত হইয়া যে, ব্যক্তি দেব দর্শন করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অমরধামে গমন করে ('যান্তি তে ভবনং মম')।

লৌকিক প্রবাদমতে গুণ্ডিচাদেবী ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী ছিলেন। উৎকলখণ্ডে গুণ্ডিচাখ্য উৎসব ও গুণ্ডিচা-মণ্ডপের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু গুণ্ডিচা-নাম্নী রাজমহিষী-সংক্রান্ত কোনও বৃত্তান্তের উল্লেখ নাই (৬)। ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষীর নাম দেখিতে পাই মালাবতী (৭)।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন হরির নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, 'হে দেবেশ! মদীয় সরোবর-তীরে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত ভবদীয় যাত্রা হউক, ঐ যাত্রা ভুক্তি-মুক্তিফল প্রদানপূর্ব্বক 'গুণ্ডিচা' নামে বিখ্যাত হউক' (৮)। পুরুষোত্তম দেব তৎশ্রবণে তাঁহাকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া

---

(৪) উ, খ, ৩৩, ৭১।

(৫) উ, খ, ৩৪, ৬।

(৬) উ, খ, ২২অ, ৩৪, ৩১অ, ৭১, ১১১, ৩৩অ, ৭১, ৮৭, ৬৩অ, ৬, ৩২।

(৭) চৈতন্যমঙ্গল, সা, প, সংস্করণ পৃঃ ১২০।

(৮) "গুণ্ডিচা নাম দেবেশ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
তস্মৈ কিল বরঞ্চাসৌ দদৌ স পুরুষোত্তমঃ॥"
ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬৬ অধ্যায়, ৭ শ্লোক, পৃঃ ৩০৩।

বঙ্গবাসী সংস্করণ ব্রহ্মপুরাণে 'গুণ্ডিবা' এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে। আমরা উৎকলখণ্ডের 'গুণ্ডিচা' পাঠই অবলম্বন করিলাম।

বলিয়াছিলেন, 'রাজন্! তোমার সরোবর-তীরে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত আমার 'গুণ্ডিচা' নাম্নী সর্ব্বকামফলদায়িনী যাত্রা হইবে (৮ শ্লোক)।' মণ্ডপস্থ কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন এবং পূজা, প্রণিপাতাদি করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং স্ত্রী, শূদ্র-নির্ব্বিশেষে মানবগণ যে সকল ফল লাভ করেন, তাহা পুরাণ-কার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু 'গুণ্ডিচা' বা 'গুণ্ডিবা' নামের উৎপত্তি যে কি প্রকারে হইল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ নাই। গুণ্ডিচা দেবী যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পত্নী, এমন কথাও এ অধ্যায়ে দেখিতে পাই না। গুণ্ডিচা-গৃহের তত্ত্বাবধায়ক পাণ্ডা মহাশয়েরা আমাদিগকে গুণ্ডিচা দেবীর কোনও মূর্ত্তি দেখান নাই, কিন্তু সুকবি শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, একটি স্ত্রীমূর্ত্তিকে তাঁহারা 'মাসী' বা গুণ্ডিচা দেবী বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের 'একাদশী' ঠাকুরাণীর ন্যায় এ নামটিও তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত কি না, বলিতে পারি না।

'গুণ্ডিচা' শব্দ যে গুঁড়ি অথবা বৃক্ষকাণ্ড-বাচক হওয়াই সম্ভব, এ কথা ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহু পূর্ব্বেই নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। উড়িয়া ভাষায় কাঠবিড়ালীর নাম "গুণ্ডিচা মুষা" অর্থাৎ গুঁড়ির ইঁদুর বা কাঠের ইঁদুর। দাক্ষিণাত্যে এক প্রকার লকুড়িপরব (stick festival) "গুণ্ডিচা প্রতিপদ্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উৎকলখণ্ড-মতে মাঘের শুক্লা পঞ্চমী, চৈত্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী কিংবা পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া, গুণ্ডিচা মহোৎসবের সুপ্রশস্ত কাল (৯)। পুরুষোত্তমের ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানাদি যে একেবারে দাক্ষিণাত্যের সাদৃশ্যবর্জ্জিত, এ কথা

(৯) উ, খ, ২৯, ৩১-৩২।

জোর করিয়া বলা চলে না এবং দেশভেদে ও তিথিভেদে অনুষ্ঠানের পার্থক্য ঘটাও অসম্ভব নহে।

সরকারী গেজেটিয়ার গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ওম্যালি মহাশয় (Mr. L. S. S. O'Malley) 'গুণ্ডিচা' শব্দ প্রথমে কাষ্ঠনির্ম্মিত মণ্ডপার্থে ব্যবহৃত হইত, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। উৎকলখণ্ড গ্রন্থ যে সময়ে রচিত হয়, তখন যে গুণ্ডিচার দারুনির্ম্মিত 'মণ্ডপে'র পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"রত্নস্তম্ভময়ে স্বর্ণবেদিকোপস্কৃতান্তরে।
প্রাচীরবলয়াবীতে সুধালেপ-সমুজ্জ্বলে॥
সাধু-সোপানঘটিতে চতুর্দ্বারোপশোভিতে।"

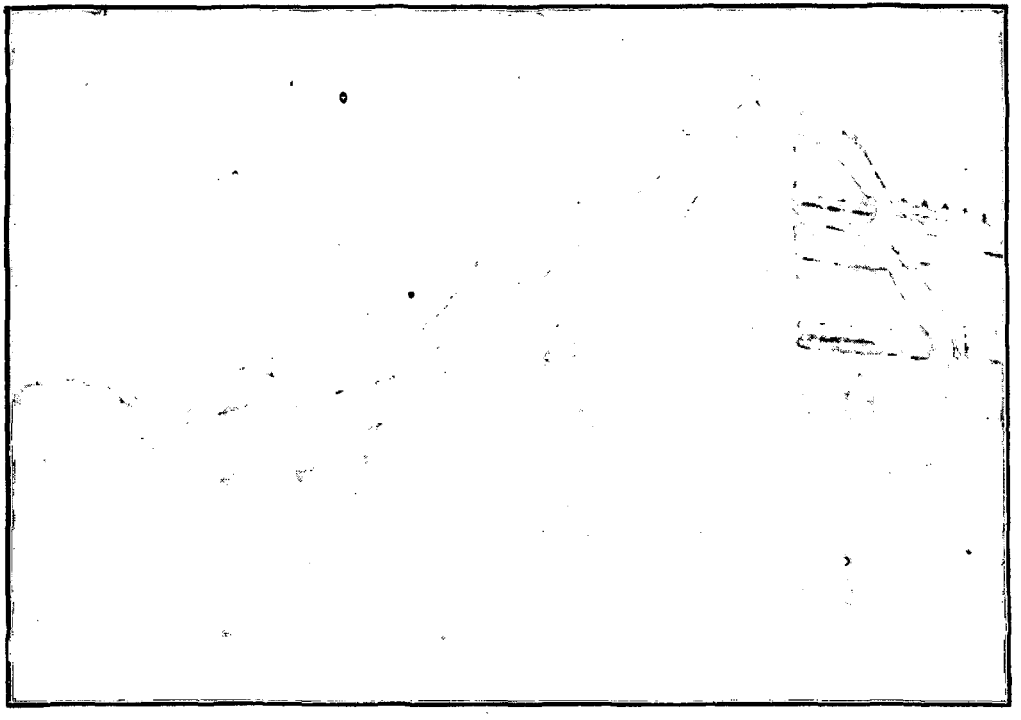
—(উ, খ, ৩৪, ১১২)

* * * * *

'উহার (গুণ্ডিচা মণ্ডপের) স্তম্ভ-সকল বিবিধ রত্নদ্বারা, খচিত অভ্যন্তর স্বর্ণবেদিকায় সুশোভিত ও চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উহার সর্ব্বস্থানে সুধালেপনে সমুজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। ঐ মণ্ডপ সুন্দর সোপানমালায় বিরাজিত ও সুপ্রশস্ত দ্বারচতুষ্টয়ে বিভূষিত হইবে।' গ্রন্থকার স্বয়ং তৎকালে স্তম্ভ-প্রাচীর-সমন্বিত, দ্বারাদি-বিশিষ্ট যে "গুণ্ডিচা"-মন্দির দেখিয়াছিলেন, তাহারই ছায়া যে এ বর্ণনায় আরোপিত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়। উড়িয়ারা গুণ্ডিচা-গৃহকে জগন্নাথের মাসীর বাড়ী বলিয়া থাকে। (১০) ইন্দ্রদ্যুম্ন

(১০) মতান্তরে দেবী "অর্দ্ধাশনী" জগন্নাথের মাসী বলিয়া পরিচিতা। কথিত আছে, "গুণ্ডিচা" মন্দির ও "অর্দ্ধাশনী" দেবীর মন্দিরের মধ্যে ইদানীং বিলুপ্ত একটি স্রোতস্বিনী মাত্র ব্যবধান ছিল। বৌদ্ধপ্রভাববাদিগণ অর্দ্ধাশনীকে গৌতমী বা মহাপ্রজাবতী দেবী বলিয়া অনুমান করেন। বুদ্ধদেব

(চিত্র ৩৬)



গুণ্ডিচা বাড়ী। [পৃঃ ১২৯

পত্নীরূপে প্রভু জগন্নাথের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন (১১)। সে হিসাবে গুঞ্জাবাটী জগন্নাথের শ্বশুরালয়ও বলা যাইতে পারে। জগন্নাথ সত্যবতীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে "প্রতিবৎসর অন্তরে" বিবাহ করিবেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে বর দিয়াছিলেন—

"গুণ্ডিচা মণ্ডপ তোমার সরোবর-জলে
প্রতিবৎসর জাব রথযাত্রার ছলে।" (১২)

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যমখণ্ডে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একদা রথযাত্রার পূর্ব্বে, কাশী-মিশ্র, তুলসী পরিছা ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ডাকাইয়া আনিয়া 'গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনা-সেবা' 'মাগিয়া' লইয়াছিলেন। দেবতার মন্দির বা তৎসংলগ্ন স্থানাদির প্রতি এই যে ভক্তি, তাহা হিন্দুর চক্ষে বড়ই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ইহা শুধু বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব নহে। গোবিন্দ দাসের করচায় লিখিত আছে যে বিষ্ণু কাঞ্চীধামে ভবভূতি নামে শেঠীর পত্নী নিত্য লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রক্ষালন করিতেন (১৩)। যে অপ্পর স্বামীর স্তোত্র দাক্ষিণাত্যের শৈবমন্দিরে অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে, তিনি বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক "খুর্‌পীর" ন্যায় একপ্রকার তৃণোৎপাটন-যন্ত্র হস্তে করিয়া মন্দিরে মন্দিরে প্রাঙ্গণ প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন (১৪)।

মাতৃবিয়োগের পর নাকি মাতৃষসার নিকটেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত 'পুরীতীর্থ' পৃঃ ৭১-৭২।

(১১) চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১২০।
(১২) চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১১২।
(১৩) করচা, পৃঃ ৭৯।
(১৪) Havell's Ideals of Indian Art, p. 114.

সিংহলের কলম্বো যাদুঘরে রক্ষিত অপ্পর স্বামীর ধাতবমূর্ত্তির যে চিত্রটি শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় নিজ গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার হস্তে 'খুরপী' রহিয়াছে দেখা যায়।

চৈতন্যদেব স্বহস্তে গুণ্ডিচাগৃহ সংমার্জ্জন করিয়া নিজবস্ত্রে সিংহাসন পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

নিজবস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মার্জ্জি সিংহাসন॥

* * *

"একলে প্রেমাবেশে করে শত জনে কাম॥
শতহাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥"

(চৈ, চ, মধ্যলীলা)

ভক্তগণ শত ঘট ও শত সম্মার্জ্জনী লইয়া—

"ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন॥
তৃণ ধূলি ঝিঁকুড়ি সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া॥

(চৈ, চ, মধ্যলীলা)

এইরূপে ভোগমন্দির, নাট্যশালা, পাকশালা, অন্তঃপুর প্রভৃতি সমস্তই প্রক্ষালিত হইল—'ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তি' কিছুই বাকি রহিল না।

শ্রীচৈতন্য অনুচরগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য আপনার হাতে তৃণ, কাঁকর, কুটা প্রভৃতি কুড়াইতে লাগিলেন—বলিলেন,

"কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠা পানা লব॥"

চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা বলিয়াছেন—

"এই মত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥"

এইরূপে মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মন্দির সংমার্জ্জনপূর্ব্বক নিজ সুস্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া ভগবানের উপবেশনযোগ্য করিয়াছিলেন।

"স্বচিত্তবচ্ছীতসমুজ্জ্বলঞ্চ, কৃষ্ণোপবেশোপয়িকং চকার॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে গুণ্ডিচামার্জ্জন বর্ণনা আরও মনোজ্ঞ, আরও সুললিত।

"পাণৌ কৃত্বা মধুরমৃদুলে শোধনীমূর্দ্ধমূর্দ্ধং
সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ময়মসৌ গুণ্ডিচামণ্ডপান্তঃ।
লূতাতন্তূন্ মলিন রজসঃ সারয়ন্নেব তৈস্তৈ-
র্ব্যাপ্তো গৌর শশধর ইব ব্যক্তলক্ষ্মা বভূব।"
"মধুর কোমল হস্ত-কমলে আপনে।
সম্মার্জ্জনী লইয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট-মনে॥
লূতা-তন্তু-রজ ঊর্দ্ধে যতেক আছিল।
মার্জ্জনীতে করি তাহা সব ঘুচাইল॥
লূতাতন্তু-রজ সব লাগিল শরীরে।
কলঙ্ক হইল ব্যক্ত যেন শশধরে॥"

মন্দির-সেবায় মহাপ্রভুর সঙ্গীবৈষ্ণবগণের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও উৎসাহের বিষয় উল্লেখ করিয়া কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন—

"কেচিদ্গৌরগিরা মনোজ্ঞতময়া সিঞ্চতি সিংহাসনং
ভিত্তিঃ কেন চৈকেঽপি তস্য করয়োর্বার্য্যর্পণং কুর্ব্বতে।"

"কেহ প্রভু-আজ্ঞায় সিঞ্চয়ে সিংহাসন।
কেহ ভিত্তি চতুর্দ্দিকে করে প্রক্ষালন॥"

শেষে সেই একই কথা—

"* * *
এবং গৃহ মার্জ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল॥
আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর।
ঐছে নিষ্কঙ্কর আর পরমশীতল॥

চৈতন্যদেব যে কিরূপ নিরভিমান ছিলেন তাহা গুণ্ডিচামার্জ্জন প্রসঙ্গোক্ত একটি ঘটনা হইতেই অবগত হওয়া যায়। কোনও সরল 'গৌড়িয়া' 'ঈশ্বর মন্দিরে' তাঁহার পাদধৌত জলপান করায় প্রভুর মনে দুঃখ ও রোষ উপস্থিত হয়, পরে স্বরূপ গোঁসাই 'গৌড়িয়া'কে 'ঢেকামারি' পুরীর বাহির করিয়া দিয়া বিনয় করিলে পর তিনি 'সন্তোষ' হইয়াছিলেন।

গুণ্ডিচা-সেবা সমাপ্ত হইলে গৌরহরি স্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত তথায় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রসাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরও গুণ্ডিচাপ্রাঙ্গণে অচ্যুতানন্দ, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করার উল্লেখ আছে (১৫)।

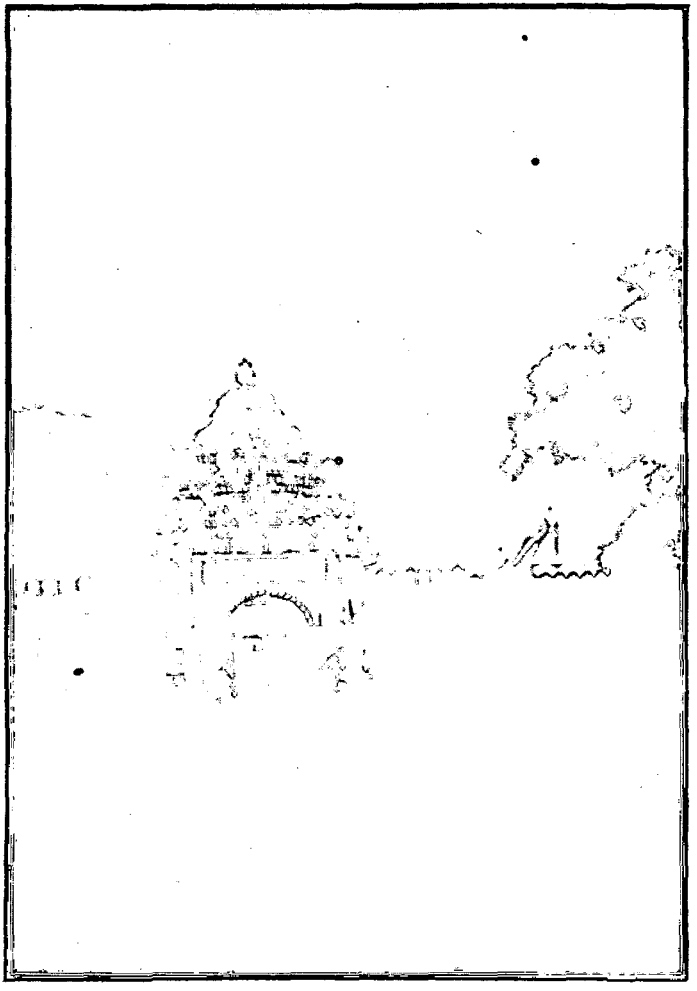
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদে লিখিত আছে—

"সেই হৈতে সেবা গুণ্ডিচা-মন্দিরে।
অদ্যাপিহ গৌড়িয়া বৈষ্ণব সব করে॥"

আমরা রথের কিছু দিন পূর্ব্বেই গুণ্ডিচা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ অদ্যাপিও এ প্রথা অক্ষুণ্ণ

(১৫) চৈ, চ, মধ্য লীলা, পৃঃ ১৯৯।

(চিত্র ৩৭)



গুপ্তিচাগৃহের প্রবেশদ্বার। [পৃঃ ১৩৩

রাখিয়াছেন কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। লোকোত্তর মহা-পুরুষগণ যে সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িলেও সহজে ভক্তগণের স্মৃতিবহির্ভূত হয় না।

জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বার হইতে গুঞ্জাবাটী প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেও শিখর, নাটমন্দির, জগমোহন, বেদী প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে, এমন কি, রন্ধনশালা প্রভৃতিও বাদ যায় নাই। মন্দিরের চারিদিকে খাঁজকাটা প্রাচীর। ইহার কিয়দংশ ২০ ফিট উচ্চ এবং ৫ ফিট ২ ইঞ্চি স্থূল। ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ও গাছপালা আছে; বাহির হইতে দেখিলে অনেকটা বড় বাগান-বাড়ীর মতই বোধ হয়। প্রবেশদ্বারের উপরেই নবগ্রহ-প্রস্তর—উড়িয়া মন্দিরের ইহা বিশেষত্ব বলিয়া পরিচিত। ভুবনেশ্বর, কোণার্ক, পুরুষোত্তম সর্ব্বত্রই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য ব্লক অনুমান করিয়াছেন (১৬), যে কোনরূপ মন্দপ্রভাবজনিত অনিষ্ট যাহাতে না ঘটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই দ্বারের উপর নবগ্রহ-প্রস্তর (architrave) সংস্থাপিত হইয়া থাকে। নবগৃহে প্রবেশকালে গ্রহশান্তি করার প্রথা যে এতদ্দেশে অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে, আচার্য্যপ্রবর তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহে নবগ্রহ-প্রস্তর দেখা যায় না বটে, কিন্তু তদ্দেশীয় শৈব মন্দিরাদিতে একটি বিভিন্ন মণ্ডপে নব-গ্রহমূর্ত্তিগুলি প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও মহাশয় বলিয়াছেন যে এই নয় মূর্ত্তির মধ্যে কোনটিকেই অন্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া সংস্থাপন করার নিয়ম নাই (১৭)। বোম্বাই প্রদেশে কোলাপুর রাজ্যেও নবগ্রহ

(১৬) Annual Report Arch. Survey, 1903-4 p. 47.
(১৭) Gopinath Rao's Elements of Hindu Iconography, Vol. I Pt. II p. 300.

মণ্ডপ দৃষ্ট হয় (১৮)। মাদুরা মন্দিরে শতস্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপের সন্নিকটে যে ক্ষুদ্র নবগ্রহমণ্ডপ রহিয়াছে, তাহার মধ্যদেশে সূর্য্যদেব অবস্থিত এবং অপর আটটি গ্রহের মধ্যে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, সোম এবং রাহু ও কেতু তিনটি বিভিন্ন পংক্তিতে বিভিন্ন বিভাগে সাজান। কাহারও কাহারও মতে মন্দির-নির্ম্মাণকালে অন্তরীক্ষে গ্রহগুলির যেরূপ অবস্থান লক্ষিত হইয়াছিল, সেই অনুসারেই মণ্ডপমধ্যে তাহাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির অবস্থিতি দৃষ্টে গণনা করিয়া নাকি মন্দিরনির্ম্মাণকাল নিরূপণ করা চলে। উৎকলের নবগ্রহ-প্রস্তরগুলি এ মতবাদ সমর্থন করিবে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, এগুলিতে সূর্য্য, সোম প্রভৃতির মূর্ত্তিসমূহ একই প্রথায় পর পর সাজান, কেবল ভুবনেশ্বরে একটি মন্দিরে দেখা গিয়াছে যে, নবগ্রহশিলায় কেতুর মূর্ত্তিটি একবারেই স্থান পায় নাই; সম্ভবতঃ স্থানাভাবে বা অপরিপক্ক ভাস্করের অনবধানতাতেই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

আমাদিগকে দ্বারে দাঁড়াইয়া নবগ্রহের তক্ষণনৈপুণ্য অধিকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে হয় নাই। পাণ্ডারূপী দৌবারিক মহাশয় দর্শনী কবুল করাইয়া অনতিবিলম্বেই ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা মন্দিরগুলি ভাল করিয়াই দেখিয়াছিলাম, রত্নবেদী স্পর্শ করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হই নাই।

মাদলাপঞ্জীর মতে গুণ্ডিচার বিমান ও জগমোহন শ্রীমন্দিরেরই সমসাময়িক। বিমানাংশ উচ্চে ৭৫ ফিট্ এবং বাহিরের পরিমাপ

(১৮) Progress Rep. Arch. Survey. W. Circle, 1918. p, 12.

দৈর্ঘ্যে ৫৫ ফিট্ ও প্রস্থে ৪৬ ফিট্। গুণ্ডিচা-গৃহের বহির্দ্দেশে কিছু পন্‌থের কাজ আছে। 'মহাবীর' অঞ্জনানন্দন প্রভৃতির আধুনিক চিত্রেরও অভাব নাই। ভিতরের লম্বা হলের (hall) যে অংশটি গির্জ্জাঘরের nave বা মধ্যভাগ সদৃশ, সেখানেও অনন্ত-শয্যা, সীতার বিবাহ ও পৌরাণিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির চিত্র রহিয়াছে। হলটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত; ইহার মধ্যাংশের সম্মুখেই রত্নবেদী। এ স্থানটি এরূপ অন্ধকার যে, বেদীর উপর কোন কারুকার্য্য আছে কি না কিছুই বুঝা গেল না। প্রস্তর-ক্ষোদিত যে সকল পুরাতন চিত্র মন্দির মধ্যে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার উপর সযত্নে চূণকাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝের এই সুবৃহৎ ঘরটি চওড়ায় ১৭ ফিট্ হইবে এবং পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠদ্বয়ের প্রশস্ততা ৮ ফিট্ ৭ ইঞ্চি করিয়া (১৯)।

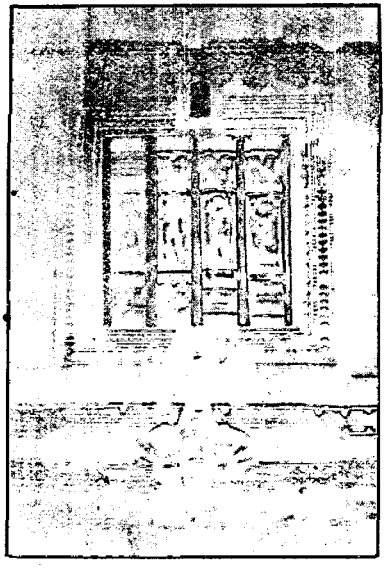
গুণ্ডিচার ভোগমন্দিরের একটু বিশেষত্ব আছে; ইহা আয়ত (oblong) আকৃতিবিশিষ্ট, অন্য মন্দিরের ভোগমণ্ডপের ন্যায় সমচতুষ্কোণ নহে। শ্রীমন্দিরের রত্নবেদী ও গুণ্ডিচা-বেদী উভয়েই উচ্চতায় ৪ ফিট্ মাত্র; কিন্তু দৈর্ঘ্যে পার্থক্য আছে; রত্নবেদী লম্বে ১৬ ফিট্, গুণ্ডিচা-বেদী কিন্তু ১৯ ফিটের কম নহে; উভয় বেদীই ষ্টিয়াটাইট (steatite) কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। গুণ্ডিচা-বাড়ীতে বেদীটি কিরূপ সম্মানিত হয় জানি না, তবে শ্রীমন্দিরের বেদী পবিত্রতায় বিগ্রহত্রয়ের সমতুল্য জ্ঞানে অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

গুণ্ডিচা-বাড়ী না কি জগন্নাথের বিলাস-গৃহ। কোথায় পড়িয়াছিলাম, "এতৎ ন গুণ্ডিচা-গৃহং" প্রভৃতি শ্লেষবাক্যে বিদগ্ধা-প্রণয়িনী

(১৯) Mittra's Antiquities of Orissa, Vol I. P. 138.

জগবন্ধুর কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং এখানে যে সম্ভোগ-চিত্র দেখা যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ গুলি পন্‌খের কাজ, তাহাও আবার পুরাতন নহে; শুনিতে পাই, প্রাচীনত্বে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসরের বেশী হইবে না। ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন (Les Monuments de L'Inde) নামক গ্রন্থপ্রণেতা ডাক্তার গুস্তাভ লে বঁ (Dr. Gustave le Bon) গুণ্ডিচা-বাড়ীর কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মতেও এই মন্দিরটি জগন্নাথ-মন্দিরের সমসময়েই নির্ম্মিত। মসিয়ে বঁ বলিয়াছেন, "পবিত্রতার হিসাবে জগন্নাথের মন্দিরের পরেই গুণ্ডিচা-গৃহের স্থান; কিন্তু এখানে প্রস্তরে ক্ষোদিত বা গৃহপ্রাচীরে নানাবর্ণে রঞ্জিত যে সকল চিত্র চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, অশ্লীলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও সেগুলি বাস্তবিকই অত্যন্ত কুৎসিত (particulierement hideuses); নিকটস্থ ভুবনেশ্বরের আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের সহিত তুলনা করিলে, এমন কি, পুরীর মন্দিরের কয়েকটি ক্ষোদিত দরজার সহিত মিলাইয়া দেখিলেও, এগুলি শিল্পকলার যে কি অত্যধিক অবনতি সূচিত করিতেছে, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। একই জাতিকর্ত্তৃক যে এরূপ নিতান্ত বিভিন্ন রকমের কারুকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সহজে স্বীকার করিতেও প্রবৃত্তি জন্মে না"। গুণ্ডিচা-বাড়ী সমুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত বলিয়া গুণ্ডিচা-গড় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। লে বঁ সাহেব নিজ পুস্তকে ভ্রমক্রমে 'গুণ্ডিচা-গড়ী' (Gundicha garhi) লিখিয়াছেন।

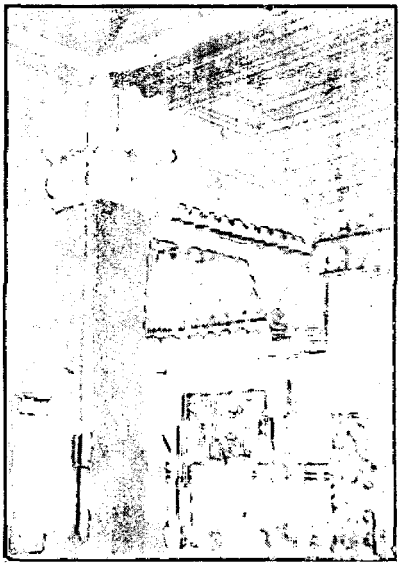
(চিত্র ৩৮)



গুণ্ডিচা গৃহের শিল্প-সৌন্দর্য্য।
(নিম্নে কীর্ত্তিমুখ)
[লে বঁ হইতে।]

[পৃঃ ১৩৬

(চিত্র ৩৯)



গুণ্ডিচা বাড়ীর অন্তর্দ্দেশ।
[লে বঁ হইতে।]

[পৃঃ ১৩৬

পুরীতীর্থের প্রাচীনত্ব।

পুরীধামের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, শুধু মন্দিরগাত্রস্থ ক্ষোদিত লিপিগুলির সাহায্য লইলে চলিবে না। কারণ, এ অনুসন্ধানে বড় জোর বর্ত্তমান দেউলেরই বয়স নির্ণয় করার সুবিধা হইতে পারে। উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে, এক ভাসমান অপৌরুষেয় দারু হইতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র, এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয় নির্ম্মিত হইয়াছিল (১)। অথর্ব্ব বেদে 'সিন্ধুমধ্যে প্লবমান' দারুর উল্লেখ আছে, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া, জগন্নাথদেব যে বৈদিক যুগ হইতে বিখ্যাত, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। অথর্ব্ব বেদে 'দারু' শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে—সে দারু কিন্তু প্লবমান বলিয়া বর্ণিত নহে (২)। রজ্জু, মৃত্তিকা ও মন্ত্রবাচক শব্দাদির সহিত উহা বন্ধন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে (৩)। পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে পুরুষোত্তম তীর্থের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মৎস্যপুরাণে পুরুষোত্তম তীর্থের কথা অন্ততঃ দুই বার উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম বিমলা পীঠ-প্রসঙ্গে—"গঙ্গায়াং (গয়ায়াং ?) মঙ্গলা নাম বিমলা

---

(১) অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়।

(২) Macdonell and Keith's Vedic Index, Vol. I. p. 353.

(৩) "If thou art bound in wood and if in a rope ; if thou art bound in the earth and if by a spell, may the house-holder's fire lead us up from that to the world of the well done." Whitney's Atharva Veda, Vol. I. P. 371.

পুরুষোত্তমে" (৪) ; এবং দ্বিতীয় বার বিভিন্ন হিন্দুতীর্থাদির তালিকার ভিতর "গোকর্ণং গজকর্ণঞ্চ তথা চ পুরুষোত্তমঃ। দ্বারকা কৃষ্ণতীর্থঞ্চ তথার্ব্বুদসরস্বতী" (৫)॥

মৎস্যপুরাণ – বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী। মাৎস্যে মৌর্য্য সম্রাট্‌গণের বংশাবলীর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

অনুমান ১৮৫ খৃষ্টাব্দে মৌর্য্যবংশের অবসান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার ও ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, মৎস্যপুরাণ সম্ভবতঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পাদে সম্পাদিত হইয়া থাকিবে (৬), ইহার পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ না করিলে বিমলা দেবীর, তথা পুরুষোত্তমক্ষেত্রের উল্লেখ মৎস্যপুরাণে দেখা যাইত না। শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার বিভিন্ন পুরাণাদির প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পরীক্ষায় যথেষ্ট সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি কোনও এক রাজবংশের (৭) রাজ্যবিস্তৃতি-জ্ঞাপক কয়েকটি শ্লোক তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরাণে এই অংশে 'অন্ধ্র' দেশের পরিবর্ত্তে 'ওড্র' দেশ এবং চম্পা নগরীর পরিবর্ত্তে "সমুদ্রতট-পুরী" লিখিত আছে ; সুতরাং এই গ্রন্থ রচনাকালে "পুরী" নগর যে সুপরিচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পার্জ্জিটার সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণ গুপ্তাব্দের বহু পরবর্ত্তী কালে রচিত নহে, সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী অবসান হইবার পূর্ব্বেই গ্রন্থের এই অংশ সমাপ্ত

(৪) মৎস্যপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩ অধ্যায়, ৩৫।

(৫) মাৎস্য, ২২ অধ্যায় ৩৮ শ্লোক।

(৬) Pargiter's Dynasties of the Kali Age, Intro. XIII.

(৭) "The Dwaraksitas will enjoy the Kosalas, Andhras (Vs. Odras) and Pandavas, the Tamraliptas and coast folk and the charming city of Champa."

হইয়া থাকিবে (৮)। স্বর্গগত উইলসন্ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মপুরাণের কয়েক অধ্যায়ে কৃষ্ণকে জগন্নাথরূপে উপাসনা করার কথা লিখিত আছে। উইলসন্ ব্রহ্মপুরাণ ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন (৯)। এই পুরাণের একখানি পুথিতে 'জগন্নাথ' ও 'কোণাদিত্য' এই দুইটি দেবতার মন্দিরের অনতিদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল (১০)। কোনারক মন্দির যে ত্রয়োদশ শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, তাহা এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃঃ ২৮৫) "শ্রীক্ষেত্র" বিষয়ক প্রবন্ধে বিষ্ণুজামল, রুদ্রজামল প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থোক্ত শ্রীক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। রুদ্রজামলের উত্তরতন্ত্রে "ভৈরবী-ভৈরবসংবাদ" বিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশত্তম ও পঞ্চচত্বারিংশত্তম পটলে 'জগন্নাথ, নামের দুইবার উল্লেখ দেখা যায়,—

"মহাকন্দবাসী মহানন্দবাসী পুরগ্রামবাসী মহাপীঠদেশা।
জগন্নাথ (sic) বক্ষঃস্থলস্থো বরেণ্যো বৃতানন্দকর্ত্তা শিবানন্দ কর্ত্রী।" (১১)
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবঃ শম্ভোঃ ষট্‌শিবাঃ ষট্‌প্রকাশকাঃ।
* * *
এতেষাং স্তবনং কুর্য্যাৎ পরদেবসমন্বিতং।
এতৎ প্রকারকরণে যশ্চ প্রত্যহমাগুগঃ।

---

(৮) বিষ্ণুপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। ৩০০ খৃষ্টাব্দে রচিত "মিলিন্দ পঞ্‌হো" গ্রন্থেও পুরাণাদির উল্লেখ আছে।

Pargiter, Op. Cit. Contemporary Dynasties of the Early 4th Century pp. 73-74.

(৯) J. R. A. S. Vol. V. p. 65.

(১০) Wilson's Vishnu Purana, Pref. XVII.

(১১) Ed. Rasikamohana Chattopadhyaya, Calcutta. P. 87.

ক্রিয়ানিবিষ্টঃ সর্ব্বত্র ভাবনাগ্রহরূপধৃক্।
স পশ্যতি জগন্নাথং কমলোরুগতং হরিং॥ (১২)

এই দুইটি শ্লোকে উৎকল বা ওড্রদেশের কিম্বা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের কোন উল্লেখ নাই। প্রথমোক্ত শ্লোকটিতে বিমলা-পীঠ সম্বন্ধে কোনও ঈঙ্গিত আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শেষোক্ত শ্লোকে শৈবোপাসনা সাহায্যে জগন্নাথরূপ হরির দর্শন বিষয়ে নির্দ্দেশ থাকার কথাই বুঝা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় তন্ত্রযামল হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভারতে চোৎকলে দেশে ভূস্বর্গে পুরুষোত্তমে।
দারুরূপী জগন্নাথো ভক্তানামভয়প্রদঃ॥" (১৩)

তন্ত্রশাস্ত্র আধুনিক, কেহ কেহ এ কথা বলিয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "তন্ত্রের প্রাচীনতা" প্রবন্ধে এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কূর্ম্মপুরাণে তন্ত্রযামল এবং করাল ও ভৈরবাদি তন্ত্রগ্রন্থ বামমার্গাবলম্বী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১৪)। কূর্ম্মপুরাণ আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে বা তৎপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, সুতরাং তন্ত্রযামলে শ্রীক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-বিষয়ক এই উল্লেখের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। স্কন্দ, ব্রহ্মাণ্ড, শিব প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণাদির অন্তর্গত উৎকলের যে সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক তীর্থমাহাত্ম্য দেখা যায়, সেগুলির অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে ইহার মধ্যে কোনটিই দশম

(১২) Ibid.
(১৩) নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ পৃঃ ৮।
(১৪) Arthur Avalon's Principles of Tantra, Introd. XL. VII.

শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত নহে (১৫)। উৎকলখণ্ড স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত। ব্রহ্মপুরাণ ব্যতীত এই গ্রন্থখানিই জগন্নাথের উপাসনা-বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য বিবরণাদির জন্য আদৃত হইয়া থাকে। বিশ্বকোষ গ্রন্থে 'জগন্নাথ' প্রবন্ধে সাত শত বৎসরের হাতের লেখা উৎকল-খণ্ড পুথি প্রাপ্ত হওয়ার কথা দেখিতে পাই (১৬)। মূল স্কন্দপুরাণ সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট স্মিথ তদ্রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে, গুপ্তাক্ষরে লিখিত সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি বঙ্গদেশীয় পুথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। বয়স হিসাবে এই দুইখানি পুথির মধ্যে কোনখানিই মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের 'মাহাত্ম্য ও তৎসংক্রান্ত পুরাণাদি' বিষয়ক মত অপ্রমাণিত করিতেছে না। মোটের উপর ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি-লিখিত প্রমাণ হইতে অনায়াসেই বলা যায় যে, পুরীতীর্থ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

(১৫) "মাহাত্ম্য" সংক্রান্ত পুরাণেও অমরকোষ-বর্ণিত পাঁচটি লক্ষণ পাওয়া যায় না, সুতরাং উহাও ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত। (M. Chakravarty's Language and Literature of Orissa, J. A. S. B. 1897, pp. 332-333)

(১৬) 'জ' বর্গ পৃঃ ৫৭৫।

(১৭) Early History of India p. 22.

শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্ত।

উৎকলরাজ যযাতিকেশরীর রাজত্বকালে জগন্নাথের মন্দির প্রথম নির্ম্মিত হয়—মাদলা পঞ্জীতে এইরূপই বর্ণিত আছে। ক্ষোদিত লিপি প্রভৃতির বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গঙ্গাবংশীয় রাজা চোড়গঙ্গদেব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বা উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের উত্তর-দ্বারের সম্মুখস্থিত তিরমল-মন্দিরে রাজা চতুর্থ নৃসিংহদেবের যে তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে,তাহা হইতে, পুরুষোত্তমের মন্দির যে গঙ্গেশ্বর বা রাজা অনন্তবর্ম্মণ চোড়গঙ্গদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় (২)।

"প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতি কো নাম কর্ত্তুং
ক্ষমঃ তস্যেত্যাদি নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেথ গঙ্গেশ্বরঃ

* * * *

নির্বিণ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ প্রমুদিতস্তদ্ধাম-
লাভাদ্রমাপ্যেতদ্ভর্ত্তৃগৃহং বরং
পিতৃগৃহাৎ প্রাপ্য প্রমোদান্বিতা।"—

অর্থাৎ পুরুষোত্তমের এরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন, পূর্ব্বে এরূপ কোন্ রাজারই বা নামোল্লেখ করা যাইতে পারে? প্রথম রাজগণ কর্ত্তৃক অনারব্ধ এ মন্দির গঙ্গেশ্বরই নির্ম্মাণ করেন। * * * নির্ব্বেদযুক্ত (আত্মগ্লানিযুক্ত) দেব পুরুষোত্তম এই নবগৃহ

(১) তালপত্রে লিখিত শ্রীমন্দিরের ইতিহাস।
(২) J. A. S. B. LXIV, 1895, p. 139.

প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রমোদান্বিতা লক্ষ্মী দেবীও পিতৃগৃহ হইতে শ্রেষ্ঠতর ভর্ত্তার এই নূতন গৃহেরই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন।

রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের ১২১৭ শকের কেন্দুপাটল তাম্রপট্টে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি প্রায় অবিকল লিখিত আছে (৩); সুতরাং এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বর্ত্তমানে শুধু মাদলা পঞ্জীর উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, কেশরীরাজ যযাতি কিম্বা "অনিয়ঙ্ক" ভীমদেবকে মন্দির-নির্ম্মাতা বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। সম্ভবতঃ অনঙ্গভীমদেব উত্তরকালে প্রাচীর ও পার্শ্বস্থিত মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ করিয়া, মন্দিরের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামের সহিত এ প্রখ্যাতি বিজড়িত হইয়া থাকিবে। বিগ্রহের পূজা ও সেবা-পদ্ধতিও সম্ভবতঃ তাঁহারই আমলে যথারীতি প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল (৪)।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কৃত 'সেতুবন্ধযাত্রা' গ্রন্থে (৫) এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরিকৃত 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ' নামক পুস্তকে (৬) উক্ত হইয়াছে যে জগন্নাথ-মন্দিরের গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ আছে,—

"শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে
প্রাসাদং কারয়ামাস অনঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় শেষ পঙ্‌ক্তির "প্রাসাদঃ কারিতোঽনঙ্গ ভীমদেবেন ধীমতা" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। লিপিটি নাকি রত্নবেদীর পশ্চাতে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে গৃহীত ছাপ

(৩) J. A. S. B. Vol. LXV, 1896, p. 240.
(৪) J. A. S. B. 1895. p. 135, No. 2.
(৫) পৃঃ ৫৭।
(৬) পৃঃ ২০১।

হইতে ইহার কোনও প্রতিলিপি প্রকাশিত হয় নাই। প্রবাদমতে ১১৩১ শকাব্দে রাজা অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। পরমংশ (পরমহংস) রাজপেয়ীর হস্তে মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও নির্ম্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই, এ কথা মন্দিরগাত্রে শিলাখণ্ডেও ক্ষোদিত আছে; কিন্তু আমরা কিছু দেখিতে পাই নাই এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে আবেদন করিয়াও শ্রীমন্দিরের শিলালিপি সম্বন্ধে অধিক কিছু অবগত হইতে পারি নাই। স্থানীয় প্রবাদাদির উপর নির্ভর করিতে গেলে যে কিরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হয়, তাহা স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায় (৭)। তিনি লিখিয়াছেন যে, রাজা অনঙ্গভীম ৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বালুকারাশি সরাইয়া তিনিই ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ-মন্দির আবিষ্কার করেন (৮)। তাঁহার আমল হইতেই মাদলা পঞ্জী লেখা সুরু হয়। অনঙ্গভীমের রাজত্বকাল যে ১১৯২ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, তাহা সন্তোষ-জনকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এফ্, এফ্ আরবুথনট্ ও সার্ আর, এফ, বার্টন কর্ত্তৃক অনূদিত 'অনঙ্গরঙ্গ' পুস্তকের ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকায় জগন্নাথ-মন্দিরের 'মণিকোঠা' (sanctuary) মধ্যে অবস্থিত রাজা অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক ১০৯৪ শকাব্দে (১১৭২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমন্দির নির্ম্মাণবিষয়ক যে শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক পাঠের ফল, সন্দেহ নাই (৯)।

ডাঃ কীলহর্ণ (Kielhorn) ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত গয়ার

(৭) The History of Pcoree, p. 19.
(৮) Ibid p. 10.
(৯) Ananga Ranga, Introd p. IX, Ed. Carrington, Paris.

গোবিন্দপুর লিপির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, (১০) তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মনোরথ নামে এক ব্যক্তি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র দর্শন করিতে আসিয়া, চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে পারাবার-তটে যথেষ্ট দান-ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। লিপিখানি মনোরথের পুত্র গঙ্গাধর কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। স্বর্গগত ডাঃ ব্লক সাহেব বলিয়াছেন, (১১) মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিরূপণ বিষয়ে এ লিপি সেরূপ মূল্যবান্ বিবেচিত হউক বা না হউক, ইহা হইতে অপর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। জগন্নাথ যে স্থানীয় কোনও সূর্য্যদেবতা হইতে উদ্ভূত (seinem ur-sprung nach eine lokale Form des Sonnengottes ist) তাহার নিশানা এই গোবিন্দপুর লিপিতেই পাওয়া গিয়াছে। যে মনোরথ পুরীতে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ—'মগ' (Magi) বংশোদ্ভূত। শকদ্বীপ বা (Scythia) হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মগধে আসিয়া মধ্যযুগে বসবাস করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার সমুদ্রতটে (অর্কক্ষেত্রে) যে

---

(১০) গত্বা শ্রীপুরুষোত্তমং (ভগ) বয়োরূপদ্য প্রতিষ্ঠাপদং
পারাবার তটে পটীয়সি লসচ্চন্দ্র গ্রহানেঽসি।
সর্ব্বস্বং বিততার তর্পিতপিতৃস্তোমঃ করোল্লাসিভি-
স্তোয়ৈর্যঃ পিহিতস্য পর্বণি বিধোঃ সাহায্যমাপ ক্ষণং।

"Pleasing with his good fortune and youth and a person of good renown. Manoratha went to the sacred Purushottama, and on the noisy shore of the sea, gave away his wealth in charity at the time of an eclipse of the bright moon and gladdening his ancestors with the water thrown from his hands, he for a moment obtained the fellowship of the moon, eclipsed at full-moon time".—Ep. Ind. Vol II. p. 339.

(১১) Z. D. M. G. Vol. 64, p. 736.

সূর্য্যোপাসনা অদ্যাপি প্রচলিত আছে,সে কথাও আচার্য্য ব্লক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী (১১০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত) একখানি লিপিতে মালবরাজ লক্ষ্মদেবের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে 'পুরুষোত্তম' শব্দের উল্লেখ আছে দেখা যায় (১২)। উড়িষ্যার পুরাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে, মন্দিরটি ১০৮৫-৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল (১৩)। স্বর্গীয় পণ্ডিতের এই মতই সাধারণ্যে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, কূর্ম্মবেধ প্রভৃতি মন্দিরের বিভিন্ন অংশগুলি কিন্তু একই সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই।

মাদলা পঞ্জীর বর্ণনা মতে ভোগমণ্ডপ পুরুষোত্তমদেবের রাজত্ব-কালে (১৪৬৯—৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাটমন্দির নির্ম্মাণের প্রকৃত সময় নির্ণয় করা কঠিন। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ের মতে শ্রীমন্দির ১১০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

অলিন্দের সম্মুখভাগে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের (১৪৯৭ হইতে ১৫৩৯—৪০ খৃষ্টাব্দ) ও গোবিন্দ বিদ্যাধরদেবের (১৫৪১—২ হইতে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ) সময়ের শিলালিপি সংলগ্ন আছে শুনা গেল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যে জগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বস্থ ক্ষোদিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন (১৪)। ইহার মধ্যে গোবিন্দ বিদ্যাধরদেবের উল্লেখ দেখিলাম না। প্রতাপপুরুষোত্তমদেব (১৪৬৯—১৪৯৭),

(১২) M. Chakravarti, Jagannatha Tample in Puri J. A. S. B. 1898, p. 330. এই লিপিতে কলিঙ্গ জয়ের পরেই রাজাকে পুরুষোত্তম-দেবের সহিত তুলিত করা হইয়াছে। Ep. Ind. Vol. II. p. 187.

(১৩) J. A. S. B. 1898, p. 328.

(১৪) Antiquities of Orissa, Vol. II. 165-167.

প্রতাপকপিলেশ্বরদেব (১৪৩৪—১৪৭০) ও প্রতাপরুদ্রদেবের যে সকল শিলালিপি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটির সার মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল। রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, এই স্থলে প্রতাপইন্দ্রদেবেরও একখানি লিপি রহিয়াছে; কিন্তু তাহার সন ও তারিখ ব্যতীত আর কোনও অংশই পাঠযোগ্য নহে। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর জয়া-বিজয়া দ্বারের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থ যে দ্বাদশখানি লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কপিলেশ্বরদেব, পুরুষোত্তমদেব (১৪৬৯-৯৭), প্রতাপরুদ্রদেব ও মানগোবিন্দ গোবিন্দদেব (১৫৪২-৪৯) কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লিপি-সমূহের পরিচয় পাওয়া যায় (১৫)। পূর্ব্বোক্ত লিপির মধ্যে কয়েকখানি ইহারই অন্তর্গত।

জগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ ধারের লিপিগুলির মধ্যে প্রথমটিতে রাজা প্রতাপপুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবের উদ্দেশে আটখানি দন্তরত্ন (হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত) পালঙ্ক, রত্নকলস, বংশী, শিঙ্গা, অষ্টসংখ্যক স্বর্ণ ছড়ি, ১৮টি রত্ন-ব্যজনী, রত্ন-"কাণ ফুল"-"মেরুগর্ভ", বাউটি তিন জোড়া, ৩টি স্বর্ণখচিত চামর, "শ্রীসোণাপাগ" (জরীর পাগড়ী?) প্রভৃতি দানের কথা উল্লিখিত আছে। রাজা এই সকল দ্রব্য "শ্রীপুরুষোত্তম-কটকে" অবস্থান-কালেই যে দান করিয়াছিলেন, তাহা লিপি হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। লিপিখানির সন-তারিখের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। লিপি-বর্ণিত গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাট-কলবরকেশ্বর প্রভৃতি রাজোপাধি রাজা কপিলেশ্বরদেবের শিলালিপিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) J. A. S. B. 1893. p. 88.

কলবরক বোধ হয় কোলবর্গারই প্রাচীন নাম। ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ইহাই অভিমত। আমাদিগের গৌড়দেশ যখন উড়িষ্যা-রাজগণের নামমাত্র অধীনতাও স্বীকার করিত না, তখন পর্য্যন্তও উড়িষ্যারাজ গৌড়াধিপতি উপাধির মোহ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। • ইংলণ্ডের ইতিহাসেও ষ্টুয়ার্ট রাজগণের এইরূপ ফরাসী-দেশাধিপতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্বকালের বিংশতি বর্ষে কেলাই খুটিয়া নামক ভাস্কর কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রাজা বিজয়-গৌরবে মল্লিক-পরিখা হইতে কটক হইয়া, পুরুষোত্তম দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, যখন জগবন্ধুর বীরমুনহি ভোগ প্রদত্ত হয়, সেই সময়ে কোটঘরের সামন্ত 'পড়িছা' মহাপাত্র রঘুদেয়ান ও নরেন্দ্র জনাইকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন যে, আমি পুরুষোত্তমের সেবায় পুণ্ডরীক গোপ (গ্রাম) উৎসর্গ করিলাম। যে ইহা লঙ্ঘন করিবে, সে জগন্নাথ-দ্রোহীরূপে বিবেচিত হইবে। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহার যে বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, রাজা গ্রাম উৎসর্গ না করিয়া, উক্ত "পুণ্ডরীক্ষ গোপ"গ্রাম জাত সাড়ী দিলেন ("সাড়ী দেলি")। স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন "the Sari cloth known as Pundariksha Gopa." চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে এ লিপিখানির তারিখ ১২ই এপ্রিল ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ। তৃতীয় শিলাখণ্ডটি কপিলেশ্বরদেবের রাজত্বকালের অষ্টত্রিংশৎ বর্ষে ক্ষোদিত হইয়াছিল। লিপিতে লিখিত আছে যে, পুরুষোত্তম-কটকে দক্ষিণ দ্বারে "মাজনা" মণ্ডপে (স্নান-মন্দিরে) মহারাজা নিজ সম্মুখে এই আদেশ ক্ষোদিত করাইলেন,—"জগন্নাথ, তুমি ত আমার বাহু

অভ্যন্তর" সকল তত্ত্বই অবগত আছ। আমার "রত্ন পদার্থ" যাহা আছে, সকলই তোমার। আমার ধন যশঃ যাহা কিছু আছে, আমি সে সকলই এই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে যথাসাধ্য অর্পণ করিব। তুমি অনুগ্রহ করিও। এ সকল কিছুই আমার নহে।"

চতুর্থ লিপিখানি প্রতাপপুরুষোত্তমদেবের নিজ রাজ্যের ঊনবিংশতি বর্ষে ক্ষোদিত। ইহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"উড়িষ্যার রাজগণ শান্তিপুর কটকস্থ ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি কখনও অপহরণ করেন নাই। এই আদেশ স্মরণ রাখিলে ব্রাহ্মণগণ অপকর্ম্ম করিবে না। সকলে যেন এ কথা স্মরণ রাখিয়া এ আদেশ পালন করে।" রাজা পুরুষোত্তমদেবের দ্বিজভক্তির পরিচয় আর একখানি লিপিতেও পাওয়া যায় (১৬)। ইহা তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ২০শে নবেম্বর ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত। এ লিপিতে ব্রাহ্মণদিগের দেয় চৌকি-দারী টেক্স ('দণ্ডো আসি ওহোর') একবারে মাপ করা হইয়াছে এবং পতিত ও গোচারণ জমি-খাসে আনা একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (১৭) বাম পার্শ্বের লিপিগুলির প্রথম দুইখানির

(১৬) বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, সুপণ্ডিত সার্ ই, এ, গেইট কুঠারাকৃতি তাম্রফলকে লিখিত যে লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া 'ভারতবর্ষ' এবং 'বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক (J.B.O.R.S.) পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও রাজা পুরুষোত্তমদেবের ব্রাহ্মণভক্তির পরিচায়ক।

ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি নিজ রাজত্বকালের পঞ্চবিংশতিতম বৎসরে পোতেশ্বর নামক ব্রাহ্মণকে পুরুষোত্তমপুর শাসনে ১৪০৮ বাটী ভূমিদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গেইট মহোদয় অনুমান করিয়াছেন, লৌহ ব্যবহৃত হইবার পরবর্ত্তী কালে মানবসভ্যতার পূর্ব্বতন যুগের তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রাদি গার্হস্থ্য কার্য্যাদিতে প্রযুক্ত না হইলেও যে এই প্রকার আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, এই কুঠারফলকখানিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(১৭) J. A. S. B. 1893 p. 91.

অর্থোদ্ভেদ সম্ভব হয় নাই। প্রথমখানিতে মাদলা পঞ্জীতে উল্লিখিত রাজা ত্রিশোনাদেবের নাম পাওয়া যায়। তৃতীয় লিপি বেশ কৌতূহলজনক। ইহা প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে উৎকীর্ণ। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের মতে লিপিখানি কপিলেশ্বরদেবের রাজ্যের চতুর্থ অঙ্কে ৯ই ডিসেম্বর ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। এই পাঠই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ইহাতে রাজা পরমেশ্বর জগন্নাথের দর্শন সময়ে মহাপাত্রগণ ও মহাসেনাপতি পট্টনায়ক দামোদর ও ভোগ পড়িছা (Examinar of the Lord's Larder) অগ্নিশর্ম্মা, "মুদ্রা হস্ত" (Keeper of the Royal Seal) প্রভৃতির গোচরে মন্দির-দ্বারে এই আদেশ ক্ষোদিত করাইলেন যে, "আমি অদ্য হইতে উড়িষ্যা রাজ্যে "লোন কউড়ি (লবণ ও কৌড়ির উপর শুল্ক) মূল কর" ছাড়িলাম, ছাড়িলাম, ছাড়িলাম। এ আদেশ যে লঙ্ঘন করিবে, সে জগন্নাথ-দ্রোহী হইবে।" এই 'শুল্ক' উঠাইয়া দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে, রাজা কপিলেশ্বরদেব পূর্ব্বে রাজমন্ত্রী মাত্র ছিলেন; পরে তৎকালীন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন লাভ করেন; সুতরাং তিনি লোকপ্রিয় হওয়ার উদ্দেশে যে এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

চতুর্থ লিপিতে উক্ত রাজার রাজত্ব-কালের পঞ্চম বর্ষে ১৪ই ডিসেম্বর ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে হীরক, মরকত-মুক্তাদিখচিত রত্নালঙ্কারাদি দানের উল্লেখ আছে। লিপির বর্ণনা-মত রাজা পট্টনায়ক (প্রধান সেনাপতি) দামোদর, মহাপাত্র কাশী-বিদ্যাধর, মহাপাত্র লখন (লক্ষণ) পুরোহিত, মহাপাত্র গোপীনাথ মঙ্গরাজ প্রভৃতির সম্মুখে 'তোঢর' (তোড়া বা 'পাটা' waist

ornament) উতুরি বা বক্ষের অলঙ্কার (breast ornament) 'যাউনি' (কর্ণভূষণ), সুবর্ণের পাদপলব (golden feet) 'নানানাএক' মণিরত্নখচিত 'বাহুটি জোড়া' প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। (১৮) বাম ভাগের পঞ্চম লিপিখানির একটু বিশেষত্ব আছে। এই লেখের ন্যায় হৃদয়ের সরল অভিব্যক্তি কঠিন শিলাপট্টে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্বের পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষকালে ক্ষোদিত। রাজা সামন্তগণের অকৃতজ্ঞ ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাকতায় মর্ম্মাহত হইয়া বলিতেছেন, 'আমি এখন হইতে যত সামন্তকে পাইব, সকলেরই প্রতি দাসের ন্যায় ব্যবহার করিব। আমি রাজা হইয়া অবধি বাল্য-কাল হইতে তাহাদিগকে পোষণ করিতেছি; এখন তাহারা আমাকে সকলে ত্যাগ করিল (১৯)। আমি সকলের প্রতি বিহিত ব্যবহার করিব। নীলগিরীশ্বর জগন্নাথ—আমার "দোষ অদোষ" তুমিই বিচার কর।

ষষ্ঠ লিপিখানি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের পঞ্চম বর্ষে ১৭ই জুলাই ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত। মহারাজা আদেশ করিতেছেন যে, বড়ঠাকুর (বলরামদেবের) 'ভোগ-বেলায়' গীতগোবিন্দ গীত হইবে। সন্ধ্যাকালে ধূপদান হইতে "বড়শিঙ্গার" (শৃঙ্গার) পর্য্যন্ত এই গীতই চলিতে থাকিবে। ঠাকুর নিদ্রাগত হইলে তৈলঙ্গী ("তেলেগী") গায়কগণ কপিলেশ্বর ঠাকুরের "খিল" গীতাদি

---

(১৮) J. A. S. B. 1893 pp. 93—94

(১৯) "রাজধিলা বালকালু পোষি আনিলি এখানে মোতে সবুহেঁ ছাড়িলে"। 'সবুহেঁর স্থানে রাজা রাজেন্দ্রলাল কৃত 'সমুদ্রে' পাঠ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। ঐ লিপির তারিখ ২৫শে এপ্রিল ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দ।

গান করিবে। তাহাদিগকেও গীতগোবিন্দ গান শিখিতে হইবে। তাহারা ইহা ব্যতীত অন্য গান করিবে না বা অন্য নাটকাদি অভিনয় করিবে না। ঊনপঞ্চাশ জন বৈরাগী আছে, তাহারাও কেবল গীতগোবিন্দের সঙ্গীতাদি গান করিবে। তাহাদিগের নিকট অশিক্ষিতেরা ইহাই তাল-লয়-মানে গান করিতে শিখিবে, অপর কিছুই শিখিতে পাইবে না। যে "পড়িছা" (মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী) এই আদেশ পালন না করিয়া, অন্য "গীতনাট" করাইবে, সে জগন্নাথ-দ্রোহী বিবেচিত হইবে। কেন্দুবিল্বের ভক্ত কবি জীবিত-কালে বৈষ্ণবের প্রধানতম ধর্ম্মমন্দিরে ইহা অপেক্ষা নিজ-রচিত কাব্যের অধিকতর সম্মান প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কথিত আছে, জয়দেব (২০) কবি জীবনের শেষ কয় বৎসর পুরুষোত্তমধামেই অতিবাহিত করেন।

সপ্তম লিপিটি মহারাজ প্রতাপইন্দ্রদেবের রাজত্বকালে লিখিত, রাজার নাম, উপাধি ও সন-তারিখ ব্যতীত ইহার অবশিষ্ট অংশ অন্ধকারে পাঠযোগ্য নহে। আমরা এক দিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে ~~দিয়াছিলাম~~। বিদেশী যাত্রীর পক্ষে মন্দিরমধ্যে যথেষ্ট আলোকের ব্যবস্থা করা সহজ নহে; এই কারণে আমাদিগের সহিত যে দুই জন অভিজ্ঞ যাত্রী ছিলেন, তাঁহাদিগের লিপিগুলি পরীক্ষা করার কোনও সুযোগ ঘটে নাই।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি যে, দেওয়ালের গায়ে ক্ষোদিত

---

(২০) জয়দেব যে রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক, "জয়দেব" নাটকের কৃপায় অনেক থিয়েটার-দর্শকই তাহা অবগত আছেন। রাজা লক্ষ্মণসেন দেব ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ১১৭০—৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।—J. A. S. B. Vol. IX, No 7. 1913.

লিপিগুলির অধিকাংশই পাণ্ডাগণের কৃপায় চূণ-বালির "পলস্তরায়" ঢাকা পড়িয়াছে। কালক্রমে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরেও প্রাচীন লেখমালার কতকাংশের এইরূপ সদ্ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীমন্দিরের পূজাপদ্ধতি ও চৈতন্যদেব।

রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গক্রমে নিজ গ্রন্থে (১) লিখিয়াছেন যে, মানবীয় ধর্ম্মারোপজনিত (anthropomorphic) পূজা-পদ্ধতি চৈতন্যদেবের প্রভাবেই জগন্নাথ-মন্দিরে প্রথম অনুস্যূত হয়। ইহার পূর্ব্বে সাধারণ মানবের ন্যায় জগবন্ধুর ভোজন, শয়ন, শৃঙ্গারবেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল না। চৈতন্যদেব ১৫১১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত জীবনের শেষ অংশ পুরী ও বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। (২) তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সমসাময়িক। প্রতাপরুদ্রদেব যে, গীতগোবিন্দের গীতাদির প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শিলালিপিতেই প্রকাশ; সুতরাং চৈতন্যদেবের চেষ্টাতেই যে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, রাজা রাজেন্দ্রলালের এই উক্তি কল্পনা

---

(১) "With the co-operation of the Rajah he caused mystic songs of Jaya deva to be sung as a part of the daily service and gave such a turn to the ritual as to make it thoroughly anthropomorphic." Antiquites of Orissa Vol II. p. 110.

(২) "২৪ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর ২৪ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমনামামৃতে ভাসাল সকলে॥"
—চৈতন্য-চরিতামৃত।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃঃ।

মাত্র নহে। কথিত আছে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে একদা চৈতন্যদেব নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া রথের অগ্রে অগ্রে নাচিতে নাচিতে গমন করিয়াছিলেন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাসি, তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥" (৩)

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রথের সম্মুখে বেড়া সঙ্কীর্ত্তনের তিনিই সৃষ্টি করেন (৪) এবং রথাগ্রে যে কীর্ত্তন-পদ্ধতি দৃষ্ট হয়, তাহাও নাকি মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। (৫)

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর

---

(৩) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পৃঃ ২৭০, 'বসুমতী' সংস্করণ। যিনি কৌমারে আমার মনোহরণ করিয়াছিলেন, তিনি এখনও আমার প্রণয়ী; আজি সেই চৈত্র রাত্রি, বায়ু, মালতী ও কদম্ব-সৌরভে পূর্ব্বেরই ন্যায় আকুল, আমিও পূর্ব্বেরই ন্যায় রহিয়াছি; তথাপি নর্ম্মদা (রেবা) তটে বেতসী-তরুতলে যৌবনের সেই সুখপ্রসঙ্গের জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। শ্লোকটি শীলা ভট্টারিকা নাম্নী কোনও স্ত্রী-কবি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রকাশ।—সাহিত্য-দর্পণ, পণ্ডিত দুর্গাদাস দ্বিবেদী সম্পাদিত, বোম্বাই সংস্করণ, পৃঃ ১৪ ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। দেহজ প্রেমের অভিব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বে কিরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হইত, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজা রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন,—"But Chaitanya Llooed upon the divinity as an object of love, and evinced for him the same feeling which a human lover entertains for his mistress."

(৪) পুরীতীর্থ, পৃঃ ৯৬।

(৫) শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু-লিখিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৫, পৃঃ ৬৬৬।

প্রভৃতি প্রভুর প্রধান সঙ্গী এবং স্বরূপ প্রভৃতি কীর্ত্তনিয়াদের নাম দেখা যায়। (৬)

চারি মহান্তের চারি সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন দেখিয়া উড়িয়া লোক 'চমৎকার' হইয়াছিল (৭)। উৎকলে সঙ্কীর্ত্তনের বহুল প্রচলন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাবে সংঘটিত হইলেও, রথ-সন্নিধানে মহোৎসব ও মঙ্গল-সঙ্গীতের ব্যবস্থা যে পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ উৎকল-খণ্ডেও ইহার উল্লখ দেখিতে পাই। জগন্নাথদেবকে হস্তে ধারণ করিয়া রথ প্রদক্ষিণকালে অনুষ্ঠিত "গীতমঙ্গল" প্রথা পরে রথযাত্রার 'বেড়াকীর্ত্তনে' পর্য্যবসিত হইয়াছিল ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় (৮)।

চৈতন্যদেবের স্মরণ-চিহ্নের মধ্যে স্থানীয় পাণ্ডাগণ প্রস্তরে ক্ষোদিত পদচিহ্নমাত্র দেখাইয়াছিল মনে আছে। মহাপুরুষগণ কাল-

---

(৬) "বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে ॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনিয়া গায়।
দিগ্বিদিক নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥"
(মধ্যলীলা, পৃঃ ১৭৬, বসুমতী সংস্করণ)।

চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর অপর সহযাত্রীদিগের নামের উল্লেখ আছে। (চৈ, ম, পৃঃ ১২৬)।

"বিষ্ণুপুরী সরস্বতী ব্রহ্মানন্দপুরী।
নৃসিংহ ভারতী জগন্নাথ রামগিরি ॥
এ সব চলিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
সংকীর্ত্তনানন্দে সবে গেলা সিংহদ্বারে ॥

(৭) চৈ, চ, বসুমতী সং। পৃঃ ১৬০।

(৮) "মহোৎসবং সমাসাদ্য গীতমঙ্গলমেব চ।
করে কৃত্বা জগন্নাথং ভ্রাময়িত্বা রথোত্তমম্।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ রথমধ্যে নিবেশয়েৎ।
(উ, খ, ৩৩ অধ্যায়, ৫০ শ্লোক, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৯৬)।

সৈকতে যে সকল পদচিহ্ন রাখিয়া যান, তাহার তুলনায় এ সকল নর-কল্পিত নিদর্শনগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। গরুড়স্তম্ভের গাত্রে তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শের ছাপ এবং প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রেমাশ্রুপতন-পূত একটি কুণ্ডও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রথম বার দেবদর্শনকালে চৈতন্যদেব এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে, আত্মবিস্মৃত হইয়া বেদীর উপর আরোহণ করিয়া জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন (৯)। মহাপ্রভু নিজের এই চপলতায় লজ্জিত হইয়া পরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ;—

"আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আমি আর প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥ (১০)

চৈতন্যদেব এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে দেখিতে পাই,—

"গরুড় পশ্চাতে রইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দেখি নীলাচলবাসী করে ধন্য ধন্য॥" (১১)

---

(৯) * * * *
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবারে॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেক পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।"
চৈ, ভা, পৃঃ ৩০১।

(১০) চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩০২।

(১১) সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৯৯।

এই গ্রন্থেরই এক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত রহিয়াছে,—

"সিংহদ্বারে প্রবেশিঞা গেলা অক্ষয় বটে।
নাটমন্দিরে রহিলা গরুড় নিকটে॥" (১২)

যিনি এরূপ ভক্তিমান্ ও শ্লাঘালেশহীন ছিলেন, জয়ানন্দ তাঁহারই মুখ দিয়া বলাইতে চাহিয়াছেন,—

"আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চৈতন্য জগন্নাথ।
যুগাবতার হেতু ব্রহ্মকুলে জাত॥"

মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র যে তাঁহাকে 'সচল জগন্নাথ' বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনা হইতেই যে এ সকল কথা উচ্চারণ করিবেন, তাহাতো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না (১৩)।

পাণ্ডাগণ কত কথাই বলিতেছিলেন। বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গলার (১৪) 'নিমাই'এর নাম তাঁহারা বেশ স্পর্দ্ধাভরেই উল্লেখ করিতেছিলেন; কিন্তু তখন আর আমাদিগের সে সুদীর্ঘ কাহিনী শুনিবারঅবকাশ ছিল না। শ্রীমন্দিরে চৈতন্যদেবের আরও কয়েকটি চিহ্ন আছে। 'বাড়ের' দক্ষিণ পার্শ্বের খাঁজ (niche) বা কুলুঙ্গীতে

---

(১২) চৈতন্যমঙ্গল, প্রকাশ খণ্ড, পৃঃ ১২৬।

(১৩) চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১০৩।

(১৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বাস করিতেন। তৎপূর্ব্বে তদ্বংশীয়গণ উৎকলের অন্তর্গত যাজপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে এ সকল কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। সে যাহা হউক, মহাপ্রভু যে naturalised বাঙ্গালী ছিলেন, এ কথায় বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না।

গণেশের সন্নিকটে যে মূর্ত্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীচৈতন্যেরই মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ। (১৫)

দক্ষিণদ্বারের সন্নিকটে, বাঙ্গালী ধাঁজে কাপড় পরা চৈতন্যদেবের যে 'ষড়্‌ভুজ' (১৬) মূর্ত্তি আছে, তাহা বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। সে 'কলেবর কৈশর নর্ত্তকবেশ', 'উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহ' দাঁড়াইয়া দেখিতে কাহার না ইচ্ছা করে? বঙ্গবাসীর চক্ষে এই সুন্দর মূর্ত্তিটি যে সুন্দরতর বলিয়া মনে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কথিত আছে, চৈতন্যদেব 'চন্দ্রকান্তে' (১৭) উচ্ছলিত সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গমালা দর্শন করিয়া যমুনাভ্রমে তাহাতে লম্ফ প্রদান করায় কোনারকের দিকে ভাসিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনান্ত হয় নাই। জনৈক ধীবর তাঁহাকে জালে করিয়া উত্তোলন করায়, সে বার তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। (১৮) কীর্ত্তন উপলক্ষে নাচিতে নাচিতে ইষ্টকখণ্ডে আঘাত লাগিয়া তাঁহার

---

(১৫) M. Ganguly's Orissa. p. 414.

(১৬) এই ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে—

"হেন কালে গৌড়চন্দ্র ষড়ভুজ হইলা।
সার্ব্বভৌমে কৃপা করি সমুখে রহিলা॥"

(১৭) "চন্দ্রকান্তে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
* * *
কোণার্কের দিকে প্রভু তরঙ্গে লঞা যায়।"

—চৈ. চ, অন্ত্যলীলা, ১৮ পরিচ্ছেদ, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৩।

(১৮) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পদতলে যে ক্ষত হইয়াছিল (১৯) সম্ভবতঃ তাহাতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

চৈতন্যদেব পুরীতীর্থে অষ্টাদশ বর্ষকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের উপদেশক্রমে রূপ গোস্বামী একবার পুরী অভিমুখে গমন করেন; পথে তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় নাটক লিখিবার কথা মনে হয়; ইহারই ফল 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব'। সে সময়ে সমগ্র উৎকলদেশ চৈতন্যদেবের পবিত্র প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

বৈষ্ণবগণ পরম সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা প্রেম ও ভক্তিপ্রভাবে 'দশা' প্রাপ্ত হইয়া বহু সৌন্দর্য্যময় অলৌকিক দৃশ্যাদি দর্শন করিয়া থাকেন, এ প্রবাদ ক্রমশঃ সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের আন্তরিক ধর্ম্মপ্রাণতা ও একাগ্রতার বিষয় অবগত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনেকেই এই নবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের পর হইতে, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল পর্য্যন্ত উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের আশানুরূপ বিস্তৃতি হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের উৎকলপ্রবাসী সহচরগণ যে কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন নাই, তাহা তথাকথিত নীচজাতীয়

---

(১৯) "আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।
* * *
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
* * *
মায়া-শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেল জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥"

চৈতন্যমঙ্গল, পৃ: ১৫০।

শ্যামানন্দ নামক একজন বৈষ্ণব সাধক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই, সোৎসাহে নামামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্যামানন্দের শিষ্যবর্গের মধ্যে উদ্ধব, অক্রূর, মধুবন, গোবিন্দ, জগন্নাথ, আনন্দনাথ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্যামানন্দ যখন শান্তশিলা নামক গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা রসিকমুরারী নামক উড়িষ্যাদেশীয় জনৈক সামন্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিন মধ্যেই রাজা রসিকমুরারী উৎকলের অভিজাত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গুরুস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জের রাজ-পরিবারে রসিকমুরারীর শিষ্যগণ অদ্যাপিও গুরু বলিয়া অভিনন্দিত হইয়া থাকেন। শ্যামানন্দের সময় উৎকলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যেরূপ বিস্তৃতি ঘটে, স্বয়ং চৈতন্যদেবের জীবনকালেও তাহা হয় নাই (২০)। শ্যামানন্দ শ্রীমন্দিরে চৈতন্যদেবের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও, তাঁহার প্রভাব চৈতন্যদেবের অনুষ্ঠিত পূজাপদ্ধতির সংস্কার অবিকৃতভাবে রক্ষা করিতে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের বিংশতি সংখ্যক 'বিলাসে' শ্যামানন্দ সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

"অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ।
যার কৃপায় উৎকলীয়া পাইল আনন্দ॥" (২১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথদেবের পূজা-পদ্ধতির সংস্কার করিয়া ও সঙ্কীর্ত্তনানন্দে পুরীতীর্থ মগ্ন করাইয়া যে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত

(২০) Rai Saheb D. C. Sen's Vaisnava literature of mediaeval Bengal, pp. 162-163.

(২১) Quoted in ibid. p. 15.

করিয়াছিলেন, তাহার স্থায়ী স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ, শুধু জগন্নাথ-মন্দিরে কেন, 'সমগ্র উৎকলদেশেই অসংখ্য চৈতন্যমূর্ত্তি' বিগ্রহরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। 'এই অঞ্চলে প্রধান প্রধান পল্লীতে জগন্নাথদেবের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবও পূজিত হইয়া থাকেন।' (২২)

রাজা রাজেন্দ্রলালের জীবিতাবস্থায় এরূপ আট শত সংখ্যক চৈতন্যদেবের মন্দির উড়িষ্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিল (২৩)। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁহার পারিষদগণের মধ্যে কেহ কেহ পুরীতেই অবস্থান করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে গদাধর পুরীতীর্থেই দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস পুরীতে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করেন। গদাধর ভাগবত গ্রন্থ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞরূপে পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যের স্বপ্নাদেশ মতে শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত ভাগবত গ্রন্থ (পুঁথি) পুরী আনীত হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন (২৪)। শ্রীনিবাস চৈতন্যের অবতাররূপে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি অথবা গদাধর শ্রীমন্দিরের সহিত যে বিশেষরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কালে শ্রীমন্দিরের পূজা-পদ্ধতিতে আর একবার পরিবর্ত্তন সংসাধিত হওয়ার কথা শুনা যায়, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন কত দূর স্থায়ী হইয়াছিল, বলিতে পারি না। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে

---

(২২) শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পুরী-তীর্থ', পৃঃ ১৮।

(২৩) "The memory of the reformer is held in the highest veneration and there are upwards of 800 temples devoted to his worship in Orissa."—Antiquities of Orissa, Vol. II.p. 111.

(২৪) Rai Saheb D. C. Sen's The Vaisnava literature of mediaeval Bengal, p. 89.

রাজা বীরকিশোরদেবের রাজ্যের ২৩ অঙ্কে মহারাষ্ট্রীয় 'বর্গি' চিন্নাবাবু উড়িষ্যা প্রদেশ অধিকার করেন। তাঁহার গুরু ব্রহ্মচারী-বাবা জগন্নাথদেবকে এরূপ অনেক দ্রব্য নিবেদন করিয়াছিলেন, যাহা পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে গ্রহণ করার পদ্ধতি ছিল না (২৫)। বর্গীদিগের এই গুরু-বাবাই মন্দিরের পশ্চিমস্থ দ্বার উন্মোচন করাইয়া দেন এবং কোনারকের মনোহর অরুণ-স্তম্ভটি তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে পুরীতে আনীত হইয়া সিংহদ্বার-সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২৫) Brij Kishore Ghose's The History of Pooree, pp. 67-68.

কোম্পানীর আমলে পুরীতীর্থ।

পুরীতীর্থের প্রাধান্য বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও যে কোন অংশে ন্যূন ছিল না—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত পাদরী ডাক্তার কেরী অনুমান করিয়াছিলেন যে, পুরীতীর্থে প্রতিবৎসর ন্যূনকল্পে অন্ততঃ দ্বাদশ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ডাঃ কেরী বলিয়াছেন, পুরুষোত্তমে বার মাসে তের পর্ব্ব এবং কোন বারেই যাত্রীর সংখ্যা এক লক্ষের কম হয় না; বরং কোন কোনও বার ছয় লক্ষও হইতে দেখা যায় (১)। এই সকল তীর্থদর্শকগণ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করে। আট শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী কাবুল হইতে, এমন কি, কান্দাহার (২) হইতেও যে যাত্রিগণ আসিয়া থাকে, এ কথা ডাঃ ক্লডিয়স বুকানান নামক খৃষ্টিয়ান মিসনারীর রচিত পুস্তকেই দেখা গিয়াছে। এই লেখক বলিয়াছেন 'নানা বর্ণের নানা জাতির লোক পুরুষোত্তম দর্শনে আসিত; জাতিবর্ণ-বিরহিত ব্যক্তিগণও যে না আসিত, এমন নহে'। (৩) ডাঃ বুকানান

(১) Periodical accounts of Baptist Mission, no. xxiii (quoted in 'An Apology for Promoting Christianity in India' by the Rev. Claudius Buchanan, London, 1813).

(২) প্রাচীন গান্ধার রাজ্য।

(৩) An Apology for Promoting Christianity containing two letters addressed to the Hon'ble the East India Company concerning the idol Juggernauth. p. 43.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী পরিদর্শক (Vice-Provost) ছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮১৩ খৃঃ অব্দের মে ও জুন মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নিকট ভারতে খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্রদ্বয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের কথাও আলোচিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ। মিসনারী-গণ এতদ্দেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনও রূপ কঠোর বা গ্লানিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের অসন্তোষ উৎপাদন করেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের তাহা অভিপ্রেত ছিল না। ধর্ম্মমত বিষয়ে উদার নৈতিক পন্থাবলম্বনের জন্য স্বয়ং প্রথম লর্ড মিণ্টোও অযথা আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই। (৪) ১৮০৬ খৃঃ অব্দে জগন্নাথ-মন্দিরের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে যখন আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য জর্জ্জ উড্‌নি (George Udny Esqr.) তাহার কয়েকটি প্রস্তাবিত বিধি সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ও বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণের বেতন দানের ভার গ্রহণ করিলে পৌত্তলিকতার বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং এ প্রথা একরূপ চিরস্থায়ী ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। তিনি প্রস্তাব করেন, মন্দিরের পুরোহিত পাণ্ডাদিগের হস্তেই মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত

(৪) East India Papers printed by the order of the House of Commons no. 1402 pp. 74-79 quoted by Dr. Buchanan, App. I. p. 129.

কার্য্যের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হউক ; তাহারা পূর্ব্বপ্রচলিত হারে যাত্রীদিগের নিকট প্রাপ্য আদায় করিতে থাকুক ;—কর্ত্তৃপক্ষ কেবল নজর রাখিবেন, যেন কাহারও প্রতি কোনও রূপ জুলুম বা অন্যায় অত্যাচার না হয়। মন্দিরের যে আয় আছে, তাহা হইতে যদি প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে বরং যাত্রীদের উপর যে ট্যাক্স বা কর বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এই পরিত্যক্ত অর্দ্ধেক কর উহারা নিজেরা বুঝিয়া লইয়া, উহা হইতে মন্দির সংরক্ষণ ও মন্দির-সংশ্লিষ্ট বেতনভোগীদিগের বেতনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করুক। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা যে ট্যাক্স যাত্রিগণের নিকট হইতে আদায় হইবে, তাহা সমস্তই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিয়োজিত হউক। ১৮০৬ খৃঃ অব্দের ৩রা এপ্রিলের বঙ্গীয় আইন সংক্রান্ত মন্ত্রণাদির বিবরণীতে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। পরে উহা ইংলণ্ডীয় মহাসভার আদেশ ক্রমে ভারতীয় সরকারী কাগজ-পত্রের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল (৫) মার্কুইস অফ্ ওয়েলেস্‌লী শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে মত না দিলেও মিষ্টার উড্‌নির এ মন্তব্য তৎকালে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য এই 'যাত্রীকর' (pilgrim tax) উঠিয়া যায়। ডাঃ বুকানান লিখিয়াছেন, তাঁহার পুরী যাইবার দুই মাস পূর্ব্বেই পুরী মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যাদির পরিচালন বিষয়ক আইন পাস হইয়া যায় এবং মন্দিরের পুরোহিতদিগকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বেতন বা

---

(৫) Taken from the East India Papers No. 194 p. 41 Dr. Buchanan's Appendix No. IV. p. 157.

বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় (৬)। ১৮০৯ সালে চার্লস বুলার পুরীতে আসেন। মিষ্টার বুলার সহৃদয় কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়াই বিবেচনা হয়; কিন্তু দেখিতে পাই, তিনিও যাত্রীদিগের উপর ট্যাক্স উঠাইয়া দিবার বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, ১৮০৫ সালে ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়ায় অনেক নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি জগন্নাথ দর্শনার্থ আগমন করে; উহাদিগের মধ্যে কিয়ৎসংখ্যক লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই সকল নিঃস্ব যাত্রীদিগের দুরবস্থা হেতু পথের দৃশ্য বড়ই ভীষণ হইয়া পড়ে। রাজপথ স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালে পূর্ণ হইয়া উঠে (৭)। কিন্তু ট্যাক্স বসাইয়াও যাত্রীর সংখ্যা বিশেষ কমে নাই। স্মিথ ও গ্রিন্ নামক ব্যাপ্‌টিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত দুই জন পাদরীর বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা এত বেশী তীর্থদর্শককে কটকে নদী পার হইতে দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে দেখিয়া আক্রমণকারী ফৌজ বলিয়াই মনে হইয়াছিল এবং পুরীতীর্থে এদেশী স্ত্রীলোক, বালক বালিকা ও পুরুষদিগের এরূপ বিশাল জনতা হইয়াছিল যে মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় ঠেলাঠেলিতে নীচে পড়িয়া গিয়া প্রায় ১৫০ জন পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বারাকপুর হইতে কটক পর্য্যন্ত যে সকল স্থানে ছাউনি বা সৈন্যনিবাস ছিল, তথাকার প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যদলের অন্তর্গত প্রত্যেক ফৌজী কোম্পানী (৮) হইতে ১০ জন করিয়া সিপাহিকে মন্দির দর্শন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। সেবার উৎকল দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং বহু-

(৬) Ibid p. 26.

(৭) Ibid pp. 36—37.

(৮) ১২০ জন সৈনিকে একটী কোম্পানী গঠিত হয়।

সংখ্যক যাত্রী ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণত্যাগ করে। পাদরী দুইজন এই সকল যাত্রীদিগের অনেকের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সদুপদেশ মোটেই ফলবতী হয় নাই—সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল, 'মরি কিম্বা বাঁচি, মরিবার পূর্ব্বে একবার জগন্নাথ দেবকে দেখিবই দেখিব।' অনেকে রথের চাকার তলায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন করে।

ইঁহারা মৃত ব্যক্তিগণের যে মোট সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এরূপ অধিক যে, স্বয়ং ডাঃ বুকানানকেও বলিতে হইয়াছে, যে সম্ভবতঃ তাহা অত্যুক্তিদুষ্ট দোষ এবং বোধ হয়, দেশীয় ব্যক্তিদিগের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই ইঁহারা এইরূপ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন।

ডাঃ বুকানান শেষে বলিয়াছেন যে যদি এই মৃত্যু তালিকার দুই-তৃতীয়াংশও বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও এই লোমহর্ষক ঘটনার ভীষণতার কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। রেল হইবার পূর্ব্বে হাঁটা পথের যাত্রীদের যে অনেক সময় কষ্টের অবধি থাকিত না, তাহা অস্বীকার করিবার নহে। যাহারা কখনও আপন গ্রাম-সীমানা ছাড়াইয়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, বিদেশে অসহায় অবস্থায় অনভ্যস্ত পথিশ্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা অনেকেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িত; বিশেষতঃ কোমলাঙ্গী অবরোধবাসিনী রমণীগণের বাতাতপ সহ্য করিয়া, ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া, পুরুষদিগের সহিত একত্রে সমগতিতে হাঁটিয়া চলা যে কিরূপ প্রাণান্তকর হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। উল্লিখিত বাদানুবাদের প্রায় ষাট বৎসর পরে হাণ্টার তাঁহার বিখ্যাত উড়িষ্যা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দরিদ্র যাত্রীদিগের প্রায় একসপ্তমাংশ প্রতি বৎসর

মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ইহাদিগের আনুমানিক সংখ্যা দ্বাদশ সহস্রের কম নহে (৯)। হাণ্টার ভারতের বিভিন্ন দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীদিগের বিচিত্র বেশ-ভূষা ও যান-বাহনের যে চিত্র দিয়াছেন,তাহা বড়ই মনোমদ (১০)। পশ্চিমাঞ্চলের 'জনানা'বাহী গরুর গাড়ীগুলি একবারে ঘেরা টোপে ঢাকা—যানসংলগ্ন বলীবর্দ্দগুলি তেজস্বী ও বৃহদাকারের; বাঙ্গালা দেশের 'বলদ'গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র,—গাড়ীর 'ছই'য়ে অনেকগুলি ছিদ্র—তাহার ফাঁক দিয়া কুতূহলী রমণীদিগের কৃষ্ণতার চক্ষু প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোথাও কলিকাতার অর্থশালী শ্রেষ্ঠী চলিয়াছেন সপরিবারে পাল্কী হাঁকাইয়া, আর কোথাও দিল্লী অঞ্চলের পাজামা-পরা কুলনারী টাটুর উপর চড়িয়া চলিয়াছেন আর স্বামী বেচারী নিরীহ ভদ্রলোকটির মত লাঠি হাতে পাশে পাশে হাঁটিয়া চলিয়াছে। রাজরাজাড়া তীর্থযাত্রী হইলে হস্তী উষ্ট্র অশ্ব লোক লস্করের অন্ত থাকিত না। দিনের বেলা দলবদ্ধ হইয়া পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রিতে সকলেই 'চটী'তে বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিত। মধ্যযুগে চসার (Chaucer) কবির বর্ণিত কাণ্টারবারীগামী যাত্রিগণও এইরূপে এক সঙ্গে গমনাগমন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক করিতে চেষ্টা পাইত। পূর্ব্বকালের তীর্থদর্শনাদি উপলক্ষে বিদেশ ভ্রমণের এই যে একটা romantic দিক্ ছিল, তাহা আমরা ইতিমধ্যেই ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছি। বঙ্গদেশের কোনও আধুনিক কবি বা চিত্রকর অতীত যুগের এ চিত্র অঙ্কন করিতে প্রয়াসী হয়েন নাই; কিন্তু যখন স্মরণ হয়, দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটের একঘেয়ে আনাগোনায় সেই লোমহর্ষক

(৯) Hunter's Orissa vol. I. p. 156.

(১০) Ibid p. 139.

বাৎসরিক মৃত্যু-সংখ্যাও লোপ পাইয়াছে, তখন আর পূর্ব্বের সেই বৈচিত্র্যের অভাব হেতু দুঃখ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পথিক্লেশ সহ্য করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিলেও যাত্রিগণের কষ্টের অবধি থাকিত না। স্থানাভাবে অনেকে পথিপার্শ্বে ও সমুদ্র সৈকতে আশ্রয়গ্রহণ করিত। বর্ষার বারিপাতে কর্দ্দমাক্ত হইয়া অনেকে রাজপথের উপরই পড়িয়া থাকিত। যাহারা যাত্রীদিগের 'ভাড়াটিয়া' আবাসগৃহে অর্থ ব্যয় করিয়া আশ্রয় লইত, তাহাদিগকেও আপদ্ বিপদ্ বড় কম সহ্য করিতে হইত না। অনেক স্থলে এই সকল সংকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন স্থানেই সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হইত।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ পুরীতীর্থে যাত্রীদিগের অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমি 'মৃত্যুর উপত্যকা' (Valley of Death) দর্শন করিয়াছি, এই বিভীষিকার বর্ণনা করা যায় না"। খৃঃ ১৮৬৭ সালের পূর্ব্বে পুরীতে কোন স্বাস্থ্য-পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারী (Health Officer) ছিল না। ১৮৬৬ সালে যাত্রি-নিবাস সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয় এবং ১৮৬৭ সালে উহা কতকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়।

ডাঃ বুকানান যে জগন্নাথ তীর্থ বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাত্রীদিগের মৃত্যু-সংখ্যাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। তিনি রথযাত্রাকালে দুই জন লোককে চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহা হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদির নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মে। চার্লস বুলার ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, ১৮০৯

সালে রথযাত্রায় মাত্র একজন লোক রথচক্রে পেষিত হইয়া স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন করে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ আত্মহত্যা নিবারণ করা সম্ভব নহে, যেহেতু যে ব্যক্তি এইরূপে প্রাণত্যাগ করিবে, সে নিজের অভিসন্ধি পূর্ব্ব হইতে কাহারও নিকট ব্যক্ত করে না এবং পূর্ব্ব হইতে স্নান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার দ্বারা আপনাকে পবিত্র করিয়া লয় না; সুতরাং জনসঙ্ঘের ভিতর এইরূপ ব্যক্তিকে হঠাৎ বাধা দেওয়া সম্ভবপর নহে। পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা এইরূপ আত্মহত্যায় যে কাহাকেও উৎসাহিত করেন না, তাহা বুলার বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। জগন্নাথের রথচক্রে নরহত্যা সম্বন্ধে এই যে বিশ্বাস, তাহা সাধারণ ইংরাজদিগের মন হইতে সহসা দূরীভূত হয় নাই। হাণ্টারকেও ইহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন যে, রক্তপাত ও জীবহত্যা বৈষ্ণব ধর্ম্মে বড়ই নিন্দার্হ; তবে কখনও কখনও রোগ-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বা ধর্ম্মোন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া দুই এক ব্যক্তি এইরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

ডাঃ বুকানানোর অপর অভিযোগ রথযাত্রা সংক্রান্ত অশ্লীলতা-ঘটিত। তিনি একজন পুরোহিত ও একজন বালককে রথযাত্রা-কালে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখিয়াছিলেন, আর লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জনৈক পুরোহিত রথের উপর দাঁড়াইয়া অশ্লীল গান করিতেছে এবং হস্তস্থিত দণ্ড সাহায্যে নানারূপ জুগুপ্সিত ভঙ্গী করিতেছে। প্রকাশ্য ভাবে এ অশ্লীলতার অভিনয় সম্বন্ধে তিনি ঘোর প্রতিবাদ করেন। ইহার উত্তরে বুলার বলিয়াছিলেন, এই সকল গান 'কবি' নামে প্রসিদ্ধ এবং রথযাত্রা-কালে কাহাকেও তিনি কোনওরূপ আপত্তিজনক অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখেন নাই।

বুকানানের গ্রন্থ প্রকাশের ৩১ বৎসর পর স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ তাঁহার পুরীর ইতিহাস গ্রন্থে পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীর (indelicate gestures) কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১) সুতরাং এ অভিযোগ মানিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। কৃষ্ণ-লীলার শৃঙ্গাররসাত্মক সঙ্গীত যথাযথ অনুবাদ করিলে বিদেশীয়ের নিকট কোনও কোনও স্থান যে অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণবগণ 'মধুর' ভাব যে কি অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সহজে বুঝা সম্ভব নহে। ডাঃ বুকানান এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীস ও মিসরের লিঙ্গপূজা সংক্রান্ত সঙ্গীতাদির (Phallica Asmata) উল্লেখ করিয়াছেন। সংরক্ষণপন্থী ভারতবর্ষেও প্রাচীন প্রথা সহজে লুপ্ত হইতে চাহে না। প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রামে দুর্গা পূজার বিজয়ার দিন প্রকাশ্য রাজপথে অশ্লীল গীতাদি গীত হইতে শুনিয়াছি; অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছিলাম, কেবল ঐ দিনই এই শ্রেণীর ইতরভাবাপন্ন সঙ্গীত গীত হয়। শিক্ষাবিস্তারের সহিত এ প্রথা এত দিনে লুপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বুকানান গবর্ণমেণ্টের জনৈক উপরিতন কর্ম্মচারীকে রথযাত্রায় অশ্লীলতার কথা জানাইয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মযাজকাকেও (Senior chaplain) পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি ইহা এইরূপে সাধারণের গোচরে আনায় কর্ত্তৃপক্ষ নাকি এইজন্য নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের সদস্য মিঃ গ্রাহাম, হাউস্ অফ্ কমন্স সভায় যে সাক্ষ্য দেন, তাহা

(১১) The History of Pooree p. 41.

হইতে গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কোনও রূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপই অনুমান হয়, সুতরাং রথযাত্রায় অশ্লীলতা বর্জ্জন বিষয়ে তাঁহার এতৎসম্বন্ধীয় চেষ্টা যে কতকাংশে কার্য্যকরী হইয়াছিল, বুকানান এইরূপই ইঙ্গিত করিয়াছেন (১২)। তিনি ইসেরার (ঋষ্‌ড়ার) রথগাত্রে অশ্লীল চিত্রাদি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং কর্দিনারের সিংহলের ইতিহাস হইতে অবগত হইয়াছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরমের রথের উপরিভাগেও এইরূপ বহুবিধ কামলীলার পরিচায়ক বীভৎস চিত্রাদি অঙ্কিত আছে। কর্দিনার লিখিয়াছেন, এই স্থানের রথযাত্রা উপলক্ষেও স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কার জনিত মত্ততার বশবর্ত্তী হইয়া রথচক্রতলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকে। (১৩) তাই রথযাত্রা সম্বন্ধে ডাঃ বুকানানের কতকটা বিকৃত ধারণা জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি বোধ হয়, প্যাওলিনোর (Paolino) পন্থানুসরণ করিয়া রথযাত্রা ও গ্রীক দেবতা বেকসের সম্মানে অনুষ্ঠিত য়ুনানী পর্ব্বের (Feast of Bacchus) সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৪)। কোম্পানীর আমলে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন হিন্দু

---

(১২) An Apology for promoting Christianity, p. 26.

ডাঃ বুকানান্ নিজ পত্রে শুধু রথের অশ্লীল চিত্রাদির কথা নহে, জগন্নাথের মন্দিরের শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্যের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে বুলার বলেন যে, এই সকল ভাস্কর্য্য এরূপ ভাবে ক্ষোদিত যে, কেহ না দেখাইয়া বা না বুঝাইয়া দিলে উহা সহজে নজরে পড়ে না। পাশ্চাত্য খণ্ডের প্রাচীন ভাস্কর্য্যেও যে এরূপ শিল্প-নিদর্শনের অভাব নাই, বুলার সে কথাও উল্লেখ করেন।

(১৩) Cordiner's History of Ceylon vol. II. p. 16 (quoted by Dr. Buchanan).

(১৪) Paulinus's Voyage to the East Indies, translated from German by W. Johnstone, London p. 390.

ও গ্রীক দেবতাদিগের সমন্বয়-সাধন একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল ; তাই দেখিতে পাই, এই ত্বরান্বিত সাদৃশ্যানুসন্ধান ফলে শিব ও বেকাস্ দেবতার উপাসনার তথাকথিত সাদৃশ্য (১৫) বৈষ্ণব রথযাত্রাতে ও নিঃসঙ্কোচে আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর সে যুগ নাই। আর জন্ কোম্পানীর আমলের ন্যায় ইংরাজ দর্শকগণ সরকারী কাছারীর বারান্দায় বসিয়া জগন্নাথের বিশ্ববিশ্রুত রথের প্রতি কৌতূহল ও আতঙ্কের সহিত চাহিয়া থাকেন না। শিক্ষা-বিস্তারের ফলে আধুনিক সভ্যতার দোষগুণ উড়িয়া ব্রাহ্মণ-সমাজেও প্রবেশ লাভ করিতেছে—এখন আর পাদরী "সাহেবেরাও" 'পাণ্ডা' দেখিলেই অশ্লীলতা বা নিষ্ঠুরতার প্রতিরূপ বলিয়া মনে করেন না। এখন উড়িয়া রাজকর্ম্মচারীই মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত ; মন্দিরে শান্তিরক্ষক পুলিসের পৃথক্ ব্যবস্থা। পুরী এখন 'গল্‌গথা' (Golgotha) অথবা মৃত্যু উপত্যকা বলিয়া পরিচিত নহে এখন ইহা ভারতের অন্যতম স্বাস্থ্য-নিবাস। সরকারের অর্থে, বদান্য হিন্দুর দানে, যাত্রীদিগের পৃথক্ চিকিৎসালয়ও ধর্ম্মশালাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ একবারে বিলুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু এখন আর পুরীর রাজপথ মরণাহত পথিকের আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত নহে। যাত্রীদিগের উপর পূর্ব্বের ন্যায় কোনও অত্যাচার হয় না। এখনও অবশ্য সংস্কার করিবার, উন্নতি করিবার, বহু বিষয় বিদ্যমান, কিন্তু আমরা পশ্চাতে ফিরিয়া স্বর্ণযুগের অনুসন্ধান করিয়া যেন সম্মুখেই তাহা দেখিতে পাই।

---

(১৫) Asiatic Researches vol. VIII. p. 50.

প্রত্যাবর্ত্তন।

এ বার জিনিস কেনার পালা। মন্দিরের বাহিরে মাল্য, 'রুলি', পট প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। নিকটে টাকা-পয়সা ভাঙ্গাইবার স্থানও আছে; তবে ঈশা-বিতাড়িত বাইবেলের money-changer বা পোদ্দারদিগের ন্যায় ইহারা মন্দিরাভ্যন্তরে স্থান পায় নাই।

পুরী তীর্থের প্রভাব সমগ্র ভারতে বিস্তৃত। দেখিলাম, সুদূর পুরুষপুর (পেশোয়ার) হইতে কয়েক জন পাঠান-বেশী "বেণিয়া" জগন্নাথ-দর্শন করিতে আসিয়াছে। আমরা কয়েকটি মালা, সোপ্‌ষ্টোনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাধাকৃষ্ণ ও মহাবীর-মূর্ত্তি এবং প্রস্তরবৎ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেবের মূর্ত্তি-সম্বলিত কয়েকটি votive tabletএর ন্যায় খেলানা খরিদ করিলাম। দেখিলাম, এই মৃৎফলকগুলির উপরিভাগে এক-একটি মন্দিরও অঙ্কিত রহিয়াছে; তবে শ্রীমন্দিরের সহিত উহার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে বাঁকিপুরের নিকট কুমড়া-হারে প্রাচীন বোধগয়ার মন্দিরের চিত্রসংযুক্ত একখানি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্লাক্ (plaque) ডাঃ স্পুনার (Dr. Spooner) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার প্রতিকৃতি বিহার ও উড়িষ্যাদেশীয় প্রত্নানুসন্ধান-সমিতির পত্রিকার (Journal of the Bihar and Orissa Research Society) প্রচ্ছদপটে দেখা যায়। সে কালেও বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ এইরূপ মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া দেবতা ও মন্দিরের প্রতিকৃতিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময় স্মরণ-চিহ্ন কিনিয়া লইয়া

যাইতেন। কোন সুদূর ভবিষ্যতে হয় ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পুরুষোত্তম-তীর্থের এই সকল মৃণ্ময় ফলক-নিহিত মন্দির-চিত্র দেখিয়া জগবন্ধুর মন্দিরের কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবেন!

আনন্দবাজারে 'আটিকা' প্রসাদ বিক্রয় হইতেছিল্। প্রসঙ্গ-ক্রমে পুরীতে অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধে জাতিভেদাত্মক নিষেধ প্রভৃতি না থাকার কথাও আলোচিত হইল। জনৈক বন্ধুবর জানাইলেন, পুরীতে অন্নগ্রহণ-প্রথা সম্বন্ধে যে উদারতা আছে, তাহা কেবল মন্দিরের রন্ধনশালায় প্রস্তুত অন্নভোগের প্রতি প্রযোজ্য। ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়া পবিত্রজ্ঞানে আমরা এখনও মাথায় হাত মুছিয়া থাকি। বর্ণভেদ সম্বন্ধে এরূপ উদারতা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজদেবের ও অনন্তবাসুদেবের প্রসাদ এবং তৈলঙ্গে শেষগিরিস্থিত বেঙ্কটরামের অন্নপ্রসাদ ভক্ষণের সময়েও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে (১)। দেবনিবেদিত অন্ন একত্রে স্পর্শদোষনির্ব্বিশেষে আহার করা যে বৌদ্ধতীর্থেরই বিশেষত্ব নহে, এ মন্তব্য আমাদিগের "চলিষ্ণু" বন্ধু-সভায় প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হইল।

এ দিকে কথায়-বার্ত্তায় মন্দির-দর্শন শেষ করিতে প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পথে চর্ম্মকার-বীথি। গ্রীক আরিয়ান (Arrian) বহু পূর্ব্বে ভারত-বাসিগণের যে শ্বেত পাদুকার কথা বলিয়াছিলেন, হয় ত তাহাই অদ্যাপি উড়িষ্যাদেশে নির্ম্মিত হইতেছে (২)।

---

(১) শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়কৃত 'ভারত-প্রদক্ষিণ', পৃঃ ৩।

(২) Prof B. K. Sarkar's Positive background of Hindu Sociology, p. 261.

পরিশিষ্ট

পৃঃ ১০, পুরীর কথা।

উৎকলে দক্ষিণী বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

আমরা পুরীর কথার প্রথম অধ্যায়ে পুরীতীর্থের সহিত দক্ষিণী রামায়েৎ সম্প্রদায়ের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরঙ্গ রায়ের অহোবলম্ লিপিতে শ্রীপরাঙ্কুশ মহামুনি নামক বৈষ্ণব গুরুর উল্লেখ আছে। উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব ইঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। মুকুন্দদেবের সাহায্যে পরাঙ্কুশ পুরুষোত্তম তীর্থে (জগন্নাথ ক্ষেত্রে) বৈষ্ণব আড়োয়ার (Alvars) দিগের দেবমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১)। বাসন্তিকা-পরিণয় নামক সংস্কৃত নাটক হইতেও এ সকল কথা জানা গিয়াছে। মুকুন্দদেব (মুকুন্দ হরিচন্দন) বিজয় নগরের অলিয় রাম রায়ের (Aliya Rama Raya) সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন সুতরাং দক্ষিণ দেশীয় গুরুর প্রতি উৎকলরাজের এ অনুরক্তি নিতান্ত অহৈতুকী না হওয়াই সম্ভব।

পৃঃ ৩০, পুরীর কথা।

উৎকলের পঞ্চতীর্থ।

ব্রহ্মপুরাণ মতে "মার্কণ্ডেয় হ্রদ, অক্ষয় বট, কৃষ্ণ বলরাম, মহোদধি ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এই পাঁচটীর নাম পঞ্চতীর্থ" ("মার্কণ্ডেয়ং

(১) Ayyangar's Sources of Vijayanagar History, p. 233.

বটং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ং মহোদধিম্। ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থবিধিঃ স্মৃতঃ॥') (২)। জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযোগে পুরুষোত্তমে গমন করিয়া এই পঞ্চতীর্থে যে সকল বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা পুরাণকার ষষ্টিতম অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণে কোণার্ক মন্দিরের উল্লেখ আছে সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণমতে এ গ্রন্থের কিয়দংশ খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত হওয়াই সম্ভব। মার্কণ্ডেয় হ্রদ ইহার কতকাল পূর্ব্বে নিখাত হইয়াছিল তাহা স্থির করা সম্ভব না হইলেও উহার তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি যে খৃঃ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

পৃঃ ৩৬, পুরীর কথা।

কাঞ্চী কাবেরী অভিযান।

গোপীনাথপুরলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে কপিলেন্দ্র অথবা কপিলেশ্বর দেব, কর্ণাট, কলবরগা, মালব, গৌড় ও ঢিল্লী (দিল্লী?) দেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যারাজের মালব অথবা বিদর রাজ্য আক্রমণ, ফেরিস্তার মত ধরিতে গেলে, ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের কথা (৩)।

উড়িষ্যারাজ কপিলেশ্বরদেব ও পুরুষোত্তমদেব যে কর্ণাট নামে খ্যাত বিজয়নগর রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমার কিয়দংশ তাঁহাদিগের

---

(২) ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬০ অধ্যায়, পৃঃ ২৮৫।
(৩) J. A. S. B. Vol LXIX, 1900, pp. 2-3.

নিজ অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাস হইতেও অবগত হওয়া যায়। উৎকলের এই নৃপতিদ্বয়ের সহিত সম্রাট সালুভ নরসিংহের যে যুদ্ধ ঘটে তাহাতে নরস (নৃসিংহ) ও ঈশ্বর নামক সেনাপতিদ্বয় তাঁহার অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার কাঞ্চী-কাবেরী পুঁথির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে উড়িয়াদিগের ঔদ্ধত্যের জন্যই সালুভ নরসিংহকে এই যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল (৪)। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব কর্ণাট-রাজ কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার কন্যা তুক্ককে বিজয়ী শত্রুর হস্তে সমর্পণ করেন। এ বিবাহ মঙ্গলপ্রসূ হয় নাই। উৎকল রাজকন্যা পরবর্ত্তিকালে স্বামী কর্ত্তৃক অনাদৃতা হইয়া যে শ্লোকপঞ্চক রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্প্রতি অধ্যাপক আয়েঙ্গার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃঃ ৩৯, পুরীর কথা।

শিশু ও জননীর চিত্র।

'রূপম্' নামক ত্রৈমাসিক পত্রে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ক শিশু ও জননীর (গোপাল ও যশোদার) চিত্রাদির আলোচনা প্রসঙ্গে (৫) শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে মাতৃমূর্ত্তির প্রাচীনতম উদাহরণ ক্রীট দ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতে মাতৃভাবের দ্যোতনা বড়ই রহস্যময়। সদ্ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মহিমায় শিশুহন্ত্রী যক্ষিণী হারিতী শিশুদিগের অধিষ্ঠাত্রী

---

(৪) Sources of Vijaynagar History, pp. 143, 145.

(৫) Rupam, April, 1920, p. 14.

দেবীর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। গান্ধারের বৌদ্ধভাস্কর্য্যে শিশুবেষ্টিতা হারিতীর যে জননীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা খৃষ্টীয় শিল্পের শিশু-যিশু ও মেরী মাতার পরিকল্পনার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। অধ্যাপক ফুসের ন্যায় প্রতীচ্য-শিল্প-বিশারদ অভিজ্ঞ ব্যক্তিও এ কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। হিন্দু শিল্পের প্রথম যুগে মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা দুই একবার মাত্র দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে—যথা উড়িষ্যার শিল্পকলায়—এই ছাঁচের মূর্ত্তির আরও কয়েকটি নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাগবত গ্রন্থের প্রভাব-ফলে কৃষ্ণ-কাহিনীর সহিত বিজড়িত হইয়া মূল পরিকল্পনাটি চিত্তাকর্ষকভাবে সৌন্দর্য্য-সম্পদে সুমণ্ডিত হইয়া উঠে। জনপ্রবাদে বা সাধারণ্যে প্রচলিত কথাসংগ্রহে কৃষ্ণবিষয়ক যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, বালকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীর ন্যায় অপর কোনগুলিই সেরূপ মধুর ও 'কবিত্বময়' নহে। পুরী মন্দিরের এ বাৎসল্যরসের চিত্রটি (চিত্র ৫, পৃঃ ৩৯) কৃষ্ণ ও যশোদার মূর্ত্তি কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। শিখিপুচ্ছ অথবা দেবলক্ষণাদিজ্ঞাপক কোনরূপ চিহ্ন পরিদৃষ্ট না হওয়ায় আমরা উহা মানব শিশু ও মানব জননীর মূর্ত্তি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। ইউরোপ খণ্ডে বাইজাণ্টাইন, গথিক্, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পধারার ভিতর দিয়া বিভিন্ন যুগে বাৎসল্যরসের বিকাশ ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে, পোলাণ্ডবাসী চিত্রকর বার্ণার্ড মেনিন্স্কি মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া মাতৃগর্ব্বশূন্যা পাশ্চাত্য রমণীসমাজেও যশস্বী হইয়াছেন। কাঙ্গড়ার রাজপুত চিত্রশিল্পে বৈষ্ণব মাতৃমূর্ত্তির কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আধুনিক সমালোচক-দিগের প্রশংসালাভ করিয়াছে।

পৃঃ ৫৪ পুরীর কথা।

বৈদিকযুগে স্তূপ নির্ম্মাণ।

বৈদিকযুগে স্থাপত্য বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে প্রাচীনকালে যজ্ঞশালাদির ন্যায় আবাসগৃহ প্রভৃতিও চাটাই (দরমা), বাঁশ, খড় (mat and thatch) প্রভৃতির উপকরণে নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন ভারতে শবদাহের পর মৃতব্যক্তির দেহাবশেষ মৃৎপাত্রে রক্ষা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত এবং ইষ্টক দ্বারা চিতির উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত। ইষ্টকের ব্যবহার যে তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। ডাঃ ডব্লিউ কালাণ্ড প্রাচীন ভারতে মৃতদেহের সৎকারবিষয়ক গ্রন্থে (৬) এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত তাহা হইতেই সঙ্কলিত হইল। মৃতদেহ সমাহিত করা অথবা তদুপরি কোনও প্রকার স্মৃতি-চিহ্ন ('শ্মশান') নির্ম্মাণ মৃতব্যক্তির আত্মীয়-গণের ইচ্ছাধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। যে সকল ক্ষেত্রে উহা নির্ম্মিত হইত তথায় তৎপরে এতৎসংক্রান্ত শান্তিকর্ম্মও অনুষ্ঠিত হইত। ডাঃ কালাণ্ড নিজেই স্বীকার করিয়াছেন মৃতদেহের সৎকার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির এই অংশ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা দুরূহ, যেহেতু তৈত্তিরীয়, কৌশিক, কাত্যায়ন সূত্র প্রভৃতি কয়েক-খানি মাত্র গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং টীকাকারগণের টীকা ভাষ্যাদি হইতেও এসম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য মিলে না। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এ বিষয়ের মোটেই আলোচনা করেন নাই।

(৬) Die Altindischen Todten-und Bestattungsgebrauche.

সুতরাং ডাঃ কালাণ্ডের বৃত্তান্ত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হউক বা না হউক উহা যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

আহিতাগ্নিক ব্রাহ্মণের জন্য 'লোষ্ট্রচিতির' ব্যবস্থা কাত্যায়নের শ্রৌত সূত্রে ও কৌশিক সূত্রে দেখা যায়। হিরণ্যকেশী কল্পসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে (৭)। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের সূত্র অনুসারে নিম্নলিখিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া 'চিতি' নির্ম্মাণ করিতে হইত। শ্মশানের পূর্ব্বদিকে অধ্বর্য্যু একশত ইষ্টক স্থাপনা করিতেন (৮)। মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রত্যেক ইষ্টক স্থাপন করিতে হইত। এইরূপে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে এক এক শত করিয়া যথাক্রমে তিনশত এবং মধ্যস্থলে দুইবারে দুইশত ইষ্টক স্থাপন করার বিধি ছিল। মাধ্যন্দিন শাখার সূত্রগ্রন্থে তিনশত মাত্র ইষ্টক ব্যবহার করার বিধি দেখা যায়। শৌনকীদিগের ব্যবস্থা অনুসারে এই শ্মশান বা চিতি, প্রস্তরের দ্বারা আবৃত করা হইত। মৃত ব্যক্তি যাহাতে এরূপ স্থানে বহুদিন বাস করিতে পারে, যমের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা কৌশিক সূত্রের একটি মন্ত্রে দেখা যায়। 'চিতি' নির্ম্মাণের জন্য ছয়শত ইষ্টক, বিধি অনুসারে, অগ্নিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পোড়াইয়া লওয়া হইত। প্রত্যেক ইষ্টক পোড়াইতে চারিখণ্ড করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরণ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত (৯)। চিতি চতুষ্কোণ হইলেও সকল ক্ষেত্রে সমচতুষ্কোণ হইত না (১০)। চিতির বর্ণনা

(৭) Ibid, sec. 72, p. 129.
(৮) Ibid, sec. 108, p. 156-158.
(৯) Ibid, sec. 77, p. 132.
(১০) Ibid, sec. 188, p. 142-144.

হস্তলিখিত একখানি পুঁথি হইতে এইরূপ পাওয়া যায়। ইষ্টক রক্ষার পূর্ব্বে যে ভূমির উপর 'চিতি' নির্ম্মিত হইবে তাহা হস্তি-পৃষ্ঠবৎ হওয়া প্রয়োজন। কাহারও কাহারও মতে 'চিতি'র সীমার পরিমাপ পাঁচ 'প্রক্রম' করিয়া করিতে হইত কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ প্রদত্ত হইয়াছে। কৌশিক সূত্র মতে স্তূপের উচ্চতা একজন ঊর্দ্ধবাহু পুরুষের উচ্চতার সমান হইত ('যাবান্ পুরুষ ঊর্দ্ধবাহুস্তাবদগ্নিচিতঃ') (১১)। ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের মতে শ্রৌত সূত্রাদি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০ হইতে ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কোনও আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিত শ্রৌতসূত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বিবেচনা করেন। অনুমান হয় বৌদ্ধদিগের ধাতুগর্ভ চৈত্য (১২) পূর্ব্ববর্ণিত চিতি হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগণ ইষ্টক চিতি নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইষ্টক দ্বারা অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকা আশ্চর্য্য নহে, তবে পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীন জাতিদিগের সমাধির উপর রচিত tumuli স্তূপের সহিত অনতিদূরসম্পর্কবিশিষ্ট এই চিতিগুলি আর্য্যগণ যে অতি প্রাচীন যুগ হইতেই নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই (১৩)।

---

(১১) কৌশিক সূত্র ৮৫, ১০ (quoted by Caland).

(১২) পুরীর কথা, ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্, এ, মহাশয় ডাঃ কালাণ্ডের জর্ম্মান পুস্তকের প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দিয়া লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃঃ ৫৭, পুরার কথা।

বোধগয়ার মন্দির।

শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য প্রসঙ্গে বোধগয়ার মন্দির যে খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে, এ কথার আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। মূল মন্দিরের কিয়দংশ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীযুক্ত এইচ, লংহার্ষ্টের মতে বর্ত্তমান বোধগয়ামন্দিরের স্থাপত্যপ্রণালী খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। লংহার্ষ্ট মহাশয় বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশবাসিগণ দক্ষিণ-ভারত হইতে এই স্থাপত্য প্রথার মূল আদর্শ গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে উহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল (১৪)। বেহার প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে গয়া বঙ্গীয় শাসনবিভাগের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই লংহার্ষ্ট এ স্থলে বঙ্গদেশের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বেরেলী জেলার অন্তর্গত, রামনগর নামে পরিচিত প্রাচীন অহিচ্ছত্রের শৈব মন্দির, ভারতের প্রাচীনতম ইষ্টক মন্দিরের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে (১৫)। ইহা সম্ভবতঃ খৃঃ প্রথম শতাব্দী বা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটি শিখর সংযুক্ত ছিল কি না বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কানপুর জেলার অন্তর্গত, 'আর্য্যাবর্ত্ত' স্থাপত্য প্রথানুসারে পরিকল্পিত, শিখরবিশিষ্ট, ভিতরগাঁও'র ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরটি সম্ভবতঃ

---

(১৪) Longhurst's 'The influence of umbrella in Indian Architecture', Journal of Indian Art and Industry, No. 122, p. 6.

(১৫) Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, Chap. II, pp. 22, 23.

খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ডাঃ ফোগেল (Dr. Vogel) শেষোক্ত মন্দির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে এটিকে কুষাণ যুগের না হউক, গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে (১৬)।

পৃঃ ৬৪, পুরীর কথা।

কলিঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ কোশলে গুপ্ত রাজগণ।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তৎকর্ত্তৃক দক্ষিণ কোশল অর্থাৎ আধুনিক ছত্রিশগড় অধিকৃত হইয়াছিল এবং তিনি মহেন্দ্র নামক নৃপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উত্তরাধিকারসূত্রে যে বিপুল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া পূর্ব্বসীমায় হুগলী (গঙ্গা) নদী, পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল, উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বত এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল (১৭)। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে দক্ষিণ কোশল অতি প্রাচীন প্রদেশ। ইহা বর্ত্তমান রায়পুর ও বিলাসপুর নামক দুইটী জেলা এবং মহানদীর উপত্যকার উত্তরাংশ লইয়া গঠিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে কোশল রাজ্যের

---

(১৬) Ann. Progr. Report, Arch. Survey, N. Circle, 1908, p. 31.

(১৭) A historical sketch of Central Provinces and Berar, by V. Natesa Ayar, 1914, pp. 4, 5.

সিরপুর নগরে যে নৃপতিবংশ অধিষ্ঠিত ছিলেন, মজুমদার মহাশয় তাঁহাদিগকে হিন্দুভাবাপন্ন শবর সম্ভব (Hinduised Savaras) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, অষ্টম শতাব্দীতে তীবরদেব নামক এই বংশের জনৈক রাজা বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। তীবরদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বালার্জ্জুন, 'মহাশিব গুপ্ত' এই উপাধি অবলম্বন করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বালার্জ্জুন মহাশিব গুপ্তের জননী, মগধের গুপ্তান্বয়সম্ভূতা ছিলেন। পূর্ব্বতন গুপ্ত সম্রাটদিগের সহিত ভিন্নতা বুঝাইবার জন্য মগধের এই গুপ্ত রাজগণ ইতিহাসে পরবর্ত্তী গুপ্ত (Later Guptas) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই গুপ্ত রাজকুমারীর সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াই বালার্জ্জুন আর্য্যবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন এইরূপই অনুমিত হইয়াছে (১৮)। এই বংশে মহাশিব গুপ্ত নামে অপর যে নরপতির পরিচয় পাওয়া যায় তিনি যযাতি বলিয়া বিখ্যাত। অধ্যাপক মজুমদার মহাশয়ের মতে প্রথম মহাশিব গুপ্তের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। সম্ভবতঃ খৃঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি উড়িষ্যায় স্বীয় প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মরঞ্জমুরা তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে কোশল গুপ্তদিগের একটী শাখা তখন বঙ্গদেশে অধিষ্ঠিত ছিল। সম্ভবতঃ সিরপুররাজ মহাশিব গুপ্তের পুত্রগণ পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া বঙ্গদেশীয় আত্মীয়গণের সাহায্যেই উড়িষ্যায় নবরাজ্য সংস্থাপন করিতে

---

(১৮) রায় বাহাদুর হীরালাল একখানি লিপির যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে এই বংশের পূর্ব্বতন রাজা উদয়ন, 'শশধর' অথবা চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সমর্থ হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের একটী লিপি হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে উড়িষ্যার সোমবংশীয় রাজগণের মধ্যে উদ্যোতই শেষ নরপতি। উদ্যোত কেশরী যে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং তৎকালে সম্বলপুর অংশে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা সোমেশ্বর দেবের তাম্রশাসন (১৯) হইতে অবগত হওয়া যায়। যযাতির পিতা জন্মেজয় মহাভবগুপ্তের রাজত্বকাল হইতে ইহাঁরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতেন। এই বাঙ্গালী কায়স্থেরা আপনাদিগকে রাণক অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজপ্রভুদিগের ন্যায় একই প্রকার সামাজিক মর্য্যাদা দাবী করিতে ছাড়েন নাই। কোশল গুপ্তদিগের রাজত্বকালেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয় এবং সম্বলপুরের ন্যায় উড়িষ্যা প্রদেশও তাঁহাদিগের দ্বারা আনীত বহু ব্রাহ্মণ পরিবার কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হয় (২০)।

পৃঃ ৭১, পুরীর কথা।

জগন্নাথদেব ও বুদ্ধ অবতার।

'নারদ সংবাদ' নামক যে পুস্তক শ্রীঅধর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে সন ১৩২১ সালে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেও নীলাচলে জগন্নাথ দেব ও বুদ্ধ অবতারের অভিন্নত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থনিহিত 'বুদ্ধ অবতার উপাখ্যান' হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (পৃঃ ২১, ২২)।

---

(১৯) Epi. Indic. Vol. XII.

(২০) J. B. O. R. S. Vol. VI. pt. III, 920, pp, 357-358.

"শুনহ পার্ব্বতীকান্ত বচন আমার।
কেমনে হবেন প্রভু বুদ্ধ অবতার॥
ব্যাধগণে রাখিয়াছে করিয়া গোপন।
দরশন তাহার না পায় কোন জন॥

* * *

নীলগিরি মধ্যে নীলমাধব আছয়।
তাহারে স্থাপন কৈলে বড় কীর্ত্তি হয়॥
যত্ন করি আমায় আনিবে তথা হৈতে।
স্থাপন করিবে জলনিধির কূলেতে॥
তদন্তরে শুনহ নারদ মহামুনি।
এই নিম্ববৃক্ষ ভাসি আসিবে আপনি॥
সেই কাষ্ঠে চারিমূর্ত্তি হইবে গঠন।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন॥

* * *

অবশেষে হইবেক পাষাণ মন্দির।

* * *

হেন মতে লীলাচলে [নীলাচলে] বুদ্ধ অবতার।
হইবে কহিলাম মুনি প্রকার তাহার॥"

ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি যে ভাবেই উদ্ভূত হউক, পুরী তীর্থে, মধ্যযুগের কোনও সময়ে, বৌদ্ধ-প্রাধান্য বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল।

পৃঃ ৯০, পুরীর কথা।

পাঞ্চরাত্র মতের ঐতিহাসিক প্রমাণ।

বর্ত্তমানকালে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও প্রাচীনকালে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ যে একত্র পূজিত হইতেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উদয়পুর রাজ্যে 'নগরী' (প্রাচীন 'মধ্যমিকা') নামক স্থানের প্রত্নানুসন্ধান বিষয়ক বিবরণীতে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর আনুমানিক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘোসুণ্ডী শিলালিপিতে বর্ণিত, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের মন্দিরের ভগ্নাবশেষের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২১)। নানাঘাট গুহার শিলালিপিতেও ধর্ম্ম, ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের সহিত চন্দ্রবংশ জাত সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের উল্লেখ দেখা যায় (২২)। ব্রহ্মপুরাণে পুরীতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাই (২৩)। অন্যত্র কায়শুদ্ধি বিধিপ্রসঙ্গে 'পঞ্চাঙ্গং বৈষ্ণবং চৈব চতুর্ব্যূহং তথৈব চ। করশুদ্ধিং প্রকুর্ব্বীত মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ' (২৪) এই শ্লোকটিতে প্রাচীন পাঞ্চরাত্র মতেরই উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

---

(২১) The Archaeological remains and excavations at Nagari, pp. 130, 133.

(২২) Archaeology and Vaishnava tradition by R. P. Chanda, p. 163.

(২৩) ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৫৯ অধ্যায়, পৃঃ ২৮০।

(২৪) ঐ, ঐ, ৬১ অধ্যায়, পৃঃ ২৮৯।

পৃঃ ৯৩, পুরীর কথা।

শবর জাতি ও জগন্নাথতীর্থ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বর্ণনামতে বিশ্বামিত্র হইতে যে সকল দস্যু জাতির উদ্ভব হইয়াছিল শবরেরা তাহাদিগেরই অন্যতম। মহাভারতীয় যুদ্ধপ্রসঙ্গেও শবর জাতির উল্লেখ দেখা যায়। যে সাতটি বিভিন্ন দস্যু জাতি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্য হইতে শবরেরাও বাদ পড়ে নাই। টলেমির মানচিত্রে শবর জাতির পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিভাগের কথার স্পষ্টই উল্লেখ আছে। পূর্ব্বদেশীয় শবরগণ প্লীনী বর্ণিত 'সুয়ারি' (Suari) হইতে অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত।

পশ্চিম বিভাগস্থ শবরগণ 'সোরি নোমাডেস' (Sorœ Nomades) অর্থাৎ যাযাবর শবর নামে অভিহিত হইয়াছে। বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থের বর্ণনামতে ভাণ্ডীরাজ তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধান কালে 'ভূকম্প শবর' নামক পরাক্রান্ত শবর জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন (২৫)। শুধু বাণভট্ট বলিয়া নহে অমর সিংহ ও বরাহ মিহির উভয়েই স্ব স্ব গ্রন্থে শবর জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অমর-কোষ মতে শবর অথবা পত্র-শবরেরা ম্লেচ্ছ জাতীয়, তাহারা মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া থাকে। বরাহ মিহির ইহাদিগকে 'পর্ণ শবর' অর্থাৎ বৃক্ষপত্র পরিহিত শবর নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে পিঙ্গাক্ষ নামক শবর প্রধানের নাম পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের কয়েক স্থলে শবরদিগের উল্লেখ আছে। খৃঃ ১০০০ অব্দের একখানি শিলা-

(২৫) A. S. R. Vol. IX, pp. 157-158.

লিপি হইতে সিংহ নামক জনৈক শবর সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ, সাহিত্য ও শিলালিপি প্রভৃতির আলোচনা কালে, কানিংহাম খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শবর জাতির উল্লেখ (২৬) পাইয়াছেন। উড়িষ্যা সান্নিধ্যে মহানদী তটবর্ত্তী সিরপুরের অনতিদূরে, সুয়ারমার প্রভৃতিস্থানে বহুসংখ্যক শবর দেখা যায়।

বিন্ধ্য-পর্ব্বত-সন্নিহিত প্রদেশই কিন্তু শবর দিগের প্রধান আবাস ভূমি। পান্না, ভূপাল, গোয়ালিয়র, ঝাঁসি প্রভৃতি প্রদেশেও শবরগণ অদ্যাপি বসবাস করিতেছে (২৭)। যে জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং যাহাদিগের বংশধরগণের বাসভূমি বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে মহানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উৎকলে প্রতিপত্তি লাভ হেতু সেই শবর-দিগের কোন শাখার বা প্রশাখার cult বা totem সংশ্লিষ্ট প্রতীকের, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক জগন্নাথ নামে অভিহিত হইয়া দেবতারূপে স্বীকৃত হওয়া অসম্ভব নহে এবং পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধপ্রভাবহেতু পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে বৌদ্ধ উপাসনাপদ্ধতির প্রবেশলাভ করাও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। সমুদ্র-তটবর্ত্তী "পুরী" অন্ততঃ খৃঃ ৩য় শতাব্দী হইতে যে অন্যতম নিখিল-ভারতীয় তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুরাণ-গ্রন্থের প্রমাণ হইতেই বুঝা যায় (২৮)। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সম্ভবতঃ আদিম

(২৬) A. S. R. Vol. XVII, pp. 127-131.
(২৭) Ibid, p. 116, p. 138.
(২৮) পুরীর কথা, পৃঃ ১৩৮।

শবর জাতির নিকট হইতে 'ধার করা' দেবতা বলিয়াই, পুরীতীর্থে শুধু বৌদ্ধ-প্রভাব নহে পরবর্ত্তীকালে রামোপাসনা এবং গাণপত্য মতবাদও যে অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় নিজগ্রন্থে রামোপাসনার সহিত জগন্নাথ তীর্থের যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (২৯)। অদ্যাপি রামনবমীর সময় জগন্নাথদেবের হস্তে ধনুর্ব্বাণ ন্যস্ত করিয়া রামাবতারের বেশে সজ্জিত করা হইয়া থাকে এবং পর্ব্বান্তরে শ্রীমূর্ত্তির মুখে শুণ্ড সংলগ্ন করিয়া জগন্নাথকে বিনায়কদেবে রূপান্তরিত করা হয় (৩০)।

দারুব্রহ্ম হিন্দুদিগের নিজস্ব হইলে, শবরজাতির দেবতা বলিয়া প্রবাদ, উৎকলখণ্ড প্রভৃতি ব্রহ্মণ্য-প্রাধান্য-জ্ঞাপক গ্রন্থে এরূপ সাদরে স্থান পাইত না এবং 'বসু' শবরের নামও অদ্যাবধি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত না।

পৃঃ ১৩৮, পুরীর কথা।

বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব।

বিভিন্ন পৌরাণিক রাজবংশাবলীর তুলনা করিলে দেখা যায় কোন কোনটিতে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী নৃপতির নামও উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এফ্ পার্জিটার বিভিন্ন পুরাণোক্ত কলিযুগের

(২৯) ঐ ঐ পৃঃ ১০।

(৩০) উৎকলের পঞ্চতীর্থ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, পৃঃ ৪৭।

রাজবংশাবলীর যেরূপ বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে মৎস্যপুরাণ বায়ুপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই সন্দেহ জন্মে। এ সম্বন্ধে কিন্তু এখনও মতভেদ রহিয়াছে। ডাঃ সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে বায়ুপুরাণ মৎস্যপুরাণ অপেক্ষাও প্রাচীন (৩১)।

পৃঃ ১৪১, পুরীর কথা।

পুরী ও দন্তপুর।

পুরীতীর্থের প্রাচীনত্ব-প্রসঙ্গে আমরা পুরী যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এ কথার উল্লেখ করিয়াছি মাত্র, কিন্তু উহা যে খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্বে দন্তপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এ মতবাদের আলোচনা করি নাই। জাতক গ্রন্থে দন্তপুর কলিঙ্গের রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৩২)। স্বর্গীয় ডাঃ ফার্গুসন অনুমান করিয়াছিলেন,—এক্ষণে যে স্থানে জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত সেই স্থানেই পূর্ব্বে ধাতুগর্ভস্তূপ (Dagoba) বিদ্যমান ছিল (৩৩)। যে উচ্চ ভিত্তির উপর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে ফার্গুসন তাহাই প্রাচীন স্তূপের ভগ্নাবশেষ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেও রাজা

---

(৩১) Sir R. G. Bhandarkar's Early History of the Deccan, p. 23.

(৩২) Jat. 3. 3-4, vide Prof. Bhandarkar's Carmichael Lecture on Ancient History of India, 1910, p. 34.

(৩৩) Fergusson quoted by Raja Rajendralala Mittra, Ant. Oriss. Vol. II, p. 105 sqq.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এ মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই। প্রাচীন সিংহলী ভাষায় লিখিত 'দলদ বংশ' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, 'দাতবংশ' গ্রন্থে, দন্তপুরের যে বিবরণ পাওয়া যায় নিম্নে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইল। দাতবংশ, ধর্ম্মকীর্ত্তি নামক স্থবির (থের) কর্ত্তৃক, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে রাণী লীলাবতীর রাজ্যকালে রচিত হয়। সার্ মুতু কুমারস্বামী ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। টুর্ণুরের মতে সিংহলের এলু নামক প্রাচীন ভাষায় রচিত 'দলদ বংশ' গ্রন্থের আনুমানিক রচনা-কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম অংশে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যে এ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন।

দাত বংশের বর্ণনা অনুসারে বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করিলে পর ক্ষেম নামক তাঁহার জনৈক শিষ্য চিতা হইতে তাঁহার একটি দন্ত গ্রহণ করিয়া দন্তপুরবাসী কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন।

বুদ্ধের বামপার্শ্বের নিম্নের হনুস্থি ('চোয়াল') হইতে গৃহীত এই দন্তটি, কলিঙ্গরাজ নানা পর্ব্বোপলক্ষে বিশ্বাসী স্বধর্ম্মাবলম্বিগণকে প্রদর্শন করাইতেন। কলিঙ্গরাজ সুবর্ণাদি খচিত মুক্তামালায় সুশোভিত শতপ্রকোষ্ঠযুক্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই পবিত্র দন্তরক্ষণের জন্য তদভ্যন্তরে একটি রত্নবিমণ্ডিত বেদিকার প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষাংশে রাজা গুহশিবের রাজত্বকাল (খৃঃ ৩৭০—৩৯০) পর্য্যন্ত ব্রহ্মদত্তের বংশজাত নৃপতিগণ সকলেই এই বুদ্ধদন্তের পূজা করিয়া আসিতে-ছিলেন। গুহশিব তারুণ্যসুলভ চঞ্চলতা হেতু প্রথমে 'নিগন্থ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। পরে কোনও

পর্ব্বোপলক্ষে এই পবিত্র দন্তের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ইহার অলৌকিক প্রভাব দর্শনে তাঁহার অন্যান্য প্রজাবর্গের ন্যায় তিনিও দন্তোপাসক হইয়া পড়েন এবং ব্রাহ্মণগণকে নিজ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ব্রাহ্মণেরা জম্বুদ্বীপাধিপতি পাণ্ডু নামক রাজার রাজধানী পাটলিপুত্রে যাইয়া রাজসকাশে নিবেদন করেন যে কলিঙ্গরাজ শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের উপাসনা না করিয়া তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এক মৃত ব্যক্তির দন্তের পূজা-অর্চ্চনা করেন। পাণ্ডু এ সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্তায়ন নামক সামন্তরাজকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া গুহশিবের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। চিত্তায়ন মণি-মাণিক্যাদি-খচিত, শিখর-যুক্ত দন্ত-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তথায় হরি-চন্দন রচিত প্রবেশদ্বার ও মন্দির-গাত্রে প্রচুর বহুমূল্য রত্নাদির সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তৎকালে দন্ত সংক্রান্ত কোনও অলৌকিক ব্যাপারের সংঘটন হওয়ায় তিনিও বৌদ্ধমতে আস্থাবান হয়েন। বুদ্ধদন্ত পাটলিপুত্রে নীত হইলে তথায় তৎসাহায্যে বহু আশ্চর্য্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। 'নিগন্থ' ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে দন্তটি রাম কিম্বা জনার্দ্দনের অপর কোনও অবতারের দেহাবশেষ, তাই ইহার এরূপ অলৌকিক প্রভাব। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অদ্ভুত দৈবী ঘটনাদি লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডুও ক্রমে দন্তের উপাসক হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহশিব দন্তটি নিজরাজ্যে আনয়ন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বতন মন্দিরেই সংস্থাপিত করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গুহশিব শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই। ক্ষীরধার নামক কোনও পার্শ্ববর্ত্তী রাজা তাঁহার সহিত সংগ্রামে হত হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণ একতাবদ্ধ হইয়া বহু সৈন্য

সমভিব্যাহারে দন্তপুর আক্রমণ করেন। গুহশিব এ যুদ্ধে নিজ পরাজয় সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার জামাতা, উজ্জয়িনীর রাজকুমার, দন্তকুমার ও কন্যা হেমমালাকে বুদ্ধদন্ত লইয়া সিংহলদেশে যাইতে পরামর্শ দেন। যুদ্ধে গুহশিব প্রাণত্যাগ করিলে দন্তকুমার ও হেমমালা ছদ্মবেশে কলিঙ্গরাজ্য হইতে প্রস্থান করেন। পথে তাঁহাদের বহু বিপদাপদ ঘটে এবং তাঁহাদিগকে পর্ব্বত ও অরণ্যাদি অতিক্রম করিতে হয়। বনভূমে বনদেবতাগণ উপহার স্বরূপ পুষ্পাদি আহরণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। হেমমালা স্বীয় বেণীবন্ধনের ভিতর দন্তটি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা তাম্রলিপ্তি ('তমলিত্তি') বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথায় সুসজ্জিত একখানি লঙ্কাগামী অর্ণবপোত দেখিতে পান। তাঁহাদিগের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে ও সুমধুর বাক্য শ্রবণে পোতাধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে পোতমধ্যে স্থান দান করেন। এইরূপে তাঁহারা সিংহল ('সিহল') দ্বীপে গমন করিতে সমর্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত কাহিনী হইতে দেখা যায় যে কলিঙ্গে জনসাধারণ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী তো দূরের কথা, মধ্যযুগে রাজা মুকুন্দদেবের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত যে উৎকল দেশ বৌদ্ধপ্রভাব হইতে নির্মুক্ত হইতে পারে নাই তাহা লামা তারানাথের গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে (৩৪)।

বুদ্ধ দন্ত প্রথমে উৎকলেই আনীত হইয়াছিল এবং তৎপরে পাটলীপুত্রে নীত হইলেও দন্তপুরে উহা পুনরানীত হয়।

---

(৩৪) পুরীর কথা, শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, পৃঃ ৭৩।

কলিঙ্গ হইতে সিংহলে লইয়া যাওয়ার জন্য উহা যে তাম্রলিপ্তি বন্দরে (আধুনিক তমলুকে) আনীত হইয়াছিল এ কথাটিও বিশেষ লক্ষ্য করার প্রয়োজন। রাজা গুহশিবসংক্রান্ত ঘটনার কাল আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া কথিত হইলেও দন্তবংশ গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা, সুতরাং 'নিগন্থ' ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক জম্বুদ্বীপাধিপতির নিকট বুদ্ধ দন্ত যে জনার্দ্দনের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের দন্ত বলিয়া পরিচয় প্রদানের কথা শ্রুত হয়, তাহাতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রচলিত রামোপাসনার (৩৫) সহিত ইহার কোনও প্রকার সম্পর্ক সূচিত হইতেছে কিনা তাহা পণ্ডিতগণের অনুধাবনযোগ্য। কর্ণেল জেমস্ লো শ্যামদেশীয় ভাষায় লিখিত "Phra Pat' hom" গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্ত-সার ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত মূল আখ্যায়িকার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং দাতবংশের ন্যায় এ গ্রন্থখানিতেও যে এতৎসম্বন্ধীয় প্রাচীন প্রবাদ স্থান পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ণেল লো'র অনুবাদে রাজকন্যা হেমমালার নাম Hema-chala রূপে লিখিত হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্র লাল উহাকে লিপিকরপ্রমাদ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্র লাল বলিয়াছেন দন্তপুর ও 'পুরী' (জগন্নাথ ক্ষেত্র) একই স্থান হইতে পারে না। দাতবংশের আখ্যায়িকায় যে সালঙ্কার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা শিখরযুক্ত মন্দিরের, ধাতুগর্ভ স্তূপের নহে, সুতরাং বৌদ্ধস্তূপের ভিত্তির উপর জগন্নাথ মন্দির

---

(৩৫) পুরীর কথা, পৃঃ ১১।

নির্ম্মিত হইয়াছে, দাতবংশ গ্রন্থ হইতে ডাঃ ফার্গুসনের এ অনুমানের কোনও পোষকতা পাওয়া যায় না। তাহার পর, পুরী হইতে সিংহল যাইতে হইলে, দন্তকুমার ২৫০ মাইল উত্তরে তাম্র-লিপ্তির বন্দরে যাইতে যাইবেন কেন? পূর্ব্বকালে পুরীও বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। পুরীর পোতাশ্রয় সেরূপ সুবিধাজনক নহে বলিয়া তথায় বিদেশী জাহাজের গমনাগমনের সুবিধা ঘটিত না, তর্কের খাতিরে যদি ইহাই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তমলুক অপেক্ষা তেলিঙ্গানার উপকূলস্থ কোনও বন্দর হইতে সিংহল যাওয়া যে অধিকতর সুবিধাজনক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালে উত্তর প্রদেশ অপেক্ষা দক্ষিণ প্রদেশের সহিতই উড়িষ্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল বলিয়া মনে হয়। আত্মমতের সমর্থনকল্পে রাজা রাজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ান যখন তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে গমন করার প্রস্তাব করেন, তখন লোকে এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী সমুদ্র-যাত্রায় বিপদ-আপদের সমধিক আশঙ্কা-বশতঃ তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত কোনও বন্দর হইতে যাত্রা করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। জলেশ্বরের ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত দাঁতন যদি দন্তপুর বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এ সকল আপত্তির সেরূপ কারণ থাকে না (৩৬)। রাজেন্দ্রলাল এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দাঁতনও দন্তের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সম্ভবতঃ ইহা দন্তপুরের অপভ্রংশমাত্র। জগন্নাথদেব গমনকালে এই স্থানে দন্তকাষ্ঠ ফেলিয়া ছিলেন বলিয়া উড়িয়ারা যে প্রবাদের উল্লেখ করে, এবং তাহার সমর্থনার্থ

---

(৩৬) Antiq. Oriss. Vol II, p. 107.

মন্দিরে রক্ষিত যে রৌপ্যময় 'দাঁতন' দেখাইয়া থাকে, 'পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যের' ন্যায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ নাই, সুতরাং এ প্রবাদ যে পাণ্ডা মহাশয়দিগের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। উড়িষ্যার অন্যান্য নগর অপেক্ষা দাঁতনই মগধের অধিক নিকটে অবস্থিত; সুতরাং মগধ হইতে প্রেরিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দাঁতন হইতে বুদ্ধ দন্ত পাটলিপুত্রে নীত হওয়া অসম্ভব নহে। দাঁতন তাম্রলিপ্তি হইতে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। বালেশ্বর বন্দর রূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে সিংহল-যাত্রী ব্যক্তির পক্ষে তাম্রলিপ্তিই নিকটতম বন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবার কথা। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ব্বোক্ত যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে ডাঃ ফার্গুসনের মত খণ্ডন করার পর শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ প্রণীত কোণর্ক গ্রন্থ ব্যতীত অপর কোথাও আর এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ রাজেন্দ্রলালের মত প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন (৩৭) যে দাঁতনে কোনও বিখ্যাত মন্দির থাকার কথা জানা যায় না, এবং দাঁতন যদি দন্তমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিত তাহা হইলে ফা-হিয়ান সে কথা অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। পণ্ডিত বিষণস্বরূপের মতে দন্তপুরের পূর্ব্বতন নাম ওদন্তপুর। ওদন্তপুর বা ওতন্তপুর উদ্দণ্ডপুরেরই অপভ্রংশ। উহা বিহার নগরের প্রাচীন নাম (৩৮) সুতরাং উৎকলের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। দান্তন দন্তপুর না হউক প্রাচীন দণ্ডভুক্তির সহিত

---

(৩৭) Bishan Swarup's Konarak, p. 92.

(৩৮) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২০।

অভিন্ন বলিয়া অনুমিত। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় উতং ও দন্তর নামক যে দুই গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত দন্তপুর নগরের নামসাদৃশ্য লঘু কল্পনার সাহায্য ব্যতীত লক্ষ্য করা যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত স্থানসমূহের যথাযথ অবস্থিতিনির্দ্দেশ এখনকার দিনে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ইহাতে পদে পদেই ভুল-ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। উয়াং চাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লিখিত চি-লিতা-লো-চিং, চরিত্রপুর বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে এবং অভিজ্ঞগণের মতে উহা পুরীরই নামান্তর মাত্র (৩৯)। ইহা খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর কথা। ফাহিয়ান ভারতে আসিয়াছিলেন খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষ পাদে। রাজা গুহ-শিবের রাজত্বকালও দাতবংশের বর্ণনা অনুসারে খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষাংশে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। একই সময়ে পুরীতীর্থ যে দন্তপুর ও চরিত্রপুর এই উভয় নামে অভিহিত হইত তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না—সুতরাং দন্তপুর ভিন্ন স্থান হওয়াই সম্ভব। ডাঃ ফার্গুসনের বৌদ্ধস্তূপ বিষয়ক অনুমানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও, বর্ত্তমান জগন্নাথ মন্দির যে কোনও প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির উপর নির্ম্মিত তাহা অস্বীকার করার কারণ দেখি না। কিন্তু সে মন্দির হিন্দু কি বৌদ্ধ এখন তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। অবশ্য শ্রীমন্দিরে যে কোনও সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল হইয়াছিল তাহা আমরা 'শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ' নামক অধ্যায়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

---

(৩৯) কোনারকের কথা, পৃঃ ৬১, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৫৭, পুরীর কথা।

চৈতন্যদেব ও গরুড় স্তম্ভ।

পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে চৈতন্যদেবের গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন ও তথায় অজস্র প্রেমাশ্রুমোচনের কথা "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থেও বর্ণিত আছে (৪০)।

"গরুড়ের সন্নিধানে,
রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে'।
গরুড় স্তম্ভের তলে
আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥"

পৃঃ ১৫৮, পুরীর কথা।

বৈষ্ণববন্দনায় প্রতাপরুদ্র।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগ হেতু রাজা প্রতাপরুদ্র দেবও 'বৈষ্ণব-বন্দনায়' বিবৃত মহাজন মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। আমরা নিম্নে সে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রমুখ্য খ্যাতি।
প্রভু যারে প্রকাশিলা যত নিজাকৃতি॥"

---

(৪০) বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৯।

চাটপত্তন নামক বৈষ্ণব কবিতায় প্রতাপরুদ্র দেব সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"তাহাদের কৈল প্রভু প্রতাপরুদ্রের (sic)।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যে দর্প কৈলা দূর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌর হরি।
রামানন্দ অঙ্গে (সঙ্গে ?) দেখা তীর্থ গোদাবরী (৪১)॥"

পৃঃ ১৫৯, পুরীর কথা।

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ।

ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রস-আস্বাদনে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রায়ই বহির্জগতের দৃশ্যাদি সম্বন্ধে নিজ আধ্যাত্মিক কল্পনানুযায়ী অভিনব ভাব পোষণ করিতেন। 'চন্দ্রকান্তে' উচ্ছলিত সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গমালা দেখিয়া তাঁহার 'যমুনার জল' বলিয়া ভ্রম হইত। সমুদ্রোপকূলস্থ উপবনরাজি দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন ("পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী কলনয়া, মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ")। এইরূপ পুরীতীর্থস্থ চটক পর্ব্বত দেখিয়া তাঁহার গোবর্দ্ধন-গিরি বলিয়া ভ্রম জন্মিত।

* * *

"কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে।
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে (৪২)॥"

---

(৪১) বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৭২, ৩৮০।
(৪২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ, প্রথম উচ্ছ্বাস।

পুরীর কথা।

নাম ও বিষয়-সূচী (INDEX)

অংশুমদ্ ভেদাগম ২৯
অংশর পিণ্ড ৫৪
অক্রূর ১৬১
অক্ষয় বট ৩০, ৩১, ১৭৭
অগ্নিশর্ম্মা ১৫০
অচ্যুতানন্দ দাস ৭৪, ১৩২
অজন্তা ৮, ৪০
অত্রবলম্ ৩৯
অদ্বয় সিদ্ধি ৭৪
অদ্বৈত ১৫৫
অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৮৭
অনঙ্গভীম দেব ১৫, ১৯, ১৪৩, ১৪৪
অনঙ্গরঙ্গ ১৫, ১৪৪
অনন্ত বাসুদেব ১৮, ১৭৬
অনন্তালবার, এম্, এ, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৪
অনিরুদ্ধ ১৮৯
অন্নর স্বামী ১২৯, ১৩০
অমর সিংহ ১৯০
অমেটেপেক্ইস্ ৯৮
অরুণ ২০, ২১
অরুণ স্তম্ভ ৯, ১৬৩
অর্ক বট ১৩১
অর্দ্ধ মণ্ডপ ৬২
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৯, ৯৮, ৯৯
অর্হৎ ১১৪
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৬, ৯১
অবন্তী নগর ১১৩
অবসর্পিণি ১১১
অশোক ৫৭, ৭৫, ১১৫, ১১৮
অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ১৭২
অসিয়া (ওসিয়া) ১০, ৩৮
অহিচ্ছত্র ১৮৩
অহির্ব্বুধ্ন্য সংহিতা ১০২
আইয়ার সি, পি, বেঙ্কটরাম ৪৫, ৪৯, ৫৩, ৬৩
আইসিস্ ৯২
আক্ষরিক মত ৮৪
আটিকা ১৭৬
আদিনাথ ১১১
আনন্দতীর্থ ১০
আনন্দ নাথ ১৬১
আনন্দ বাজার ১৭৬
আনামাইট ৮০

আমলক ৫৬, ৫৭
আরবুথ্‌ নট্‌ এফ্‌, এফ্‌ ১৪৪
আরারাট্‌ ৩০
আর্ণট্‌, এম্‌, এইচ্‌ ৫৫
আর্য্য (শাস্ত) ৯৯
আর্য্যশাসনের ইতিহাস ৪৭
আর্য্যাবর্ত্ত ৭৫, ৯৩, ৮১, ১৩৯
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৩৪, ৪৭, ১৪৩
ইচিং ৭৯
ইন্দ্র ৪১
ইন্দ্রদ্যুম্ন ১০, ৩৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯৭, ১০০, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ১০, ১২৩, ১২৬, ১৭৭
ইন্দ্রভূতি ৭৪
ইন্দ্রমন্দির ৩১
ইন্দ্রবিগ্রহ ২২
ইন্দ্রাণী ৩১
ইহুদী মন্দিরের নক্‌সা ৪৭
ইসেরা (ঋষড়া) ১৭৩
ঈশ্বর (সনাপতি) ১৭৯
উইলসন্‌ সাহেব ১৩৯
উজ্জয়িনী ১১২
উড্‌নি, মিঃ ১৬৫, ১৬৬
উড়িষ্যায় বৌদ্ধপ্রভাব ৭৪
উড্রফ্‌, সার জে, জি ৭৫
উৎকলখণ্ড ১৮, ৭২, ৮২, ৮৮, ৯১, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০১, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩৭, ১৪১
উৎকলের পঞ্চতীর্থ ৭৫
উতং ২০০
উদয়পুর ১৮৯
উদ্যোত ১৮৭
উদ্দণ্ডপুর ৭৩, ১৯৯
উয়াং চাং ২০০
উল্কি ৭
এইচ্‌, লংহার্ষ্ট ১৮৪
একাদশী ঠাকুরাণী ২১, ১২৭
এফ্‌, পার্জ্জিটার ৯২
এলিফ্যাণ্টা ১৩
এলু ১৯৪
এলোরা ১০৩, ১০৪
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৯০
ঐরাবত ও ইন্দ্র ৪১
ঐহোল ৬৩, ৬৮
ওড্র ৫৫, ৭৪, ১৩৮
ওড্র সভ্যতা, ৮
ওমালী এল্‌, এস্‌, এস্‌ ৯৩, ৯৪, ১২৮
ওসিয়া ১০, ৩৮
ককেসীয় ৭
কটকের গুহা ২৩
কঞ্জিভেরম্‌ ৫০, ৭৬
কথাসরিৎসাগর ১৯০
কপালী ২৯
কপিলসংহিতা ১২৬

কপিলেন্দ্র ১৭৮
কপিলেশ্বর ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১
কর্ণপুর ১৩১
কর্ণাট ১৭৮
কর্দ্দমেশ্বর ৫৬
কর্দ্দিনারের সিংহলের ইতিহাস ১৭৩
কলম্বো ১৩০
কলবরক (কলবরগা) ১৪৮, ১৭৯
কলিঙ্গ ১৯৩, ১৯৬
কলিঙ্গরাজ ১৯৪
কল্কি ৩৪
কল্পবৃক্ষ ৩২
কল্যাণ মল্ল ১৫
কল্লাবেঠিয়া ১০৬
কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৪৪
কশ্যপ ২০
কাঙ্গড়া ১৮০
কাঞ্চনী ১২১
কাঞ্চী (কঞ্জিভেরম্) ৪৭, ৫০, ৭৬, ১২৯
কাঞ্চীকাবেরী অভিযান ২৮, ৩৬
কাঞ্চীকাবেরী পুঁথি ১৭৯
কাত্যায়নসূত্র ১৮১
কানিংহাম ১৯১
কান্দাহার ১৬৪
কামাক্ষী ৭৬
কাম্বোজ ৮০
কারণাগম ২৯
কারাচিওলো, শ্রীমতী ১১৭
কার্ণ, ডাঃ (Kern Dr.) ৯, ১৬, ৭৩
কালাগু, ডাঃ ৭৯, ১৮১, ১৮২
কালাপাহাড় ৮২
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৫, ৯৩
কাবুল ১৬৪
কাশীপ্রসাদ জৈশবাল, ৩২
কাশীমিশ্র ১২৯
কাশ্যপীয় ৬০
কীলহর্ণ, ডাঃ ১৪৪
কুমড়াহার ১৭৫
কুম্ভকোণম্ ১০৭
কূটস্থচৈতন্য ১০২
কূর্ম্মপুরাণ ১৪০
কূর্ম্মবেধ ১৪৬
কৃষ্ণদাস ৭১
কৃষ্ণদেব রায় ১৭৯
কৃষ্ণলীলা ১৩, ১৭২
কৃষ্ণশাস্ত্রী, আর্ ২৪, ৩৯, ৮৬
কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, এম্ ১১৬, ১১৭
কেন্দুপাটল তাম্রপট্ট ১৪৩
কেন্দুবিল্ব ১৫২
কেরী, ডাঃ ১৬৪
কেলাই খুটিয়া ১৪৮
কোটবর ১৪৮

কোণাদিত্য ১৩৯
কোণার্ক (কোনারক) ৯, ১৪, ১৯, ২১, ৩১, ৬৭, ৮৪, ১০২, ১০৩, ১৩৯, ১৫৯, ১৬৩, ১৭৮
কোণার্কগ্রন্থ ১৯৯
কোমোক্রদিয়া ৯৫
কোলবর্গা ১৪৮
কোলাপুর ৩৯
কৌটিল্য ১১১
কৌলাবলী তন্ত্র ২৯
কৌশিকসূত্র ১৮১, ১৮২, ১৮৩
ক্রীটদ্বীপ ১৭৯
ক্লডিয়স্ বুকানন্, ডাঃ ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৩
ক্লু ৯১, ৯২
ক্লোরাইট ৪০
ক্ষীরগ্রাম ৩৭
ক্ষীরধার ১৯৫
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, স্বর্গীয় ১৪৬
ক্ষেত্রপাল ২৮, ২৯
ক্ষেত্রপুরাণ ৭১
ক্ষেম ১৯৪
খঞ্জাদ্বার ৪৫
খণ্ডগিরি ২৩
খাজুরাহো ৩৮, ৬৫
খারবেলের লিপি ৩২
গচ্ছ ১১৩
গঙ্গাধর রাজগুরু ৪৫
গঙ্গেশ্বর ১৪২
গজলক্ষ্মী ২২, ২৩, ২৪
গজসিংহ ২৪
গঞ্জাম ৯৪
গঞ্জাম এজেন্সি ট্র্যাক্ট ৯৬
গণপতি ২৭, ২৮
গণেশমূর্ত্তি ২৭, ২৮, ১৫৯
গদাধর ১৬২
গয়া ৫৬
গরুড়মূর্ত্তি ১২
গরুড়ের স্তম্ভ ৪, ১৫৭, ২০১
গল্‌গথা ১৭৪
গিরিশ চন্দ্র বেদান্ততীর্থ ১৬
গীতগোবিন্দ ১৫১, ১৫২, ১৫৪
গীতমঙ্গল ১৫৬
গুঞ্জাবাটী ১৩৫
গুণ্ডিচা ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫
গুণ্ডিচা গড় ১৩৬
গুণ্ডিচা দেবী ১২৬, ১২৭
গুণ্ডিচা প্রতিপদ ১২৭
গুণ্ডিচা মন্দির ১২৯, ১৩১
গুণ্ডিচা মুষা ১২৭
গুণ্ডিচা বাড়ী ৪২, ১০৫, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬
গুণ্ডিচা বেদী ১৩৫

গুহশিব ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২০০
গেহট্, সার্ ই, এ, ১৪৯
গোপালচন্দ্র আচার্য্য, ১২৩, ১৪০, ১৪৩
গোপীনাথ রাও, টি, ২৫, ২৭, ২৯, ৬৮, ৭৬, ১০০, ১৩৩
গোপুরম্ ৪৮, ৫৪, ৬৬
গোমতী বিহার ১০৮
গোয়ালিয়র ১৯১
গোবিন্দ ১৬১
গোবিন্দদাসের করচা ৪, ১২৯
গোবিন্দপুর লিপি ১৪৫, ১৭৮
গোবিন্দবিদ্যাধর দেব ১৪৬
গোষ্ঠলীলা ৪১
গোষ্ঠবিহার ১৩
গোষ্ঠীকথা ৭১
গৌড় ১৭৮
গৌড়েশ্বরনবকোটিকর্ণাটকলবর-কেশ্বর ১৪৭
গ্রাহাম, মিঃ ১৭২
গ্রীক্ আরিয়ান ১৭৬
ঘোসুণ্ডী শিলালিপি ১৮৯
চক্রচিহ্ন ৬৮
চক্র পেরুমল ৮৫
চণ্ডিকামঙ্গল ৭১
চন্দনযাত্রা ১২১, ১২৩, ১২৪
চন্দ্রগুপ্ত (২য়) ১৮৫
চম্পা ৮০, ১৩৮
চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি ৩২
চতুর্ব্ব্যূহ ৮৮, ৯০, ৯১
চরিত্রপুর ২০০
চসার (Chaucer) ১৬৯
চার্লস্ বুলার ১৬৭, ১৭০, ১৭১
চিতি ১৮২, ১৮৩
চিত্তরঞ্জন দাশ, ৭১
চিত্তায়ন ১৯৫
চিন্নাবাবু ১৬৩
চিল্‌কাহ্রদ ৮১
চি-লি-তা-লো-চিং ২০০
চৈতন্যচরিতামৃত ১২২, ১২৩, ১২৯, ১৩১, ১৫৫
চৈতন্যচন্দ্রোদয় ১৩১, ১৩২
চৈতন্যদাস ৭৪
চৈতন্যদেব ১১, ৩৮, ১২৩, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ২০১
চৈতন্যভাগবত ১২২
চৈতন্যমঙ্গল ১৫৭
চৈত্য ১১৩, ১১৫
চৈত্য (বৌদ্ধ) ৭৮
চোড় গঙ্গদেব ১৪২
ছত্রকা পত্র ৬৫
ছত্রিশগড় ১৮৫
জগমোহন ৪০, ৬৭, ১৪৬, ১৪৭
জন্মেজয় মহাভবগুপ্ত ১৮৭
জয়দেব ১৫২

জয় ও বিজয় ৯
জয়ানন্দ ১৫৮
জলবিহার ১২১, ১২২
জলেশ্বর ১৯৮
জাজনগর ৮১, ৮২
জাতকগ্রন্থ ১৯৩
জিয়ড় ৩৮
জীবন্তস্বামী ১১২
জুভো ডুব্রেই, অধ্যাপক ৩৩, ৬৫
জেম্‌স্ লো ১৯৭
জৈশবাল, কাশীপ্রসাদ ৩২
ঝাঁসি ১৯১
টমাস্, এ, জয়েস্ ৯৮
টলেমি ৯৩, ১৯০
টাটু ও মোকো ৯৫
টিয়ওিয়া নেকো ৯৭
টুর্ণুর ১৯৪
টেপ্পকুলম্ ১২১
টেব্যানী ৯৯
তক্ষশিলা ৪২
তন্ত্রের প্রাচীনত্ব ২৯, ১৪০
তন্ত্রযামল ১৪০
তপুস্‌স ৭৪
তান্‌জোর (তাঞ্জোর) ২৬, ৫৪, ১০৭
তাম্রলিপ্তি ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯
তারানাথ, লামা ৭৩
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৭০
তারিণীচরণ রথ ২৮, ৩৬
তালচের ৯৪
তালধ্বজ ১০৫
তাস (বিষ্ণুপুরের) ৭৭
তিনেভেলী ২৬
তিম্মল নায়ক্ক ১২২
তিরমল মন্দির ১৪২
তিরুপল ত্তরাই ২৫, ২৬
তিরুবদ মরুদুর ৫৫, ১০৭
তীর্থঙ্কর ১১১, ১১৪, ১১৫
তীবরদেব ১৮৬
তুক্ক ১৭৯
তুলসী পরিছা ১২৯
তেলিঙ্গানা ১৯৮
তৈত্তিরীয় ১৮১
তৈলঙ্গ ১৭৬
ত্রিশোনাদেব ১৫০
ত্রিহুত (মন্দির আদর্শ) ৫৬
দক্ষিণ কোশল ১৮৫
দক্ষিণ ভারতীয় দেব ও দেবী-মূর্ত্তির পরিচয় ২৪, ৩৯, ৮৬
দক্ষিণী রামায়েৎ সম্প্রদায় ১৭৭
দন্তকুমার ১৯৬, ১৯৮
দন্ত বংশ ১৯৭
দন্তপুর ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬, ২০০
দন্ত ২০০
দলদ বংশ ১৯৪
দশাবতার চিত্র ৭৭
দাঁত বংশ ১৯৭, ১৯৮, ২০০

দাঁতন ১৯৮, ১৯৯
দারুব্রহ্ম ৭০, ৮৯
দিল্লী ১৭৮
দিব্যসিংহ (২য়) ১৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৫
দীনবন্ধু ১২
দীনবন্ধু মিত্র ৪৪
দীনেন্দ্র বাবু (শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়) ২
দুর্গাচরণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত ৫৪, ৯৭, ১২১
দুর্গামন্দির ৬৪
দেউলতোলা ৬৯, ৭১
দেপাড়া ৩৯
দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, অধ্যাপক ২৪, ১১৬
দেবদাসী ১২১
দেবযানী (দেবসেনা) ৯৯
দেবরথ ১১৫
দেবীবর ঘটক ৭১
দৈতা ৯৬
দোল গোবিন্দ ১২১
ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ১২
ধর্ম্মপাল ৭৩
ধর্ম্মকীর্ত্তি ১৯৪
ধারওয়ার ৬৮
ধীবররাজ ৯২
ধেন্‌কানাল ৯৩
নগরী ১৮৯
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ১৭৪
নগেন্দ্রনাথ মিত্র ৮৫
নন্দীঘোষ রথ ১০৫
নন্দ্যাবর্ত্ত ৪৮, ৫০, ৫১
নমক্কল ৩৯
নরসিংহ, কবি ১২০
নরসিংহ দেব, (৪র্থ) ১৯, ৬৫
নরসিংহদেব, খুর্দ্দারাজ ১৯
নরসিংহনাথ মন্দির ২৪
নরসিংহ বর্ম্মণ, প্রথম ৬৫
নরহরি তীর্থ ১০
নরেন্দ্র সরোবর, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১২৫
নব কলেবর ১২, ৭৮
নবগ্রহ ১৩৩, ১৩৪
নানাঘাট গুহার শিলালিপি ১৮৯
নাটমন্দির ৪০, ৬২, ৬৬, ৬৭ ১৪৬
নারদ সংবাদ ৭১, ১৮৭
নারাম্ সিন্ ৫৮, ৫৯
নারায়ণ (মাসিকপত্র) ৭১
নাহার ও ঘোষ ১১১
নিগন্থ ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭
নিত্যানন্দ ১৩২, ১৫৫
নিনেভে ৫৯
নিমাই ১৫৮
নিরোধন ৬৬
নির্গুণ-মাহাত্ম্য ৭৪

নীলচক্র ৬৭
নীলমাধব ৯৬
নীলাচলে জগন্নাথদেব ১৮৭
নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ৩৬
নীলোদ্রি মহোদয় ১২
নুলিয়া ৬
নৃলোপঞ্চানন ৭১
নৃত্যমণ্ডপ ৬২
নৃসিংহ ১৭৯
নৃসিংহক্ষেত্র ১০
নৃসিংহদেব ১৮, ১৪২, ১৪৩
নৃসিংহমূর্ত্তি ১০, ১১, ৩৮
নৃসিংহ বাজপেয়ী ৪৫
নেত্রোৎসব ১০৫
নেভিন্‌সন্, এইচ্, ডব্লিউ ১২
নোহ ৩০
নৌবিদ্যা ১৩
পচুম্মা ৯৭
পঞ্চায়েৎ ৪৮
পতিতপাবন ১১
পট্টদকল ৬৩
পত্রশবর ১৯০
পদম্‌পুর ২৪
পদ্মধ্বজ ১০৫
পদ্মমণ্ডপ ৪৪, ৬২
পদ্মাবতী ৩৬, ১৪৬
পবনদূত ৮২
পরমংশ (পরমহংস) বাজপেয়ী ১০৪
পরশুরামেশ্বর ৬৪
পরিশিষ্ট পর্ব্বন্ ১১২
পর্ণশবর ১৯০
পাঞ্চরাত্র ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ১৮৯
পাটলিপুত্র ১০৮, ১০৯, ১৯০, ১৯৬, ১৯৯
পাণিগ্রাহী ৪৫
পাণ্ডু ১৯৫
পাতালেশ্বর ১৮
পান্না ১৯১
পাপনাথ মন্দির ৬৪
পার্শ্বনাথ ১১১
পিঙ্গাক্ষ ১৯০
প্লিনি ৯৩, ১৯০
পুণ্ডরীক গোপ ১৪৮
পুরীর ইতিহাস (স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ প্রণীত) ১১, ১০৬, ১৭২
পুরীর চিঠি ৮, ২৭, ৩৩, ৫৫
পুরীতীর্থ ৮৫
পুরুষপুর ১৭৫
পুরুষোত্তম ১৮, ২৮, ১১০, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৪, ১৭৮, ১৯১, ১৯৯, ২০১
পুরুষোত্তম তীর্থ ১৭৬, ১৭৭

[illegible] ৭৬
[illegible] ৭৭
[illegible]য়নাথ ৩০, ১৭৯
[illegible]য়চন্দ্র মজুমদার ২২, ১৮৫, ১৮৬
[illegible]য়নাথ ৩০, ১৭৯
[illegible]য়নগরাজ অলিয় রামরায় ১৭৭
[illegible]গাথুর ৬৩
[illegible]উঠল মন্দির ৬০
[illegible]দশ্মাধব ১৩০
[illegible]স্যাকর বাজপেয়ী ৪৫
[illegible]গা ২০
[illegible]য়কদেব ২১, ২৮, ১৯২
[illegible]নোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ৮৯
[illegible]তীর্থ ১২৬
[illegible] সহায়বর ১২০
[illegible]লাদেবী ১, ২৬, ২৭, ৩০, ১৩৪, ১৩৮
[illegible]য়া পীঠ ১৭, ১৪০
[illegible] ১৫, ১৬, ৩৭, ৪০, ৪৮, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬৭
[illegible]টি পীঠ ৮৪
[illegible]পাক মন্দির ৬৩
[illegible]সিন্দুর ১৮৫
[illegible]কোণ ১৪১
[illegible], ৯৭
[illegible]শ্বর ১৩
[illegible]শঙ্করাপ ২২, ১৯৯, ২০০
বিষ্ণু ৩৮
বিষ্ণু জামল ১৩৯
বিষ্ণু পুরাণ ১৩৮, ১৩৯
বিষ্ণুপুরের তাসক্রীড়া ৭৬, ৭৭
বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয় ৮৯
বিহার ও উড়িষ্যাদেশীয় প্রত্নানুসন্ধান-সমিতির পত্রিকা ৩২, ৩৬, ৭৩, ১৪৯, ১৭৫
বীরকেশর দেব ১৬৩
বুকানন হ্যামিলটন ৭৩
বুদ্ধগয়া ৫৭
বুদ্ধদন্ত ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯
বুদ্ধদেব ১০১
বুন্দেলখণ্ড ৬৫
বৃন্দাবন দাস ১২৩
বৃহৎসংহিতা ৯, ৩৩
বেঙ্কটরাম ১৭৬
বেঙ্কটরাম আইয়ার, সি, পি, ৪৯, ৫৩
বেড়া সঙ্কীর্ত্তন ১৫৫, ১৫৬
বৈদিকযুগ ১৮১
বৈষ্ণব আড়োয়ার (Alvars) ১৭৭
বৈষ্ণব বন্দনা ২০১
বোধগয়া ১৭৫
বোধগয়া মন্দির ৫৭, ১৮৪
বোধিদ্রুম ৩২, ৭৩
বৌদ্ধচৈত্য ৭৮

বৌদ্ধধর্ম্ম চিত্র ৮৫
বৌদ্ধস্তূপ ২০০
বৌদ্ধোপাসনা (জগন্নাথক্ষেত্রে) ৬৯
শম্ভুকর বাজপেয়ী ৪৫
শবর ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০১, ১০২, ১৯০, ১৯১
শাক্যশ্রী ৭৩
শান্তশিলা ১৬১
শান্তিপুর ১৪৯
শার্দ্দূল ২৬
শাসনগ্রাম ৪৪, ৪৫
শাস্ত ৯৯
শিখর ৫৯, ৬০
শিব (কলিঙ্গরাজ) ১৯৫
শিবদেব ৮১
শিশুদাম দাস ৭০
শূন্য সংহিতা ৭৪
শেখর ধ্বজ ৬৭
শেষশায়ী মূর্ত্তি ৩৪
শেষশায়ী লীলা ১২৩
শ্যাম শাস্ত্রী ১১২
শ্যামানন্দ ১৬১
শ্রী ১২১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৩, ১২৯, ২০২,
শ্রীকৃষ্ণের শূন্যরূপ ৭৪
শ্রীগৌরাঙ্গ ১৬২
শ্রীনিবাস ১৬২
শ্রীপরাণ
শ্রীপুরুষে
শ্রীমন্দির
৪৪,
৯০,
১২
১৪২
১৫৮
১৯৫
শ্রীমন্দিরে
শ্রীমন্মহা
শ্রীরঙ্গম্
শ্রীরঙ্গ র
১৭৫
শ্রীরামপু
শ্রীবাস ১
শ্রীবৃক্ষ ৩
শ্রীশ্রীজগ
১৪৩
শ্রেডার,
শ্রৌতসূত্র
ষড়্ভুজ
ষ্টার্লিং ৭৩,
সঙ্কর্ষণ ১৮
সঙ্কীর্ণ বিম
সত্যবতী
সদাশিব ব
সদাশিব স
সভা ৪৯

সমুদ্র গুপ্ত ২৩, ১৮৫
সমুদ্রকট পুরী ১৩৮
সম্প্রতি ১১২, ১১৩, ১১৪
সম্বলপুর ১৮৭
সরস্বতী ২১
সরস্বতীর মন্দির ৩৩, ৪৪
সর্ব্বতোভদ্র ৫০, ৫২, ৫৩
সলোমন ৪৭
সাইক্স্ কর্ণেল ৭৮
সাক্ষীগোপাল ২৮
সাঞ্চী ২৩, ৪২, ৫৬, ৮২, ৮৩
সাতুনী ৫৯
সারনাথ ৫৭, ৫৮
সালুভ নরসিংহ ১৭৯
সাবিত্রী মন্দির ৩৩
সিংহদ্বার ৯
সিংহপেরুমল ৩৯
সিংহল ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮
সিফ্‌নার, এ, ৭৩
সিরপুর ৯৫, ১৯১
সিলভ্যাঁ লেভী, আচার্য্য ৬১
সিসিলি দ্বীপ ১১৭
সীতার বিবাহ ৪১, ১৩৫
সুদর্শন বুদ্ধ ১০৩
সুদর্শন ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০
সুদর্শনচক্র ৮৫, ৮৯, ৯০, ১৩৭
সুদ্ধোধনে ১০৩
সুধন কুমার ১০৩
সুধালেপ ১৬
সুভদ্রা ৩৭, ৯১, ৯২, ১৩৭, ১৭৫
সুয়ারমার ১৯১
সুয়ারি ১৯০
সুরেন্দ্রনাথ কুমার ১০২
সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯
সুহস্তিন্ ১১২, ১১৩
সূতজাতি ৪৮
সূর্য্যদেব ৩১
সূর্য্যনারায়ণ ৩৫
সূর্য্যমূর্ত্তি ১৯, ২১, ২২
সেতুবন্ধ যাত্রা ৩৪, ১৪৪
সোমমূর্ত্তি ২২
সোমেশ্বরদেবের তাম্রশাসন ১৮৭
সোরি নোমাডেস্ ১৯০
সৌর মতবাদ ৩৪
স্কন্দগুপ্ত ২৩
স্কন্দপুরাণ ১৪১, ১৯০
স্থবিরাবলী চরিতম্ ১১২
স্পুনার, ডাঃ ৫৬, ৮০, ১৭৫
স্মিথ্ ও গ্রীন্ ১৬৭
স্বরূপ ১৩২
হনুমান ২১, ৩৮, ৪৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৮১
হরিনারায়ণ দাস ৭১
হল্, এইচ্, আর ৫৮, ৫৯
হাণ্টার, সার ডব্লিউ ডব্লিউ ৩৭, ৪৫, ৮০, ৮১, ৯৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১

হাম্পী ৬০
হারিতী ১৭৯, ১৮০
হিঙ্গুলা ৯৪
হিন্দুমন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তি ৭৬
হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ২২
হিরণ্যকশিপু ৩৮
হিরণ্যকেশী কল্পসূত্র ১৮২
হুচ্ছিমল্লি গুড়ি ৬৪
হেভেল, ই.
৪৬, ৪
৫৭, ৫
হেমচন্দ্র দা
হেমচন্দ্র সূর্য
হেমদাকান্ত
হেমমালা ১

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০ (ফুটনোট)	১	R. K. Bhandar-kar	R G. Bhandar-kar
১৩	২২	লাঁলোয়া (Langois)	লাংলে (Langlé)
৩২	৮	Mr. K. P. Jayawal	Mr. K. P. Jaysawal
"	৯	চতুবর্গচিন্তামণি	চতুর্বর্গচিন্তামণি
৪০	৬	আজন্তার	অজন্তার
৫৩	(নাট) ২	Ayyars	Ayyar's
৫৪	১৬	ত্তিরুবদমুড়ুর	তিরুবদমুরুড়ুর
৭৮ (ফুর্টনোট)	২	ফাগুসন	ফার্গুসন
৮১	১	কোন্‌কালে	কোনওকালে
"	১০	ষ্টার্লিং	ষ্টার্লিং
১০০ (ফুটনোট)	৩	M. Mazliere	M. Mazeliere
১০৩	৩	লাঁলোয়া (Longlois)	লাংলে (Langlé)
১০৩	১২	লাঁলোয়া	লাংলে
১০০ (ফুটনোট)	২	Genous	Genoux
"	"	de	du
১০৩ (ফুটনোট)	৫	Mounments	Monuments
"		d	de
"		[illegible] 7	page 74
১০৫		অঙ্কণের	অঙ্কনের
১০৮ (ফুটনোট)		[illegible]	½ মাইল
১ ৫ (ফুটনোট)	১	[illegible]	Second Edition, p. 159
১৬		[illegible]	অগিখংধনি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৬	৫	দর্শয়িত্পা	দসয়িত্
„ (ফুটনোট)	৫	Ep. Ind, 11. 45	Ep. I 451
„ „	৯	অগ্নিকংধনি	অগিকং
„ „	১০	জ্যোতিকংধনি	জোতিং
„ „	১০	দর্শয়িত্পা	দসয়িত্
১৩১	২১	কর্ণপূর্	কর্ণপুর
১৩৮	৬	১৮৫ খৃষ্টাব্দে	১৮৫ খৃঃ
১৩৮ (ফুটনোট)	৪	Dwaraksitas	Devar
১৩৮ (ফুটনোট)	৫	Pandavas	Paund
১৩৮ „	৫	(Vs. Odras)	(Visnu Odras
„ „	৬	City of Champa."	City pa. (
১৪০	৫	ঈঙ্গিত	ইঙ্গিত
১৪৫	৩	উপলক্ষ্যে	উপলক্ষে
১৪৯ (ফুটনোট)	৩	J. B. O. R. S.	J. B. Vol. I pp. 36
১৫০	৮	Examinar	Exam
১৫৩	(হেডিং)	শ্রীমন্দিইরের ভিবৃত	শ্রীমন্দি
১৫৫ (ফুটনোট)	১০	Llooed	Look
১৮১	১	৫৪	
২০০	৭	চি-লিতা-পো-চিং	চি-লি-

দ্বিতীয় খণ্ড।

কানাব্লকের কথা।



আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব

ও

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীকে

মন্দিরের কথা

উৎসর্গ করিলাম।

গুরুদাস

কোনারকের কথা

সূচনা

বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে যখন কোনারকের কথা লিখিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে তাঁহার পাঠাগার হইতে পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের "কোণার্ক" গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানি ব্যতীত ইংরাজী অথবা বাংলা ভাষায় কোনারকের মন্দির সম্বন্ধে অপর কোনও সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঋণস্বীকার লেখকমাত্রেরই কর্ত্তব্য; তাই শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের সহিত সকল বিষয়ে একমত না হইতে পারিলেও এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর বিশেষ উপভোগ্য। প্রাচীন স্থাপত্য বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকমাত্রেই বাস্তুশিল্পে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থকারের মতাদির সারবত্তা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দাক্ষিণাত্যে যেরূপ সূর্য্যনারকোইল, উড়িষ্যায় সেইরূপ কোনারক। কিন্তু উড়িষ্যার এই কৃষ্ণদেউলের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত মন্দির দেশজোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। প্রথম খণ্ডের পূর্ব্বকথায় চক্রসংযুক্ত মন্দিরাদির প্রসঙ্গে দারাসুরম্ নামক স্থানের ঐরাবতেশ্বর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি। কুম্ভকোণমে শারঙ্গপাণির মন্দিরে, মধ্যাবস্থিত প্রধান দেবায়তনটি হস্তী ও অশ্ববাহিত রথের আকারেই পরিকল্পিত (১); তদ্রূপ বাহনগুলির দিক্ দিয়া ধরিতে গেলে, দারাসুরম্,

(১) South Indian Shrines by P. V. Jagadisa Ayyar, p. 71.

হাম্পী, চিদম্বরম্ প্রভৃতি স্থানের (২) রথরূপে
মণ্ডপাদি অপেক্ষা এই মন্দিরটিরই যেন কো
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত
মহাশয় নিজগ্রন্থে এ দেউলের কোন চিত্র
তিরুবদমুরুত্তুরের রথের চিত্রের সহিত (৩)
চিত্র পাশাপাশি মিলাইলে এবং দক্ষিণ ভার
মন্দিরগুলির কথা স্মরণ করিলে স্বতঃই সন্দে
সম্রাটের দুহিতৃকুলোদ্ভব গাঙ্গেয়রাজ কোণা
নক্সাটি দক্ষিণ হইতেই আমদানি করিয়াছিলেন।
কৌশলী উড়িয়া স্থপতি দক্ষিণা রথের আদর্শে র
গম্বুজের পরিবর্ত্তে অধিক প্রসারযুক্ত আমলা
দিগের স্থাপত্যরীতির বিশেষত্বটুকু বজায়
এ ধারণা হয় তো বিশেষজ্ঞগণ অনুমোদ
যে সাদৃশ্যটুকু আমার চক্ষে ঠেকিয়াছিল,
তাহা না লক্ষ্য করিবেন, তাহা নহে। সে ক
বৌদ্ধপ্রভাব' অধ্যায় কোনারকের কথা
অধিকার করিয়া আছে। এই সৌর মন্দি
বা প্রত্নলিপি যে বৌদ্ধ মতবাদের কোনও
আমরা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি
মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রবাদ আ
মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তখন এক কূর্ম্ম ব

---

(২) কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব, পৃঃ ৮০।
(৩) পুরীর কথা, পৃঃ ১০৬, চিত্র ৩২।

প্রবাদ হইতেও বৌদ্ধপ্রভাবের পক্ষে সামান্যমাত্রও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে বাধ্য হইয়া এরূপ নিরালম্ব মত খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইতে হয়।

আর দুই এক কথা উল্লেখ করিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। কোণারকে প্রাপ্ত সূর্য্য-শিবের তথাকথিত একটি 'বিমিশ্র' মূর্ত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিলেও 'বিমিশ্র' মূর্ত্তির যে কোনও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, এ কথা আমরা বলি নাই। লিঙ্গোদ্ভব মাতার মন্দিরের এইরূপ একটী মূর্ত্তি (৭) ব্যতীত চিদম্বরম্ মন্দিরে সপ্তাশ্ববাহিত একটি সূর্য্যমূর্ত্তির অপর তিনটি মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সম্মিলনজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে (৮)।

শ্রীযুক্ত জগদীশ আয়ার মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে নবগ্রহমূর্ত্তির একটি অভিনব দৃষ্টান্তের কথা অবগত হওয়া যায়। আমরা নবগ্রহ-সংক্রান্ত পরিশি[illegible] আয়ত প্রস্তরখণ্ডে একত্র-সন্নিবিষ্ট নবগ্রহমূর্ত্তি, ও মণ্ডপমধ্যে [illegible]তিষ্ঠিত বিভিন্ন নবগ্রহের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, এই দুই প্রকার নবগ্রহমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি। গঙ্গাইকোণ্ডা সোলা-পুরে একটি অখণ্ড প্রস্তরে যে নবগ্রহ ক্ষোদিত আছে (৯), তাহাতে দেখা যায়, গ্রহগুলি পদ্মপুষ্পশীর্ষ রথের উপর উপবিষ্ট। সূর্য্যদেব রথের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানটি অধিকার করিয়া আছেন, শনৈশ্চর রথচালকের কার্য্য করিতেছেন এবং অপর সাতটি গ্রহ রথের দুই পার্শ্বে স্থান পাইয়াছেন। রথযাত্রার জন্য বিখ্যাত তিরুবদমুরুত্তুর

---

(৭) কোনারকের কথা, পৃঃ ২৪।
(৮) Ayyar's South Indian Shrines, p. 51.
(৯) Op. Cit. p. 63.

স্থাপিত আছে। শ্রীযুক্ত আয়ার মহাশয় সূর্য্যনারকোইলের নবগ্রহমূর্ত্তিগুলির যে চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, শনৈশ্চর-মূর্ত্তির শিরোদেশের উপরিভাগে সর্পফণা বিস্তৃত রহিয়াছে। নবগ্রহের এই সকল দণ্ডায়মান মূর্ত্তি বৃত্তাকার, আয়ত, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ, ধনুরাকৃতি, সূর্পাকৃতি, পতাকাকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। শুধু গ্রহশান্তির জন্য নহে, ধন, দীর্ঘায়ুঃ, বৈষয়িক উন্নতি, সুবৃষ্টি প্রভৃতি কামনা করিয়াও লোকে নবগ্রহের পূজা করিয়া থাকে ১১)। হিন্দুগণ নবগ্রহকে ভাগ্যদেবতারূপেই বরণ করিয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে এ সকল কথা উল্লিখিত হয় নাই, তাই সূচনায় সে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করিলাম। পাঠকগণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। 'কোনারকের কথা'র দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ পৃষ্ঠায় অজন্তা গুহার যে চিত্রটি রাজা পুলিকেশীর রাজসভায় পারস্য-

---

(১০) প্রথম কুলোত্তঙ্গ গোলদেব সম্রাট্ রাজেন্দ্র চোলের পৌত্র। ইঁহার রাজত্বকাল ১০৭০ হইতে ১১১৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। কথিত আছে, কান্যকুব্জের সৌরোপাসক গাহড়বাল রাজবংশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়াছিল।

ালেখ্য বলিয়া উল্লিখিত
ীর চিত্র বলিয়াই প্রমা-
ত ভ্রান্ত বলিয়াই স্বীকার
৯৩ পৃষ্ঠায় মান্দাসোর লিপির
। ইহা ৪৯৩ মালবাব্দ
; পূর্ব্বাবস্থায় কোনারক
চক্র উৎকীর্ণ ছিল, সে
নামোহন গঙ্গোপাধ্যায়
সংখ্যক চক্রের সংস্থান
পৌরাণিক বর্ণনা হইতে
, এ কথা অবশ্য কেহই

গ্রন্থকার।

পূর্ব্বকথা, পৃঃ ১৩।

	চিত্র	পত্রাঙ্ক।
১৮।	কোনারক মন্দির গাত্রস্থ নর্ত্তকী ও নাগ-নাগিনীর খোদিত চিত্র ...	৩২
১৯।	শিকারের চিত্র	৩৪
২০।	কোনারক মন্দিরের গাত্রস্থ নাগ ও নাগিনীর প্রভৃতির মূর্ত্তি ...	৩৬
২১।	কোনারক মন্দিরে ভাস্কর্য্য নিদর্শন	৩৮
২২।	নাটমন্দিরের সম্মুখ হইতে কোনারক মন্দিরের চিত্র	৪০
২৩।	নাটমন্দির বা ভোগমণ্ডপের ভগ্নাবশেষ ...	৪২
২৪।	মায়াদেবী বা মহামায়ার মন্দির	৪৪
২৫।	কোনারক মন্দিরের নক্সা	৪৬
২৬।	কোনারকের গঙ্গামূর্ত্তি (সম্মুখ দৃশ্য) ...	৪৮
২৭।	গঙ্গামূর্ত্তি (পার্শ্বদৃশ্য)	৫০
২৮।	শিক্ষাদান বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা	৫২
২৯।	বঙ্গদেশীয় নবগ্রহ মূর্ত্তি	৫৪
৩০।	কোনারকের নবগ্রহ শিলা	৫৬
৩১।	কোনারক মন্দিরের কারুকার্য্য	৫৬
৩২।	কোনারকের বিষ্ণুমূর্ত্তি	৫৮
৩৩।	কোনারকে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপি	৬০
৩৪।	কোনারক মন্দিরের জগমোহন ও অসমাপ্ত গর্ভগৃহের ভগ্নাবশেষ ...	৬২
৩৫।	কোনারক মন্দিরের উত্তরপার্শ্বের একটি অংশ ...	৬৪
৩৬।	মেহরৌলীর লৌহ স্তম্ভ	৬৬
৩৭।	কোনারকের অশ্বদ্বয়	৬৮

৪০। পেট্রোগ্রাড নগরে প্রতিষ্ঠিত পেত্রুর
উপরিস্থিত ব্যারণ ক্লট্ নির্ম্মিত অশ্ব ... ৭০
৪১। কোনারকের হস্তিমূর্ত্তি ৭২
৪২। কোনারকের অন্যতম সূর্য্যমূর্ত্তি ৭৮
৪৩। চিদম্বরম্ মন্দিরের নৃত্যসভা ৮০
৪৪। তিরুবরুরের রথাকৃতি মন্দির ৮০
৪৫। হৈশলেশ্বর মন্দির ৮২
৪৬। বৈষ্ণবগুরু, কোনারক ৮৬
৪৭। মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী
বা অর্কপুষ্প আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি ... ৯৪
৪৮। মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি ৯৬
৪৯। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায়
রক্ষিত বঙ্গদেশীয় সূর্য্যমূর্ত্তি ... ৯৮
৫০। ছত্রকাপত্র মন্দির, খাজুরাহো ১০৪
৫১। বামন মন্দির, খাজুরাহো ১০৬
৫২। গজসিংহ চিত্র সম্বলিত কুর্থিরার বুদ্ধমূর্ত্তি ... ১১২

কোনারকের পথে।

জগন্নাথ-মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোনারক যাত্রার আয়োজনের জন্য তাড়া পড়িয়া গেল। কোনারক পুরীধামের উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা বিছানাপত্র বাঁধাবাঁধি করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে মহিষ-শৃঙ্গের খেলানা, কলম-দান প্রভৃতি লইয়া একজন ফিরিওয়ালা আসিয়া উপস্থিত। সে শিশুদের খেলা-ঘরের উপযোগী খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেয়ার, টেবিল প্রভৃতির সেট্ দেখাইতে লাগিল। ফুল-কাটা কয়েকটী লেখনী রাখিবার আধার (pen rack) আমাদিগের নিকট বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল ; কিন্তু মূল্য শুনিয়া আর কিনিবার প্রবৃত্তি রহিল না। দু-একটি খেলানা কিনিয়া লোকটিকে বিদায় দিয়া আমরা গো-শকটের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। ইতোমধ্যে বন্ধুবর র—এর সরকারী জিনিস-পত্র লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করার জন্য "তুন্দিল-তনু" নাজির মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। ভদ্রলোকটি উৎকলবাসী, বন্ধুবরকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া পেয়াদা মোতায়েন করিলেন। এই মুসলমান পেয়াদাটির সহিত প্রাণ খুলিয়া হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া র—যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অনেক ধস্তাধস্তি, বকাবকি, হাঙ্গামের পর পাঁচখানি শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শীর্ণ বলীবর্দ্দগুলির অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের উৎসাহ যেন কতকটা কমিয়া গেল। কিন্তু উপায় নাই। সম্মুখে রাত্রি, আকাশে তখনও ঘোর ঘনঘটা ; সেই জীর্ণ খর্জ্জুরপত্রাচ্ছাদিত গাড়ীতেই রওয়ানা হইতে হইল। উড়িষ্যার গরুর গাড়ীগুলির বড় বৈশিষ্ট্য

নাই। বঙ্গদেশের গাড়োয়ানদিগের ন্যায় উড়িয়ারা এখনও ছই বাঁধিতে শিখে নাই। চাকাগুলি অপেক্ষাকৃত হাল্কা হইলেও পরিধিতে বড় এবং নেমীও (rim) সেরূপ স্থূল নহে; সুতরাং বালির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। আমরা পথে মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত প্রসাদী মিষ্টান্নের সহিত কয়েক মুঠা গরম মুড়ি ও কদলী ভক্ষণ করিয়া বৈকালিক জলযোগ নিষ্পন্ন করিলাম। প্রায় ৭ টার সময় আমরা বালুঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। দোকানে চেষ্টা করিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদি বড় পাওয়া গেল না। ভূ—নোট ভাঙ্গাইবার প্রসঙ্গে যে কোথায় সরিয়া পড়িলেন, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্বের পর তিনি হাস্যমুখে আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, স্থানীয় এক জন প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া, টাকা সংগ্রহ করিয়া তবে একখানি দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সহযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, উড়িষ্যা যে ধনীর দেশ নহে, তাহা এই সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তবে নোট ভাঙ্গাইতে অনেক সময় বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামেও বড় কম ভোগ ভুগিতে হয় না। রাত্রি প্রায় ২টার সময় গাড়ীগুলি বালুঘাই বাঙ্গালায় পঁহুছিল। গাড়োয়ানেরা পণ করিয়া বসিল, এখানে গরুগুলিকে না খাওয়াইয়া এবং নিজেরা দুটি দানা মুখে না দিয়া, এক পদও অগ্রসর হইবে না। অগত্যা সেখানে ঘণ্টা-দুই অপেক্ষা করিতে হইল। অধ্যাপক ক—গাড়ীর ভিতর আর বিশ্রামের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ডাক-বাঙ্গলার বারান্দায় আসিয়া একটু গা-হাত ছড়াইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু "খাটমলের" কৃপায় আরাম-কেদারাও অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে তাড়া দিয়া পুনরায়

গাড়ীগুলি রওনা করা গেল, কিন্তু অন্ধকারে পথ চিনিতে না পারায় গাড়োয়ানগণ বিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা জন দুই পদব্রজে যাইতেছিলাম। ২।৪ রশি যাইতেই উহাদের 'ভ্যাবাচাকা' ভাব দেখিয়া মনে সন্দেহ হইল। অবশেষে ডাক-বাঙ্গলার মালীর সাহায্যে জেলাবোর্ডের রাস্তা চিনিয়া লইয়া আবার সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গাড়ী কয়খানি শম্বুক অপেক্ষাও মৃদু-গতিতে গমন করিতেছে দেখিয়া ক—বাবু ও আমি সারা পথ হাঁটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। গাড়ী বহুদূরে পড়িয়া রহিল। লণ্ঠনের মৃদু আলোও আর দেখা যাইতেছিল না। পথের দুই পাশে ঝাউ আর কেয়া গাছের সারি ও ক্বচিৎ কদাচিৎ এক একটী তালবৃক্ষ। চারিদিকে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে; কোথাও জন-মানব নাই। অন্ধকারের ভিতর দিয়া দূরবর্ত্তী বালিয়াড়ির রেখা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। সমুদ্রের কলকল্লোল ব্যতীত আর কোনও শব্দই শ্রুত হইতেছে না। ক—বাবুর হাতে একটি লোহা-বাঁধান পাহাড়িয়া লাঠি। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। হঠাৎ ক—বাবু বলিলেন, "দেখিয়াছেন মহাশয়, কি যেন একটা ছুটিয়া আসিতেছে?" জন্তুটি রাস্তা পার হইয়া বেগে চলিয়া গেল। দেখিয়া নেকড়ে-জাতীয় শ্বাপদ বলিয়া বোধ হইল। পরে Puri Gazetteer গ্রন্থে দেখিয়াছি, এ অঞ্চলে 'হায়েনা' (Hyæna) বা তরক্ষু জাতীয় শ্বাপদাদিরও অভাব নাই। আমরা পথে কতকগুলি জন্তুর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এগুলি গো, মেষ, কি বন্য বরাহের পদচিহ্ন, তাহাই লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল। আমরা এরূপ ভাবে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। ক্রমে ঊষার বিকাশ পূর্ব্বাকাশে সূচিত হইল। ক—বাবুর বড়ই তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই নিকটে লোকালয় আছে; অদূরে কয়েকটী কুকুর রহিয়াছে, দেখিতেছি।" পরে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওগুলি হরিণ—এইমাত্র পলাইয়া গেল।" পলাইবার ভঙ্গী ও পেটের তলার সাদা রং দেখিয়া সেগুলি যে হরিণ, সে সম্বন্ধে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। আমার সঙ্গে চশমা ছিল না। হ্রস্ব-দৃষ্টি-নিবন্ধন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমরা র—এর ভৃত্য থাক ও পাচক ব্রাহ্মণ অনুকূলকে সঙ্গে লইয়া, খাবারের বাস্কেট ও টিফিন-ক্যারিয়ারটি তাহাদের হস্তে বুঝাইয়া দিয়া, দলে পুরু হইয়া পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। পথে দুগ্ধ-বিক্রেতারা দুগ্ধের ভার লইয়া পুরী অভিমুখে যাইতেছিল; তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, নিয়াখিয়া ("নাওয়া-খাওয়া") বলিয়া একটি স্বল্পতোয়া নদী আছে, সেটি পার হইয়া কোনারক যাইতে হইবে; নিয়াখিয়া হইতে কোনারক প্রায় ৮ মাইল পথ।

নিয়াখিয়া নদীতটে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলাম। নদীর জল ঘোর লবণাক্ত; শুনিলাম, সমুদ্রের খাঁড়ির সহিত সংযোগ আছে—রীতিমত জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে। ছোট মৎস্যের অভাব নাই। সারস-জাতীয় দীর্ঘপদ একটি পক্ষী নদীর জলের উপর হাঁটিয়া হাঁটিয়া শিকার সন্ধানে ব্যস্ত আছে দেখিলাম। নদী-সৈকতে—জলের কিনারার নিকট—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত, তাহাতে অসংখ্য কর্কট-শিশু আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কাঁকড়াগুলি এত ছোট যে, হঠাৎ দেখিলে বৃহদায়তন কীট বলিয়াই মনে হয়। রং প্রায় বালুকারই ন্যায় (protective colouring); সুতরাং নিতান্ত নিকটে না গেলে মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভয় পাইলে

পলাইবার সময় দাড়ায় দাড়ায় (stridulation) ঘর্ষণের জন্য এক প্রকার মৃদু শব্দ শ্রুত হয়। অধ্যাপক ক—পথে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহাই জ্যাম্ (Jam) ও বিস্কুট সহযোগে পান করিলেন। অতঃপর আমরা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ভৃত্য ও পাচক-ব্রাহ্মণ "মিঠা" জলের চেষ্টায় একটি কূপের অভিমুখে গমন করিল। মরুভূমির উপর কোনও রাস্তা নাই—কেবল মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, গাড়ীর চক্রচিহ্ন ধরিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। মন্দিরের কৃষ্ণবর্ণ চূড়া দূর হইতে দেখা যাইতেছিল। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, বালুকা ততই উত্তপ্ত হওয়ায় বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

চারিদিকে শুধু দিগন্ত-বিস্তৃত "বালুখণ্ড।" কোন ক্ষুদ্র জীব আসিলেও দূর হইতেই নজরে পড়ে। জন-মানবের আর কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না দেখিয়া, আমরা পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এক প্রকার লতা প্রায়ই আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। এগুলি এই বালুকা-ক্ষেত্র হইতেও রস-সঞ্চয় করিয়া সতেজে বর্দ্ধিত হইয়াছে। লতাগুলি স্থানে-স্থানে এরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বৃন্তগুলি যেন জালের অনুকরণেই পরস্পরের সহিত এইরূপ ওতপ্রোত ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে। পরে শুনিয়াছিলাম, এগুলি Convolvulus শ্রেণীর লতা। বৎসরে অন্ততঃ ছয় মাস ইহাতে সুন্দর বেগুণী-রঙের ফুল ফুটিয়া মরু-প্রকৃতির ভীষণ সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব মাধুরী বিকাশ করিয়া থাকে। নিকটে একটি মৃগযূথ বিচরণ করিতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া কি সুন্দর ভঙ্গীতে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে তাহারা দূরে চলিয়া গেল। এ হরিণগুলি চিতাল-জাতীয়। প্রত্যেক যূথের সহিত

এক-একটি করিয়া পুংজাতীয় হরিণ থাকে ; সেটি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চাৎ দিকে কতকটা শাদা। অপর হরিণগুলি পাটল রঙ্গের, গায়ে শাদা-শাদা ছিটা-ফোটা দাগ। হরিণগুলির খেলা দেখিতে দেখিতে আমাদের কতকটা ক্লান্তি দূর হইল। কিন্তু পথ যেন আর ফুরায় না। যতই অগ্রসর হই, মন্দিরও যেন ততই পিছাইয়া যায়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি Sand-grouse জাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতেছে। এগুলি সাধারণ গৃহপালিত কুক্কুট অপেক্ষা বড় বলিয়াই বোধ হইল। বুঝিলাম, কোনারকের কথা শুনিয়া কি জন্য বন্ধুবর—সেন মহাশয় বন্দুক লইয়া সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে, মরুখণ্ডে Sand-viper বা ক্রাইত জাতীয় সাপও সুদুর্লভ নহে। উড়িষ্যার এ অঞ্চলে এবং ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরির সান্নিধ্যে কৃকলাস বা বহুরূপীজাতীয় সরীসৃপও যথেষ্ট দেখা যায়। রাজা রাজেন্দ্র-লাল নিজ গ্রন্থে কোনারক হইতে গৃহীত যে প্রস্তর-খোদিত ঢালের চিত্র দিয়াছেন, তাহার মধ্যদেশে শঙ্খ ও দুই পার্শ্বে এই জাতীয় দুইটি গিরগিটি দৃষ্ট হয়।

সূর্য্যদেব মেঘাম্বরে আত্মগোপন করিলেও উত্তাপ-জনিত কষ্টের অবধি ছিল না। আবার কয়েকটি হরিণ দেখা গেল। এগুলিও সেই চিতাল-শ্রেণীর। উদয়গিরির খোদিত গুহায় এই জাতীয় হরিণের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিয়াছি। কেবল প্রভেদ এই যে, উহার পৃষ্ঠদেশে দুইটি পক্ষ সংযোজন করা। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কোনারকে পঁহুছিলাম। হিতব্রত মধুর-হৃদয় অধ্যাপক মহাশয় নিজের ক্লান্তি তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার অসহিষ্ণু সহযাত্রীটির পথিক্লেশ বিমোচনের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। র—আমাদিগের খোঁজের

(চিত্র ১)



কোনারকে প্রাপ্ত প্রস্তর-ক্ষোদিত শোভাযাত্রার ঢাল।
[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র অবলম্বনে] [পৃঃ ৬

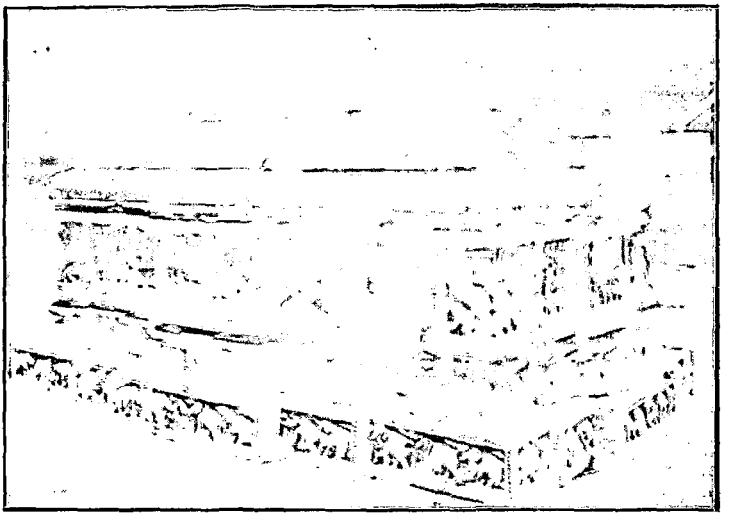
জন্য স্থানীয় পূর্ত্তবিভাগের একজন চাপরাসী পাঠাইয়াছিলেন। সেই লোকটি আমাদিগকে বিশ্রামের স্থানে লইয়া গেল। বন্ধুবৎসল র— ইতোমধ্যেই আয়োজন বড় কম করেন নাই। দেখিলাম—দুগ্ধ, জলে ভিজান ঠাণ্ডা ডাব এবং Lime juice cordial প্রভৃতি নানারূপ ক্লান্তিহর পানীয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া স্নানান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই স্থানীয় একজন পাণ্ডা র—এর উপদেশ-মত অন্ন লইয়া আসিল। দাইল, শাক, মোটা তণ্ডুলের অন্ন আর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ গব্য ঘৃত। তাহাই যেন অমৃতোপম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে পাচক ও ভৃত্য আসিয়া পৌঁছিল। শুনিলাম, জল তুলিতে গিয়া তাহাদের পাত্র কূপে পড়িয়া যায়; তাই তাহাদের আসিতে এত অধিক বিলম্ব হইয়াছে। বেলা ৪৷৷০ টার সময় মিত্র মহাশয়, শ্রীমান্ ভূ—ও মুন্সিজী আসিয়া পৌঁছিলেন,—তাঁহাদের জন্যও অন্ন প্রস্তুত ছিল। অপরাহ্নে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; আমাদের আর মন্দির দেখিতে যাওয়া হইল না। সকলেই শ্রান্ত—ক্লান্ত। আহারাদির পর আর নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

প্রাতঃকালে অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমরা উহা গ্রাহ্য না করিয়া, সকলে মিলিয়া মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। মিত্র মহাশয় ক্যামেরা ও ফিতা লইয়া বেদীর নক্সা ও মন্দিরের আলোক-চিত্র গ্রহণে ব্যস্ত রহিলেন। মন্দিরের উপরিভাগ পিরামিডাকৃতি। মরুর সহিত পিরামিড বা তৎসদৃশ আয়তনবিশিষ্ট দেব-মন্দির বা সমাধি-সৌধের কি সম্বন্ধ আছে, জানি না; তবে ভাবুক হয় ত বলিবেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে বাস্তু-শিল্পের ইহাই স্বাভাবিক স্ফুরণ। যাঁহারা মিশর দেশে মরুমধ্যস্থ গীজে (Ghizeh) পিরামিডের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন, বালুখণ্ড হইতে মন্দির-চূড়ার সৌন্দর্য্য

তাঁহারা নিশ্চয়ই ভালরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। এ স্থলে law of association কত দূর কার্য্যকরী হইয়া থাকে, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণই বলিতে পারেন। পথের অসুবিধা ও দূরত্বের কথা স্মরণ করিয়া কাহার-কাহারও মনে হইল,—সুদৃশ্য মন্দিরই যদি নির্ম্মাণ করা উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে কাছের গোড়ায় সুবিধাজনক স্থান দেখিয়া নির্ম্মাণ করিলে কি-ই বা ক্ষতি হইত? আমাদিগের ন্যায় "গোলা" লোকের মনে এরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে বটে; কিন্তু যিনি ললিত-কলায় পারদর্শী এবং সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ও উপাসক, তিনি কখনই ইহার প্রশ্রয় দিবেন না। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আমেরিকার বক্তৃতায় ললিত-কলা সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি কোনটি সাগর-সরিৎ-সঙ্গমে, কোনটি গিরি-শিখরস্থ চিরন্তন তুষার-মধ্যে, কোনটি বা জনশূন্য সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এই সকল স্থানে অনন্তের ছায়া স্বতঃই প্রতীয়মান হয়, এবং মানব-হৃদয়ও তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে। তাই মানব তথায় তাহার নিজকৃত মন্দির ও মূর্ত্তি এবং সুন্দর ক্ষোদিত প্রস্তরফলকসমূহে যেন লিখিয়া রাখিয়াছে,—'আমার কথা শ্রবণ কর;—আমি অমৃত পুরুষের সন্ধান পাইয়াছি' (১)। মানবের ব্যক্তিত্বের যতই বিকাশ হয়, এ অপূর্ব্ব আলোক ততই দূরে বিচ্ছুরিত

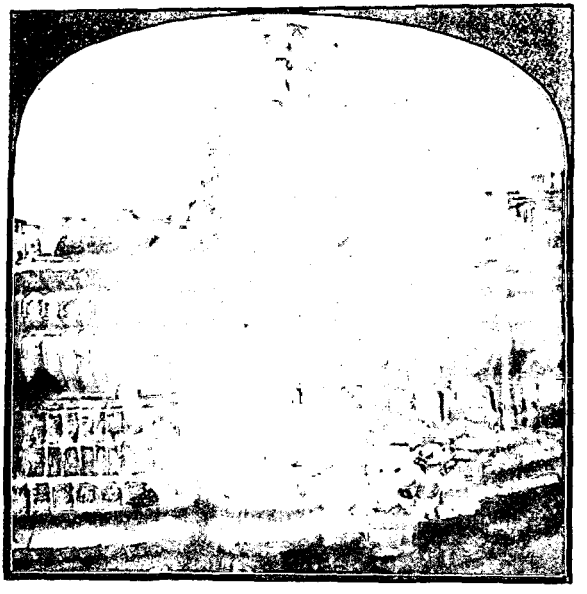
(১) "Therefore in India our places of pilgrimage are there, where in the confluence of the river and the sea,in the eternal snow of the mountain peak, in the lonely seashore, some aspect of the Infinite is revealed which has its great voice for our heart, and there man has left in his images and temples, in his carvings of stone, these words—"Hearken to me. I have known the Supreme Person." Tagore's Personality, p. 32.

(চিত্র ২)



কোনারক মন্দিরের বেদী।
[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১১

(চিত্র ৩)



অশ্বারোহী সূর্য্য মূর্ত্তি।
[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১২

মূর্ত্তিসমূহের 'সজীব' ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, স্ত্রী-গণের মধ্যে কেহ বা চামর ঢুলাইতেছে, কেহ বা দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিতেছে আর কতকগুলি বা দলবদ্ধ হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত পুরুষ-মূর্ত্তিদিগের মধ্যে কেহ বা নৈবেদ্যাদি বহন করিতেছে কেহ বা যুক্তকরে দণ্ডায়মান। সকলেরই ভঙ্গীতে ভক্তিভাব সুপরিস্ফুট। বেদীর চারি কোণে অবস্থিত সিংহ মূর্ত্তি গুলিতেও কলানৈপুণ্য বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'খাঁজ' বা 'কুলঙ্গী'র নিম্নে অবস্থিত উন্নত অংশে নানাবিধ জীব জন্তুর মূর্ত্তি; ক্ষোদিত চিত্রমালায় শশক, ভেক, মৃগ, হস্তী সমস্তই রহিয়াছে।' (৩) বেদীটি দৈর্ঘ্যে ১৭ ফিট, প্রস্থে ৯ ফিট। ইহার গাত্রে সূর্য্যদেব-সম্মুখীন ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত শাম্বের একটি সুন্দর চিত্র আছে। প্রবাদ এই যে, কৃষ্ণকুমার শাম্ব যে সূর্য্য-মূর্ত্তি পূজা করিয়া কুষ্ঠ-ব্যাধি-মুক্ত হইয়াছিলেন, কোনারকে সেই সূর্য্য-মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত ছিল। (৪) বন্ধুবর হিমাংশুশেখর বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর উপরকার মাপ প্রভৃতি লইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই গর্ভগৃহের সূর্য্য-মূর্ত্তিই পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে (৫) এবং ইহার সহিত অপর যে মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা ইন্দ্রদেবের নহে,—চন্দ্রের মূর্ত্তি; যেহেতু

(৩) Ganguly's Orissa & her remains, P. 443

(৪) "তাং পূজয়িত্বা বিধিবদ্ভক্ত্যা নত্বা পুনঃ পুনঃ
বিমুক্ত-রোগঃ সহসা যযৌ দ্বারাবতীং পুরীং ॥"
—কপিল সংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১১, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি। (Quoted in M. Ganguly's Orissa & her remains.)

(৫) Modern World, July, 1913.

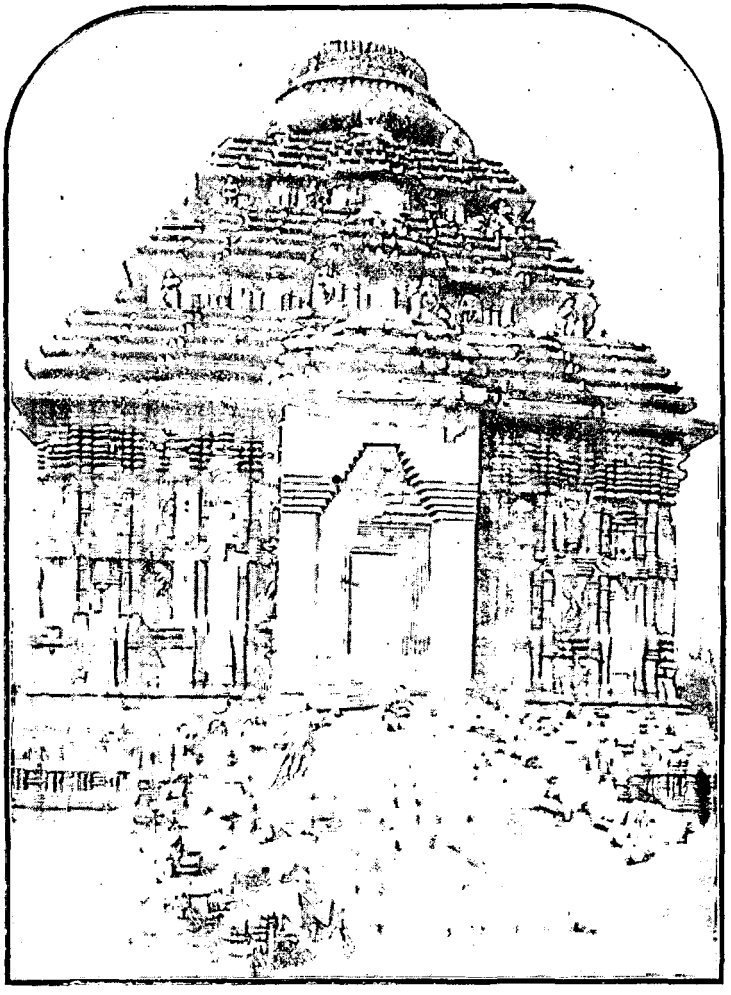
নবগ্রহ প্রস্তরে অঙ্কিত সোম (চন্দ্র) মূর্ত্তির সহিত ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে, এবং উভয়ের উপবীত-ধারণ-ভঙ্গীও ঠিক একই প্রকারের। মূর্ত্তিটির হাত নাই ; নতুবা, ধ্যানমন্ত্র হইতে চিনিয়া লওয়ার সুবিধা হইত। প্রবাদ আছে, কোনারক মন্দিরে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রদেব ও পূজিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন, কোনারকের ভোগ-মন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্ত্তিটিই নাকি পূর্ব্বে বিগ্রহরূপে পূজিত হইত। এ মূর্ত্তিটির কিন্তু চক্ষুদান সমাপ্ত হয় নাই ; সুতরাং শাস্ত্রমতে এরূপ মূর্ত্তি পূজিত হওয়া সম্ভব নহে ; আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেউল বা শিখরাংশের ভগ্নাবশেষে প্রাচীর গাত্রে এখনও তিনটি প্রস্তর ক্ষোদিত সূর্য্য-মূর্ত্তি দেখা যায়। পশ্চিম ও দক্ষিণ ধারের মূর্ত্তি দুইটি দণ্ডায়মান ভাবে পরিকল্পিত, একটির মস্তকে মুকুট, অপরটির শিরোভূষণ জটাভার সদৃশ। কেহ কেহ তাই প্রথমটিকে নারায়ণ ও দ্বিতীয়টিকে মহেশ্বর-স্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। তৃতীয় মূর্ত্তিটি উত্তর দিকে অবস্থিত। এটি সূর্য্যের অশ্বারোহী মূর্ত্তি। পুরাণাদিতে দেখা যায় সূর্য্য মূর্ত্তি অশ্বারোহী রূপেও পরিকল্পিত হইত (৬)। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের স্বর্গগত ডাঃ ব্লক দক্ষিণের মূর্ত্তিটিকে মধ্যাহ্ন তপন এবং উত্তর ও পশ্চিমদিকের বিগ্রহ দুইটিকে যথা ক্রমে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত কালীন মূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এ মতবাদ কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়।

---

(৬) "অথবাশ্ব সমারূঢ় কার্য্য একস্তু ভাস্করঃ"—অগ্নিপুরাণ, ৫১ অধ্যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় অমরকুণ্ড গ্রামে গঙ্গাদিত্য নামক একটি অশ্বারোহী সূর্য্যমূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে একথা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে।

(চিত্র ৪)



কোনারক মন্দিরের রুদ্ধ প্রবেশ দ্বার।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১৩

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন কোনারকে গমন করেন, সে সময়ে মন্দিরের নিম্নদেশে ক্ষোদিত রথচক্রগুলি বালুকায় প্রোথিত ছিল; এখন সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগের যত্নে বালুকা অপসারিত হইয়াছে, মন্দিরের কিয়দংশ মেরামত করা হইয়াছে; এবং যাহাতে গম্বুজটি পড়িয়া না যায়, সেই জন্য মন্দিরের দ্বার-কয়টি সম্পূর্ণরূপে গাঁথিয়া দিয়া ভিতর কার অংশ বালুকা ও প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। মন্দিরের গাত্রে যে বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিলাম তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। পশ্চিম ভারতে গুজরাট দেশস্থ মুধেরার সূর্য্য-মন্দির কারু কার্য্যের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু ললিতকলার হিসাবে ইহা যে কোনারকের মন্দিরকে অধিক দূর অতিক্রম করিয়াছে তাহা তো মনে হয় না। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, কোনারকের মন্দির কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দিরেরই অনুরূপ। আইন-ই-আক্‌বরীর গ্রন্থকার বোধ হয় ভ্রমাত্মক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন; কারণ, মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের যে চিত্র দেখা যায়, তাহার সহিত কোনারক মন্দিরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না (৭)।

---

(৭) Vide engraving on P. 260, Fergusson's History of Indian & Eastern Architecture.

মার্ত্তণ্ড মন্দিরের স্তম্ভ শ্রেণী এখন ও বিদ্যমান। স্তম্ভগুলি ও উহাদের অগ্রভাগ (capital) দেখিয়া গ্রীকস্থপতিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত 'ডোরিক' (Doric) স্থাপত্য প্রণালীর ইহা সুবিখ্যাত নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ("The most famous building of this (Doric) order is the temple of Marttanda in Kashmir"—Dr. G. N. Banerjee's Hellenism in Ancient India, P. 49) ১৯১৫-১৬ সালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে (Arch. Survey Annual Report 1915-16 P. 51-52) পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার মাত্র একটি স্থানে কোনারকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কাশ্মীরে প্রচলিত ত্রি-পত্র খিলানের (tre-

কোনারকের মন্দির বিন্যাস-সামঞ্জস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ডাঃ কুমারস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের এরূপ নির্দ্দোষ সামঞ্জস্য জগতের অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সৌধগাত্রে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে-মূরতাদি সন্নিবিষ্ট কোনারক মন্দিরের সহিত পশ্চিম ইউরোপের ভাস্কর্য্য-কলা-সমৃদ্ধ সমসাময়িক গির্জ্জা ঘরগুলির সম্মুখ ভাগের (facade) কতকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতির মতে ইহাই মধ্যযুগের ওড্র শিল্পকলার শেষ অভিব্যক্তি। কোনারকের সৌন্দর্য্যের তুলনায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুরী-মন্দিরের অপকৃষ্টতর শিল্প-নিদর্শন দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেরূপ একবার শেষ মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, উৎকল-দৈশীয় ললিত-কলাও সেইরূপ এই সূর্য্য-মন্দিরে উজ্জ্বলে-মধুরে মিশিয়া চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

মন্দিরের চারি পার্শ্বে তিন থাক কার্ণিশ আছে। তাহার ধারে-ধারে শিকার, শোভাযাত্রা প্রভৃতি সংসারের দৈনন্দিন কার্য্য ও আমোদ-প্রমোদের কতই যে ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। কার্ণিশের এই আলম্বনগুলি ১ ফুট হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া, এবং লম্বায় প্রায় ৩০০০ ফিট হইবে। ফার্গুসন অনুমান করিয়াছেন যে, মন্দিরের শুধু এই সামান্য অংশে অন্যূন ৬০০০ মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির বা জগমোহনটি উচ্চে প্রায় ১৪০ ফিট।

---

foil-arch) উল্লেখে লেখক বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে, কোনারকে ও মানভূম জেলায় এইরূপ খিলানের যে সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহা সমস্তই মধ্যযুগের। 'ত্রি-পত্র' খিলানের আদর্শ ও কাশ্মীরের নিজস্ব নহে। স্বর্গগত ফার্গুসনের মতে ইহার আদর্শ, প্রাচীন ভারতীয় গুহা প্রভৃতিতে অবস্থিত চৈত্য (Chaitya hall) গৃহাদির খণ্ডাংশ হইতে গৃহীত। হেভেল 'ত্রি-পত্র' খিলান পদ্ম এবং বট বা পিপ্পল পত্রের সম্মিলনে গঠিত বলিয়া মনে করেন।

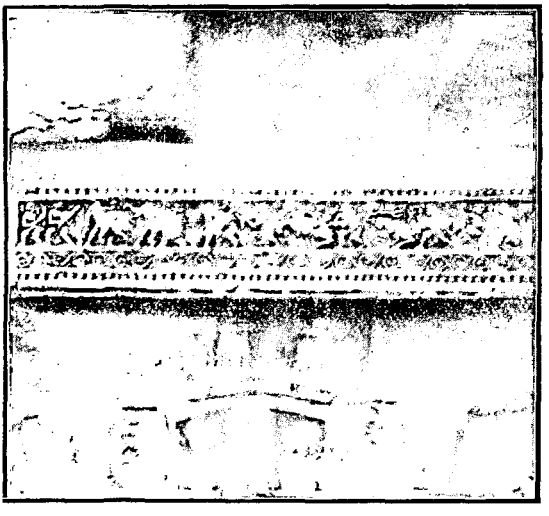
(চিত্র ৫)



মন্দির গাত্রস্থ লতামণ্ডন ও দণ্ডায়মানা নর্ত্তকী মূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৪

(চিত্র ৬)



কোনারক মন্দিরের আলম্বন বা কার্ণিসের চিত্র।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৪

কৃষ্ণদেউল নামে অভিহিত হইলেও, ইহা কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত নহে; Sandstone বা বালিয়া পাথরই ইহার প্রধান উপকরণ। তবে কারুকার্য্য-সমন্বিত দরজার চৌকাঠ ও মন্দিরগাত্রস্থ কতকগুলি চিত্র মুংনি বা ক্লোরাইট এবং granite gneiss সদৃশ কাল পাথরে ক্ষোদিত। দূর হইতে মন্দিরাগ্রভাগ কাল দেখায় বলিয়া, কিম্বা হয় তো এই সকল কারুকার্য্য-সমন্বিত কৃষ্ণ-প্রস্তরখণ্ডগুলির সমাবেশের জন্যই দেউলের Black Pagoda নামকরণ হইয়া থাকিবে। বোধ হয়, বিভিন্নতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই য়ুরোপীয় নাবিক-গণ পুরীর জগন্নাথের মন্দিরকে শ্বেত-দেউল বা White Pagoda নামে অভিহিত করে। দুইটি মন্দিরই সমুদ্রগামী পোত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অর্ক-মন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ প্রধান প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি গজারূঢ় সিংহমূর্ত্তি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকস্থ অপর দুই দ্বারের পার্শ্বে শুণ্ড দ্বারা নরদেহ উত্তোলনকারী গজ এবং যোদ্ধ-মূর্ত্তিসহ সজ্জিত অশ্বাদি সংস্থাপিত ছিল; স্থানচ্যুত হওয়ায় তাহাদের কতকাংশ এক্ষণে মন্দিরপ্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। যে দুইটি সিংহমূর্ত্তি এখন জগমোহানের পূর্ব্বদ্বারে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে উত্তর দ্বারে অবস্থিত ছিল। এ সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে যে, মন্দিরের প্রাচীর বেষ্টনীর তিনটী তোরণ; পূর্ব্ব তোরণে দুইটি সুগঠিত হস্তী শুণ্ড দ্বারা একটি করিয়া নরমূর্ত্তি বহন করিতেছে; পশ্চিম দ্বারে সাজ ও অলঙ্কারাদি সমেত দুইটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি, সঙ্গে একজন করিয়া অনুচর; অপর দ্বারে দুইটি শার্দ্দূল, এক একটি পরাভূত হস্তীর উপর আক্রমণের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে (১০)।

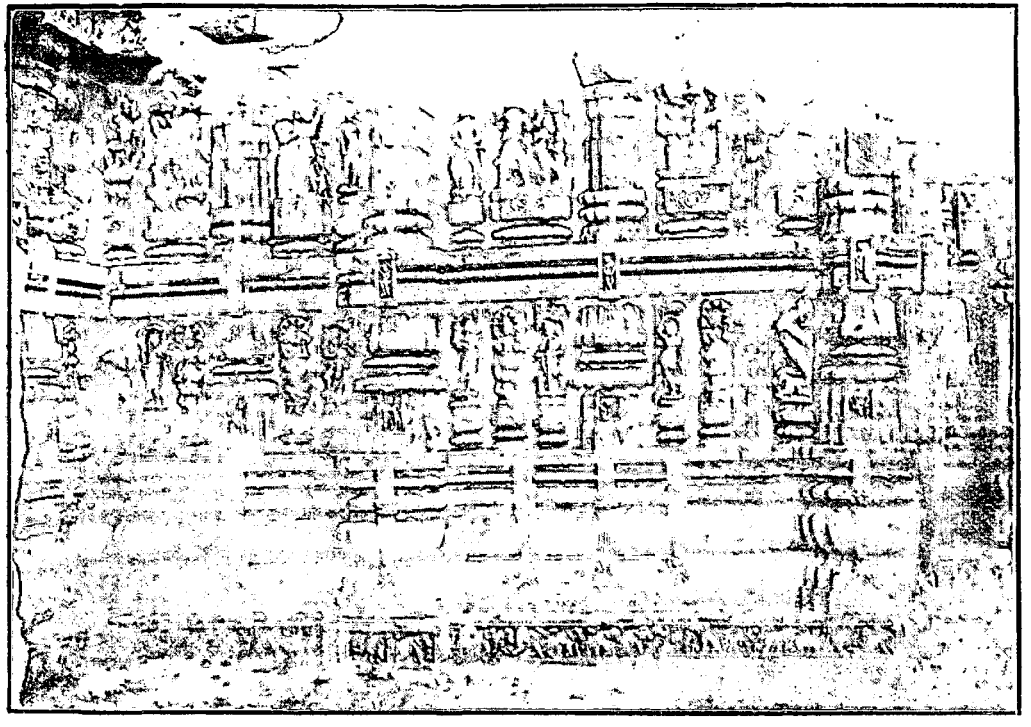
(১০) Ain-i- Akbari, Jarrett, Vol II. pp. 128-129.

ভারতের ভূতপূর্ব্ব সারভেয়ার জেনারেল স্বর্গীয় লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল কলিন ম্যাকেঞ্জি কর্ত্তৃক সংগৃহীত উড়িষ্যা ও উত্তর সরকারের প্রাচীন মন্দির ও ভগ্নাবশেষের যে সকল চিত্রসমূহ এসিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় A চিহ্নিত পুস্তকে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই তারিখে অঙ্কিত ৬নং চিত্রটি দেখিলেই প্রতীয়মান হয়, যে এই গজসিংহ-মূর্ত্তিদ্বয়ের পুনঃ সংস্থাপন যথাস্থানে ঘটে নাই। চিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উহা উত্তর দ্বারের সম্মুখে সন্নিবিষ্ট ছিল এবং চিত্রটি নিজেই সাক্ষ্য দিতেছে যে, যে স্থানে এই শার্দ্দূল বা গজসিংহের তাৎকালিক অবস্থান দেখান হইয়াছে তাহা মন্দিরের প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগ। প্রাচীর বেষ্টিত পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে এবং ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরেও দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর জান্তব মূর্ত্তি তোরণ দ্বারের উপরিভাগে সংস্থাপন করার প্রথা ছিল। এই (A) চিত্র পুস্তকের ২০ সংখ্যক চিত্রে রথাকৃতি মন্দিরের দুইটি চক্র ও দুইটি ভগ্ন অশ্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। সোপান শ্রেণীর উপরিভাগে অবস্থিত শার্দ্দূল ও হংস আলম্বন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে (১১)।

এক্ষণে প্রস্তর-বিনির্ম্মিত দ্বাররক্ষক জীবমূর্ত্তিগুলি যেরূপ ইতস্ততঃ স্থানান্তরিত,—সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার ও অশ্বদ্বার নামে অভিহিত এই দ্বার-তিনটিও সেইরূপ চিরকালের নিমিত্ত রুদ্ধ হইয়াছে। মন্দিরটি সূর্য্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। দাক্ষিণাত্যের তিরুবদ-মুডুরের বিখ্যাত রথের চিত্রটির সহিত কোনারক মন্দিরের চিত্রটি

(১১) J. A. S. B. Vol IV. 1908. pp. 301-302.

(চিত্র ৭)



কোনারক মন্দিরের মূরতাদি সন্নিবিষ্ট সৌধগাত্র।

[পৃঃ ১৪

তুলনা করিলে সহজেই মনে হয় যে, এ শ্রেণীর বিমান সংলগ্ন উড়িয়া-দেউল দক্ষিণী-রথের আদর্শ হইতেই নির্ম্মিত। মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে সর্ব্বসমেত আটটি চক্র; প্রত্যেকটির ব্যাস ৯ ফিট ৮ ইঞ্চি। এই রথচক্রগুলির ভিতরও বহু ক্ষোদাই কাজ রহিয়াছে। পাঠক হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, চাকার সংখ্যা অধিক না হইয়া আটটি হইল কেন? তাহার উত্তর মৎস্য পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে (১২)। সূর্য্যের রথ "একচক্রোপরিস্থিত এবং পঞ্চ অর (Spokes) যুক্ত। উহাতে তিনটি নাভি এবং হিরণ্ময় ক্ষুদ্র অষ্টচক্র ও একটি নেমিযুক্ত একটি বৃহৎ চক্র আছে।" বলা বাহুল্য মন্দির গাত্রস্থ সুবৃহৎ ক্ষোদিত চক্রগুলি এই অষ্ট চক্রেরই বর্দ্ধিতায়তন সংস্করণ মাত্র (১৩)। কত ধৈর্য্যের সহিত ও কত অক্লান্ত পরিশ্রমে এগুলি তক্ষিত হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। শুনা যায় পুরী ও ভুবনেশ্বর তীর্থের ন্যায় কোনারকেও রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। সেইজন্য কেহ কেহ এটিও কোনও প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া অনুমান করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুধীগণের মতে পুরীর রথযাত্রা প্রাচীন বৌদ্ধ রথযাত্রা উৎসবেরই অনুকরণমাত্র। এ মত কতদূর গ্রহণীয় তাহা "কোণারকে বৌদ্ধপ্রভাব" অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

দেখিলাম, মন্দিরের নিম্নতম অংশে একসারি হস্তীর চিত্র। এই সুদীর্ঘ আলম্বনগুলি কেবল "একঘেয়ে" ভঙ্গীরই পুনরাবর্ত্তন নহে; প্রত্যেক চিত্রেরই যেন বেশ জীবন্তভাব। গজশ্রেণীর

(১২) মৎস্যপুরাণ, 'বঙ্গবাসী' সংস্করণ ১২৫ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক।

(১৩) "সূর্য্য" বিষয়ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

লীলাঙ্কিত গতি শিল্পীর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচায়ক। আমরা উচ্চে যে স্তর পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম, সেখানে কয়েকটি ব্রহ্মামূর্ত্তি এবং বীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদন-নিরতা রমণীমূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট আছে। মন্দিরগাত্রে কারুকার্য্যের অন্ত নাই। নৃত্যশীলা রমণী-মূর্ত্তিগুলির ভঙ্গী বড়ই মনোহর। অনেক অভিজ্ঞ ইংরাজ সমালোচক ইহাদিগের delicious pose বা সুঠাম ভঙ্গীর প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতীয় ললিতকলার বিখ্যাত সমালোচক ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী মহাশয়ও বলিয়াছেন যে দেখিলে স্পষ্টই মনে হয় প্রণয়ীজন ব্যতীত অপর কেহ এরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন করিতে পারে না (১৪)। কোনারকের শিশু মূর্ত্তি গুলিও বড়ই সুন্দর। কাল পাথরে ক্ষোদাই-করা মন্দিরের দুই দ্বারে সুন্দর Scroll-work বা লতাদির আবর্ত্তন। তাহার মধ্যে-মধ্যে অনেকগুলি cupid বা cherubএর ন্যায় ক্রীড়ারত অপূর্ব্ব শিশুমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই চিত্রের সৌন্দর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরেও এইরূপ একটি আবর্ত্তিত লতার ভিতর কতকগুলি দেবশিশু অঙ্কিত দেখিয়াছি। পুরীমন্দিরে জগমোহনের গাত্রে আর একটি সুন্দর বল্লরীর ক্ষোদিত চিত্র দেখিয়াছিলাম (১৫); কিন্তু উহাতে সুন্দর শিশুমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কতকগুলি বানরের ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চিত্রটিও সুন্দর। নিপুণ শিল্পী বানরমূর্ত্তি অঙ্কনে যথেষ্ট শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

(১৪) Arts and Crafts of India and Ceylon, p. 75.

(১৫) উড়িয়া শিল্পিগণ এ নক্সা 'হনুমন্ত লতা' নামে অভিহিত করে। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরেও এইপ্রকার চিত্র দেখা গিয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে "অনন্ত বাসুদেব" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

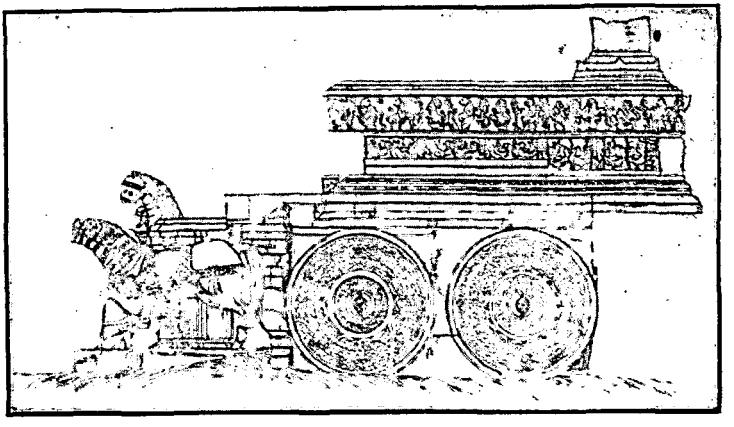
(চিত্র ৮)



কোনারক মন্দিরের দ্বারদেশস্থ গজসিংহ মূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৫

(চিত্র ৯)



প্রাচীন চিত্রে কোনারকের মন্দির।

[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মেকেঞ্জী কলেক্‌সনের
A ফোলিওর ২০ সংখ্যক চিত্র হইতে] [পৃঃ ১৬

ব্যাভেরিয়া প্রদেশে আচেন নামক নগরের ধর্ম্মমন্দিরে (cathedral) হস্তীদন্তে ক্ষোদিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বিশিষ্ট কয়েকটি ফলক পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এখন মিসরের সেকেন্দ্রিয়া নগরের 'কপ্ট' (Copt) শিল্প কলার দৃষ্টান্ত রূপেই পরিগণিত। ইহার একটি ফলকে সুবিন্যস্ত পত্রসমূহের মধ্যে অবস্থিত পশু, পক্ষী ও সুন্দর শিশু (cupid) মূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞগণ ভারতীয় ভাস্কর্য্যেও এইরূপ সুন্দর পরিকল্পনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ এ প্রসঙ্গে গাঢ়-হোয়া (Garhwa) স্তম্ভ ও মথুরার ক্ষোদিত প্রস্তরাদির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন (১৬) তাহাতে দেখা যায় যে শিল্পকলাবিদ্ J. Strozygoroski মহাশয় তাঁহার গ্রীক ও কপ্টিক শিল্পকলা বিষয়ক নিবন্ধে মথুরা শিল্প ও আচেনে প্রাপ্ত ক্ষোদিত চিত্রাদির সাদৃশ্য কাকতালীয় যুক্তিতে 'হঠাৎ মিলিয়া যাওয়া' বলিয়া মনে করেন না (১৭)। তাঁহার মতে এই উভয় শিল্পই সিরিয়া প্রদেশ বা এসিয়ার পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে উদ্ভূত। সে যাহা হউক মথুরা শিল্পের ধারা যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই;—কিন্তু উড়িয়া শিল্পী এই শিল্পাদর্শটি (motif) যে এই সূত্রেই প্রাপ্ত হইয়াছিল এরূপ কোনও সন্তোষ জনক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এক স্থানে মন্দির গাত্রে কয়েকটি কৌতুহলজনক চিত্র দেখিলাম।

---

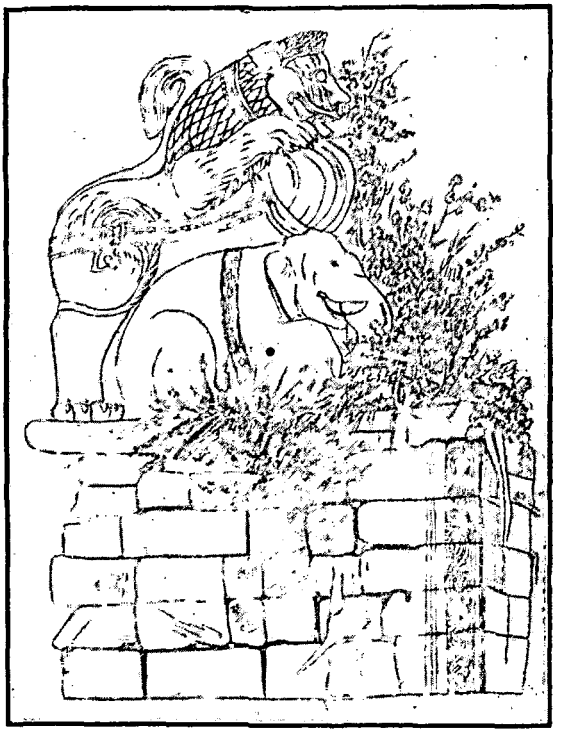
(১৬) Hellenism in Ancient India. p. 74-75.

(১৭) Hellenistische und Koptische Kunst in Alexandria, referred to by Dr. G. N. Bannerjee.

প্রথমটি বোধ হয় শিকারের চিত্র। বৃক্ষতলে গজারূঢ় ধনুকধারী মূর্ত্তি। পশ্চাতে পরিচারক মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মাহুতটিকে স্ত্রী বলিয়া সন্দেহ হয়; তবে ধম্মিল্লধারী তরুণ-বয়স্ক পুরুষ হওয়াও অসম্ভব নহে। সম্মুখে কতকগুলি ব্যক্তি যেন সন্ত্রস্ত ভাবে দণ্ডায়মান। চিত্রের নিম্ন-ফলকে (lower panel) অসি-চর্ম্মধারী কয়েকজন লোক ও দুইটি হস্তী অঙ্কিত দেখা গেল। অপর চিত্রটিতে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান যুগল স্ত্রী-পুরুষ। স্ত্রী-মূর্ত্তিটি পুরুষ-মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত; সুতরাং উভয়ের মধ্যে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পুরুষ মূর্ত্তিটির মুখাবয়ব ও গঠনপ্রণালী প্রভৃতি হঠাৎ লক্ষ্য করিলে, জৈন বা বৌদ্ধ-মূর্ত্তির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। নিম্নস্থ অপর একটি ফলকে জনৈক পরিচারক একটি সজ্জিতঅশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া আছে। সঙ্গে কয়েকজন অসি-চর্ম্মধারী পুরুষ। শেষোক্ত চিত্রটির তাৎপর্য্য আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আরও দুই-একটী সুন্দর ক্ষোদিত ছবি নরমিথুনের জুগুপ্সিত চিত্রাবলীর মধ্যে সহজেই অনুসন্ধিৎসু দর্শককে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

অন্যস্থানে একটি শিকারের চিত্র রহিয়াছে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি অশ্ব-পৃষ্ঠে অরূঢ় হইয়া হরিণ ও ব্যঘ্র-শিকারে নিরত রহিয়াছেন। তৎসন্নিহিত অপর চিত্রটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। রাজা হস্তি-পৃষ্ঠে সমারূঢ়। কয়েকজন দীর্ঘ-পরিচ্ছদধারী বিদেশী ব্যক্তি একটি সশৃঙ্গ জিরাফের ন্যায় জন্তু (giraffe-like) যেন উপহার দিবার জন্যই তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়াছে। জিরাফ কেবল আফ্রিকা দেশেই পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, এ জীবের মস্তকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শৃঙ্গবৎ অস্থি উদ্গত হয় বটে, তবে সে শৃঙ্গ কখনও বড় হয় না। বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত

(চিত্র ১০)



কোনারক মন্দিরের উত্তর দ্বার।

[এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মেকেঞ্জি কলেক্‌সনের A ফোলিওর ৬ সংখ্যক চিত্র হইতে] [পৃঃ ১৬

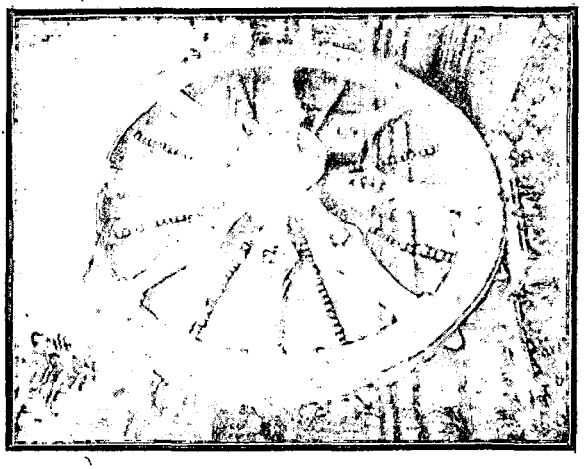
আছে যে, ইহুদীদিগের রাজা সলোমনের নিকট বানর, ময়ূর প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরিত হইত। এই জাতীয় পশুপক্ষী সাধারণতঃ ভারতেই পাওয়া গিয়া থাকে; সুতরাং সলোমন-সংক্রান্ত এই বিবরণটি যে ভারতবর্ষের সহিত ইহুদী-রাজ্যের বাণিজ্য বা রাজনৈতিক সম্পর্ক জ্ঞাপন করিতেছে, অধুনা অনেকেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। উপরোক্ত জন্তুটি আফ্রিকার জিরাফ বলিয়া বিবেচিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নজীর অনুসারে, এ চিত্রটির দ্বারা ভারতের সহিত আফ্রিকা মহাদেশের দৌত্যাদি সূত্রে কোনও প্রকার সম্পর্ক জ্ঞাপন করা সম্ভব কি না, তাহা বিশেষজ্ঞগণের প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় একখানি ইংরাজী কোষ গ্রন্থের (১৬) নজীর দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, এ চিত্রটির সহিত প্রাচীন মিসরের কোন সমাধি হইতে প্রাপ্ত একখানি আলেখ্যের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে (১৭)। সে চিত্রে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নিউবিয়া রাজ্যের কয়েকজন প্রধান-ব্যক্তি বা সামন্ত কোন মিসরীয় রাজাকে একটি জিরাফ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিতেছেন। ভারতে অপর কোথাও যে এইরূপ ঐতিহাসিক চিত্রের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না তাহা নহে। অজন্তার প্রথম গুহায় অবস্থিত একটি চিত্র, বিশেষজ্ঞ ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় রাজা পুলিকেশীর রাজত্বের ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষে, দ্বিতীয় খসরু কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতগণের হিন্দু রাজসভায় আগমন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির জীবন্তবৎ আলেখ্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কোনারকের অপর একটি চিত্রে শিবলিঙ্গ, জগন্নাথ ও দুর্গামূর্ত্তি একই

(১৬) New Popular Encyclopedia, Vol. X. p. 262.

(১৭) Bishan Swarup's Kanaraka p. 14.

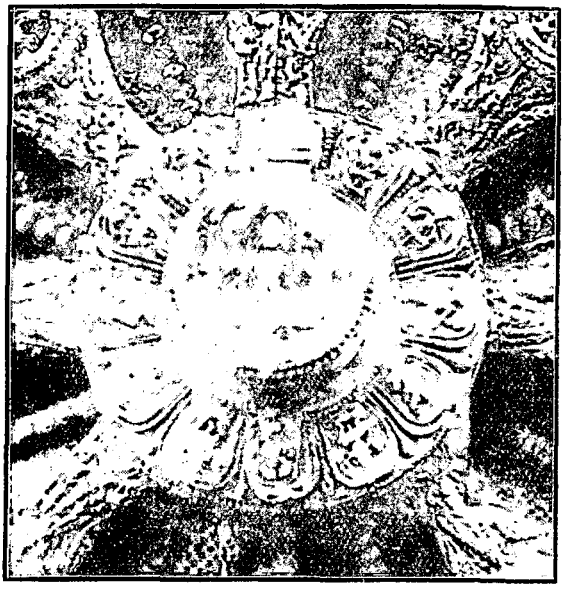
বেদীর উপর সংস্থাপিত। দেবী মহিষাসুর-বধে নিযুক্তা। জনৈক রাজা হস্তী ও পরিচারক প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যেন বিগ্রহগুলি পূজা করিবার উদ্দেশ্যেই আগমন করিয়াছেন। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ-মধ্যে এইরূপ আরও একখানি ক্ষোদিত প্রস্তর পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ণিত চিত্রের সামান্য একটু পার্থক্য আছে। শেষোক্ত চিত্রে দুইটি বেদী। একটি বেদীর উপর শিবলিঙ্গ ও জগন্নাথ, এবং অপরটিতে দুর্গা। অনেকেই এই অপূর্ব্ব চিত্রখানিকে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সমন্বয়-জ্ঞাপক বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক (Bloch) চিত্রখানি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যখন কোনারক মন্দির নির্ম্মিত হয়, সে সময় বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তির উদ্ভব হয় নাই। জগন্নাথের সহিত শিব ও দুর্গা তখন একত্রই পূজিত হইতেন। কেহ-কেহ এ ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করেন না; পণ্ডিত বিষণস্বরূপ সমগ্র ছবিখানির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা শ্রীরাম কর্ত্তৃক রামেশ্বর তীর্থে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার চিত্র। স্কন্দ-পুরাণ মতে মহিষাসুর রামেশ্বরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং দেবীও তথায় দুর্গামূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; সুতরাং শিব-প্রতিষ্ঠার সহিত দুর্গা ও মহিষাসুরও যে চিত্রিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অসুরটি যে মহিষাসুরই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু নিম্নভাগে একটি খণ্ডিত ক্ষুদ্র মহিষ-মস্তক অঙ্কিত রহিয়াছে। ডাক্তার ব্লকের মতে, ইহা নবগ্রহ-সমন্বিত সূর্য্যমূর্ত্তিমাত্র। চিত্রে ক্ষোদিত রাজার অনুচরগণের মধ্যে একটি সশ্মশ্রু ব্যক্তির চিত্র আছে। নবগ্রহ প্রস্তরের শ্মশ্রুযুক্ত বৃহস্পতির সহিত তাহার কোনও প্রকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় ডাঃ ব্লক এই সিদ্ধান্ত করিয়া

(চিত্র ১১)



কোনারক মন্দিরের ক্ষোদিত চক্র। [পৃঃ ১৭

(চিত্র ১২)



ক্ষোদিত চক্রের অন্তর্গত গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি।

কোনারক।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৭

থাকিবেন; কিন্তু অর্থ-সামঞ্জস্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপের ব্যাখ্যাটিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। চিত্রটি সেইজন্য "রামেশ্বর-দৃশ্য" নামেই অভিহিত হইয়াছে। অপর একটি কারণেও এ চিত্রটি বিশেষ মূল্যবান্; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনারকের মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

আর একটি মূর্ত্তি লইয়াও মতদ্বৈধের কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার ব্লক্ কোনারক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খনন কালে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, তাহা সূর্য্য ও শিবের সম্মিলিত মূর্ত্তি। মূর্ত্তির চারিটি হস্ত। উপরের দুই হস্তে সূর্য্যদেবের চিহ্ন স্বরূপ দুইটি পদ্ম, নিম্নের এক হস্তে ত্রিশূল, অপর হস্তটি বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত। ধৃতকমল করদ্বয় উপরিভাগে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ডাক্তার ব্লক্ অনুমান করিয়াছেন যে, কোনারকের সূর্য্যদেব যে ভুবনেশ্বরের মহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। এই উক্তিটি আচার্য্য ব্লকের স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই সন্দেহ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকায় (১৮) চুঁচুড়ার সূর্য্যমূর্ত্তি-পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প" হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সূর্য্যমূর্ত্তি ('চতুর্ব্বাহুর্দ্বিহস্তোবা') দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ—দুই প্রকারেরই হইতে পারে। টি, গোপীনাথ রাও তাঁহার ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্গত মিত্র নামক যে আদিত্য-মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন (১৯) তাহার

(১৮) ব, স, প, পত্রিকা, ১৩১৮ সাল, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

(১৯) T. Gopinatha Rao's Elements of Hindu Iconogra-

সহিত ডাক্তার ব্লক্ কথিত "সূর্য্য-শিবের" বেশ সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। এ মূর্ত্তিও চতুর্ভুজ শিব-মূর্ত্তির ন্যায় ত্রি-নেত্রবিশিষ্ট। উপরের দুই হস্তে পদ্মপুষ্প, ও নিম্নের একটি হস্তে শূল থাকার কথা বর্ণিত আছে। ত্রিশূল শূলেরই প্রকারভেদ। ত্রিশূলধারী মহাদেবও সাধারণতঃ শূলী নামেই পরিচিত। ত্রিশূল হস্তে থাকিলেই যে কোনও মূর্ত্তি শৈব-অংশবিশিষ্ট হইবে, এ কথা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার ব্লকের রিপোর্টেই প্রকাশ যে, গৌড়েও এইরূপ একটি বিমিশ্র (composite) শৈব-সৌরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কোনারক ও ভুবনেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূচক এরূপ একটি অভিনব মূর্ত্তি গৌড়মণ্ডলে আমদানী হওয়ার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং এটিও যে মিত্র আদিত্যের মূর্ত্তি এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

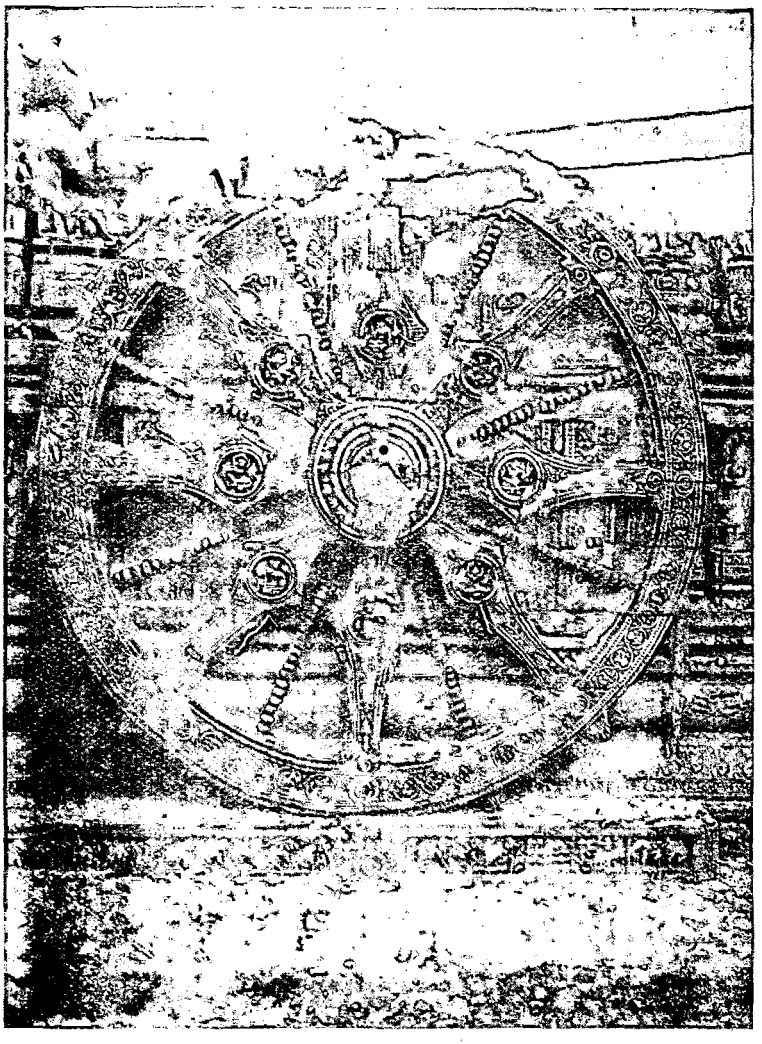
কোনারকে জগমোহনের উপরিভাগে কার্ণিশে সন্নিবিষ্ট যে ছয়টি চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি আছে, সেগুলি সাধারণতঃ ব্রহ্মা বলিয়াই পরিচিত; এবং পণ্ডিত বিষণস্বরূপও এই মতই গ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শ্রীযুক্ত এইচ, লংহার্ষ্টের মতে এগুলি সমস্তই মহেশ্বর-মূর্ত্তি (২০); তাঁহার মতে ত্রিনেত্র, জটাজূট, সর্প, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি চিহ্ন যখন সমস্তই মিলিয়া গিয়াছে, তখন আর শিব বলিয়া প্রকাশ করিতে আপত্তি কি? একটি সূর্য্যমূর্ত্তিতেও তিনি এইরূপ শিবত্ব আরোপ

---

phy. অবশ্য 'বিমিশ্র' মূর্ত্তির দৃষ্টান্ত যে একবারে পাওয়া যায় না তাহা বলিতেছি না। গুজরাটের অন্তর্গত দিলমালে, লিম্বোজী মাতার মন্দিরে, প্রাচীর সংলগ্ন বৈষ্ণব ত্রিমূর্ত্তি একাধারে সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিবের সমন্বয় জ্ঞাপন করিতেছে। Burgess and Cousen's Northern Guzerat, Pl. LXIX.

(২০) Progress Report Archæological Survey E. Circle, 1906.

(চিত্র ১৩)



কোনারকের ক্ষোদিত চক্র।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৭

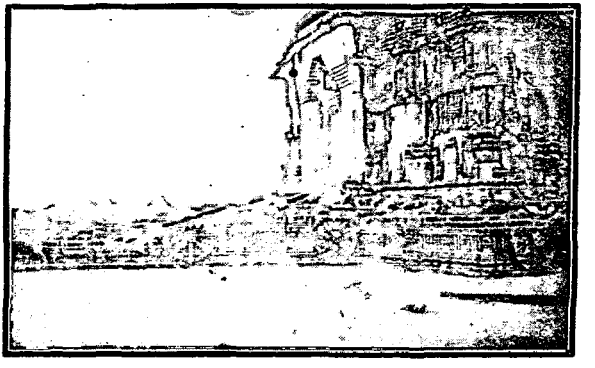
করিয়াছেন। বরাহমিহির হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যদেবের পরিচ্ছদ উত্তর দেশীয়। তাঁহার মস্তকাবরণ বহিঃ-দৃশ্যে অনেকটা জটাভারের মত বোধ হয় বটে, কিন্তু ত্রিনেত্র হইলেই যে "শিব" হইবে এ কথা মূর্ত্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কোনারক মন্দিরে শৈব-প্রভাব সম্বন্ধে বোধ হয় লংহার্ষ্টের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল। ভোগ-মন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তির বেদীটি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, এটি অনেকাংশে যোনিমুদ্রার অনুরূপ; সুতরাং এ মূর্ত্তিও যে শিবমূর্ত্তিরই অন্যতম সংস্করণ, তিনি এ প্রকার ইঙ্গিতও করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, অন্য একটি ক্ষোদিত চিত্রেও এইরূপ শৈব-প্রাধান্য তৎকর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছে। এ চিত্রটিতে সম্মানের স্থান নাকি মহেশ্বর কর্ত্তৃকই অধিকৃত। দক্ষিণের দুইটি মূর্ত্তি তাঁহার মতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, এবং বামের দুইটি বিষ্ণু ও সূর্য্য। বুদ্ধবৎ যে একটি ধ্যানমগ্ন ঋষি-মূর্ত্তি আছে, তাহার কপালেও আবার ত্রিপুণ্ড্র-রেখা; সুতরাং দুর্জ্জয় শৈব-প্রভাবের আর বাকী রহিল কি! কোন্ লক্ষণের দ্বারা কোন্ মূর্ত্তিটির পরিচয় নির্ণীত হইল, তাহার কোন বিচার করা হয় নাই। ঋষি-মূর্ত্তিটির ললাটের কুঞ্চনচিহ্ন স্বাভাবিক, কি ত্রিপুণ্ড্র লাঞ্ছনা মাত্র, তাহাও সহজে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। মন্দিরের উপরের অংশে অশ্লীল চিত্র না থাকার কারণ নির্দ্দেশ-কালে লংহার্ষ্ট বলিয়াছেন, উপরিস্থ শিবলোকে পৌঁছিতে হইলে রিপুর উত্তেজনা ও ঐহিক কামনা পদদলিত করা আবশ্যক। ডাক্তার ব্লক্ যেরূপ একটি মূর্ত্তি দেখিয়া শৈব ধর্ম্মের উপর সৌর প্রাধান্য অনুমান করিয়াছিলেন, লংহার্ষ্ট সেই পদ্ধতিতেই উল্টামতের প্রচার ও সমর্থন করিয়াছেন। দশ-বারো বৎসর পূর্ব্বে

ব্যাপারে ভ্রম হওয়া বড় অস্বাভাবিক নহে। সার উইলিয়ম হাণ্টারের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিও, বোধ হয় ষ্টার্লিং এর মত অবলম্বনে, নবগ্রহ-প্রস্তর অন্তর্গত শুক্রমূর্ত্তিটিকে যূনানী "ভেনাস" ধারণা করিয়া Plump female বা সুপুষ্ট স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সেকালের শিল্পিগণ সকলেই কিছু শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত উপদেশাদি যথাযথ পালন করিতেন না, এবং শাস্ত্র গ্রন্থেও দেব মূর্ত্তির পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনার অভাব দেখা যায় না। এই সকল কারণে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যেও মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়; সুতরাং কোনও একটি সামান্য ত্রুটির জন্য পণ্ডিতগণের অন্যান্য মতবাদের প্রতি আস্থাহীন হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

প্রদক্ষিণকালে মন্দির গাত্রে নানাবিধ frieze বা আলম্বন দেখিলাম; তন্মধ্যে সশস্ত্র মনুষ্যশ্রেণীর বেশ একটু নূতনত্ব আছে। আলিঙ্গনবদ্ধ নাগ নাগিনীগণের যুগল মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর। দেহের নিম্নার্দ্ধ-ভাগের অহিবৎ পুচ্ছ গুলির লীলায়িত আবর্ত্তনে শিল্পীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'শিল্পরত্ন' গ্রন্থে ২৫ অধ্যায়ে নাগগণের মূর্ত্তি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে (২১) নাভি

(চিত্র ১৪)



কোনারকের মন্দিরে ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ চক্র সমূহ। [পৃঃ ১৭

হইতে ঊর্দ্ধভাগ নরাকৃতি, অধোভাগ সর্পাকার, মস্তকে ভোগমণ্ডল —শিরোদেশে ফণার সংখ্যা একটি, তিনটি, পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি। নাগগণ দ্বিজিহ্ব, হস্তদ্বয়ে খড়্গ চর্ম্মধারী।

কোনারকের নাগমূর্ত্তিতে খড়্গ চর্ম্মের বাহুল্য দেখিলাম না। জিহ্বাও প্রকট নহে। শিল্পী শিল্প শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সাধ্যমত বজায় রাখিয়া নিজ পরিকল্পনা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে।

কোনারকে যে নিতান্ত অশ্লীল চিত্রাদিরও অভাব নাই একথা অনেকেই অবগত আছেন। এ সকল চিত্রের অর্থ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, (২২) স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর (২৩) প্রভৃতি অনেকেই আপন আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবুক বলেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "কবিহৃদয় মন্দির দেখিয়া মনে করে বিশ্বসংসারের বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্য্যের মত আপন আপন জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্ব-পাষাণে মুদ্রিত হইতেছি কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না" (২৪)। উত্তরাপথের মন্দির গুলিতে এরূপ নর নারীর কাম লীলার চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। উৎকল ও মধ্যপ্রদেশের মন্দির গুলিই অনেক স্থলে শিল্পীর সৌন্দর্য্য প্রকাশ চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া এই সকল চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে গৃহ নির্ম্মাণ-কালে বংশ-দণ্ডে সম্মার্জ্জনী, ছিন্ন পাদুকা প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখার যে প্রথা অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কুদৃষ্টি নিবারণের উদ্দেশ্যেই মন্দির গাত্রে

(২২) 'বঙ্গদর্শন'—১৩১০।
(২৩) 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' ৭১—৭৩ পৃষ্ঠা।
(২৪) বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—পৃঃ ৫৩৬।

এই চিত্র গুলি সন্নিবিষ্ট করা হইত (২৫)। উড়িয়া শিল্পিগণের এখনও বিশ্বাস যে, ঝটিকা বজ্রপাত প্রভৃতি উপদ্রব ও দুষ্ট প্রেতযোনির আক্রমণ নিবারণ উদ্দেশ্যে এই প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার ভারতীয় ললিত কলার ইতিহাসের এক স্থানে লিখিয়াছেন, দুষ্ট প্রেতযোনি প্রভৃতি যাহাতে দেউল সন্নিধানে না আসিতে পারে, সেই জন্যই এই সকল চিত্রাদি তক্ষণের ব্যবস্থা। তিনি এই প্রসঙ্গে যেন কতকটা ব্যঙ্গচ্ছলে বিদ্যুৎ অপসারক ধাতব দণ্ডের সহিত এই চিত্র গুলির তুলনা করিয়াছেন। উৎকল খণ্ডের একবিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

"বজ্রপাতাদি-ভীত্যাদি-বারণার্থং যথোদিতং।
শিল্পিশাস্ত্রেঽপি মণ্যাদিবিন্যাসং পৌরুষাকৃতিং॥"

'ভগবৎপ্রাসাদের উপরিভাগে বজ্রপাত প্রভৃতি ভয় নিবারণার্থে শিল্পি শাস্ত্রোক্ত পুরুষ প্রকৃতি মণ্যাদির বিন্যাস সমাহিত হইল'। (২৬) বোধ হয় এই শ্লোকটির অস্পষ্ট স্মৃতি হইতেই ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ের দ্ব্যর্থ বোধক মন্তব্যের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ গ—মহাশয় বলেন "Sex is the foundation of religion." শুধু শারীরতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে জর্ম্মাণ লেখক ক্রাফ্‌ট এবিং (Kraft Ebbing) এর কথায় বলিতে হয় যে, নৈতিক তত্ত্ব, ধর্ম্মজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধ সমস্তই আদিম মিথুন প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত (২৭)। কেহ কেহ বলেন যে বাম মার্গাবলম্বী শৈবমতের সহিত এই জাতীয় শিল্পের ঘনিষ্ট সংযোগ আছে।

(২৫) Orissa and her remains, p. 228.
(২৬) উ, খ, বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ১২২।
(২৭) Psychopathia Sexualis, p. 2.

মুদ্রারাক্ষস নাটকে উল্লিখিত চক্র।

কোণার্ক।

[পৃঃ ৯৭

মনে হয়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সরকারী রিপোর্টেও এ কথা দেখিয়াছি। ব্রহ্মদেশে পাগান নামক স্থানে আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত নন্দ মাঞ্ঞার (Nanda manna) মন্দির গাত্রে এই প্রকার যে অশ্লীল চিত্রাদি দৃষ্ট হয় তাহাতেও বঙ্গ-দেশাগত তান্ত্রিক বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজিয়া মতের প্রভাব অনুমিত হইয়াছে (২৮)। পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রের সুবিজ্ঞ সমালোচক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ প্রসঙ্গে লেখককে অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই সকল বন্ধের মধ্যে একটি মাত্র মুদ্রা বা আসনের উল্লেখ তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় —তাহাও আবার পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ের মধ্যে রূপক ভাবে পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা দেখাইবার জন্য। 'অনঙ্গরঙ্গ' প্রণেতা কল্যাণ মল্লের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, 'কামসূত্র' প্রণেতা ঋষি বাৎস্যায়ন, কুচুমার প্রভৃতি একাধিক পূর্ব্বাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং কামকলার আলোচনা যে উড়িষ্যাতেই নিবদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ কোথায়? কল্যাণমল্লের তথাকথিত পৃষ্ঠপোষক লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেব যে বিশেষ স্খলিত-চরিত্র ছিলেন ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দেখি না, সুতরাং রাজাদেশ বা জাতীয় অধঃপতন এই দুইটি হেতুবাদই প্রমাণ সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত হেভেল মন্দির ভাস্কর্য্যের এ অশ্লীলতা যে জাতীয় অধঃপতনের পরিচায়ক নহে এ মত স্পষ্টই ব্যক্ত

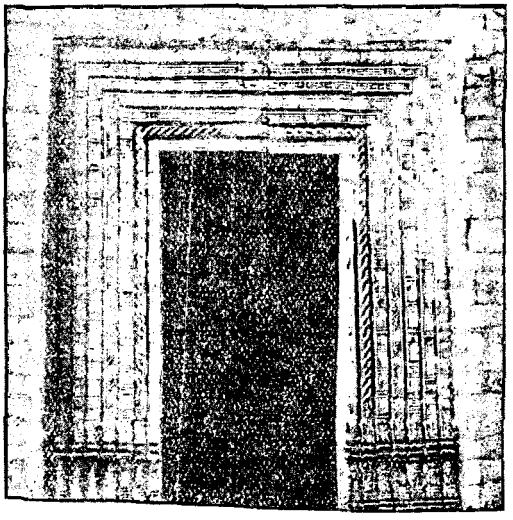
(২৮) Chas. Duroiselle in Arch. Survey Ann. Rep. 1915-16, p. 82. চীন ও তীব্বতের ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রগুলিও অনেকস্থলেই অশ্লীলতা দুষ্ট। দেখা যায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিগুলি প্রায়শঃ স্ব স্ব শক্তিকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়াছে ('tenant enlacees leur Caktis')। নেপালেও এইরূপ 'pieuse obscenite' পূর্ণচিত্রাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধ্যাপক ফুসের (Foucher) মতে এই সকল চিত্র ভারতীয় মূল হইতে উদ্ভূত ও তান্ত্রিক সাধনার সহিত সম্পর্কযুক্ত। Etude sur L'iconographie Bouddhique de L'Inde, Chap. II, pp. 65, 66, footnote, 2.

করিয়াছেন (২৯); পরন্তু তিনি এ কথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, নৈতিক হিসাবে য়ূরোপখণ্ডের অধিবাসী অপেক্ষা উৎকলীয়ারা কোন অংশেই কম অগ্রসর ছিল না ('a standard of morality as high as Europe has ever done')। স্বগীয় আচার্য্য ব্লক্ (Bloch) ও বলিয়াছেন ক্ষোদিত চিত্রগুলি যতই অশ্লীল হউক না কেন, তাহা দেখিয়া দেশবাসিগণকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া নিন্দা করিলে যে কতদূর অবিচার করা হইবে তাহা আর বলিবার নহে (৩০)।

পুরী, কোণার্ক ও ভুবনেশ্বর এই তিন স্থানেই লক্ষ্য করিলাম যে, সম্ভোগের চিত্র জগমোহন ও ভোগ মন্দিরের গাত্রেই অধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। মন্দিরের প্রধান অংশে, মণিকোঠা বা গর্ভগৃহের ভিত্তির যে অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে তাঁহা পূর্ব্বতন উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। গর্ভগৃহটিও কামকলাদ্যোতক চিত্রনিচয়ে শোভিত (৩১) কেবল রত্নবেদীর সান্নিধ্যে, অশ্লীলতার নামগন্ধ নাই। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সহজেই অনুমেয়। বিবিধ বন্ধে সন্নিবিষ্ট মূর্ত্তিগুলির কুৎসিৎ কল্পনায় শিল্প-গৌরব সঙ্কুচিত হইলেও আধুনিক শিল্পী ও সমঝ্‌দার এখনও কোণার্ক ভাস্কর্য্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। কলালক্ষ্মীর একনিষ্ঠ উপাসক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোনারক মন্দির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "চির যৌবনের হাট বসিয়াছে, চির-পুরাতন অথচ চির-নূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রঙ্গলীলা চলিয়াছে * * * এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই। পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে

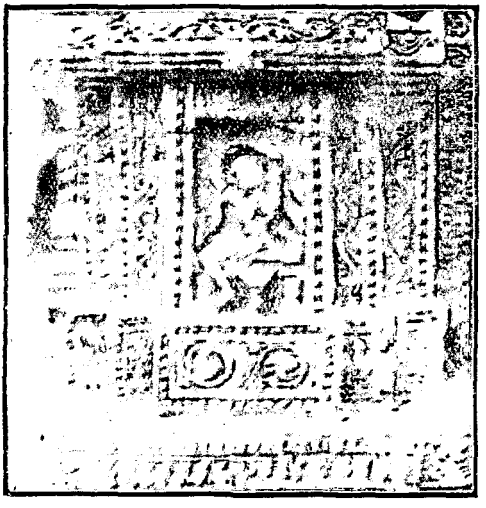
(২৯) Ideals of Indian Art, p. 139.
(৩০) Arch. Survey Annual Report 1903-4, p. 47.
(৩১) J. R. A. S., 1907, p. 1009.

(চিত্র ১৬)



কোনারকের লতা-মণ্ডন শোভিত কৃষ্ণ-ক্লোরাইট প্রস্তরের ক্ষোদিত দ্বার। [পৃঃ ১৮

(চিত্র ১৭)



কোনারক মন্দিরের একটি খাঁজে অবস্থিত কাষ্ঠাসনের ন্যায় উচ্চ আসনে উপবিষ্টা স্ত্রী-মূর্ত্তি।
[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১৮

কোনারক মন্দির গাত্রস্থ নর্তকী ও নাগ-নাগিনীর ক্ষোদিত চিত্র । পৃঃ ১৮

(চিত্র ১৮)

তেজীয়ান্ অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যামসুন্দর আলিঙ্গনের সহস্রবন্ধে চতুর্দ্দিক বেড়িয়া। ইহারই শিখরে এই শব্দায়মান চলায়মান উর্ব্বরতার চিত্র বিচিত্র শৃঙ্গার বেশের চূড়ায়,—শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ শত শিল্পীর মানস শতদল,—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজে, আলোকের দিকে উন্মুখ (৩২)।"

নাটমন্দিরের ছাত নাই কেবল প্রাচীর গুলির কিয়দংশ দণ্ডায়মান। কেহ কেহ বলেন, ইহাই ভোগমণ্ডপ ছিল। ইহার সম্মুখে গজসিংহ-মূর্ত্তিদ্বয় রক্ষিত। সোপানাবলীর নিম্নে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলেই সম্মুখে জগমোহনের প্রধান প্রবেশদ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের এ অংশটি জগমোহন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত,—পুরীর মন্দিরের ন্যায় একত্র সংশ্লিষ্ট নহে। এখানে নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্র-হস্তা, বাদন-রতা, নৃত্যপরা মূর্ত্তি বহু পরিমাণে অঙ্কিত দেখিলাম; অশ্লীল মূর্ত্তি নাই বলিলেই হয়। জগমোহনের পশ্চাৎ ভাগে মায়াদেবী বা মহামায়ার মন্দির। এখানেও কয়েকটি সূর্য্য-মূর্ত্তি আছে; তাহার মধ্যে একটি মূর্ত্তি অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। মন্দির হইতে চরণামৃত প্রভৃতি নির্গমনের জন্য কারুকার্য্যসমন্বিত কৃষ্ণপ্রস্তরের দুইটি সুন্দর জলনালী রহিয়াছে; একটির মুখ মকরের ন্যায়। মকর-মূর্ত্তির পরিকল্পনা বৌদ্ধ-যুগে ও দেখা যায়। এ নক্সাটি (design) যে অত্যন্ত প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মকর-মুখ শুধু জল-নির্গমন-নালী রূপে নহে,—তোরণ- অলঙ্কার

(৩২) পথে বিপথে, পৃঃ ১১৫।

রূপেও ব্যবহৃত হইত। হিন্দু স্থপতিগণ মকর-তোরণের কথা অদ্যাবধি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ১৯০৩-৪ অব্দের পুরাতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে এ বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। অপর নালীটি অতি স্বাভাবিক ভাবে নির্ম্মিত; যেন একটি কুম্ভীর সদ্যোধৃত মৎস্য মুখে করিয়া রহিয়াছে (৩৩)।

কোনারকে আরও অনেকগুলি ছোটখাট মন্দির ছিল শুনা যায়; কিন্তু সেগুলির সংস্থান সন্তোষজনক ভাবে নির্ণীত হয় নাই। খননকালে অনেক বহির্গৃহ ও চাতাল প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল, সরকারী রিপোর্টে এইরূপ প্রকাশ। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোনারকে ২৮টি ক্ষুদ্রতর মন্দির ছিল; তন্মধ্যে ২২টি মন্দির-প্রাঙ্গণে এবং ৬টি উত্তরদ্বারের সম্মুখভাগে। মন্দির প্রাঙ্গন দৈর্ঘ্যে ৮৮৫ ফুট ও প্রস্থে ৫৩৫ ফুট। ইহার মধ্যে এবং বহির্ভাগে ক্ষুদ্র মন্দিরাদির অবস্থান অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। নাটমন্দিরের সম্মুখ-ভাগে মহামান্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি সংগ্রহাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় নাটমন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্য-মূর্ত্তি ও জগমোহনের ধ্বংসোন্মুখ অংশ হইতে বিচ্যুত অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে "সীতার বিবাহ", "শর-সন্ধান" (কেহ কেহ ইহাকে পরশুরামের পর্ব্বত-ভেদের চিত্রও বলিয়া থাকেন), পূর্ব্ববর্ণিত "রামেশ্বর" চিত্র এবং গুরুমহাশয় ও পড়ুয়া-দিগের চিত্র বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে গঙ্গামূর্ত্তি ও মেষারূঢ় বৃহস্পতি বা "অজ-রথ" অগ্নি-মূর্ত্তিও বিশেষ-

(৩৩) সারনাথেও চূণার প্রস্তরে নির্ম্মিত মধ্যযুগের একটি কুম্ভীর মুখাকৃতি জলনালী আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তাহা কোণার্কের এই শিল্প নিদর্শনের ন্যায় সুন্দর নহে। (D. R. Sahni's Guide to Sarnath, p. 214, D (k) 93.

ভাবে প্রশংসনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে Pioneer পত্রে একজন এই গঙ্গা-মূর্ত্তিটির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, কোনারকে উহা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অতএব মূর্ত্তিটি কলিকাতার যাদুঘরে স্থানান্তরিত করা উচিত। মূর্ত্তিটি কোথায় অবস্থিত ছিল জানি না এক্ষণে উহা স্থানীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। গুপ্তযুগের সুপ্রাচীন মন্দিরাদির দ্বারদেশের দুই পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা ও কচ্ছপারূঢ়া যমুনা মূর্ত্তি দেখা যায় (৩৪)। অনেক সময় এই সকল লক্ষণ হইতেই মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিরূপন হইয়া থাকে। কোনারকে কিন্তু কোথাও যমুনা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমরা গঙ্গামূর্ত্তির কোনও স্থানেই কিছু ধ্বংসের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, সংগ্রহশালায় আনিত হইবার পূর্ব্বে উপরের লোহার কড়ি ধুইয়া বৃষ্টির জল আসিয়া লাগায় কিট্ট বা লৌহমল (Oxide of Iron) জনিত কয়েকটি লাল দাগ হইয়াছে মাত্র। গঙ্গামূর্ত্তি সম্ভবতঃ গঙ্গা-তীরবর্ত্তী প্রদেশেই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দিরে, মধ্যভারতে নাচ্‌না-কুঠারা, তিগোয়া প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন গুপ্ত যুগের মন্দিরে, এবং দক্ষিণে মুখলিঙ্গমে গঙ্গামূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। নেপালে প্রাপ্ত সুন্দর পিত্তল-নির্ম্মিত একটী প্রাচীন গঙ্গামূর্ত্তি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। বেশনগরে প্রাপ্ত গঙ্গামূর্ত্তির যে চিত্র ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার সিংহল ও ভারতের শিল্পকলা বিষয়ক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে গঙ্গাদেবী মকরের উপর দণ্ডায়মানা, কোনারকের মূর্ত্তির ন্যায় উপবিষ্টা নহেন। বঙ্গদেশেও প্রস্তরে ক্ষোদিত দণ্ডায়মান

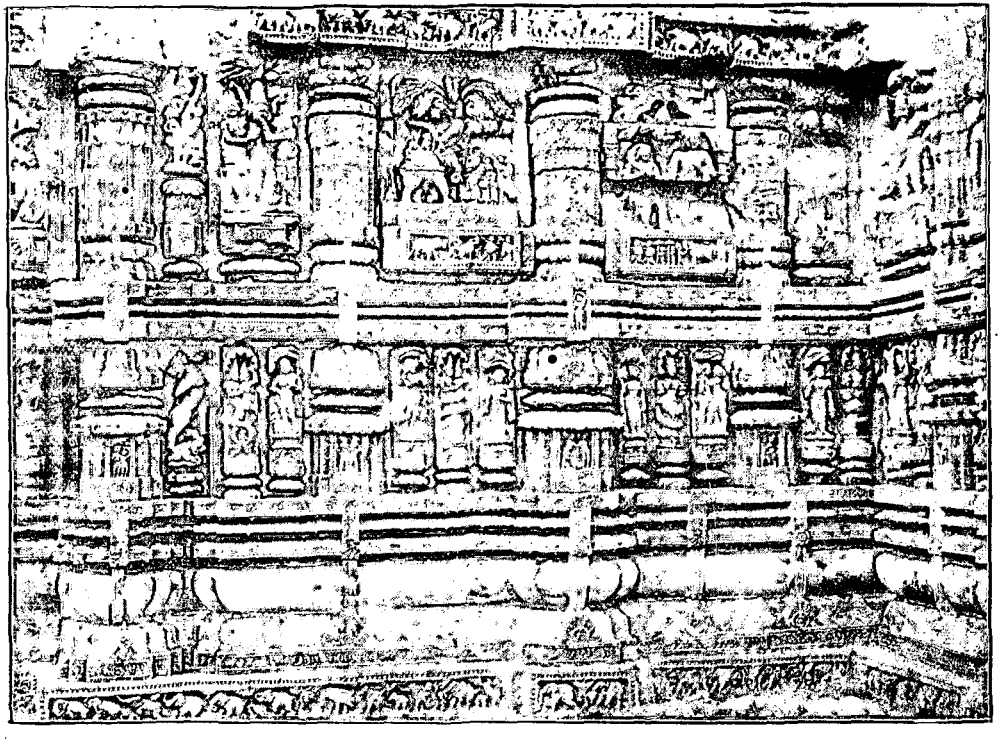
(৩৪) Cunningham's Arch. Survey Report Vol. IX. p. 42.

গঙ্গামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটস্থ একটি প্রাচীন মন্দিরের দ্বারদেশেও যে গঙ্গা ও যমুনা মূর্ত্তি বিদ্যমান সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। কলিকাতায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গাপূজা হয় না বটে, কিন্তু 'বন্দো মাতার' গান এখানে অদ্যাপিও প্রচলিত। রাঢ়দেশে গঙ্গাপূজার বড় ধুম। এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত বিলম্বিত সুদীর্ঘ রজ্জুখণ্ডে পদ্মপুষ্প গ্রথিত করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে পদ্মমালা নিবেদিত হইতে দেখিয়াছি। ভাগিরথীর বর্ত্তমান দুরবস্থার সহিত আজ কাল গঙ্গাপূজার 'রেওয়াজ'ও যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাউক সে কথা।

আমরা চারিদিক ঘুরিয়া কোনারকের সংগ্রহশালাটি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। এই ঘরটিতে মন্দিরচ্যুত নবগ্রহের সুন্দর প্রস্তরখানিও রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পরিমাপ ১৯ ফুট × ৪½ ফুট × ৩½ ফুট, ওজনে ২৪ টন ৩ কোয়াটার ২১ পাউণ্ড (৩৫)। ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মন্দিরে এবং পুরীর গুণ্ডিচা-বাটিতেও দেখিয়াছিলাম, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগেই এইরূপ নবগ্রহ-প্রস্তর সংলগ্ন আছে। দাক্ষিণাত্যের নবগ্রহমণ্ডপের কথা গুণ্ডিচা-গৃহপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় টি, গোপীনাথ রাও মহাশয় তাঁহার হিন্দু মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত দক্ষিণী নবগ্রহের ধাতব মূর্ত্তির চিত্র দিয়াছেন। পশ্চিম ভারতে ওয়াধেবান নামক স্থানের মাধব-বাও নামক বাউলি অথবা ইন্দারার ভিতর দিকের একটি কুলঙ্গীতে দশাবতার ও সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তির সহিত নবগ্রহের মূর্ত্তিও সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু এ মূর্ত্তিগুলি

(৩৫) List of objects of antiquarian interest in the Lower Provinces of Bengal (1879) p. 253.

(চিত্র ১৯)



শিকারের চিত্র।
কোনারক মন্দির।

[পৃঃ ২০

দণ্ডায়মান কি উপবিষ্ট তাহা সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ নাই (৩৬)। উত্তরাপথে কাঙ্গরা উপত্যকায়, পাহাড় কাটিয়া তৈয়ারি মস্‌রুর মন্দিরেও নবগ্রহমূর্ত্তি ক্ষোদিত থাকার কথা শুনিয়াছি (৩৭)। নবগ্রহ প্রস্তরের ব্যবহার বঙ্গদেশের স্থাপত্যেও অপরিচিত ছিলনা। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় যে সকল নবগ্রহ প্রস্তর রক্ষিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলিতে নবগ্রহের সহিত গণেশ মূর্ত্তিও সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ইহা হইতে, গ্রহশান্তি ও সিদ্ধি কামনা, একাধারে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই শিল্পীদিগের অভিপ্রায় ছিল, এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। বরেন্দ্র সংগ্রহশালার নবপ্রকাশিত তালিকায় যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রাহু ব্যতীত অপর সকল গ্রহগুলিই দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোনারকের নবগ্রহের ন্যায় 'আসন পীঁড়ি' হইয়া বসিয়া নাই (৩৮)। সে যাহা হউক কোনারকের এই প্রস্তরখানি যে বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। অধুনা ইহার পূজা হইয়া থাকে। নবগ্রহের নিকট 'মানত' করিয়া কাহার না কি দুরারোগ্য পীড়া সারিয়া গিয়াছিল; সেই অবধি নিকটস্থ গ্রাম-বাসিগণের নিকট এ প্রস্তরটি "জাগ্রত" রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ডাক্তার ব্লক্ Z. D. M. G. পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, স্থানীয় লোকেরা ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্যলাভ করার জন্য কোনারকের নবগ্রহ প্রস্তরের নিকট উপাসনা করিয়া

(৩৬) Progress Rep. Arch. Survey. W. Circle 1899, p. 5.

(৩৭) কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত যোগেশ্বর নামক তীর্থস্থানে, সূর্য্যমন্দিরের সন্নিকটে, অপর একটি মন্দিরে নবগ্রহশিলা অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। (Progress report Arch. Survey, N. Circle 1914, p. 11.)

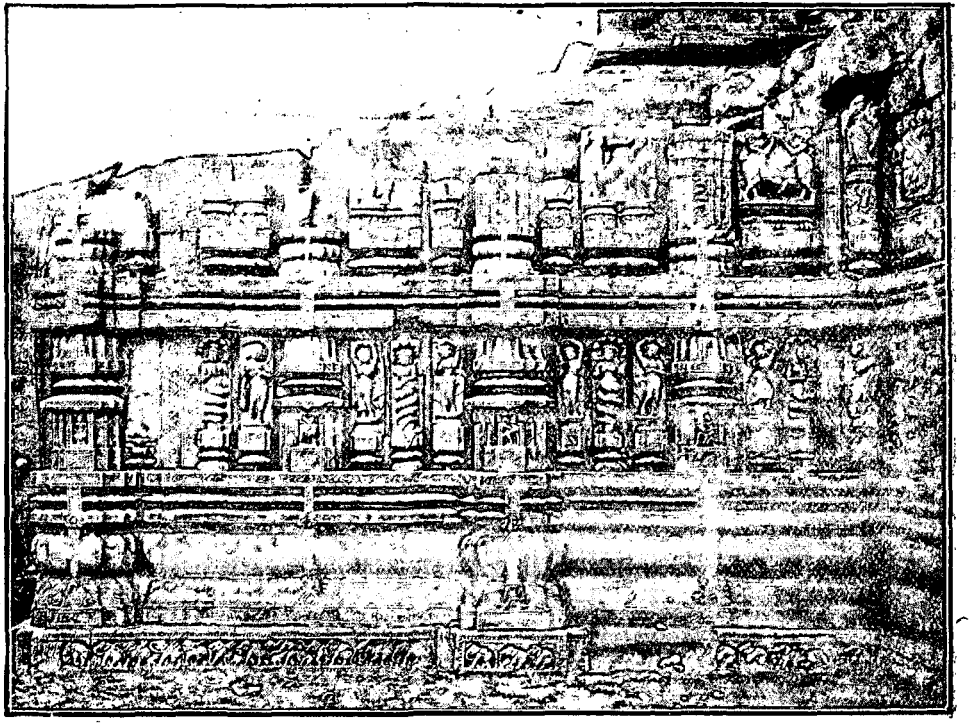
(৩৮) এই চিত্রের একখানি প্রতিলিপি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

থাকে (৩৯)। এই কারণেই প্রাচীন শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ এই নবগ্রহ প্রস্তরখানিকে কলিকাতার মিউজিয়মে স্থানান্তরিত করিবার কল্পনা সরকার বাহাদুরকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সংগ্রহশালায় ব্রীড়াজনক ভগ্ন-মূর্ত্তিরও অভাব নাই। শুনিয়াছি কোনও ইতালীয় যাদুঘরে যে অংশে পম্পি নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর প্রাচীন দ্রব্যাদি রক্ষিত আছে, সেখানে বালক বালিকা ও মহিলাগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোনারকে এরূপ নিষেধ সম্ভবপর নহে। আধুনিক রুচির মান রক্ষা করিতে হইলে, সমগ্র মন্দিরের কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। ললিতকলার সহিত ধর্ম্মন্ধতা বা রুচি-বায়ু-গ্রস্ততার কোন সম্পর্ক নাই—তাই আধুনিক য়ুরোপীয়গণও এই "কাল দেউলের" যথেষ্ট প্রসংসা করিয়া থাকেন। আবুলফজলও তাই লিখিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সমালোচনা-তৎপর এবং সহজে সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন, তাঁহারাও এই মন্দির দেখিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দণ্ডায়মান থাকেন (৪০)। সংগ্রহশালায় আর একটি মূর্ত্তি আছে,—যাহা অনেকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। মূর্ত্তিটির উপরে বিততফণ সর্প। দুই পার্শ্বে দুই নারীমূর্ত্তি; একটির হস্তে স্থালী বা অন্নপাত্র। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয় বলেন যে, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে শাক্যসিংহ যখন অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন, তখন শ্রেষ্ঠিপত্নী সুজাতা তাঁহার দাসী পুন্নাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার জন্য পায়স ও পানীয় আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই মূর্ত্তির উপরিস্থিত সর্প-চিহ্নটি সর্পরাজ মুচলিন্দের প্রতিকৃতি।

(৩৯) Z. D. M. G. Vol 64, p. 737.

(৪০) "Even those whose judgment is critical and who are difficult to please stand astonished at its sight." Ain-i-Akbari, Col. Jarrett's translation. Bibl. Indica series Vol II. p. 128.

(চিত্র ২০)



কোনারক মন্দির গাত্রস্থ নাগ ও নাগিনী প্রভৃতির মূর্ত্তি। [পৃঃ ২৬

যাহাতে বুদ্ধদেব ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র এবং সরীসৃপ ও মশকাদি কীট-পতঙ্গ হইতে কষ্ট না পান, সেইজন্য মুচলিন্দ ছত্রের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া তথায় সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। আর একটি এইরূপ তথাকথিত বৌদ্ধচিত্র গর্ভ-গৃহস্থ বেদীর গাত্রে ক্ষোদিত আছে। একটি বালক হস্তীকে আহার দিতেছে। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের মতে, এ চিত্রের ঘটনাটি জাতক কাহিনী হইতে গৃহীত। বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে একবার হস্তিপকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে রাজার অধীনে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি কাশীরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কাশীরাজ্য আক্রমণ কালে, ভবিষ্যৎ বুদ্ধদেব যে হস্তীটি চালনা করিতেন, সেটি শত্রুপক্ষীয় হস্তীর লৌহ-কণ্টকাকীর্ণ বর্ম্মের ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। তাই বুদ্ধদেব তাহাকে উৎসাহ দিয়া দুর্গ-প্রাচীর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নিযুক্ত করেন। বেদী গাত্রস্থ চিত্রের সহিত এ গল্পের যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাহা বোধ হয় না। বেদীর গাত্রেও হস্তিশ্রেণী আলম্বনের ন্যায় চারিপার্শ্বে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, দেখিয়াছি। প্রবাদ মতে, যে কেশরীরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত করিবার জন্য এরূপ চেষ্টা করিয়ছিলেন, তাঁহারা কিজন্য বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ বা বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর চিত্র মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত করাইলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। গজ সিংহের নক্সাটি যে বৌদ্ধ যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ শিল্পেও যে উহা সুপরিস্ফুট তাহা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন (৪১)। প্রত্নতত্ত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত

(৪১) Modern Review, September 1919, p. 280-282. 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে কেশরী রাজবংশের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে Epi. Indic. Vol IV p. 336, ও ভুবনেশ্বর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কোনারকে বৌদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও মূর্ত্তি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ১৯১৪ অব্দে যাদুঘরের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশীয় তক্ষণ-শিল্পের নমুনার মধ্যে একটি সমুচলিন্দ বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয় (No 6290)। (৪২) এ চিত্রে বুদ্ধদেব সর্পরাজের শিরোদেশে উপবিষ্ট ;—দণ্ডায়মান অবস্থায় সর্প ফটাদ্বারা রক্ষিত নহেন। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যে কেবল অনন্তশয্যায় শায়িত মূর্ত্তিরই শিরোদেশে সর্পফণা দেখা যায়। এ উক্তিটি ভ্রমশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথমভাগে চুড়াইন ও রঙ্গপুরে প্রাপ্ত যে দুইটি দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে (২৪ ও ২৯ সংখ্যক চিত্র) তাহার দুইপার্শ্বে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি এবং মস্তকোপরি মণ্ডলাকৃতি সর্পফণা শ্রেণী স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রণীত দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তি-পরিচয় (South Indian Images of Gods and Goddesses) নামক গ্রন্থে "বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ" মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। এ মূর্ত্তিটিতে বিষ্ণু সর্প-সিংহাসনে উপবিষ্ট ; শিরোভাগে সর্পফণা। বামপদ নিম্নে প্রসারিত ; দক্ষিণ পদ আকুঞ্চিত। পার্শ্বদেশে দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও পৃথ্বী। উক্ত গ্রন্থে "যোগেশ্বর" নামক অপর যে একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেটিও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিরই অনুরূপ। বিষ্ণু সিংহাসনে উপবিষ্ট ; মস্তকোপরি সর্পরাজ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে—উভয় পার্শ্বে কলস-হস্তে স্ত্রী-মূর্ত্তি। টি, গোপীনাথ

(৪২) Centenary of the Indian Museum 1814—1914, p. 25 No. 6290.

কোনারক মন্দিরের ভাস্কর্য নিদর্শন ।

(চিত্র ২১)

রাও প্রণীত হিন্দু-মূর্ত্তি বিষয়ক (Elements of Hindu Iconography) গ্রন্থে "মধ্যম ভোগস্থানক" শ্রেণীর একটি ধাতব বিষ্ণু-মূর্ত্তির চিত্র আছে। এটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। মাথার উপর শেষ নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে পদ্মপুষ্প হস্তে শ্রীদেবী। বামে নীলোৎপলধারিণী ভূদেবী। জৈন মহাবীর-মূর্ত্তির শিরোভাগেও সর্পচিহ্ন দেখা যায়। সুপার্শ্ব ও পার্শ্ব নামক তীর্থঙ্কর দ্বয়ের শিরোদেশেও সর্প-লাঞ্ছন দৃষ্ট হইয়া থাকে। (৪৩) সুতরাং মনে হয় যে, কেবল এই প্রকার চিহ্নের উপর নির্ভর করিয়া, কোনও মূর্ত্তি বৌদ্ধ কি জৈন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। সার্ জন্ মার্শাল মহোদয়ের অনুজ্ঞা ক্রমে, কোনারকে পুরাতত্ত্ব বিভাগ-কর্ত্তৃক যে অনুসন্ধান করা হয়, তাহার ফলে একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি ও বালকৃষ্ণ-নামে পরিচিত অপর একটি মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। উভয় মূর্ত্তিই কৃষ্ণপ্রস্তরে ক্ষোদিত। শেষোক্ত মূর্ত্তিটি দোলায় উপবিষ্ট। ওষ্ঠের উপর স্পষ্ট গুম্ফ চিহ্ন, মুখাবয়ব দেখিতে সুশ্রী নহে। নিম্নে নতজানু পাঁচজন উপাসিকা; পার্শ্বেও একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। বড় নিপুণতার সহিত পাথর কাটিয়া দোলায়মান দোলনা-সংযুক্ত শৃঙ্খল কয়টি দেখান হইয়াছে (৪৪)। ইহাতেই শিল্পীর যা-কিছু কৃতিত্ব। বিষ্ণু-মূর্ত্তিটি সুন্দর। নিম্নে ক্ষোদিত ফুলের কাজের ভিতর কয়েকটি উপাসিকার চিত্র; এবং উপরে উড্ডীয়মান দেব, যক্ষ, অপ্সরা ও বিদ্যাধর প্রভৃতি। বিষ্ণুর চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। দক্ষিণে

(৪৩) Catalogue of Mathura Museum by Dr. J. Ph. Vogel p. 44.

(৪৪) J. R. A. S. 1907, p. 1009. এ মূর্ত্তিটি কেন যে বালকৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে বলিতে পারি না, বরং 'দোলায় উপবিষ্ট রাজবেশী কৃষ্ণ' বলিলে অধিক মানাইত।

ব্রহ্মা ও বামে মহেশ্বর। গদা প্রভৃতির সংস্থান দেখিয়া মূর্ত্তিটিকে 'জনার্দ্দন' বিষ্ণু-মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয় (৪৫)।

মন্দিরের ভগ্নপ্রস্তর প্রভৃতি সাজাইয়া চারিদিকে অনুচ্চ বেষ্টনীর ন্যায় একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যাহাতে মরুভূমির বায়ু-চালিত বালুকারাশির দ্বারা মন্দির-ভিত্তি পুনরায় লোক চক্ষুর অগোচর না হয়, সেইজন্য বেষ্টনীর চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ পুন্নাগ ও একপ্রকার ঝাউগাছ (Casuarina) রোপণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কোণার্ক দেউল-নির্ম্মাতা প্রথম নরসিংহ বা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব যে সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, গঙ্গারাজবংশের তাহাই উজ্জ্বলতম যুগ। তখন উড়িষ্যা-রাজ্যের এক সীমায় বিজয়নগর, অপর সীমায় লক্ষ্মণাবতী। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যারাজ্য এক সময়ে হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী ঘাট হইতে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী পাঠক যেরূপ বাদাল-স্তম্ভে উৎকীর্ণ 'উৎকীলিতোৎকল কুলং' প্রভৃতি শ্লোক হইতে বাঙ্গালার পালরাজা দেবপাল কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়ের সংবাদ রাখিয়া থাকেন (৪৬) সেইরূপ উড়িয়ারাজা কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় বিষয়ক এ কথাটিও স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাম্র লিপিতে বর্ণিত আছে—

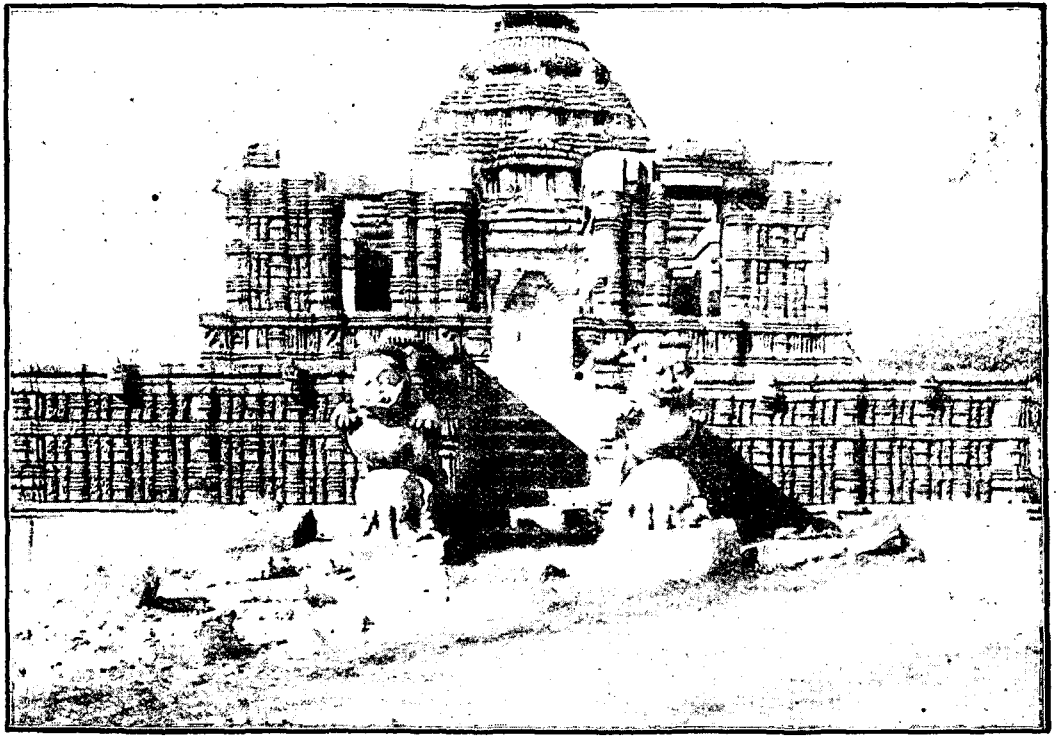
"রাঢ়া-বরেন্দ্র-যবনী-নয়নাঞ্জনাশ্রুপূরেণ দূরবিনিবেশিত-কালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলম্ভ-করণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা-গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ॥"

* * * *

(৪৫) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'বিষ্ণু-মূর্ত্তি-পরিচয়' পৃ, ৬, ১১, ৩৮।

(৪৬) R. D. Banerji's The Palas of Bengal, p. 56.

(চিত্র ২২)



নাটমন্দিরের সম্মুখ হইতে কোনারক মন্দিরের চিত্র।
[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৩১

অর্থাৎ, রাজা নৃসিংহদেব—রাঢ় ও বরেন্দ্রের যবনীগণের কজ্জল-বিধৌতকারী অশ্রুধারা গঙ্গাজলে মিশ্রিত করিয়া নিস্তরঙ্গা কৃষ্ণবর্ণা গঙ্গা নদীকে তৎকালে যেন যমুনা-ধারায় পরিণত করিয়াছিলেন (৪৭)। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর 'একাবলী' হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত গ্রন্থে রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের বাঙ্গালীদিগের সহিত যুদ্ধের কথা, এবং ১৩৬ পৃষ্ঠায় 'গঙ্গাতরঙ্গধবলম্' প্রভৃতি বাক্যসংযুক্ত পংক্তিতে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অভিযানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ যুদ্ধ সম্ভবতঃ দিল্লীশ্বরের অধীন তদানীন্তন বাঙ্গালার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত ঘটিয়াছিল স্বর্গীয় রায়বাহাদুর, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (৪৮)

মাদলা-পঞ্জীর মতে প্রথম নরসিংহদেব স্বীয় রাজ্যের অষ্টাদশ বর্ষে কোণার্ক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদমতে "উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্বসমুদ্রের বালুতটে এই একমাত্র পাষাণ মন্দিরে নিঃশেষিত হইয়াছে" (৪৯)। নরসিংহ দেব ১২৩৮ হইতে ১২৬৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে ১৯০৩ সালের বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকার ১ম খণ্ডে প্রকাশিত, সুপণ্ডিত স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী ও রাজত্বকাল বিষয়ক প্রবন্ধ দেখিতে অনুরোধ করি।

---

(৪৭) দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রলিপি, J. A. S. B. 1896, p. 232.

(৪৮) J. A. S. B. Pt. I. 1903. p. 144.

(৪৯) "Near Jagannath is a temple dedicated to the Sun. Its cost was defrayed by twelve years, revenue of the province."—Ain-i-Akbari (Bibliotheca Indica Series) vol. II p. 128.

স্বর্গীয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ (Vincent Smith) দেউলটির নির্ম্মাণ-কাল ১২৪০ হইতে ১২৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন। গঙ্গা বংশীয় রাজগণের তাম্রলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা প্রথম নরসিংহ দেবই কোনারকে মন্দির নির্ম্মাণ করান। আবুল ফজলও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে রাজা নরসিংহের নামোল্লেখ করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল ধৃত একটি শ্লোক (৫০) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন কোণার্ক মন্দির খৃঃ ১২৭৮ অব্দে (১২০০ শকাব্দে) না হউক লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেবের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে ১২৭৬ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতবড় সুবৃহৎ দেউলের নির্ম্মাণ কিছু দুই এক বৎসরে শেষ হয় নাই। সুতরাং মন্দিরটি যে ১২৪০ হইতে ১২৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ডাক্তার ভিন্সেণ্ট স্মিথের এই অনুমানই অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় ব্রজ কিশোর ঘোষ পুরীর ইতিহাস(৫১) নামক ইংরাজী পুস্তকে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পুরী তীর্থ গ্রন্থে (৫২) কোণার্ক মন্দির ১২৭৬ খৃঃ অব্দে কেশরী বংশীয় রাজা সিধ কেশর বা সিদ্ধ শেখরের রাজত্ব কালে শিবাই সউতুরার (সাঁতরার) তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হওয়া

---

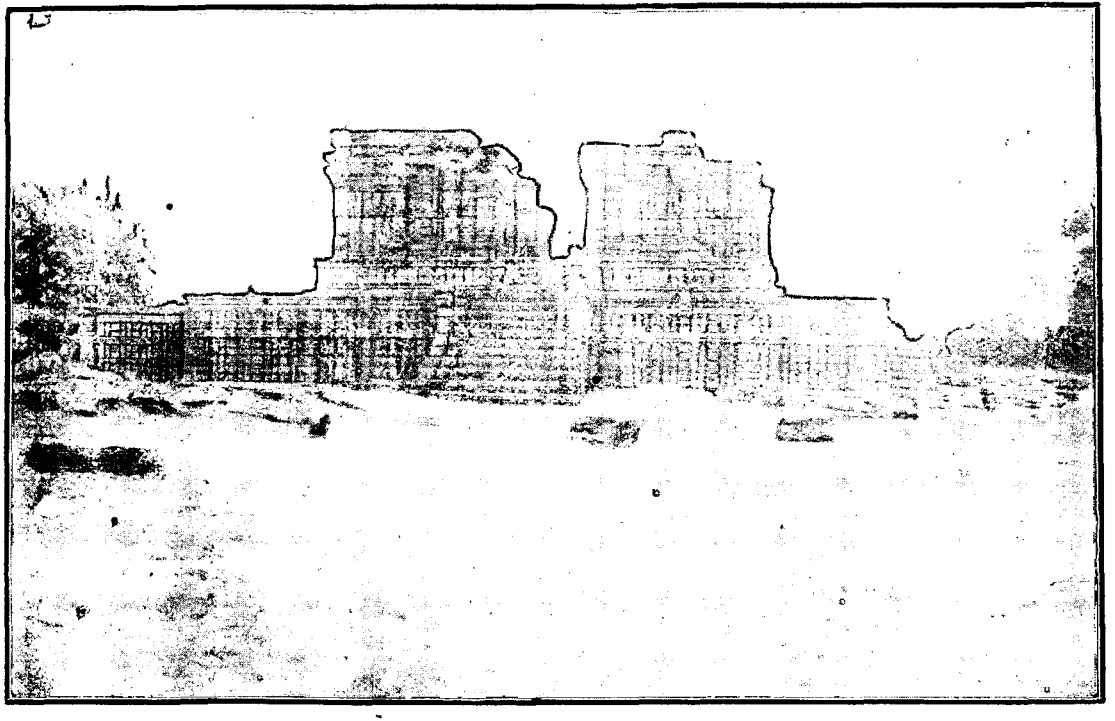
(৫০) "সপুচ্ছ নরসিংহেন ক্ষ্মেশ্বরেণাংশুমালিনঃ।
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞাশকে দ্বাদশকে শতে॥"

Orissa and her remains P-479-480.

(৫১) "It was erected by Rajah Sidh Kessor of the Kessoree race, under the Superintendence of Sibaee Santra in 1273 A. D.; but in consequence of his sudden death it was never consecrated nor was any idol placed within it." History of Pooree p. 71.

(৫২) পুরীতীর্থ—৪র্থ অধ্যায় পৃঃ ১০৩।

(চিত্র ২৩)



নাটমন্দির বা ভোগমণ্ডপের ভগ্নাবশেষ।
কোনারক।

[পৃঃ ৩১

সম্বন্ধে একটি মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ অভাবে ইহাতে কোন মতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। গঙ্গাবংশীয় প্রথম নরসিংহদেব ১২৩৮ হইতে ১২৬৪ খৃঃ অঃ এবং দ্বিতীয় নরসিংহ-দেব ১২৭৮ হইতে ১৩০৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দুই নরসিংহের মধ্যবর্ত্তী রাজা গঙ্গাবংশীয় ১ম ভানুদেব ১২৬৪ হইতে ১২৭৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (৫৩) সুতরাং কোন কেশরীবংশীয় রাজার যে তৎকালে উড়িষ্যায় আসিয়া মন্দির স্থাপনের সম্ভাবনা ছিলনা তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৯০৬-৭ খৃঃ অব্দের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগীয় পূর্ব্বকেন্দ্রের রিপোর্টে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের জনৈক উদ্ভাবনক্ষম কর্ম্মচারী কোনারক মন্দির নির্ম্মাণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে একটি বিচিত্র সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিতেছি।

রথ-সপ্তমীর দিন প্রাতঃকালে লোকে স্নানের পর রথারূঢ় সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায় বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। এই সময়ে নিকটস্থ চন্দ্রভাগা তীর্থে মেলা বসিয়া থাকে। লোকে প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্য্যকে দর্শন করিয়া আসিয়া কোনারকের নবগ্রহ-প্রস্তরের পূজা করিয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে, এ প্রথাটি কোনও প্রাচীনতম অনুষ্ঠানের অবশেষমাত্র। রথ-সপ্তমীর সময় সূর্য্যদেব অগ্নিকোণে মকর ও মেষরাশির মধ্যস্থলে অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বকালে সূর্য্যদেব এই জ্যোতিষিক "কোণে" অবস্থিত থাকেন বলিয়াই "কোনারক" নাম হইয়াছে—লেখকের ইহাই অনুমান। বর্ত্তমান কালে অনুষ্ঠানের মোটামুটি আনুমানিক সময়ে—মাঘের সপ্তম দিবসে—সূর্য্যদেবের স্থিতি অগ্নিকোণ হইতে প্রায়

(৫৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ৪৫।

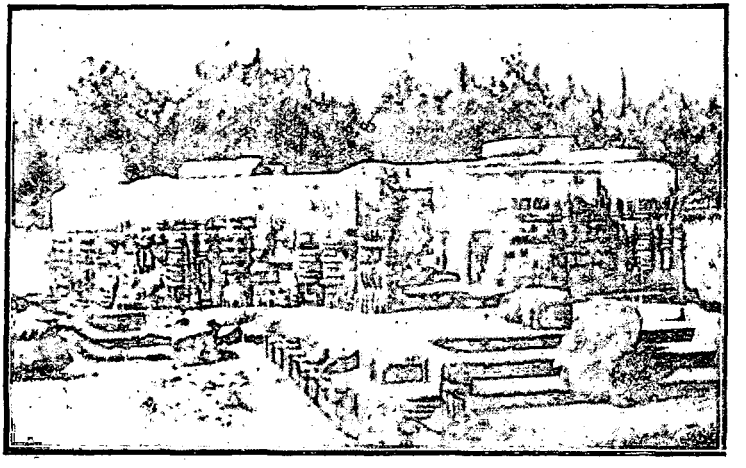
১৭॥০ ডিগ্রি দূরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে বিষুবএর (Equinox) বিপরীত গতি বৎসরে এক "মিনিট" করিয়া। মেলার প্রথম অনুষ্ঠান ও মন্দির-নির্ম্মাণকাল সমসাময়িক ধরিয়া লইয়া, সূর্য্যদেবের মকর ও মেষরাশির ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতির সময় গণনা করিলে, এবং উহাতে আর দুই-চারি বৎসর যোগ দিলে, প্রায় খৃঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া পড়ে এবং আবুল-ফজল কথিত মন্দির-নির্ম্মাণের সময়ের সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। আবুল ফজলের মত এখন সর্ব্ববাদীক্রমে অগ্রাহ্য বলিয়াই স্বীকৃত এবং অবিসংবাদী তাম্রলিপিও তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতেছে; (৫৪) নতুবা এই মতটি চলিয়া যাইত কি না বলা যায় না। স্বর্গীয় ডাঃ ব্লক্ 'কৌণ' শব্দের গ্রীক Kronos (Saturn) বা শনৈশ্চর দেবতার নামের সহিত ধাতু ও বুৎপত্তিগত সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া Z. D. M. G. পত্রিকায় এ সম্বন্ধে নব-মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত কল্পনা

---

(৫৪) Mr. N. N. Vasu's paper in the J. A. S. B., 1896, p. 251 ; Copperplate of Narsingh Deva II. স্থাতুং সুরৈঃসহ "*" কোণাকোণে কুটীর কমচীকরদুষ্ণরশ্মেঃ॥ অষ্টাশাংচক্রবালভ্রমণরণমহায়াস সম্ভাবিতক্ষুৎক্ষারেক্ষুদন্বদস্যোপগমিতমপি লংঘয়িত্বা সুরাব্ধিং। সর্পিঃ সল্লপ্ত দায়ুর্দধি মধুরমথাস্বাদ্যদুদ্যেনতৃপ্তাযৎকীর্ত্তিঃ কান্তমূর্ত্তিঃ সলিলনিধিমথা কামসারাসতীব।"

তিনি (রাজা প্রথম নৃসিংহদেব) কোণাকোণ নামক সুবিখ্যাত স্থানে অন্যান্য দেবতাগণের সহিত একত্র বাসের জন্য সূর্য্যদেবের নিমিত্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়-দর্শন যশ পৃথিবীর অষ্টদিক্ পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসায়, কাতর হইয়া লবণ ও ইক্ষু-সমুদ্রে জল পান করিত; কিন্তু ইহা যথেষ্ট না হওয়ায় সুধাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া স্বাস্থ্যপ্রদ সর্পি গ্রহণ করিত; পরে দধি ও দুগ্ধ-সমুদ্রে দধি আস্বাদন ও দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হইয়া অন্য সাগরাদিতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিত। (রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রলিপি।)

(চিত্র ২৪)



মায়াদেবী বা মহামায়ার মন্দির।

কোনারক। [পৃঃ ৩১

ভূয়িষ্ট বলিয়াই মনে হয়। স্থানের নামানুসারে দেবতার নাম ও যে কোণাদিত্য রাখা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। (৫৫)

কোনারকে সাল ও তারিখ সম্বলিত কোন ক্ষোদিত লিপি পাওয়া যায় নাই। কয়েকটি মূর্ত্তি-সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তরের পাদপীঠে ৺পূর্ণেন্দ্র মুখোপাধ্যায় একখানি মাত্র উড়িয়া লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; (৫৬) তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া সুপণ্ডিত স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেহার ও উড়িষ্যা অনুসন্ধান-সমিতির পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এ লিপিখানি এক্ষণে কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত। ইহাতে কোনও তারিখ নাই। মাত্র তিনজন কর্ম্মচারীর নাম ও পদবী অবগত হওয়া যায়। "শ্রীদপ ভণ্ডার অধিকারী বলীঈ নাএকা। ভণ্ডার নাএক। উং অণাণ্ডু নাএকা কোষ্ঠকরণ অংগাই নাএক।" 'বলীঈ' বা বলীকি বোধ

---

(৫৫) ব্রহ্মপুরাণের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে সূর্য্যপূজাদি প্রসঙ্গে কোণাদিত্য বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি গৃহীত হইল।

"লবণস্যোদধেস্তীরে পবিত্রে সুমনোহরে।
সর্ব্বত্র বালুকাকীর্ণে দেশে সর্ব্বগুণান্বিতে॥ (১১)
* * *
আস্তে তত্র স্বয়ম্ দেবঃসহস্রাংশু র্দিবাকরঃ।
কোণাদিত্য ইতি খ্যাতো ভক্তি মুক্তি প্রদায়কঃ॥ (১৮)
মাঘে মাসি সিতেপক্ষে সপ্তম্যাং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতোপবাসো যত্রৈত্য স্নাত্বা তু মকরালয়ে॥ (১৯)
* * * *
উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্টা সান্দ্রসিন্দুর সন্নিভম্।
* * *
ত্র্যক্ষরেণ তু মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ (৩২—৩৩)

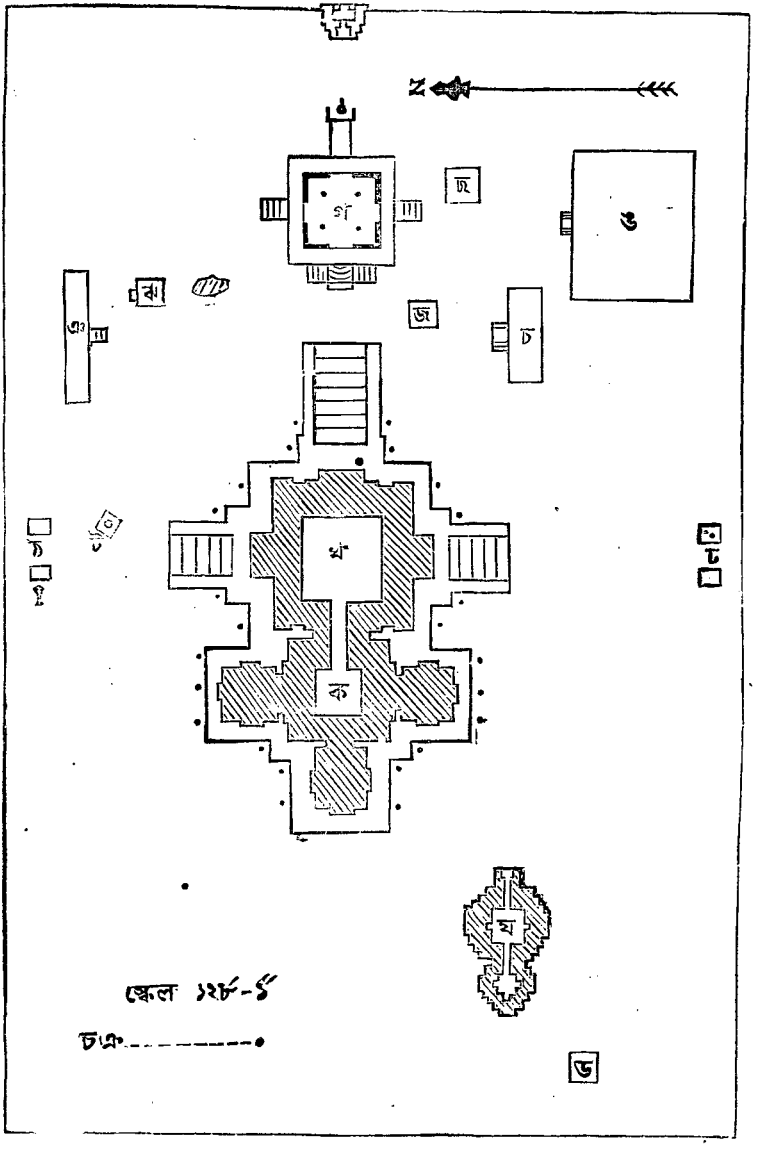
ইতি ব্রহ্মপুরাণে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ; বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৩৩, ১৩৪।

(৫৬) J. B. O. R. S., Vol. III. pt. II.

হয় 'বাল্মীকি' শব্দের অপভ্রংশ। উং সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র। বলীঈ নাএকা বা নায়ক "দপ" ভাণ্ডারের কর্ত্তা ছিলেন। 'অণাপ্পু' নায়ক সাধারণ ভাণ্ডারের কর্ত্তা ছিলেন। অঙ্গাই নায়ক কোষ্ঠ-করণ বা হিসাব-রক্ষক (accountant) ছিলেন। ইঁহারা যে সকলেই মন্দির-সংক্রান্ত কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লিপিটি প্রাচীন উড়িয়া অক্ষরে লিখিত। ১৬২৭—২৮ খৃঃ অব্দে সূর্য্যমন্দির পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে মন্দিরটি যখন প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল সেই সময় রাজাদেশে উহার পরিমাপ প্রভৃতি লওয়া হয়। মাদলা পঞ্জীতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে (৫৭) "শ্রীরামচন্দ্র দেব মহারাযাঙ্ক নাতী পুরুষোত্তম দেব মহারাযাঙ্ক পুঅ শ্রীনরসিংহ দেব মহারাযা এ অ ৯ ঙ্ক (৯ অঙ্ক) মিন দি ২১ নে (২১দিনে) সপ্তমী সোমবার এ দেউল দেখিবা নীমন্তে (নিমিত্তে) শ্রীপুরুষোত্তমরু বিজে করি যাই দেখীলে এ দিনকু দীলি বাদসা (দিল্লীর বাদসা) সাহাসেলি (সাহাজাহান ?) বাদসাঙ্কর হোই ওড়ীসা সুবা বাখর খা (বাখর খাঁ) হোইথিলা—এ দমন উপদর্প নীমন্তে মইত্রাদিত্ত বীরঞ্চি দেব শ্রীপুরুষোত্তম দেউলে নীলাদ্রি মহোছব দেউলে বীযে করিথিলে।" "এ মহারায়াএ তুছা (পরিত্যক্ত) দেউল দেখিবাকু বীযে করি যাই এ দেউল মপাইলে।" পূর্ব্বোক্তকর্ম্মচারি-ত্রয় ইহার পূর্ব্বেই নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের মত গ্রহণ করিলে রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্বকাল বলিয়া অন্যূন ২৬ বৎসর মানিয়া লইতে হয়। তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, কোণার্কের সূর্য্যমন্দির পরিত্যক্ত হইলে রাজা মুকুন্দদেবের আদেশ মতে উহার পরিমাপাদি গৃহীত হওয়া পর্য্যন্ত যে

(৫৭) J. A. S. B. 1908, pp. 302, 322.

(চিত্র ২৫)



কোণারক মন্দিরের নক্সা।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৩২

কোনও সময়ে এই লিপিখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। মোটামুটি ১২৬০ হইতে ১৬০০ খৃঃ অব্দ লিপি প্রতিষ্ঠার কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে—সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণকালেই এরূপ নামসম্বলিত লিপি ক্ষোদিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়।

প্রবাদ আছে, মন্দিরের শিখর-দেশ-সংলগ্ন একটি সুবৃহৎ চুম্বক পাথর জাহাজের লৌহময় অংশ টনিয়া লইয়া নাবিকগণকে বড়ই বিপন্ন করিত। মুসলমানেরা এজন্য চুম্বকটি স্থানচ্যুত করায় মন্দিরটি ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হয়। কালাপাহাড় উড়িয়াদিগের এই লোক-প্রসিদ্ধ স্থাপত্য-কীর্ত্তি ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এরূপ প্রবাদও শুনিতে পাওয়া যায়। আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদ বণিকের উপাখ্যানে এইরূপ চুম্বক-প্রস্তর-বিশিষ্ট মন্দিরের উল্লেখ আছে, এবং প্রবাদটিও বেশ মুখরোচক বটে; কিন্তু ইহার ভিত্তি একটি দ্ব্যর্থ-বোধক কথার ভ্রমাত্মক অর্থ গ্রহণের ফল বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ তাঁহার "কোণার্ক" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যায় চলিত কথায় চুম্বককে "কুম্ভ" পাথর বলিয়া থাকে। মুসলমানেরা মন্দিরের চূড়াস্থিত "কুম্ভ" বা প্রস্তর-কলসটিকে বিনষ্ট করায় সম্ভবতঃ এই প্রকার কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। মন্দিরের উপরি ভাগে যে চুম্বক লৌহদণ্ডটি সংলগ্ন ছিল মাদলা পঞ্জী মতে তাহার দৈর্ঘ্য ১২॥০ "কাঠী" হাত (৫৮)। এক কাঠী ১´ ৯″ ইঞ্চি পরিমাণ ধরিয়া লইলে সমগ্র দণ্ডটি ৭ গজ ১০॥০ ইঞ্চির অধিক হওয়া সম্ভব নহে। এরূপ দণ্ডের চৌম্বক শক্তিতে জাহাজের লৌহাংশ আকৃষ্ট হওয়া কেবল উপকথাতেই শোভা পায়। মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অন্য নানারূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত

(৫৮) J. A. S. B. Vol. IV. 1909, p. 323.

আছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার শিল্পকলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, মন্দিরটি অসমাপ্ত অবস্থাতেই রহিয়া যায়। কাহারও মতে নির্ম্মাণ-দোষে ভিত্তি বসিয়া যাওয়ায় এবং কাহারও কাহারও মতে অশনি-নিপাত বা ভূমিকম্প-নিবন্ধন, মন্দিরের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ লিখিয়াছেন, স্থপতি শিবাই সউতুরার মৃত্যুই মন্দির সমাপ্ত না হওয়ার এক মাত্র কারণ (৫৯)। এই স্থানে মন্দির অসম্পূর্ণ থাকা সম্বন্ধে প্রচলিত অন্য একটি কৌতূহলোদ্দীপক কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিব। শিবাই সউতুরা দ্বাদশ শত শিল্পী লইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল পরিশ্রম করিয়াও মন্দির সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। শিবাই যখন এই কার্য্যের জন্য পুরীধাম ত্যাগ করিয়া কোনারকে আসে সে সময় তাহার পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিল। পুত্র প্রসূত হইবার একাদশ বৎসর পরে মাতা পুত্রকে কোণার্কে যাইয়া পিতার সন্ধান লইতে বলে এবং অভিজ্ঞান স্বরূপে তাহাকে গৃহস্থিত কোন বৃক্ষের একটি ফল প্রদান করে। শিবাইয়ের পুত্র বাল্যকাল হইতে সাধনা করিয়া কৌলিক ব্যবসায়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সে পিতৃসন্নিধানে গমনের পূর্ব্বে ইষ্ট দেবীর আরাধনা করিলে দেবী বৃদ্ধাবেশে আবির্ভূত হয়েন। বালক প্রসাদী উষ্ণ পরমান্ন (ক্ষীর) মধ্যস্থল হইতে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করায় দেবী বলেন, "এ যে শিবাইয়ের রীতি! পার্শ্ব হইতে আরম্ভ না করিয়া মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিতেছ কেন?" বালক তাহা হইতেই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে পিতার ভুল বুঝিতে পারে—কারণ, শিবাই যতবারই মধ্যস্থল হইতে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল, স্থানটির মৃত্তিকা কোমল থাকায় ততবারই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। শেষে বালকের বুদ্ধি যখন দ্বাদশ শত শিল্পীর অসাফল্য মোচন করিল, এবং

(৫৯) The History of Pooree, p. 71.

(চিত্র ২৬)



কোনারকের গঙ্গামূর্ত্তি।

(সম্মুখ-দৃশ্য)

[পৃঃ ৩৩

মন্দির শনৈঃ শনৈঃ নির্ম্মিত হইতে লাগিল তখন, শিল্পীরা শিবাইকে বলিল, "তুমি এই দ্বাদশ শত শিল্পীর পক্ষ লইবে, না নিজের পুত্রের পক্ষ লইবে?" শিবাই তাহাদের পক্ষ লইলে তাহারা চণ্ডিকা (রাম-চণ্ডী) দেবীর সন্নিধানে বালককে বলি দিল। বালকের সেই অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশলের অভাবে মন্দির আর সম্পূর্ণ হইল না। এই কিম্বদন্তী হইতে মনে হয়, শিল্পিগণের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এই মন্দির অসমাপ্ত থাকার অন্যতম কারণ হওয়াও অসম্ভব নহে। এ দেশে রাজার নাম মন্দিরের সঙ্গে সম্বদ্ধ থাকে বটে কিন্তু শিল্পীর নাম লোকে সহজেই বিস্মৃত হয়। যে প্রবাদ কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া এই সূর্য্য মন্দিরের শিল্পীর নাম অদ্যাবধি রক্ষিত হইয়াছে—সেই কারণেই তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় মন্দির-নির্ম্মাতা প্রাচীন স্থপতিগণের শিল্প-শাস্ত্রে অজ্ঞতা বা কেবল বহিঃসৌষ্ঠবের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টির কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে, 'আমলা' বা অমৃতশিলা নামক প্রস্তরখণ্ডের ভারে খিলানের প্রস্তরগুলি স্ব-স্ব স্থানে দৃঢ়-সন্নিবিষ্ট ছিল। এই 'অমৃত'-খিলানটি বিনষ্ট হওয়ায় অপর প্রস্তরগুলিও ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে ১২৮০ (১২৬৪?) খৃঃ অব্দে রাজা প্রথম নরসিংহ বা সলাঙ্গুল নরসিংহ দেবের মৃত্যু নিবন্ধন কোনারক মন্দিরের বিমান অসমাপ্তই থাকিয়া যায়; মন্দির-ধ্বংসের ইহাই এখন প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দেও শিখরের একটি কোণ দণ্ডায়মান ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী ৩০ বৎসরের মধ্যে তাহার চিহ্ন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ফার্গুসন যে অংশ বিদ্যমান দেখিতে পাইয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল পরে যাইয়া তাহাও দেখিতে পা'ন নাই।

সে যাহা হউক, মন্দির-ধ্বংসে মানবের সহায়তাও যে নিতান্ত কম ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। মহারাষ্ট্রীয়েরা বাহিরের দেওয়ালের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পুরীস্থ কয়েকটি সামান্য মন্দির এই মাল মসলা দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মুধেরার সূর্য্যমন্দিরের সমক্ষে যেরূপ মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেইরূপ একটি বিচ্ছিন্ন মণ্ডপ মহারাষ্ট্রীয়েরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরীতে স্থানান্তরিত করে। মেজর কিটো (Major Kittoe) ১৮৩৮ অব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির (J. A. S. B.) পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন কোনারকে গমন করেন, সে সময়ে খুরদার রাজার আদেশক্রমে প্রবেশ-দ্বারের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছিল।

বর্ত্তমান মণ্ডপের উচ্চতা ১২৮ ফিট। চূড়াগ্রভাগের কলসাংশটি ১০ ফিটের কম ছিল না এরূপ অনুমান করিলে সমগ্র উচ্চতা ১৩৮ ফিটের কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরে মাল-মসলাই যে কত লাগিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট শুধু মেরামতের জন্যই ১৯০২-৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত ২৭০৩৩ টাকা ব্যয় করিয়াছেন (৬০)। দেখিলাম মন্দিরের সন্নিকটে বড় বড় লোহার কড়ি পড়িয়া আছে। ১৯১২ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত এইচ্, আর, গ্রেভ্‌স্ (H. R. Graves) এইরূপ ২৯টি কড়ি দেখিতে পান। সে কালের কর্ম্মকারগণ যে কি করিয়া এরূপ বৃহদায়তন দ্রব্য ঢালাই করিত, তাহা ভাবিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল একটি কড়ির মাপ লইয়াছিলেন। উহা দৈর্ঘ্যে ২১ ফিট এবং স্থূলতায় ৮ × ১০ ফিট। শুনিতে পাই কোণার্কের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন কড়িটি ওজনে প্রায় ৭৫ মণ (৬০০০ পাউণ্ড)। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৫

(৬০) Arch. Survey Report, E. Circle 1904-5.

(চিত্র ২৭)



গঙ্গামূর্ত্তি।
(পার্শ্ব-দৃশ্য)

[পৃঃ ৩৩

ফিট ও স্থূলতায় ৭ × ৭½ ফিটের কম নহে। অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী তাঁহার 'প্রাচীন ভারতে লৌহ' নামক গ্রন্থে উড়িষ্যা দেশীয় মন্দিরের লৌহ কড়ি প্রভৃতি সরঞ্জামাদির কথা আলোচনা করিয়াছেন (৬১)। যাঁহারা দিল্লী নগরীর প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি সেই সুবিশাল লৌহময় স্তম্ভ দর্শন করিয়াছেন (৬২) এইরূপ দুই চারিটি কড়ি আর তাঁহাদের নিকট বড় বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইবে না। মিঃ আর্ণট নামক কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই লৌহ-বীমগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশের সুকৌশল সংযোজনে নির্ম্মিত। পরে তাহার উপর গলিত লৌহ ঢালিয়া দিয়া ঢালাই করা জয়েষ্টের ন্যায় আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বাহির হইতে যেরূপ ভারসহ বলিয়া বোধ হয়, ভিতরে সেরূপ দৃঢ় নহে বলিয়া, ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় এগুলিকে whitened sepulchre বা চুণকাম-করা গোরস্থানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়কেও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ সংযোজন করার কথাটা মানিয়া লইতে হইয়াছে কিন্তু তিনি উপরে গলিত লৌহ ঢালিয়া জোড়গুলি ঢাকিয়া দেওয়ার কথা স্বীকার করেন না। পুরী মন্দিরের জগমোহনেও লোহার কড়ির ব্যবহার আছে। ইঞ্জিনিয়ার, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, এগুলি একপ্রকার ইস্পাতে নির্ম্মিত (rolled mild steel)। অধ্যাপক ডাঃ নিয়োগী নিঃসন্দেহে উহা খাঁটি লৌহ (wrought iron) বলিয়া

---

(৬১) Iron in ancient India by Dr. P. Neogi, p. 26.

(৬২) দিল্লীর সন্নিকটস্থ মেহরৌলীর লৌহস্তম্ভ আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মালবরাজ চন্দ্রবর্ম্মার রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।—Indian Antiquary, 1913, pp. 217-19, ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ ৪০-৪১।

প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিয়োগী মহাশয়ের বিশ্লেষণ ফলে কোনারকের লৌহের সহিত দিল্লী স্তম্ভের লৌহের যথেষ্ট রাসায়নিক সাদৃশ্যও প্রমাণিত হইয়াছে।

মন্দির ত তৈয়ারী হইয়াছে কোন্ কালে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা বাদানুবাদের নিবৃত্তি হয় নাই। অনেকের মতে পাথরগুলি ক্ষোদাই করিয়া লাগান হয় নাই; স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ার পর in situ ক্ষোদাই করা হইয়াছে।

তাহাই না হয় হইল; কিন্তু ৩।৪ টন ভারি পাথর উপরে উঠান হইল কি করিয়া? একটি গজসিংহের মাপ লইয়া দেখা গিয়াছিল যে, সেটি উচ্চে ২০ ফিট, তলদেশের পরিমাণ ১৫ ফিট এবং চওড়া ৪ ফিট ৭ ইঞ্চি। মূর্ত্তিটি দুই খণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। মহাবল্লীপুরের মন্দির সমূহের সান্নিধ্যে অবস্থিত হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তি ও অতি বৃহদাকার বলিয়া সুবিদিত। তত্রস্থ অন্যান্য প্রস্তর-রচিত জন্তুগুলিকে 'অতিকায়' ভিন্ন অন্য বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। (৬৩) আবু পর্ব্বতে তেজঃপালের বিখ্যাত জৈন মন্দিরে কয়েকটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তী দেখা যায় কিন্তু সেগুলি কোণার্কের হস্তীর ন্যায় এরূপ স্বাভাবিক ভাববিশিষ্ট নহে।

কেহ কেহ বলেন, চারিদিকে ঢালু বাঁধ বাঁধিয়া, উহার উপর দিয়া পাথরগুলি টানিয়া বা গড়াইয়া তোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ বলেন, সেকালের লোকে pulley বা কপিকলের ব্যবহার জানিত,

(৬৩) "Ce groupe de pagodes de formes variees est accompagne d'un leon et d'un elephant sculptés aussi sur place: L'Elephant est de grandeur naturelle....." (Les Monuments de L'Hindoustan, Tome II, p. 87.

(চিত্র ২৮)



শিক্ষাদান বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা।
কোনারকে প্রাপ্ত উড়িয়া লিপি সম্বলিত ক্ষোদিত চিত্র,
কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত।
[শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে গৃহীত আলোকচিত্র হইতে] [পৃঃ ৩৩

সুতরাং কপিকলের সাহায্যে গুরুভার প্রস্তরখণ্ড গুলি উত্তোলিত হওয়াই সম্ভব।

যাউক সে কথা; দৃশ্য-সমুচ্চয়ের একটি স্মৃতিচিত্র রাখিবার জন্য বেষ্টনীর নিকটে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিতেই, মনুষ্য বা দানবদেহ-পদদলনকারী অশ্বদ্বয় ও কয়েকটি গজ ও গজসিংহ মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পড়িল। কোনারকের প্রস্তরময় অশ্বদ্বয় সুগঠিত; কিন্তু কাহারও কাহারও মতে নাসিকায় না কি কিঞ্চিৎ রোমক-ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এগুলি রথ-সন্নদ্ধ অশ্বরূপে পূর্ব্বদ্বারের সোপানাবলীর পার্শ্ব-দেশে অবস্থিত ছিল। ডাঃ কুমারস্বামী মন্দির-রথে সংযোজিত কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অশ্ব যেন বিষাদে সমাচ্ছন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; দেখিয়া নাকি যবদ্বীপে প্রাপ্ত মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তির কথা মনে পড়ে। (৬৪) আমরা বিশেষজ্ঞ নহি সুতরাং এ বিষয় উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল; শিল্পকলার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নহে।

সূর্য্যের সপ্তাশ্ব যে সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ-সম্ভূত সাতটি বর্ণেরই নিদর্শন-স্বরূপ, এরূপ ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আনুষ্ঠানিক হিন্দুগণ ইহা স্বীকার করিবেন কি না জানি না। মীমাংসার ভার শাস্ত্রদর্শী ও বৈজ্ঞানিকগণের উপর অর্পণ করিয়া আপাততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। কোনও আধুনিক চিত্রকর দিবাকরের রথবাহী অশ্ব বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিলেও হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থে—এমন কি লোকেশ্বর শতকম্ নামক বৌদ্ধগ্রন্থেও এগুলি একই বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৬৫)

(৬৪) Arts and Crafts of India and Ceylon. p. 75.

(৬৫) "হরিত হরিহয়া হীন হারিত্যহারী"—লোকেশ্বর শতকম্, Ed. Mdlle. Suzanne Karpeles, p. 26.

বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথায় সূর্য্যের জোড়া অশ্বেরই উল্লেখ দেখিতে পাই। কোণার্কের রথাকৃতি মন্দিরেও দুইটি মাত্র বৃহদায়তন অশ্ব সংলগ্ন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্বটির বর্ণনা-প্রসঙ্গে হেভেল (Havell) বলিয়াছেন যে 'ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ইহা একটি সুমহান্ দৃষ্টান্ত। দেখিলে মহাভারতীয় যুগের বীরত্বকাহিনী ও প্রাচীনকালের মহা আহবে যোদ্ধগণের অস্ত্র ঝন্‌ঝনার কথা মনে পড়ে।' অশ্বের কর্ণ দুইটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বল্গাধারী পুরুষ মূর্ত্তিটিও মস্তক বিহীন। কোনারকের এই সকল মূর্ত্তির তুলনায় তিনি সুবিখ্যাত এল্‌গিন্ মার্বল (Elgin marbles) নামধেয় গ্রীকশিল্পের মর্ম্মর নিদর্শনগুলিকেও উড়িয়া শিল্পকলার নিম্নে স্থান দিতে সঙ্কুচিত নহেন। শ্রীযুক্ত হেভেলের মতে গৌরবদীপ্ত, জয়শ্রীমণ্ডিত এইরূপ সুবৃহৎ অশ্বমূর্ত্তি ভেনিস নগরীর বর্দ্ধকী (Sculptor) প্রথিতযশা ভেরোচিও'র (Verrochio) শিল্প-নিদর্শনের সহিত অনায়াসেই তুলনা করা যাইতে পারে (৬৬); এণ্ড্রিয়া ভেরোচিও খৃঃ ১৪৮৮ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি বার্ত্তলমেও কলেওনির (Bartolomeo Colleoni) যে অশ্বারোহী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন পাশ্চাত্যদেশে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত। ভেরোচিও'র মৃত্যুর পর লিণ্ডপার্ডি নামক একজন শিল্পী উহা সুসংস্কৃত ও সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। (৬৭)

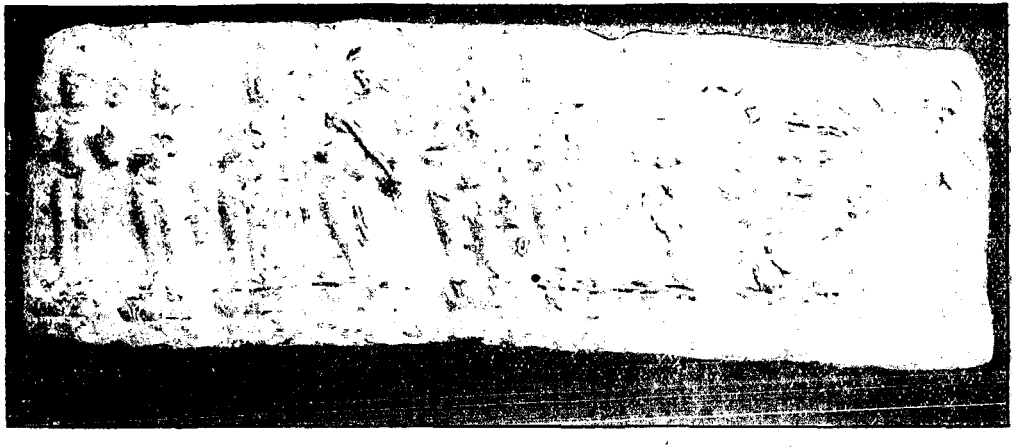
শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস রায়, রুসিয়ার পেট্রোগ্রার্ড নগরে এন্টিস্‌কিন্ সেতুর উপর অবস্থিত ব্যারন ক্লট নির্ম্মিত 'এ কালের' অশ্বের সহিত

---

(৬৬) Indian Sculpture & Painting p. 146.

(৬৭) Transactions of the Royal Institute of British Architects, Vol, VII (N. S.), fig. 106, p. 219.

(চিত্র ২৯)



বঙ্গদেশীয় নবগ্রহ-মূর্ত্তি।

[বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সৌজন্যে] [পৃঃ ৩৫

'কোনারকের প্রাচীন শিল্পীর গঠিত' অশ্বমূর্ত্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন "এই দুই দেশের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের মধ্যে যে একই গতির বিদ্যুৎ ছুটিতেছে, এবং একই ভাবের ধারা বহিতেছে, সেটা যিনিই দেখিবেন তাঁহাকে মানিতে হইবে।" (৬৮)

শ্রীযুক্ত হেভেল কলেওনির মূর্ত্তির বাহনরূপে ব্যবহৃত অশ্বটিকে কোনারকের পূর্ব্বোক্ত অশ্বমূর্ত্তির সহিত তুলনায় যে প্রশংসা করিয়াছেন ভিন্সেণ্টস্মিথ তাহা অত্যুক্তি-দুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে হস্তীগুলির ভঙ্গীই অধিক সতেজ ও সজীবতাপূর্ণ। ইহাদের বাস্তবিকই বেশ স্বাভাবিক ভাব; জীবিত মাতঙ্গের তুলনায় দেখিতে বড় মন্দ নহে। হেভেলমহোদয় হস্তী দুইটিরও প্রশংসা করিতে কম করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে শিল্পীসকল মহাবল্লীপুর বা মামল্লপুরমের (মহাবল্লীপুরের) বৃষ ও কোনারকের হস্তী নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা শিল্প কুশলতায় সর্ব্ববিষয়ে গ্রীকগণের সমতুল্য (were as perfect masters of their art as the Greeks)। তাঁহার মতে, এ দক্ষতা, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সুগভীর প্রাকৃতিক পর্য্যবেক্ষণের ফল (৬৯)। কিন্তু সিংহ-মূর্ত্তিগুলি একেবারেই কাল্পনিক—অনেকটা বিদেশী উপকথার গ্রিফিন্ (griffin) বা (dragon) ড্রাগনের ন্যায়।

মধ্যভারতে খাজুরাহোর বিশ্বনাথ-মন্দিরে এ শ্রেণীর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার পদচতুষ্টয়ের সামঞ্জস্যহীন হ্রস্বতায় মূর্ত্তিটি কেমন যেন কদাকার বলিয়া মনে হয়। মাহুতটি হস্তীর স্কন্ধদেশে শায়িত। নিকটে একটি নরমূর্ত্তি

(৬৮) ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৭, পৃঃ ৫৭।

(৬৯) The Ideals of Indian Art p. 153.

পতিত; তাহার পদদ্বয় হস্তীর সম্মুখভাগে বিস্তৃত। কোনারকের হস্তীর সহিত ইহার যে বিশেষ সাদৃশ্য নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

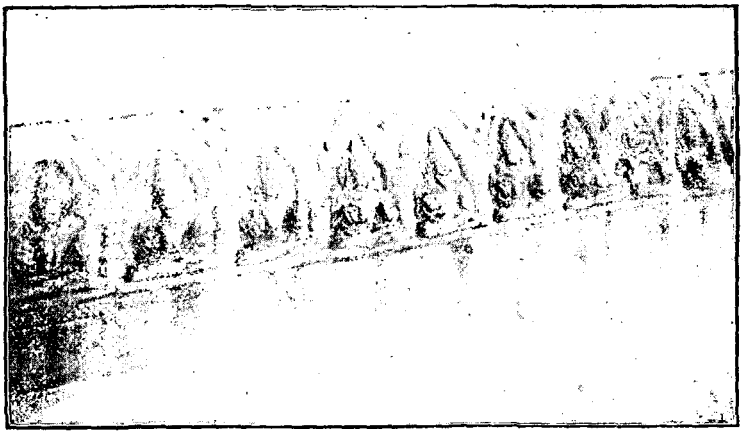
সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, কোনারক মন্দির ধ্বংস হইলে, এই সকল শার্দ্দূল ও অশ্ব প্রভৃতি মূর্ত্তিনিচয় মন্দিরের তিনটি প্রবেশ-দ্বারের নিকটে ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। পূর্ত্ত-বিভাগের মিঃ ডেভিড নামক জনৈক কর্ম্মচারী যেন-তেন-প্রকারেণ এগুলি "খাড়া" করিয়া সংস্থাপিত করেন। তিনি অজ্ঞতাক্রমে মন্দিরের দিকে পশ্চাৎদেশ না করিয়া মূর্ত্তিগুলির মুখ মন্দিরের দিকেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা অশোকের শিলালিপির সন্নিকটে বা তৎপ্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগুলিতে হস্তীমূর্ত্তি বা হস্তী আলম্বন (elephant frieze) প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। কোন-কোনও পণ্ডিত তাই বলিয়াছেন যে, এই গজারূঢ় সিংহগুলি উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়নকারী কেশরীরাজগণের কীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছে। হস্তী না কি বৌদ্ধধর্ম্মের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মতান্তরে এরূপ কথাও শুনা যায় যে, হস্তীরূপে পরিকল্পিত ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উপর সিংহরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম স্বকীয় প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। এ মত সম্পূর্ণ কল্পনা-মূলক (৭০)। আচার্য্য ফোগেল বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ-এই পরিকল্পনা ভারতীয় শিল্পীগণের উর্ব্বর খেয়াল হইতেই উদ্ভূত। তিব্বতীয় লামাদিগের শিল্পে ও দক্ষিণভারতীয় দ্রাবিড় শিল্পে ইহার বহুবিধ নিদর্শন দেখা যায় (৭১)। ব্রহ্মদেশে পায়া-থন-বু মন্দিরের দেওয়াল চিত্রের মধ্যে গজসিংহ-মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে

(৭০) Ind. Antiq. XLVII. p. 211.

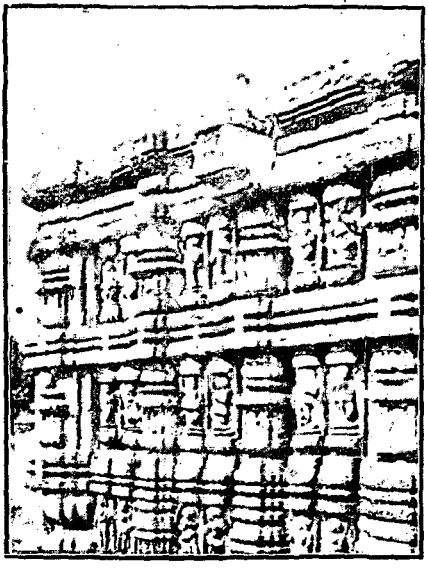
(৭১) Introd. Catalogue of Sarnath, p. 27.

(চিত্র ৩০)



কোনারকের সংগ্রহশালায় রক্ষিত নবগ্রহ শিলা।
[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৩৫

(চিত্র ৩১)



কোনারক মন্দিরের কারুকার্য্য।
[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৩৬

(৭২) আবার দাক্ষিণাত্যে জুনারের শিবনেরি দুর্গে 'গণ্ডভেরুণ্ড' নামক গজসিংহেরই একপ্রকার বিভিন্ন আকৃতি দৃষ্ট হয়। ইহাতে সিংহের পশ্চাতের দুই পদের নিম্নদেশে দুইটি ক্ষুদ্র হস্তী এবং সম্মুখস্থ দক্ষিণ-পদের নিম্নে একটী দ্বিমুখ শ্যেনপক্ষী অবস্থিত। শেষোক্ত লাঞ্ছন বিজয়-নগর রাজগণের মুদ্রার উপরও দৃষ্ট হয় (৭৩)। গজসিংহ মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেক বিষয়ই রূপক বা Symbol ভাবে গ্রহণ করা কেমন একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি, যে বৌদ্ধচিহ্ন চক্র ও ত্রিশূলের anthropomorphic development অথবা জড়বস্তুতে মানবীয় রূপাদি আরোপের ক্রমবিকাশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন অনেকেই এ পথ পরিত্যাগ করিয়া, জগতের প্রাচীন ইতিহাসে পরিচিত মূর্ত্তি-সমূহের ধারার সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তিগুলির তুলনাফলে, নবীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

প্রবাদ আছে যে, মুসলমানেরাও এক সময়ে কোনরক মন্দিরটি দাবী করিতে ছাড়েন নাই। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী (৭৪) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহা কবীর মুয়াহিদ নামক সাধুপুরুষের সমাধি বলিয়া প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। কথিত আছে, মুয়াহিদ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শব কিরূপে

(৭২) Arch. Survey Ann. Rep. 1915-16 Pl. LIII (b)
(৭৩) Prog. Rep. Arch. Survey. W. Circle, 1908, p. 31.
(৭৪) Ain-i-Akbari—Col. H. E. Jarrett. p. 129.

সৎকার করা হইবে, তাহাই লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে শবের বস্ত্রাবরণ তুলিয়া সকলে দেখিতে পায় যে, শব অন্তর্হিত হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে, বোধ হয় গ্লাড্‌উইন্ (Gladwin) অবলম্বনে, কোনারক কবীর মৌয়েলহিদ্ (Mowelhid) এর সমাধিস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। Mowelhid শব্দটি লিখিবার ভুল। কবীর মুয়াহ্‌হিদ্ (mua'h-hid) বা একেশ্বর-প্রচারক নামে বিখ্যাত। গ্লাড্‌উইন্ লিখিয়াছেন যে, শবাবরণ-বস্ত্রটি উত্তোলন করিলে কবীরের মৃতদেহ আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মূল পুস্তকে এ কথা লিখিত নাই (৭৫) তবে এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।

মৃত্যুর পর শবের সৎকার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইলে, কবীর নাকি হঠাৎ সেখানে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন। তাহার পর শবাধার-বস্ত্র উত্তোলন করিয়া সুন্দর কুসুমদাম ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। এই কুসুমগুলির কতকাংশ হিন্দু-মতে দাহ এবং কতকাংশ মুসলমান মতে প্রোথিত করা হইয়াছিল।

পুরীতে একটি কবীরমঠ আছে। "পশ্চিমা" যাত্রিগণ অনেকেই এক চামচ ricewater বা ফেনক-প্রসাদের প্রত্যাশায় সেখানে গমন করিয়া থাকেন।

তাভার্ণিয়ে (Tavernier) স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পুরীর শ্বেত দেউল (Pagoda) সান্নিধ্যে কবীর নামক একজন ধর্ম্মোপদেশকের সমাধি আছে; সে স্থানে মৃত মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

---

(৭৫) Trans. Col. HS. Jarrett. p. 129.

(চিত্র ৩২)



কোনারকের বিষ্ণুমূর্ত্তি।

[ভারতী-সম্পাদকের সৌজন্যে] [পৃঃ ৩৯

উত্তর-পশ্চিম অথবা (United Provinces) বর্ত্তমান মধ্য-প্রদেশস্থ রতনপুরও কবীরের সমাধি-স্থান বলিয়া বিখ্যাত। কবীর ১৩৮০ হইতে ১৪২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নিজ মত প্রচার করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পুরীর শ্বেতদেউল সান্নিধ্যে সমাধি থাকার প্রবাদ কোনারকের কৃষ্ণদেউলেও আরোপিত হইয়া থাকিবে। জনপ্রবাদ কোন কালেই স্থান বা অর্থ সামঞ্জস্যের অপেক্ষা রাখে না।

পুনযাত্রা।

আবুল ফজল প্রভৃতিকে রেহাই দিয়া এখন কোনারক পরিত্যাগের কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। বেলা দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া সকলের প্রস্তুত হইবার কথা; কিন্তু দেখিলাম, উৎকলেও আমাদের বঙ্গদেশেরই ন্যায় ডাকহাঁক, তাড়াতাড়ি করিয়াও অনেক কার্য্য ঠিক সময়ে হইয়া উঠে না। যাহা হউক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জিনিসপত্র বাঁধিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দলপতি মহাশয় আমাদিগের কষ্ট নিবারণার্থ সোজা পথ দিয়া লইয়া যাইবার জন্য স্থানীয় চাপরাসীটিকে পথ-প্রদর্শক হইবার আদেশ করিলেন। আমরা আন্দাজ ১॥ টা কি পৌণে ২ টার সময় বাহির হইয়াছিলাম। কতকদূর নূতন পথে আসিয়া শুনিলাম, পূর্ব্ব-দিন বৃষ্টি হওয়ায় পথে অত্যন্ত কাদা হইয়াছে; তাই গাড়োয়ান মহাশয়গণ কর্দ্দম অপেক্ষা বালুখণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন। নাসিকা বেষ্টন করিয়া পুনরায় নিয়াখিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। মধ্যে শ্রীমান্ ভূ-চন্দ্র কতকগুলি হরিণ দেখিয়া, বিনা অস্ত্রেই মৃগয়া করিবেন বলিয়া কোমর বাঁধিয়া চটিজুতা পায়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। ভূ-চন্দ্রের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও তাঁহার সরস বাক্‌চাতুর্য্যের গুণে আমাদিগের সুদীর্ঘ গো-শকট-বাসও সেরূপ কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় নাই। এরূপ সুরসিক সহযাত্রী সকলের অদৃষ্টে জুটে না। বলা বাহুল্য উড়িষ্যায় উড়ো জাহাজের আমদানী না হইলে, উটের ডাক বসাইয়াও কোনারক গমনের এই পথক্লেশ নিবারণের উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

(চিত্র ৩৩)



কোনারকে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপি। [পৃঃ ৪৫

এক সময়ে চিত্রোৎপল নামক একটি নদ মন্দিরের অনতিদূরে প্রবাহিত ছিল (৭৬)। উৎকল খণ্ডেও ইহার উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্য দেব কোনার্ক গমন কালে 'চিত্রোৎপলা' দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। (৭৭) শুনা যায়, পরস্পর-প্রণয়বদ্ধ কোন চণ্ডাল-যুবক ও ব্রাহ্মণ-যুবতীর দেহ-ধৌত জল হইতে নদটির উৎপত্তি, এবং তাহাদেরই নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। দেব মকরকেতন যে সর্ব্বজয়ী—বর্ণাশ্রমধর্ম্মী দেশীয় জনসাধারণও তাহা ভুলিতে পারে নাই। অনেকের মতে মন্দিরের মালমস্‌লা ও প্রস্তরাদি এই নদ অবলম্বন করিয়া জলপথেই আনীত হয়। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের মতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্‌-থসঙ্গ (ওয়াং চাং) রচিত গ্রন্থে চি-লি-তা-লো নামক যে স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহা চিত্রোৎপল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখন এই নামধেয় নগর বা নদের আর কোনও চিহ্ন নাই। কেবল চন্দ্রভাগা নামক তীর্থস্থানে ইহার কিয়দংশ একটি পবিত্র জলাশয়রূপে বিরাজ করিতেছে।

---

(৭৬) চিলিতালো চিং সাধারণতঃ চরিত্রপুর বা পুরী বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। ওয়াং চাং প্রণীত বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে চি-লি-তা-লো নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর 'উতু' প্রদেশে (উত্তর উড়িষ্যায়) অবস্থিত। (Beale's Buddhist records of the Western World Vol. II. p. 205—6.). প্রবাদ মতে কোণার্কের অনতিদূরবর্ত্তী প্রাচী নামক অধুনা-বিলুপ্ত-প্রায় স্রোতস্বিনীর সমুদ্রের সহিত সঙ্গমস্থলে চি-লি-তা-লো অবস্থিত ছিল। সরকারী গেজেটিয়ারেও এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। Puri Gazet. p. 275. শ্রীযুত বিষণস্বরূপ বলিয়াছেন উহা 'চিত্রোৎপল' নদীর তীরদেশে অবস্থিত 'চিত্রোৎপল' নামক নগর। (B. Swarup's Konaraka p. 91.). চিত্রোৎপল নদীর বর্ত্তমান নাম 'কাছুয়া'।

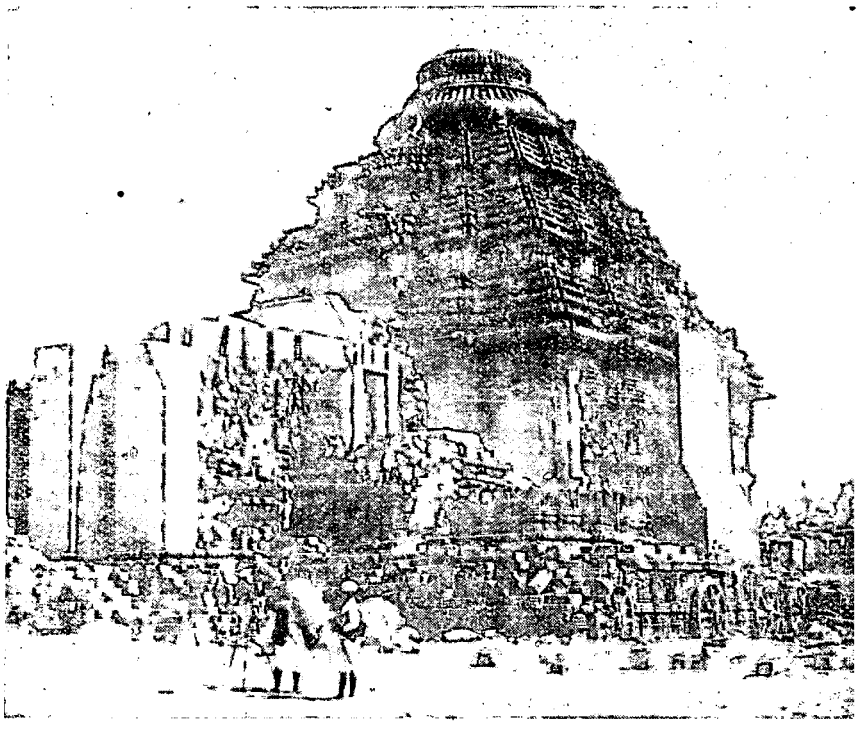
(৭৭) "কণার্ক দেখিল তথা চারি যোজনে।
চিত্রোৎপলা দেখিল নীলাচল ভুবনে॥"
জয়রাম কৃত চৈতন্য-মঙ্গল—(সা, প, সং পৃঃ ১০৯)।

স্থানটি কোনারক হইতে প্রায় একমাইল কি দেড়মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের সেখানে যাওয়া ঘটে নাই; শুনিয়াছি, সেখানে না কি মেলা বসিয়া থাকে। কোনারকের প্রাচীন নাম "অর্ককক্ষেত্র" ও "মৈত্রেয় বন।" কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বিমাতৃগণকে স্নানকালে দর্শন করায় পিতৃ-অভিশাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। দ্বারকা হইতে সিন্ধুনদীর উত্তর তীর ধরিয়া গমন করিতে করিতে তিনি এই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হয়েন এবং তথায় সূর্য্যের একবিংশতি নাম জপ করিয়া রোগ-মুক্ত হইয়াছিলেন (৭৮)। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত কপিল-সংহিতায় এ কাহিনী বর্ণিত আছে। শাম্ব এই চন্দ্রভাগা (৭৯) তীর্থে স্নানকালেই না কি সূর্য্যের সুন্দর মূর্ত্তি পাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহা তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে শাম্ব বিষয়ক এ বৃত্তান্তের প্রকৃত ঘটনাস্থল ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে। সূর্য্যোপাসনা অথবা Heliolatry শকজাতি কর্ত্তৃক ভারতে অধিকতর

(৭৮) কথিত আছে 'জাঙ্গুলিক' নামে পরিচিত কবি ময়ূর নিজ কন্যা বা ভগিনীর অভিশাপ ফলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, পরে সূর্য্যদেবের আরাধনা করায় নিরাময় হয়েন। ময়ূর রচিত সূর্য্যশতকে তাঁহার কুষ্ঠব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় (Herodotus I, 138.) যে প্রাচীন পারসীকগণের বিশ্বাস ছিল সূর্য্যের নিকট কোন অপরাধ করিলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হয়। আচার্য্য ব্লক্ হেরোডোটাস বর্ণিত ব্যাধি "ধবল" বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছিলেন। যিনি অভিশাপ দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত করাইতে পারেন তাঁহার যে সে ব্যাধি আরোগ্য করারও ক্ষমতা থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই কোনও কোনও পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে সূর্য্যের কৃপায় কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হওয়া সম্বন্ধে এই যে বিশ্বাস তাহা ইরাণ বা পারস্যদেশীয় মগাখ্য পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। Introd. to the Poems of Mayura. (Ed. Quackenbos) pp. 25, 26, 34-36.

(৭৯) বলা বাহুল্য প্রাচীমাহাত্ম্য, কপিলসংহিতা প্রভৃতি তীর্থ মাহাত্ম্যগুলি খৃঃ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত নহে। J. A. S. B. 1897. p. 332, 333.

(চিত্র ৩৪)



কোনারক মন্দিরের জগমোহন ও অসমাপ্ত গর্ভগৃহের ভগ্নাবশেষ।
[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ

ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল কিনা, পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন। তবে সূর্য্য যে পুরাতন বৈদিক দেবতা একথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। ('সূর্য্য' বিষয়ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। একসময়ে সূর্য্যপূজা যে আ-সমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দির, গুজরাটস্থ মুধেরার সূর্য্য মন্দির, খাজুরাহোর ছত্র-কা-পত্র প্রভৃতি দেবালয়, জুনাগড় যাদুঘরে রক্ষিত, কারুকার্য্য শোভিত সূর্য্যমন্দিরের বিচিত্র তোরণ, এবং এই কোণার্ক বা কোনারকের অর্ক-মন্দির হইতেই বুঝিতে পারা যায় (৮০)।

সে যাহা হউক তীর্থমাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই যে উড়িষ্যার চন্দ্রভাগা নদীতটে এই অর্কক্ষেত্রের অবতারণা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভবিষ্যপুরাণোক্ত এই চন্দ্রভাগা পঞ্জাবের চেনাবনদী। রাবী তীরবর্ত্তী মূলস্থান বা মিত্রবনেই শাম্ব কর্ত্তৃক সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বর্গগত কানিংহাম বিরচিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থে এ সকল কথা আলোচিত হইয়াছে (৮১)। ১৯০২-৩ সালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক বিব-

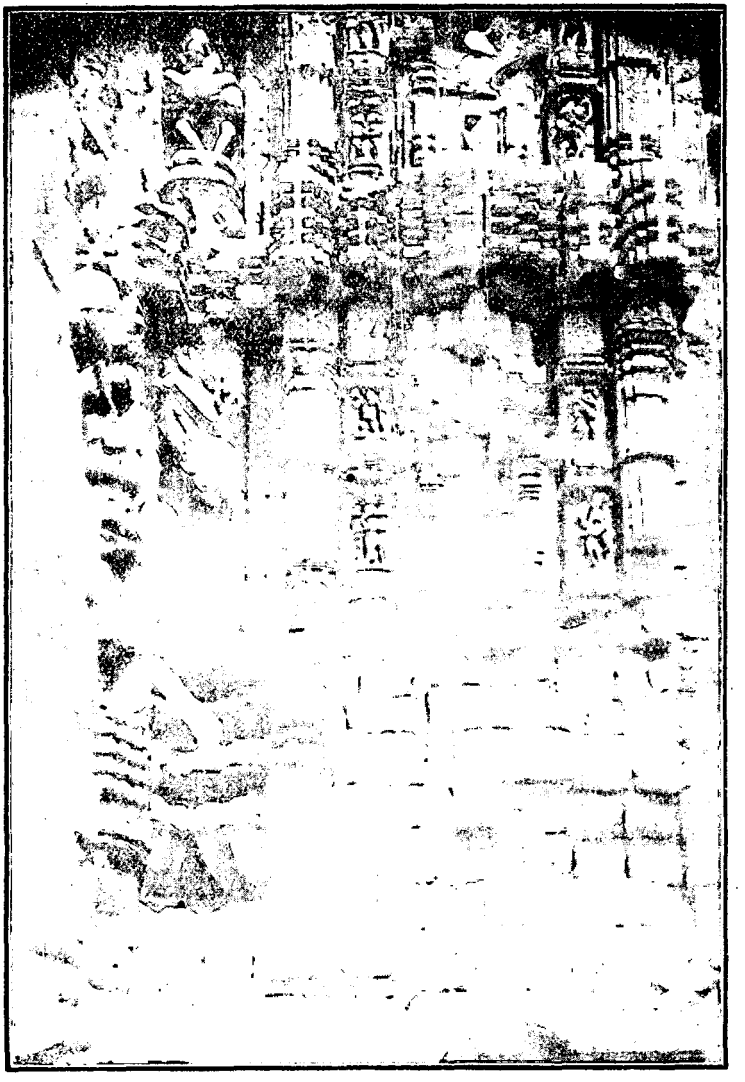
(৮০) খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্যভারতেও সৌরোপাসনা প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরে ইহা বিষ্ণু-উপাসনার সহিত মিশিয়া যায়। "সূর্য্য-নারায়ণ" এই নামটি এখনও এ উক্তির সমর্থন করিতেছে। মধ্য-ভারতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সূর্য্যমন্দিরের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। (Report of Arch. Survey, W. India, Vol. IX p. 73-74)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে বঙ্গদেশে সেনরাজগণের সময়েও রাজপরিবারের মধ্যে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। সেনরাজগণের মধ্যে কেহ-কেহ আপনাকে "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। বিহার ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অদ্যাপিও বহুসংখ্যক সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে রক্ষিত একটি সূর্য্য মূর্ত্তির চিত্র কোনারকের সূর্য্যের সহিত তুলনার জন্য গ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত হইল।

(৮১) Major General A. Cunnigham's the Ancient Geography of India p. 232-33

রণীতে উত্তরাপথই যে শাম্ব বিষয়ক বৃত্তান্তের আদিস্থান (locale) এবং কোণার্ক তীর্থের পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্য বা জনসাধারণের নিকট উহা সুপ্রতিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে শাম্ব কাহিনী যে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই (৮২)। Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft নামক জর্ম্মাণ প্রাচ্য-বিদ্যা-বিষক পত্রিকায় (p. 733 et seq.) সাম বিষয়ক কাহিনীর ভারতবর্ষীয় সংস্করণ" (Eine indische Version des iranischen Sage von Sam) নামক জর্ম্মণ প্রবন্ধে স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক্ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মগাখ্য শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ ইরাণ হইতে এ উপাখ্যান ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। সামের কুষ্ঠ বা চর্ম্মরোগ হইয়াছিল তাহা কবি ফার্দৌসি কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ ব্লকের মতে 'ধবল' ব্যাধি অনেক সময় 'কুষ্ঠ' বলিয়া বিবেচিত হইত। সামের 'জাল' নামে একটি শ্বেতবর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পাপলেশহীনতাই নাকি তাহার এই শ্বেতবর্ণের কারণ। শিশুর কেশগুলিও শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বৃদ্ধত্বজ্ঞাপক 'জাল' নাম তাহার প্রতি প্রযুক্ত হয়। সাম নিজ পুত্রকে মরুভূমিতে পরিত্যাগ করেন। সেখান হইতে 'সিমুরী' বা সূর্য্যের পক্ষী তাহাকে নিজ নীড়ে আনয়ন করিয়া লালন পালন করে। এই জালের পুত্রই পারস্য কথা-সাহিত্যে বিখ্যাত, বীরশ্রেষ্ঠ 'রুস্তম্'। ব্লক মহোদয় 'সিমুরী' পক্ষীকে গরুড়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং শব্দগত-সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিয়াছেন যে সামের সহিত শাম্ব নামের বিশেষ পার্থক্য নাই। শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণগণ যে 'মগ' নামে পরিচিত হইতেন ('যত্র বিপ্রে মগাখ্যা') এ কথা

(৮২) Arch. Survey of India Annual Report, 1902-3, p. 47.

(চিত্র ৩৫)



কোনারক মন্দিরের উত্তর পার্শ্বের একটি অংশ।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৫০

ব্রাহ্মণ গঙ্গাধরের গোবিন্দপুরে (৮৩) প্রাপ্ত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় এবং বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে বিষ্ণু পূজক পুরোহিতগণ 'ভাগবত' এবং সূর্য্যপূজক পুরোহিতগণ 'মগ' (Magi) নামে পরিচিত হইতেন (৮৪) কিন্তু তাই বলিয়া শাম্বোপাখ্যান যে ইরাণীয় 'সাম' কাহিনীর সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত পূর্ব্বকথিত বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্যদেবের নিকট অপরাধ করিলে কুষ্ঠ রোগ হয় প্রাচীন কালের এ বিশ্বাস ইরাণের পথে ভারতে আগমন করা অসম্ভব নহে এবং যিনি ক্রুদ্ধ হইলে এইরূপ চিকিৎসকের অসাধ্য রোগ মনুষ্যদেহে উৎপাদন করিতে পারেন তিনি যে উহা আরোগ্য করিতেও সমর্থ এ সম্বন্ধেও ধর্ম্মবিশ্বাস ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু নামের সামান্য মাত্র সাদৃশ্য দৃষ্টে পারস্যদেশীয় মহাকাব্যের জনৈক বীর নায়ককে শাম্বের আদিম সংস্করণ বলিয়া বিবেচনা করা কতদূর ন্যায় সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। ডাক্তার ব্লক বর্ণিত পারস্য উপাখ্যান মতে মরুভূমিতে পরিত্যক্ত 'জাল'কেই সিমুরী (Simoury) পক্ষী তাহার নীড়ে লইয়া গিয়াছিল, সামের সহিত সিমুরীয় বিশেষ কিছু সম্পর্ক দেখা যায় না। শাম্বপুরাণ মতে জম্বুদ্বীপে তাঁহার যোগ্য পরিচর্য্যা না হওয়ায় স্বয়ং সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শাম্ব গরুড় পৃষ্ঠে শাকদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ কুলের অন্তর্গত সপুত্রদার 'মগ' ব্রাহ্মণ তাঁহার বাহন

(৮৩) Ep. Indic. Vol. II. p. 330 et, Sqq. গোবিন্দপুর গয়া জেলার অন্তর্গত। এই লিপিখানি ১০৫৯ শকাব্দের (খৃঃ ১১৩৭-১১৩৮)।

(৮৪) Brihat Samhita, H. Kern, Verspreide Geschriften II. Chap. LX. 19, 53.

গরুড় পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। শাম্ব ও ময়ূর কবি, উভয়েই, কল্পিত বা সত্য অপরাধের জন্য অভিশপ্ত হইয়া কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন কিন্তু 'সাম' যে কি জন্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহার তো কোনই উল্লেখ দেখি না। পরন্তু সাম তনয় ধবলবর্ণ 'জাল' যে নিষ্পাপ ছিলেন তাহাই স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

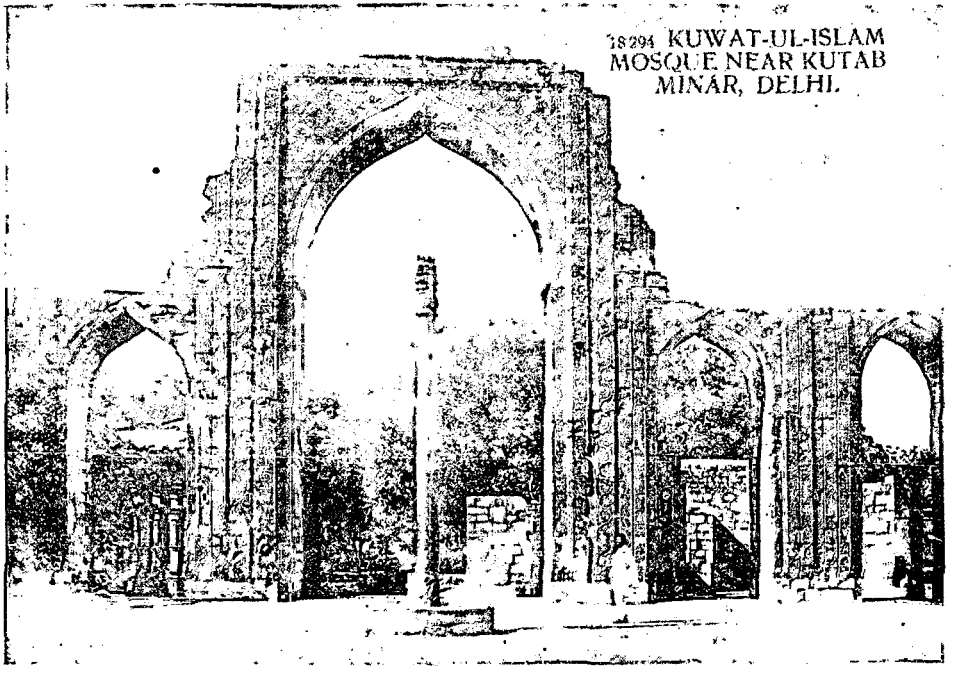
বৃহৎ সংহিতায় ভাগবতমতের চতুর্ব্যূহ উপাসনায় (৮৫) অনিরুদ্ধ ব্যূহের উল্লেখ নাই। শাম্ব অনিরুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই 'ব্যূহ'-প্রণালী-বদ্ধ উপাসনা বড় অল্পদিনের নহে; খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত চতুর্ব্যূহের উপাসনা যে প্রচলিত ছিল সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় (৮৬)। প্রাচীন কাল হইতে শাম্ব চতুর্ব্যূহ মধ্যে স্থান লাভ করায় ইরাণীয় 'সাম' ও শাম্বের অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। যাউক, আর এ নীরস প্রসঙ্গে কাজ নাই।

কোনারকে কিছুই মিলে না; দোকানপাট নাই, খাদ্য দ্রব্যাদি না লইয়া গেলে, প্রায় উপবাসী থাকিতে হয়। ডাকবাঙ্গলোর দুইটি মাত্র খট্টা;—অধিক লোক একসঙ্গে গেলে মঠ বাবাজীর কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য গতি নাই। মন্দিরের কারুকার্য্যের খ্যাতি যতই দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইতেছে, শিল্পকলাবিদ্ মনস্বী ব্যক্তিগণ ততই এই প্রাচীন কীর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। র—ভায়ার নিকটে গিয়া দেখিয়াছিলাম, বাঙ্গলোর বহিতে অনেক

(৮৫) গোবিন্দপুর লিপির দ্বিতীয় শ্লোকেও লিখিত আছে যে, শাম্ব শাকদ্বীপ (Scythian land) হইতে একটি 'মগ' ব্রাহ্মণ পরিবার আনয়ন করিয়াছিলেন।

(৮৬) শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। See also R. Chanda's The Indo-Aryan Races p. 120.

(চিত্র ৩৬)



সেহরৌলীর লৌহস্তম্ভ।

[শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৫১

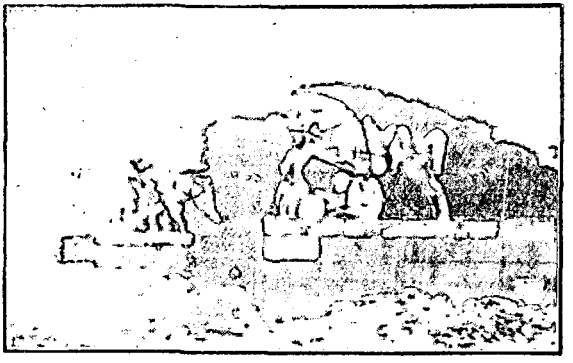
দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নাম রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণ এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহামতি জজ উড্রফ এবং 'প্রাচ্য আদর্শ-সমুচ্চয়' (Ideals of the East)-গ্রন্থ প্রণেতা জাপানী ওকাকুরাও আসিয়াছিলেন। কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলাও আসিয়াছিলেন, শুনিলাম। অপরাপর দর্শকগণের মধ্যে সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মদীয় অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও নাম রহিয়াছে দেখিলাম।

পূর্ব্বানুবৃত্তি করিতে গিয়া প্রায় নিয়াখিয়ার খেঁই হারাইয়া ফেলিয়াছি। মহারথিগণের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা পুনরায় আরম্ভ করি। স্থানীয় লোকের দেশীয় ভূগোলের জ্ঞান অধিক হওয়াই সম্ভাবনা; কিন্তু বন্ধুর—প্রদত্ত চাপরাসীটির বেলায় তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সে অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 'খোদার' উপর নির্ভর-শীল এই "নিরাখা"দিগকে পুনরায় নিয়াখিয়া তীরেই আনিয়া ফেলিল। তখন অন্ধকার বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে। বাতাস বেগে বহিতেছিল; গাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া অতি কষ্টে গোটাদুই 'বিড়ি' ও দুইটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া লওয়া হইল। শকট-চালকেরা দোকান অভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে অকারণ বিলম্ব করিতে উৎকলনিবাসীরা বেশ সুপটু। শুনিলাম, নিয়াখিয়ায় জোয়ার আসিতে আর বিলম্ব নাই; জোয়ার আসিলে আর ৩।৪ ঘণ্টার মত গাড়ী পার করান যাইবে না। অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জনের পর গাড়োয়ানদিগকে ফিরাইয়া আনা হইল। পার হইবার সময় একখানি গাড়ী নদীর মধ্যে আট্‌কাইয়া রহিল। অপর গাড়োয়ানগণ ইতোমধ্যে নদী পার হইয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর

হইতেছিল। তাহারা আর পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখিতেও রাজী নহে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন, ভারতবাসীগণের বিশেষতঃ বাঙ্গালী ও উড়িয়াদিগের এই সহানুভূতির অভাবই জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। অবশেষে মন্নু চাপরাসীর গালী খাইয়া কয়েকজন ফিরিয়া গিয়া অতি কষ্টে গাড়ীখানিকে উদ্ধার করিয়া আনিল। তাহার পর গেঁড়ি-গুগ্‌লী অপেক্ষাও সুস্থির গতিতে শকটপঞ্চক বালির উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

রাত্রিটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল, এবং সন্ধ্যাবেলা আহারাদির আর কোনও হাঙ্গাম ছিল না বলিয়া, আমরা অনেকেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় আড়াইটা-তিনটার সময় হঠাৎ শিরোদেশ অধঃসংন্যস্ত বোধে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখিলাম, গাড়ী নামাইয়া গাড়োয়ান ডাকাডাকি করিতেছে। তাহার কথার মর্ম্মবোধ মাত্রই নিদ্রা-ঘোর পলকে ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিতেছিল, তাহার একটি গরু "পড়িয়া" গিয়াছে, সে আর যাইতে পারিবে না। আমাদিগকে একক্রোশ দূরে অবস্থিত বালিঘাই বাঙ্গলোয় যাইয়া, গাড়ীর সন্ধান করিতে পরামর্শ দিয়া, সে জানাইল, তাহার বলীবর্দ্দটি সুস্থ হইলে সে নিকটস্থ গ্রামে তাহার কোনও আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইবে। এবার আর গাড়ী বালিঘাইয়ের পথে যাইতেছিল না। পথপ্রদর্শক মহাশয়ের নূতন পথ আবিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি তখনও মিটে নাই। আমরা ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নামিয়া পড়িলাম। কোথায় রাত্রিটুকু নির্ব্বিবাদে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া যাইতে পারিব না কোথা হইতে পথিমধ্যে এই বিপদ! মরুভূমে অতর্কিতে ফাঁপরে পড়িয়া মরু-রহস্যে জ্ঞাতাস্বাদ ওমার খৈয়াম কবির একটি চতুষ্পদী কবিতার কথা মনে পড়িল।

(চিত্র ৩৭)



কোনারকের অশ্বদ্বয়।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৫৩]

(চিত্র ৩৮)



কোনারকের অশ্বমূর্ত্তি।

[ভারতী-সম্পাদকের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৫৪]

মানবের সুখ আশা এ ছার জগতে
ফলে—কিম্বা শুধু ভস্মে হয় পরিণত।
কোথা মিলাইয়া যায় ক্ষণেক উজলি
ধূলিময় মরুমুখে তুষারের মত ॥ (৮৭)

অগ্রগামী গাড়ী-কয়খানির আরোহীরা সকলেই নিদ্রাতুর; ডাকিয়াও বড় সাড়া পাওয়া যায় না। আমি অধ্যাপক ক—এর সহিত বালিঘাই অভিযানেই বদ্ধপরিপকর হইলাম। এমন সময় মুন্সী মহাশয়ের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তিনি স্বেচ্ছায় অপকৃষ্ট গাড়ীখানি বাছিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া এযাবৎ পিছনে পড়িয়াছিলেন। সহৃদয় মুন্সীজী আমাদের অবস্থা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া জিনিসপত্রাদি অন্য গাড়ীতে ভাগ করিয়া দিয়া, নিজ শকটে আমাদিগের জন্য স্থান করিয়া দিলেন; নিজের কষ্টের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সে রাত্রি আর মুন্সীজির বড় ঘুম হয় নাই। তিনি গরু ও গাড়োয়ান তাড়াইয়াই রজনীর বাকি অংশটুকু কাটাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে একটি পুষ্করিণীর সন্নিকটে গাড়ীগুলি আসিয়া লাগিল। দুধের পসরাবাহী একজন গোপ-যুবকের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করা হইল। আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া জলযোগে নিযুক্ত হইলাম।

প্রাতরাশ সমাধা হইলে, পুনরায় যাওয়ার উদ্যোগ করিতে করিতেই অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল। ভূ-চন্দ্র কোথা হইতে একটি

(৮৭) "The Worldly Hope men set their Hearts upon,
Turns Ashes—or it prospers ; and anon,
Like Snow upon the Desert's Dusty face,
Lighting a little hour or two—is gone."
—Rubaiyat, XVI.
(Macmillan, G. T. S. Series.)

"কেতকী পনস" (কেয়াগাছের ফল) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "আনারস" মনে করিয়া অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি উহার প্রতি ধাবিত হইতেছিল। পরে শুনা গেল, পূর্ব্বক্রীত আনারসটি পথে কোথায় গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়াছে। কেতকী-ফলগুলির আনারসের সহিত বর্ণ ও আকারগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু উহা মনুষ্যের আহারের যোগ্য নহে, এই যা দুঃখ। উড়িয়ারা এগুলি শুকাইয়া অনেক সময় ইন্ধন রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বন্ধুবর র—এর নিকট শুনিয়াছিলাম, "বালুখণ্ডে" মধ্যে-মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা দেখা যায়। ভূ-চন্দ্র সহজে আশ্চর্য্য হইবার লোক নহেন। তাঁহার মতে, মৃগ যখন আছে, তখন মৃগতৃষ্ণিকাই বা থাকিবে না কেন! আমরা দূরে ধবল সৌধশ্রেণীর ন্যায় কি যেন দেখিতে পাইতেছিলাম। মিত্র মহাশয় বলিলেন, উহাই মরীচিকা। এই উপলক্ষে ভূ-চন্দ্র উষ্ট্রের সহিত অত্রস্থ হরিণগুলির বর্ণগত সাদৃশ্য ও মরু-বিচরণ-প্রিয়তা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া যে নব-উদ্বর্ত্তন-বাদের উদ্ভাবন করিলেন, তাহাতে স্বয়ং দার্ব্বিন (Darwin) ও গুঁড়া হইয়া যান। হয় ত পুরীর সমুদ্রতীরস্থ সৌধগুলি, প্রতিভঙ্গ (Refraction) অথবা আলোক-রশ্মির দিক্-পরিবর্ত্তন বশতঃ, ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হইয়া, এইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকিবে; কারণ, মরুভূমে বায়ু-স্তরের ঘনত্ব প্রায়ই সকল স্থলে সমান থাকে না। মধ্যে আর একটি গরুর দুরবস্থা দেখিয়া মুন্সী সাহেব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি হিন্দু নহেন বটে, কিন্তু উৎকলের এই বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা তাঁহার জীবে দয়া অনেক অধিক। তিনি অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে পথিমধ্যে চারি আনা দিয়া একটি বলদ ভাড়া করিয়া লইয়া শ্রমকাতর পশুটির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে বেলা

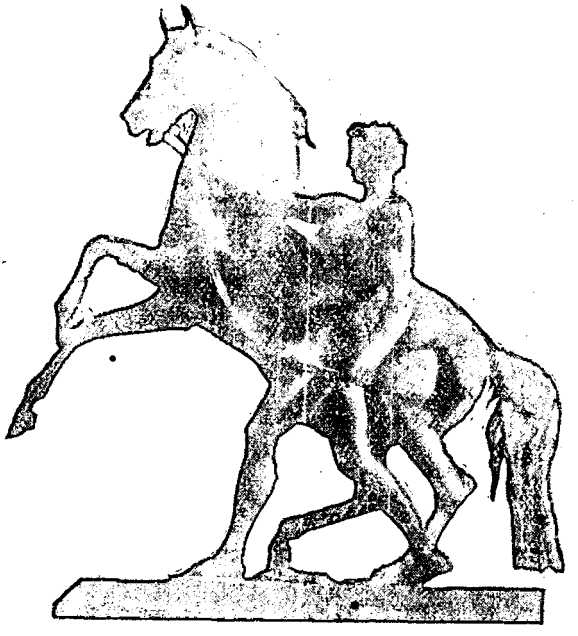
(চিত্র ৩৯)



কোনারকের প্রস্তরগঠিত হস্তিদ্বয়।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৫৫

(চিত্র ৪০)



পেট্রোগ্রাড নগরে এন্টিস্কিন সেতুর উপরিস্থিত ব্যারণক্লট্ নির্ম্মিত অশ্ব।

[ভারতী-সম্পাদকের সৌজন্যে] [পৃঃ ৫৫

প্রায় তিনটার সময় বালুরঘাটে আসিয়া পৌঁছান গেল। হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে broom (spartium scoparium) রোপণ করিয়া সৈকতভূমির যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করা হইয়া থাকে, দেখিলাম, মরুখণ্ডের সীমান্তভাগেও সেইরূপ ফেণীমনসা প্রভৃতির বেড়া দিয়া বালুময় উষরক্ষেত্র মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে আবার ঘণ্টাখানেক স্থিতি।

আমরা ক্রমে গুণ্ডিচা-বাড়ীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডিচা-দেবীর নামানুসারেই যে এই মন্দিরটি অভিহিত হইয়াছে এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইন্দ্রদ্যুম্নের নামে মাত্র একটি পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই পুষ্করিণী ব্যতীত একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে স্থাপিত একটি নৃসিংহ-মূর্ত্তিও রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ভাল করিয়া একবার এ স্থানটি দেখিবার জন্য সদলবলে অবতীর্ণ হওয়া গেল। কেবল মিত্রমহাশয় একাত্ম-গৌরবে পুরী চলিয়া গেলেন। গুণ্ডিচা-বাড়ীতে বড় কিছু দেখিবার নাই। মধ্যের বড় হলটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত, ইহার মধ্যাংশের সম্মুখেই রত্নবেদী। স্থানটি এরূপ অন্ধকার যে বেদীর উপর কোন কারুকার্য্য আছে কি না তাহা কিছুই বুঝা গেল না। বৌদ্ধদিগের গিরিগুহা-মধ্য-বর্ত্তী চৈত্য গৃহাদিতে (apsidal cave chaitya), দুই সারি স্তম্ভের সাহায্যে, মাঝের লম্বা দরদালানটি পার্শ্বের দুই অংশ হইতে পৃথক করা হইত। ঐহোলের দুর্গা মন্দিরেও এই মূল নক্সা অনুকৃত হইয়াছে, কেবল তফাৎ এই যে দেবতার বেদী ধাতুগর্ভ স্তূপের (Dagoba) স্থান অধিকার করিয়াছে। মধ্যের হলটির ছাদ অপেক্ষা-কৃত উচ্চ ও পার্শ্বের দুইটি ছাদ ঢালু ভাবে নির্ম্মিত হইলে গুহাক্ষোদিত

গৃহের সাদৃশ্য সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। (৮৮) উড়িষ্যার প্রধান মন্দিরগুলিতে এই প্রাচীন নক্সার নিদর্শন এক গুণ্ডিচা-গৃহেই স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের সহিত স্থপতি-বিদ্যাবিদ্ কেহ না থাকায় এ সকল কথা লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ ঘটে নাই।

পথশ্রমে সকলেই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সুতরাং স্থির হইল, বাসায় পৌঁছিয়াই কয় বন্ধুতে মিলিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে যাইব। অবগাহনমাত্র সকল ক্লান্তি দূর হইয়া গেল, শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল। স্নানান্তে বলরামের "আটিকা" প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আমরা শ্রীমন্দির অভিমুখে গমন করিলাম। আমাদের এ শুধু রথ দেখা নহে—দলপতি তাঁহার পুরাতত্ত্বরূপ কলাবেচারও যথেষ্ট পরিমাণে গরজ রহিয়াছে। র——মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি সূর্য্যবেদীর মাপ ঠিক করিয়া লইলেন।

রাত্রি ৮৷৷টার সময় ট্রেণ। ঘোর বাক্য-যুদ্ধের পর স্থির হইল, অদ্যই এখান হইতে বিদায় লইতে হইবে। দলপতি মহাশয় যেন একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি—দেহের আয়তনে ও উৎসাহের প্রবল আধিক্যে সৌসাদৃশ্যটি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। অনুকূল ঠাকুর Quick artist—তড়ি-ঘড়িতে অভ্যস্ত। প্রায় তিন কোয়ার্টারের মধ্যে—মনুষ্য-ভোজন-যোগ্য খিচুড়ী নামাইয়া দিল। ভূ—চন্দ্র এ হাঙ্গামের ভিতর কিছুই খাইতে পারিলেন না; নামমাত্র অন্ন স্পর্শ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আহারান্তে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছগাছ করিয়া আমরা সকলেই অশ্বযানে সমাসীন হইলাম।

---

(৮৮) Arch. Surv. Ann. Report, W. circle 1907-8, p. 194.

(চিত্র ৪১)



কোনারকের হস্তিমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৫৫

কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব।

কোনারকে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা Antiquities of Orissa গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ই বোধ হয় প্রথম তুলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ ষ্টার্লিং প্রণীত উড়িষ্যার ইতিহাসে, কোনারক বিষয়ক প্রবন্ধে ইহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে, ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে, ধউলি বা ধবলগিরি পর্ব্বতের গাত্রে অশোক-অনুশাসন ক্ষোদিত রহিয়াছে। প্রাচীন কলিঙ্গমণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তৃতির ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইউয়েনচঙ্গ অথবা ওয়াংচোয়াং ভারতের এই অংশে তীর্থ ও দেবালয়াদি দর্শন করিতে আসিয়া Wou-yeou বা রাজা অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রায় দ্বাদশটি স্তূপ দেখিতে পান; ইহার সকলগুলিই নাকি তৎকালে অলৌকিক দৈবশক্তির বিকাশ-বাহুল্যে সবিশেষ প্রভাবান্বিত ছিল।

তখন এ প্রদেশে শতসংখ্যক সঙ্ঘারামে প্রায় একহাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। সদ্ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মিগণ একত্রেই বসবাস করিতেন। (১) Stanislaus Julien প্রণীত ইউয়েনচঙ্গের

---

(১) "There are a hundred monasteries, and one may count nearly ten thousand monks, all of whom study the great translation (Maha yana). There are fifty temples of the gods. The heretics live pellmell with the orthodox" (Translated from S. Julien's Hiouen Thsang p. 425, quoted in Mitra's Antiquities of Orissa, vol 1, p. 8).

"There may be seen a dozen stupas built by the king Asoka (Wou-yeou) on which are often-times refulgent the most extraordinary prodigies". Ibid, vol. 1. p. 8.

ভ্রমণ বৃত্তান্ত বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই প্রকাশিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার গ্রন্থে এ পুস্তকের ব্যবহার যথেষ্টই করিয়াছেন। তার পর ফা-হি-য়ান প্রণীত ফো-কু-কি (Foe-ku-ki) গ্রন্থের মসিয়ে রমুজা, ক্লাপ্রথ্ ও লাণ্ড্রেস্ (Remusat, Klaproth and Landresse) কৃত ফরাসী-অনুবাদের ইংরাজী অনুবাদ কলিকাতায় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়; সুতরাং ১৮৭৫ ও ১৮৮০ খৃঃ অব্দে Antiquities of Orissa গ্রন্থ দুইখণ্ড প্রকাশিত হইবার সময় দেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভালরূপেই এ পুস্তকের যথাযোগ্য আলোচনা করিতেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থে চৈনিক পরিব্রাজক-বর পাটলিপুত্রে বৌদ্ধগণের রথযাত্রা দেখিয়া ভারতবর্ষে আগমন-কালে খোটানে পরিদৃষ্ট বৌদ্ধ রথোৎসবের সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন।(২) বোধ হয়, এই বৃত্তান্ত-পাঠেই তদানীন্তন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণ রথ-যাত্রামাত্রকেইবৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কোনারকে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল, "অর্ক-ক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিলে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শন করা ঘটে।" ঋগ্বেদে যে জ্যোতির্ম্ময়, ভীমদর্শন, শত্রুদমনকারী, অসুর বিনাশক, ('রক্ষোহনম্') গবাদির আশ্রয়-বিনাশকারী ('গোত্রভিদম্') স্বর্গগমনক্ষম রথের উল্লেখ আছে (৩), তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইলেও এই সকল রথ প্রধানতঃ যুদ্ধার্থেই নিয়োজিত হইত। রামায়ণ গ্রন্থে অযোধ্যা-

(২) Legge's Fa Hien, pp. 18, 19, 79.

(৩) R. V. 2. 23. 3, quoted in Muir's Orignial Sanskrit Texts Vol. V. p. 276. Vide Simpson Proccedings, of Royal Institute of British Architects, Vol VII (N. S.) p. 237.

নগরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্রস্থ বহুসংখ্যক দেবমন্দির রথশালার সহিত তুলিত হইয়াছে দেখিতে পাই (৪)। দেব বিগ্রহের সহিত রথের কোন সম্পর্ক না থাকিলে এরূপ তুলনার সার্থকতা দেখা যায় না। কৌটিল্যের যুগে 'দেবরথ' 'পুষ্যরথ' প্রভৃতির ব্যবহার অর্থ-শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায় (৫)। পৌরাণিক যুগে পুস্তক প্রতিষ্ঠার ন্যায় সামান্য ব্যাপারেও হস্তলিখিত পুঁথি রথে করিয়া পরিক্রমণ করাইবার ব্যবস্থা ছিল (৬)।

জৈন কবি হেমচন্দ্র সূরি একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। (৭) তদ্রচিত 'পরিশিষ্ট পর্বন্' গ্রন্থে বর্ণিত জৈন রথযাত্রার কথা, জগন্নাথদেবের প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই 'পুরীর কথা'য় বিবৃত হইয়াছে। রথ যাত্রার উদ্ভব যে করিয়া বা যে ভাবেই হউক না কেন, সূর্য্য দেবের রথের কথা ঋগ্বেদের যুগ হইতেই ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে সুপরিচিত। মৎস্য, বায়ু, ও বিষ্ণু পুরাণে সৌররথের আকৃতি ও আয়তন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এ বর্ণনা, যে রূপক ভাবে জ্যোতিষিক বৃত্তান্ত বিশ্লেষণের চেষ্টা মাত্র বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণের কয়েকটি শ্লোকই তাহার

---

(৪) 'Comme la remise ou stationnaient ici-bas leurs chars anime's'—M. Fauche's translation quoted by Mr. Simpson, loc. cit.

(৫) প্রথমখণ্ড, পুরীর কথা, পৃঃ, ১১২।

(৬) "রথেন হস্তিনা বাপি ভ্রাময়েৎ পুস্তকং নরৈঃ" অগ্নি, ৬০ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক।

(৭) Hem Chandra Suri, 1089-1170, Bombay Gazetteer, p. 156.

প্রকৃষ্ট প্রমাণ (৮)। ঋতু পরিবর্ত্তন, সংবৎসরাভিক্রমণ, ও অয়নের গতি প্রভৃতি, এই রথের পরিকল্পনার গূঢ় ভাব প্রকাশ করিতেছে। পৌরাণিক বৃত্তান্ত মতে সূর্য্যের রথের 'যুগার্দ্ধ ও হ্রস্ব অক্ষি' ('the axle with the short yoke') ধ্রুবতারা রূপ আধারে সংস্থাপিত হইলেও এবং রথ যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী, এই সপ্তচ্ছন্দঃ রূপ সপ্তাশ্বের দ্বারা বাহিত হইলেও, সাধারণ লোক রূপক বর্ণনার জ্ঞানোন্মেষিনী ব্যাখ্যা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার নহে, তাই কালবশে কোনারকের বিগ্রহরূপ সূর্য্যদেব

---

(৮) "অথেমানি তু সূর্যস্য প্রত্যঙ্গানি রথস্য তু।
সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্॥
অহস্তলাভিঃ সূর্যস্য একশ্চক্রঃ স বৈ স্মৃতঃ।
আরাঃ পঞ্চর্তবস্তস্য নেমিঃ ষড়্ভবঃ স্মৃতাঃ॥"

(Vayu, quoted by Wilson, Vishnu Purana, S. B. E. Series, p. 234. Vol, II).

"ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্নেমিস্তক্ষয়াত্মকে।
সংবৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্॥
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ।
পঞ্চাস্যানি তু সার্দ্ধানি স্বন্দনস্য মহামতে॥"

(Vishnu, Modavritta Press Edition, Bombay, 2nd Book Chap VII, pp. 34-35.)

Wilson says in explanation "The three naves are the three divisions of the day, morning, noon and night; the five spokes are the five cyclic years; and the six peripheries are the six seasons.....The Vayu, Matsya and Bhabishya Puranas enter into much more detail. According to them, the parts of the wheel are the same as above described; the body of the car is the year; its upper and lower halves the two solstices...minutes are its attendants; and hours, its harness. loc. cit. p. 238. Vol II.

'কোনাদিত্য'কে যে সত্য সত্যই রথে আরোহণ করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বৌদ্ধদিগের রথযাত্রা, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্ব্বে রাজকুমার গৌতম যে রথারোহণে উদ্যান পরিক্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহার স্মরণার্থই অনুষ্ঠিত হউক, অথবা বর্ষাবাস (Wasso) উপলক্ষে রথারোহণে প্রত্যাগমন প্রথা হইতেই আরব্ধ হউক, কোনারকের রথযাত্রা যে তাহার সহিত সম্পর্কশূন্য ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। রথযাত্রার উদ্ভব যে করিয়া বা যে ভাবেই হউক না কেন, খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে হিন্দুর বিস্তর আচার-অনুষ্ঠানে রথযাত্রার প্রচলন দেখিতে পাই। বৈদিক-কল্পনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উড়িষ্যার প্রাচীনতম শিল্পিগণ যে সূর্য্যদেবকে রথের উপরই উপবেশন করাইয়াছিলেন অনন্ত গুম্ফার ক্ষোদিত চিত্র তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রথযাত্রা এখন জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও ধবলগিরি হইতে বড় জোর দুই তিন দিনের পথ, সমুদ্রতীরবর্ত্তী সূর্য্যমন্দিরেও যে বৌদ্ধ প্রভাব আরোপিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? পূর্ব্ব হইতে কোন বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী থাকিলে একদেশদর্শিতা সহজেই আসিয়া পড়ে; তখন যাহা কিছু নিজমতবাদ সমর্থন করে কেবল সেইটুকুকেই মূল্যবান মনে করিয়া হয় বাকি অংশটুকু বর্জ্জন করিতে হয়, নতুবা স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া সোজা কথার বিকৃতার্থ-গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। ধৌলীর সান্নিধ্য-বশতঃ একসময়ে খণ্ডগিরির গুহাগুলিও বৌদ্ধকীর্ত্তিরূপে প্রচারিত হইত; পরে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২য় অথবা ১ম শতাব্দীর হস্তিগুম্ফাস্থ নৃপতি খারবেলের ক্ষোদিত লিপি (৯) এবং মঞ্চপুরী, ও ললাটেন্দু কেশরী গুম্ফায়

(৯) Actes du Sixieme Congr. Orient. Vol. III. P. 174-77.

খোদিত খারবেলের অগ্রমহিষী বা প্রধানা মহিষীর এবং রাজা উদ্যোত কেশরী দেবের লিপিত্রয়ের পাঠোদ্ধার-ফলে (১০) এক্ষণে প্রাচীন-কীর্ত্তি-বহুল খণ্ডগিরিতে জৈন-প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। নবমুনিগুম্ফা মধ্যেও জনৈক জৈন শ্রমণ শুভচন্দ্রের নামোল্লেখ রহিয়াছে। রাজা অশোকের অভ্যুদয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে। তাহার এক শতাব্দী পরে খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই এগারবারো শত বৎসর ধরিয়া ধৌলীর অদূরবর্ত্তী কুমার ও কুমারী পর্ব্বতে (১১) জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের স্থাপত্য-কলা ও ভাস্কর্য্যের স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল হইতে দুই-এক শতাব্দীর মধ্যেই যদি এরূপ একটি ভিন্ন ধর্ম্ম নিজ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দু নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোনারক মন্দিরেই যে সর্ব্বপ্রকারে বৌদ্ধপ্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে ইহা কখনও জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, ফার্গুসনের গ্রন্থোক্ত, বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-প্রণালী প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের কল্পিত শ্রেণী-বিভাগ আর মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। বৌদ্ধ স্তূপের ন্যায় জৈন স্তূপও দেখা যায় এবং জৈনগণের ভুগ্নতা-বিশিষ্ট (curvilinear) মন্দিরাদির ন্যায় হিন্দু মন্দিরাদিরও অভাব নাই। তাই শিল্পকলা বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, "Works of art and architecture should be classified with regard to their age and geographical

(১০) Ep. Indic. Vol. XIII. p. 160-166.

(১১) কুমার ও কুমারীপর্ব্বত অস্তগিরি ও উদয়গিরির প্রাচীন নাম। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে এই নাম দুইটি প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

(চিত্র ৪২)



কোনারকের অন্যতম সূর্য্যমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৭৯

position and not according to the creed" অর্থাৎ শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনাদির শ্রেণী-বিভাগ করিতে হইলে ধর্ম্মমতাদির উপর নির্ভর না করিয়া যুগ, কাল ও ভৌগোলিক অবস্থানের কথাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমে কোনারকের নাম হইতেই আরম্ভ করা যাউক। রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেব প্রভৃতি গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে "কোণা কোণ" এই নামটি পাওয়া যায় (১২); ইহা হইতে কোণার্ক শব্দ সাধারণতঃ 'কোণা'র অর্ক (সূর্য্য) এই অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে (১৩)। কিন্তু বৌদ্ধ-প্রভাব-বাদীরা বলিতে চান যে বুদ্ধদেবের অপর একটি নাম কোনাগমন বা কোনাকমন; এবং ইহারই অপভ্রংশে 'কোণা কোণা' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে (১৪)। 'কমন' বা 'গমন' শব্দ একবারে হ্রস্ব হইয়া 'কোণায়' পরিণত হওয়া কতদূর সহজ, তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরাই বলিতে পারেন; তবে একেবারে পূরামাত্রায় "বৌদ্ধ" মতবাদ প্রতিপন্ন করার জন্য অমরকোষ অভিধানে (১, ১, ১৫) উল্লিখিত বুদ্ধদেবের নামান্তর অর্কবন্ধু শব্দের "বন্ধু" ফেলিয়া "অর্ক" টুকু কোণাগমনের 'কোণা'র সহিত জুড়িতে গেলে বড়ই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়।

ইঁহারা কিন্তু বলিতে চান, যখন বুদ্ধের দুইটি বিভিন্ন নাম কাটিয়া তাহার দুইটিরই পূর্ব্বার্দ্ধ "জোড়া" দিয়া 'কোণার্ক' শব্দ পাওয়া যায়, তখন কোনারক যে প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থান, তাহা প্রমাণের

(১২) J. A. S. B. 1896. p. 251.

(১৩) Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon. p. 28. Footnote.

(১৪) Bishanswarup's Kanarak p. 85.

আর বাকী রহিল কি ? ইহার উপর দ্বিতীয় প্রমাণ—"রথ"। কোনারকে রথযাত্রা ত হইতই, তাহার উপর আবার মন্দিরটিও চক্রসংযুক্ত রথাকৃতি (১৫)। চক্র সংযুক্ত রথাকৃতি মন্দির বৌদ্ধ প্রভাবশূন্য তীর্থেও বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে ত্যাগরাজ স্বামীর মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত রথ দেখিতে পাওয়া যায় (১৬) এবং হাম্পীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেবের মন্দিরের নিকটস্থিত চক্রসংযুক্ত পাষাণ রথের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ আরকটে চিদম্বরম মন্দিরের নৃত্য সভাও রথের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারও দুই পার্শ্বে চক্র ও অশ্বাদি ক্ষোদিত রহিয়াছে। ফার্গুসন, পাহাড় কাটিয়া, চক্র সংযুক্ত রথের-মত করিয়া তৈয়ারী, মাদ্রাজ প্রদেশের বিঠোবা দেবের মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। যদি বলিতে চান "সূর্য্যদেব ত সপ্তাশ্ব-সংযুক্ত রথেই বাহিত হন" অতএব (১৮) তাহাতেই বা আর আসিল গেল কি ? ইঁহারা তর্কে পরাভূত না হইয়া বলিবেন, সপ্তাশ্ব যে পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত হয় নাই, প্রাচীনকালে যে চারিটি মাত্র অশ্বই বিদ্যমান ছিল না, এ কথাই বা কে বলিল ? পরবর্ত্তী কালে এই সকল প্রস্তরময় অশ্ব প্রভৃতির সংখ্যা-পরিবর্ত্তন-বিষয়ক কোনরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া উল্টা পদ্ধতিতে প্রমাণের

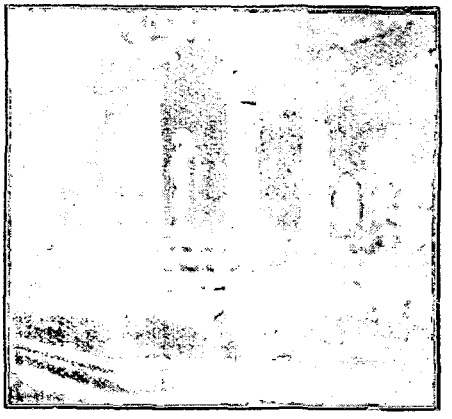
(১৫) হেভেলের মতে, বংশ নির্ম্মিত চূড়াকৃতি-আবরণ-বিশিষ্ট রাজকীয় রথের আদর্শ হইতেই যে মন্দিরের "শিখর" উদ্ভূত হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কোনারকে জগমোহন-সংযুক্ত সমগ্র বিমানটি রথরূপে পরিকল্পিত।

(১৬) Indian Architecture, edited by M. A. Ananthalwar & A. Rea, Vol. II. Book II, p. 118.

(১৭) Fergusson's Indian and Eastern Architecture Ed. 1876, p. 375, referred to by Simpson, loc. cit. p. 237.

(১৮) "সসপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্য্যে দ্বিপদ্মধৃক্" অগ্নিপুরাণ, ৫১—১।

(চিত্র ৪৩)

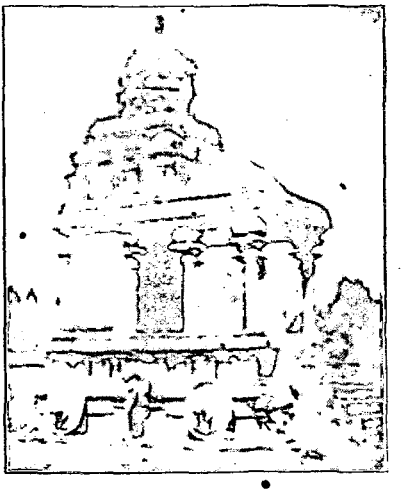


চিদম্বরম মন্দিরের নৃত্য সভা।

(ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত চক্র)

[শ্রীযুক্ত এম্ অনন্থালবার এবং এ, রিয়া প্রণীত ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ হইতে—প্রকাশকের সৌজন্যে] [পৃঃ ৮০

(চিত্র ৪৪)



তিরুবরুরের রথাকৃতি মন্দির।

[শ্রীযুক্ত এম্ অনন্থালবার এবং এ, রিয়া প্রণীত ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ হইতে—প্রকাশকের সৌজন্যে] [পৃঃ ৮০

ভার প্রতিপক্ষের উপর চাপাইয়া দিলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই নিরস্ত হইতে হয়!

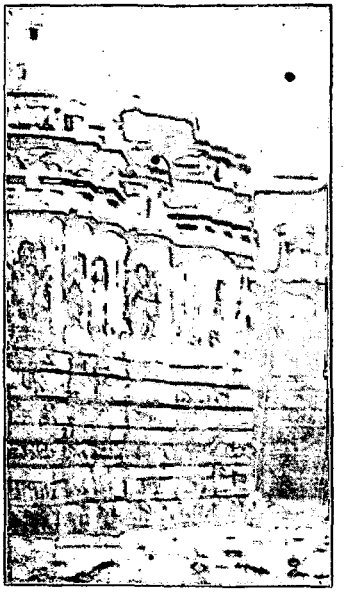
কিন্তু আজিকার কালে সকলেই বাস্তব বৃত্তান্ত (facts) লইয়া ব্যস্ত, তাই ঐতিহাসিক বিতণ্ডায় শুধু কল্পনা-সাহায্যে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। লোকে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "আচ্ছা মহাশয়, বৌদ্ধ তীর্থই যদি হইল, তাহা হইলে ভাস্কর্য্য নিদর্শনে তাহার প্রমাণ কোথায়?"

বৌদ্ধপ্রভাব পোষকতা-কারিগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় ইহার চারি-পাঁচটি উদাহরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম প্রমাণ এই যে, মন্দিরের সর্ব্বত্র অসংখ্য হস্তীমূর্ত্তি দেখা যায়; এমন কি গর্ভ-গৃহের রত্নবেদীটিও হস্তী-চিত্র হইতে নির্ম্মুক্ত নহে। সুতরাং ইঁহাদের মতে (১৯), প্রাচীন-বৌদ্ধস্থাপত্য-নিদর্শনে দৃষ্ট এ-জাতীয় জান্তব চিত্র যে বৌদ্ধ প্রাধান্যেরই পরিচয় দিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হৈশলেশ্বর মন্দিরেও গজ-আলম্বন প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে কারণে কেহই এ দেউলটিকে প্রাচীন "বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত উপাসনার স্থান" বলিয়া প্রচার করেন নাই। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত খাজুরাহের মন্দিরেও হস্তীমূর্ত্তি বিরল নহে। মামল্লপুরম্ অথবা মহাবল্লীপুরম্ স্থিত মন্দিরেও বিশালকায় হস্তী ও সিংহমূর্ত্তি দৃষ্ট

(১৯) গয়ার বরাবর পাহাড়ে লোমশ ঋষির গুহার প্রবেশ-দ্বারের facade বা সম্মুখভাগে গজ আলম্বন দেখিতে পাওয়া যায়। (History of Fine Art in India and Ceylon p. 20)। কঠিন quartzose gneiss প্রস্তরে পালিস করা গুহার দেওয়ালগুলি নির্ম্মাতৃগণের বিশেষ কৌশলের পরিচায়ক। এই গুহা-শ্রেণী সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে "অজীবিক" সন্ন্যাসীদের জন্য নির্ম্মিত হয়। (V. A. Smith's History p. 145).

হয়। বুদ্ধদেব নাকি পূর্ব্বজন্মে হস্তিপকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতাও স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন এক শ্বেত হস্তী তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং আর যায় কোথা? বেদীনিহিত একটি বালক ও একটি হস্তীর চিত্র অসঙ্কোচে জাতক-কাহিনী-সংক্রান্ত চিত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জাতক-কাহিনীর চিত্রাবলীর মধ্যে যে কোনও প্রকার পারম্পর্য্য রক্ষিত হইবে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, এবং যব দ্বীপের বরবুদুর প্রভৃতি স্থানের চিত্রগুলিও এই মতেরই সমর্থন করিতেছে। বেদীর একটি চিত্রকে শাম্ব ও সূর্য্যের মিলন বলিয়া ধরিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী অপর একটি ফলকের চিত্রটিকে জাতক কাহিনী-সংক্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করিলে চিত্র-পরিচয় সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ জন্মে। মন্দিরস্থিত সুবৃহৎ গজসিংহ মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সেগুলি নাকি বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী কেশরী-রাজগণের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে। হৈশলেশ্বর (২০) মন্দিরের গাত্রে শার্দ্দূল আলম্বনে বহুবিধ শার্দ্দূলের চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ হৈশল-বল্লালগণের লাঞ্ছন-স্বরূপ শার্দ্দূলচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইতেন। কোনারকে যেরূপ হস্তী-শ্রেণীর ন্যায় নরশ্রেণী বা সাদীসৈন্যশ্রেণী দেখা যায়, হৈশলেশ্বর মন্দিরেও সেইরূপ অশ্বশ্রেণী ও নরশ্রেণী বিদ্যমান, তাই ভিন্সেণ্টস্মিথ মহোদয় শার্দ্দূলগুলিকে লাঞ্ছন (emblem) বলিয়া স্বীকার না করিয়া "canonical scheme of decoration" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। এলোরা গুহায় আদিনাথ সভার বহির্ভাগে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী বা বিশ্রাম স্থান আছে তাহার গাত্রেও হস্তী, সিংহ ও অন্যান্য জন্তু

(চিত্র ৪৫)



হৈশলেশ্বর মন্দির। [পৃঃ ৮২

প্রভৃতির অসংখ্য চিত্র দেখা যায় (২১)। ডাঃ ফ্লিট্-প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আনুমানিক খৃঃ একাদশ শতাব্দীর যযাতি-কেশরী অথবা মহাশিবগুপ্ত এবং জন্মেজয় অথবা মহাভবগুপ্ত এই দুইজন ব্যতীত মাদলাপঞ্জীর বংশাবলী-বর্ণিত অপর কেশরী-রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। (২২) সুতরাং সোমবংশীয় নৃপতিগণের লাঞ্ছনরূপে না হউক (২৩) অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত স্থাপত্য-বিষয়ক অলঙ্কার-রীতির অনুযায়ী বলিয়া হংস আলম্বনের ন্যায় (goose frieze) গজসিংহ মূর্ত্তিগুলিও উড়িষ্যার মন্দিরাদিতে স্থান পাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় যে সুন্দর তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ ১৯১৯ খৃঃ অব্দের মর্ডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। বড় ঝাঁজি নামক যে জলজ উদ্ভিদের চিত্র কোনারক মন্দিরের উদ্গত স্তম্ভাদির (pilasters) গাত্রে পদ্ম-পত্রাদি অলঙ্কারের ন্যায় উৎকীর্ণ দেখা যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার স্থাপত্যেও সেইরূপ নক্সা লক্ষ্য

---

(২০) হৈশলেশ্বরের মন্দির হলেবিদ বা প্রাচীন দ্বারসমুদ্রে অবস্থিত। সম্ভবতঃ ১২০০ খৃঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় কিন্তু কার্ণিশ পর্য্যন্ত উঠিয়া মন্দিরটি আর সমাপ্ত হয় নাই।

(২১) Langle's Les Monuments de L'Hindoustan, Tome II. p. 75.

(২২) Ep. Indic. Vol. III. p. 324, 336 et. sqq.

(২৩) মহাশিবগুপ্ত বা যযাতির মরঞ্জমুরা তাম্রশাসনে যে seal অথবা মুদ্রা দেখা যায়, তাহাতে গজলক্ষ্মী বা কমলাত্মিকা-মূর্ত্তিঅঙ্কিত, শার্দ্দূলের চিহ্নমাত্র নাই (J. B. O. R. S. March 1916)। জন্মেজয়ের তাম্রশাসনে অঙ্কিত মুদ্রায় "a man in a squatting posture" বা উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তিমাত্র দেখা গিয়াছে। (Mr. B. C. Mozumdar's article in Ep. Indic. Vol XI p. 93 et. seq.).

করিয়াছেন (২৪) ; কিন্তু ইহাতে এইটুকুমাত্র বুঝায় যে, মকর-চিহ্ন প্রভৃতির ন্যায় এই জাতীয় স্থাপত্য-অলঙ্কারাদিও বৌদ্ধযুগ হইতে চলিয়া আসিয়া ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশের হিন্দু-মন্দিরাদিতেও স্থান পাইয়াছে। অশোকস্তম্ভে হংস-আলম্বন বা হস্তীর চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সকল স্থলেই যে তাহা বৌদ্ধভাব জ্ঞাপন করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি ? কেহ কেহ মন্দির-গাত্রস্থ একক বা আলিঙ্গনবদ্ধ, লতামণ্ডন (scroll work) রূপে অঙ্কিত, লীলায়িতপুচ্ছ নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তিগুলিও বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কশ্যপ-সন্তান সহস্র-সংখ্যক নাগগণের জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত আছে। (২৫) যক্ষ রাক্ষসের ন্যায় তাহারাও প্রায় demi-gods শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মনসাপূজা-কালে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ প্রভৃতি অষ্ট নাগের নামও যথাক্রমে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। নাগগণ হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে নাগদিগের উল্লেখ আছে বলিয়া, এবং সাঞ্চী ভারহুত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ স্থাপত্যে নাগমূর্ত্তি দেখা যায় বলিয়া, যে হিন্দু মন্দিরের নাগমূর্ত্তি গুলিও বৌদ্ধধর্ম্ম-পরিচায়ক বলিয়া ঘোষিত হইতে থাকিবে, ইহাও খুব ন্যায় সঙ্গত মনে হয় না। অবশ্য প্রাচীন রীতির বৌদ্ধ নাগমূর্ত্তিগুলির সহিত মধ্যযুগের (later Brahminical period) হিন্দু নাগমূর্ত্তির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। (২৬) কিন্তু তাই বলিয়া নাগমূর্ত্তি দেখিলেই বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া

(২৪) Orissa and her remains, p. 100.

(২৫) M. Ganguly, op. cit. p. 177-178.

(২৬) M. Ganguly, op. cit. p. 178.

মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমাদের বঙ্গদেশে একশ্রেণীর প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা গিয়া থাকে। (২৭) বৌদ্ধ স্তূপের গাত্রেও এরূপ চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশীয় এ শ্রেণীর কোন শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে এরূপ চিত্র দেখিয়া দেবালয়টি শিবপূজার্থে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে বৌদ্ধস্তূপ রূপে বিদ্যমান ছিল, এরূপ ধারণা করিলে যে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, জাতক-কাহিনীতে উল্লেখহেতু কোনারকে নাগ বা হস্তীচিত্র দেখিয়া বৌদ্ধপ্রভাব-বাদীরাও সেইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অপর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে কেঙ্গুর গ্রন্থের অন্তর্গত 'চন্দ সুত্তে'র বর্ণনা মতে চন্দ্র তাঁহার আশ্রয়-প্রার্থী হওয়ায় বুদ্ধদেব রাহুকে আদেশ করিয়াছিলেন যে সে যেন চন্দ্রমাকে আক্রমণ করিতে বিরত হয় এবং ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি কোনও অত্যাচার না করে। (২৮) পূর্ব্বোক্ত প্রকার তর্কের উপর নির্ভর করিতে গেলে বলিতে হয়, শেষাংশে বিকট-দংষ্ট্রা-বিশিষ্ট রাহুমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিয়া কোনার্কের সমগ্র নবগ্রহ প্রস্তর খানিও বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন। ক্ষোদিত চিত্রের নিম্নদেশে প্রাচীন শিল্পিগণ চিত্রের বিষয় বা নিজেদের নামধাম কিছুই লিখিয়া রাখিতেন না, তাই অনেক সময়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষেও বুঝিবার ভুল ঘটিয়া থাকে। আধুনিক কালে তাই দেখিতে

(২৭) J. A. S. B. (N. S) 1909 vol. V. p. 142.

(২৮) La legende de Rahu chez les Bouddhistes, par L. Feer pp. 14-17.

বৌদ্ধ প্রবাদ মতে রাহু শুধু চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিই আক্রোশ প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত নহে, পরন্তু পোত ধ্বংস করিয়া সমুদ্র পথে নাবিকদিগকে বিপন্ন করিয়া থাকে।—A. Foucher, L 'Iconographie' Bouddhique, p. 82.

পাই যে, যে চিত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-শিক্ষা-দান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ডাঃ কুমারস্বামীর ন্যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় শ্রেণীর মূর্ত্তিতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিত এখন তাহাই বৈষ্ণবগুরুর চিত্র বলিয়া মতপ্রকাশ করিতেছেন (২৯)। চিত্রটির যে প্রতিলিপিখানি প্রকাশিত হইল তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহা কেবল বৌদ্ধ চিত্রেরই নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে।

অপর একটি চিত্র লইয়াও এইরূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এটি স্থানীয় পাণ্ডাগণ পরশুরামের শরক্ষেপণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিত বিষণস্বরূপ বলেন, ইহা শরভঙ্গ নামক জাতক কাহিনীর চিত্র। বুদ্ধদেব শর-সন্ধান ও লক্ষ্যভেদ-প্রতিযোগিতায় বিনা শিক্ষায় অপর ধনুর্দ্ধরদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; তাহাই নাকি এ চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। পরশুরাম যে শরনিক্ষেপ করিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, সে কথা হিন্দু শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে, সুতরাং যে মন্দিরের গাত্রে সীতার বিবাহ, মহিষাসুর বধ প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত ছিল, যেখানে বিষ্ণু, বালগোপাল, বৃহস্পতি ও গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুদেব-দেবীগণের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেই মন্দিরে যে বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর চিত্রাবলী অসংলগ্ন, পারম্পর্য্যবিহীনভাবে মধ্যে মধ্যে স্থান পাইবে, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এটি পরশুরামের চিত্র বলিয়া স্বীকার করায় আপত্তি থাকিলে শরক্ষেপণ-পারদর্শিতার secular চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেই বা বাধা কি? কোণার্ক মন্দিরগাত্রে সেরূপ secular শিকার-চিত্রেরও তো অভাব নাই।

---

(২৯) Vishwakarma, part VII, plate, 72.

(চিত্র ৪৬)



বৈষ্ণব গুরু,
কোনারক।
[ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৮৬

আর একটি 'দণ্ডায়মান' মূর্ত্তির শিরোদেশে বিততফণ সর্পমূর্ত্তি দেখিয়া সেটিকে সমুচলিন্দ বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তি দুইটিকে শ্রেষ্ঠী-পত্নী সুজাতা ও তাঁহার দাসী পুন্না বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতা যাদু ঘরের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সর্পরাজ মুচলিন্দের সহিত একত্র-অবস্থিত যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল (৩০), তাহার সহিত এ-মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। শুধু সর্প-চিহ্ন দেখিয়া বৌদ্ধ বা জৈনমূর্ত্তি বলিয়া স্থির করা সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নহে। এ চিত্রটি স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও মহাশয়ের হিন্দু মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে বর্ণিত মধ্যম ভোগস্থানক শ্রেণীর লক্ষ্মী ও পৃথ্বী দেবীর সহিত একত্র দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। কোণার্ক মন্দিরের পীঠভাগে (plinth) গাছের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং ক্লোরাইট পাথরের সুন্দর চৌকাঠটির একাংশে মহালক্ষ্মী বা শ্রীদেবীর মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে। গাছের ছবি থাকিলেই যে তাহা বোধিদ্রুমের চিত্র হইতে হইবে এরূপ নহে। খণ্ডগিরির জৈন ভাস্কর্য্যেও রেলিং দিয়া ঘেরা বৃক্ষাদির চিত্র দেখা যায়। মহালক্ষ্মী, শ্রী বা গজলক্ষ্মী (৩১) প্রভৃতি মূর্ত্তি বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দুদিগের সাধারণ সম্পত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। সাঞ্চীস্তূপের মত খণ্ডগিরিতেও শ্রীমূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে, আবার পুরুষোত্তমে জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত লক্ষ্মী মন্দিরেও শ্রীমূর্ত্তি রহিয়াছে। ১৯০৪ সালের

(৩০) Centenary of the Indian Museum, Catalogue—p. 25, No. 6290.

(৩১) Late Rai Bahadur M. Chakravarty's Note on Dhaoli, Udaygiri and Khandgiri caves.

সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় উড়িষ্যার অপর অংশে অবস্থিত নরসিংহ-নাথ নামক মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য প্রণালী বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কোনারক মন্দিরের জগমোহনের সহিত নবম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে নির্ম্মিত এ মন্দিরটির জগমোহনেরও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে (৩২)। ইহারও চৌকাঠ কাল পাথরের, সুন্দররূপে ক্ষোদাই করা এবং সর্‌দালের (lintel) গাত্রে চামর-ধারিণী পরি-চারিকাসহ পদ্মাসনা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি অঙ্কিত। দুইপার্শ্বে দুইটি গজ শুণ্ডের দ্বারা দেবীর মস্তকোপরি দুইটি কলস ধারণ করিয়া আছে (৩৩)। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, ফার্গুসন (Fergusson) ও বার্জেস (Burgess) প্রণীত ভারতের গুহাক্ষোদিত মন্দির সমূহ (Cave temples of India) নামক গ্রন্থের ৭১ পৃঃ ১নং প্লেট (ছবি) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কটকের প্রাচীন গুহায় ও দক্ষিণ উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের দ্বারদেশে "গজলক্ষ্মী"-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় অতএব উহা যে এ মন্দিরেও স্থান পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্বস্তিক প্রভৃতি চিহ্নের ন্যায় শ্রীমূর্ত্তিও শুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই জন্যই মন্দিরাদির ভিত্তিগাত্রে বা দ্বারদেশে তাহা ক্ষোদিত করার প্রথা ছিল। এ শ্রেণীর সর্ব্ব-জন-গৃহীত-রীতি (Conventional design) কোন সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্য অনেকে উড়িষ্যার মন্দির গুলির বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন, কোনারকেও তাহার অভাব

(৩২) Arch. Survey (D. G's.) Ann. Rep. p. 125.

(৩৩) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে গজলক্ষ্মী নামে পরিচিত মূর্ত্তিগুলি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "কমলাত্মিকা" মূর্ত্তি এবং ডাঃ ফুসের মতে মায়াদেবীর মূর্ত্তি।

নাই। কেহ কেহ বলেন, এই বিকৃত রুচিপরিচায়ক মিথুনমূর্ত্তিগুলি বামমার্গাবলম্বী তান্ত্রিক মতের প্রবল প্রভাবের পরিচায়ক। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধগণ যাহাতে মন্দির-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে না চাহেন, সেই জন্যই এই সকল অশ্লীল চিত্রগুলি দেউল-বক্ষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাব-বাদীরা বলিয়া থাকেন যে এই সকল বিভিন্ন ভঙ্গীর যুগলমূর্ত্তি বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার মিলনের চিত্র। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বজ্রপাতনিবারণার্থ মন্দিরগাত্রে মিথুন-মূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট করিবে (৩৪)। উৎকলখণ্ডের বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ অগ্নিপুরাণেও সৌধাদির শাখাশেষে মিথুনমূর্ত্তি-সন্নিবেশ করিবার উপদেশ আছে (৩৫)। শ্রীযুক্ত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয় তাঁহার সিংহল ও ভারতীয় ললিতকলা বিষয়ক গ্রন্থেও এই রীতির উল্লেখ করিয়াছেন (৩৬)। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন, প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী নবরসের চিত্রাদির মধ্যে আদি রসযুক্ত চিত্রগুলি "আদৌ" বলিয়া কিছু অধিক মাত্রায় স্থান পাইয়াছে। সে যাহা হউক ইহা যে বিশেষভাবে বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন, তাহা কখনই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত রাণপুর নামক স্থানে 'পত্রিওঁকা মন্দর্' নামক জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথদেবের যে মন্দির আছে, তাহাতেও অশ্লীলতাব্যঞ্জক ভাস্কর্য্য নিদর্শন বহুলভাবে বিদ্যমান (৩৭)।

(৩৪) একাদশ অধ্যায়, উৎকলখণ্ড।

(৩৫) "মিথুনৈঃ পাদবর্ণাভিঃ শাখাশেষং বিভূষয়েৎ।" অগ্নি-পুঃ ১০৪, ৩০।

(৩৬) "Such sculptures are supposed to be a protection against evil spirits and so serve the purpose of lightning-conductors" p. 190 foot-note.

(৩৭) D. R. Bhandarkar in W. Circle, Progress Report, 1907-8, p. 58.

আলোক চিত্র হইতে যতদূর বুঝা যায় মুধেবার সূর্য্য মন্দিরেও এরূপ শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্য বিদ্যমান। বিভিন্ন দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মমতাদি আলোচনা করিলে মিথুনভাবদ্যোতক মূর্ত্তি বা চিহ্নাদি, মানবীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসাদির ক্রমবিকাশ ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী (Cosmic process) রীতিরই অঙ্গীভূত বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। মধ্য আমেরিকায় ষ্টিফেন্স (Stephens) ও ক্যাথারউড্ (Catherwood) এই দুই জনের অনুসন্ধানফলে অনেক বৃহদাকার সৌধের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির কার্ণিশে ব্রীড়াজনক (membra coujuncta in coitu) চিত্রের অভাব নাই (৩৮)। ওয়েষ্ট্রপ্ (Westropp) পানুকো (Panuco) প্রভৃতি নগরের মন্দিরে ও সাধারণ স্থানে লিঙ্গচিহ্ন খোদিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৩৯)। স্কুইয়ার (Squier) এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ভারতীয় শৃঙ্গার ভাস্কর্য্যের ন্যায় এই যুগল মূর্ত্তিগুলিতেও বিবিধ 'বন্ধ' প্রদর্শিত হইয়াছে (like those in India representing in various manners the union of the two sexes)। মেক্সিকোতে সূর্য্যই প্রধান উপাস্য দেবতারূপে পরিগণিত হইত এবং এসিয়ার ন্যায় এখানেও সৌরোপাসনা লিঙ্গপূজার সহিত জড়িত ছিল (৪০)। দুলর (Dulaure) পানুকো নগরে যে ক্ষোদিত বা আলেখিত চিত্রাদি দেখিয়াছিলেন, বারট্রাম্ (Bertram) তাহার অনুরূপ চিত্রাদি লাস্‌কালা (Tlascalla) নামক স্থানের দেবমন্দিরাদির (sacred edifices) গাত্রে অঙ্কিত দেখিতে পান। লাস্‌কালায় ক্রীক

---

(৩৮) Squier's Serpent Symbol. p. 48.
(৩৯) Primitve Symbolism. p. 33.
(৪০) Squier's Serpent Symbol p. 47.

(Creek) জাতির মধ্যেও সৌরোপাসনা প্রবলভাবেই প্রচলিত ছিল। সৌরকিরণের উৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া প্রাচীনকালে বিশ্বাস ছিল। তাহার সহিত সূর্য্যপূজাসম্পর্কিত এই সকল মিথুন চিত্রাদি অন্ততঃ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় সূর্য্যমূর্ত্তি সমূহের হস্তদ্বয়ে যে দুইটি পদ্ম দৃষ্ট হয় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত অবলম্বন করিতে গেলে তাহাও স্ত্রী ও পুং চিহ্নের সম্মিলন দ্যোতক। ভারত, চীন, জাপান, তিব্বত, তাতার, মিশর, আয়রল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের শিল্প, স্থাপত্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত পদ্ম চিহ্নের এই অর্থই অনুমিত হইয়াছে (৪১), সুতরাং যে প্রভাব সার্ব্বভৌমিক, তাহাতে কেন যে ধর্ম্ম-বিশেষের মতবাদ আরোপিত হইবে তাহা তো বুঝিতে পারি না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের মুখবন্ধে মাননীয় স্যার জে, জি, উড্রফ্ মহোদয় লিখিয়াছেন যে, ডাক্তার মেটারলিঙ্ক স্থানে স্থানে গথিক্ গির্জ্জার (cathedrals) গাত্রে ও এরূপ চিত্রাদি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৪২)। তাই উড্রফ্ মহোদয় বলেন, শুধু ভাবপ্রবণতা বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে প্রাকৃত (natural) তথ্যের মীমাংসা হয় না।

---

(৪১) Sex worship and symbolism of Primitive races, Dr. Sanger Brown II, pp. 56, 58, 59. "The lotus then, which is found throughout antiquity, in art as well as in religion, was a Sexual Symbol, representing to the ancients the combination of male and female sexual organs. It is another expression of the Sex worship of that period."

(৪২) M. Ganguly's Orissa and her remains, introd. p. xi.

মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে যে, কোনারকের গর্ভগৃহস্থ সূর্য্য ও চন্দ্র-মূর্ত্তি রাজা পুরুষোত্তমদেবের পুত্র নরসিংহদেবের রাজত্ব-কালে পুরী অথবা পুরুষোত্তমে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণের সূর্য্য মন্দিরে যে মূর্ত্তি রহিয়াছে অনেকের মতে ইহাই সেই সূর্য্যমূর্ত্তি। ইহার সন্নিকটস্থ মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় বুদ্ধমূর্ত্তি বলিতে চাহেন, কিন্তু ১৯১৩ খৃঃ অব্দে Modern World পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোণার্কের নবগ্রহ-প্রস্তর-নিহিত চন্দ্রমূর্ত্তির সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া এ মূর্ত্তিটিকে চন্দ্রমূর্ত্তি বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোনারকে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রমূর্ত্তিও যে পূজিত হইত এ প্রবাদটিও ইহার পোষকতা করিতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সৌরোপাসনা (Heliolatry) ভারতে পৃথক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই এবং পরে উহাই শিবোপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল; যেহেতু সূর্য্য, শিবের আটপ্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তিরই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধপ্রভাব-বাদিগণ এই মতটি স্বপক্ষে প্রয়োগের সুবিধা বুঝিয়া ইহার সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন; কারণ সৌরোপাসনা যদি সামান্য ধর্ম্মমত (subsidiary cult) বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বৌদ্ধমন্দির সৌরোপাসনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, এই মতটির সমর্থনেরও সুবিধা ঘটে। সৌরোপাসনা একসময়ে হিমালয় ক্রোড়স্থ কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড (৪৩)

(৪৩) মার্ত্তণ্ডমন্দির খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে (৭২৪ হইতে ৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে) রাজা ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার gable, trefoil-arch, quasi-doric স্তম্ভশ্রেণী প্রভৃতির চিত্র দেখিয়া মনে হয় যে কোনার্ক মন্দির এ আদর্শে নির্ম্মিত হয় নাই। মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ন্যায় কোণার্কে কোথাও স্তম্ভযুক্ত বারান্দা (peristyle) নাই এবং স্তম্ভগুলি ও 'ঝিঙ্গা' ফলের গায়ের মত খাঁজকাটা নহে।

মন্দির হইতে সমুদ্রতীরস্থ কোণার্ক পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশে সূর্য্য মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। (৪৪) এলোরার 'জানওয়াসা' নামক শৈব গুহার প্রাচীর গাত্রে সপ্তাশ্ব বাহিত রথে আরূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে (৪৫)। মধ্যভারতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সূর্য্য-মন্দিরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে (৪৬)। প্রাচীন শিলালিপিতেও সৌরোপাসনা বিষয়ক প্রমাণের অভাব নাই। কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত গোয়ালিয়র শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে হুণরাজ তোড়মানের পুত্র রক্তপিপাসু মিহিরকুল তাঁহার রাজ্যের পঞ্চদশ বর্ষে আনুমানিক ৫৩০ খৃঃ অব্দে একটি সূর্য্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মান্দাসোর শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্ব কালে ৪৯৩ খৃঃ অব্দে মালব তন্তুবায় সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সূর্য্য মন্দির, বহুরাজার রাজত্বের পর জীর্ণ হইয়া পড়ায়, পুনরায় উহার সংস্কার করা হইয়াছিল (৪৭)। ইন্দ্রপুর অথবা ইন্দোরের স্কন্দগুপ্তের আমলের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ সূর্য্য মন্দিরে যথানিয়মে তৈল সরবরাহ করা

(৪৪) স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে গোপাদিত্য, সাগরাদিত্য, চিত্রাদিত্য, নাগরার্ক, পর্ণাদিত্য, বালার্ক, বালাদিত্য, সাম্বাদিত্য প্রভৃতি সূর্য্য-মূর্ত্তির উল্লেখ রহিয়াছে পৃঃ ৪৭৮৭-৪৯৯৬ 'বঙ্গবাসী' সংস্করণ।

(৪৫) Les Monuments de L 'Hindoustan par M. Langle's Tome II. p. 89.

(৪৬) Report Arch. Survey W. India Vol. IX p. 73-74.

(৪৭) R. D. Banerji's "The Chronology of the late Imperial Guptas", Annals of the Bhandarkar Institute. Vol, I. part I. 1919. p. 79 ; Fleet's Gupta Inscriptions, p. 86.

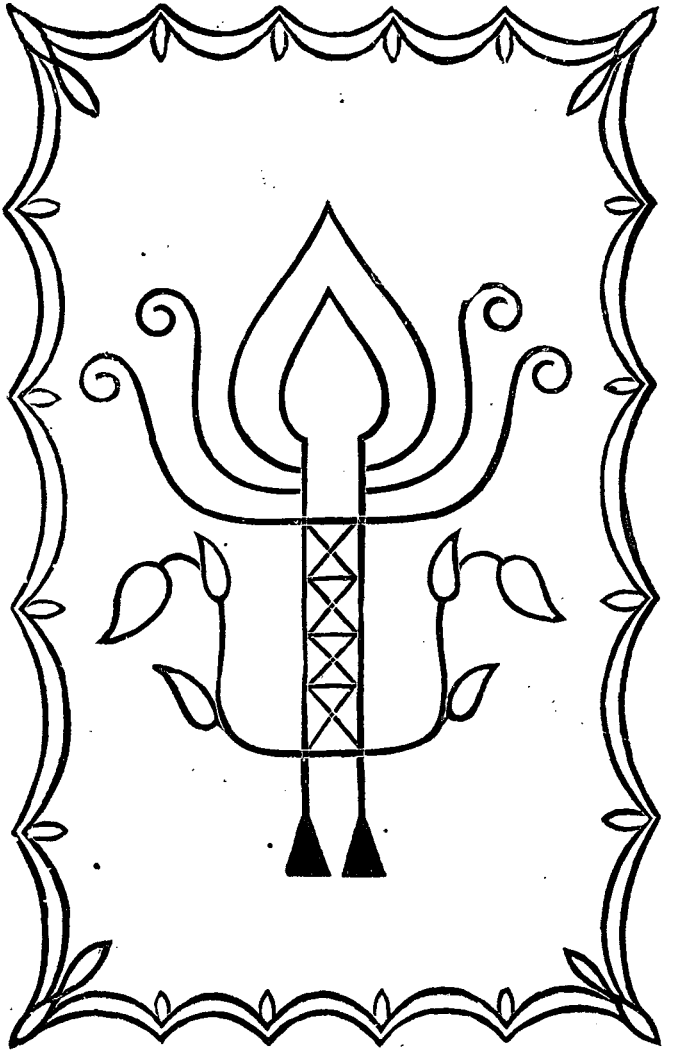
হইবে এই স্বর্ত্তে স্থানীয় তৈলিক শ্রমবায়ের হস্তে কতক সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। (৪৮) বঙ্গদেশেও সৌর প্রভাব বড় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেন-বংশীয় রাজা "পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীমৎ" কেশবসেন বা বিশ্বরূপ সেন আপনাকে "পরমসৌর" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। তাঁহার তাম্রলিপির প্রথম শ্লোকেই "নমো নারায়ণায়" শব্দের পরেই—

"বন্দেঽরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকার
কারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুক্তি হেতুং"

প্রভৃতি বচনে সূর্য্য-বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালার মেয়েলী ব্রতেও বৈদিক দেবতা সূর্য্যের উদ্দেশ্যে এখনও ছড়া বলা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'মাঘমণ্ডল' ব্রত প্রসঙ্গে আমাদের কুললক্ষ্মীদিগের মনোমদ ভাষায় কুয়াশা ভাঙ্গিয়া সূর্য্যের অভ্যুদয় ও শীতের পরাজয়, মধুমাসে চন্দ্রকলার সহিত সূর্য্যের বিবাহ এবং বসন্তের জন্ম ও মৃত্তিকার সহিত পরিণয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক-ঘটনা-পারম্পর্য্য-মূলক (nature myth) রূপক-কাহিনীর যে সুন্দর বর্ণনা সঙ্কলিত করিয়াছেন (৪৯) তাহাতে দেখা যায় যে আদিম সৌর প্রভাব এখনও বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত হয় নাই। বঙ্গের শুদ্ধান্তে মূর্ত্তি গড়িয়া সূর্য্যপূজা হয় না বটে কিন্তু মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী বা অর্ক পুষ্প আকারের সূর্য্য মূর্ত্তিতে বঙ্গীয় রমনীর স্বাভাবিক প্রসাধন-শিল্প-চাতুর্য্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও বড় কম প্রশংসনীয় নহে। সূর্য্য-পূজা, নারায়ণপূজায় কি শিবোপাসনায়

(৪৮) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 71.
(৪৯) বাংলার ব্রত, পৃঃ ৩৭ et Sqq.

(চিত্র ৪৭)



মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী বা অর্কপুষ্প আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৯৪

পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা বিচার করিবার স্থান ইহা নহে, তবে এই শ্রেণীর শ্লোক ও সাধারণের মধ্যে "সূর্য্যনারায়ণ" প্রভৃতি প্রচলিত শব্দ হইতে সূর্য্যোপাসনা নারায়ণোপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণুর ধ্যানে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি মন্ত্র, তুলনা করিলে, বিষ্ণুই যে সূর্য্য তাহা বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতার যাদুঘরে (মিউজিয়মে) রক্ষিত, শিরোভাগে পদ্মচিহ্ন-চিহ্নিত সূর্য্য-নারায়ণ-শিলা আজিও ইহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। কথিত আছে, মার্ত্তণ্ডমন্দিরে সূর্য্যমূর্ত্তিও বিষ্ণু নামেই স্থানীয় লোকের মধ্যে পরিচিত ছিল ('local name of Vishnu as Sun-God')। সূর্য্যমূর্ত্তি বিহার ও বঙ্গদেশের বহুস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে ডাঃ ব্লক্ মালদহে একটি আদিত্যমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর একটি সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বহরমপুরের অনতিদূরবর্ত্তী অমরকুণ্ডগ্রামের গঙ্গাদিত্য নামক অশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এ মূর্ত্তিটি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। জেমো-কান্দির রাজবাটীতেও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মুর্শিদাবাদে গোকর্ণ থানার অন্তর্গত পাতাণ্ডা গ্রামে কুশাদিত্য নামক সূর্য্যমূর্ত্তি অদ্যাবধি যথারীতি পূজিত হইয়া থাকে (৫০)। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্ (সরকারী যাদুঘর) ব্যতীত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালাতেও অনেকগুলি সূর্য্যমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে

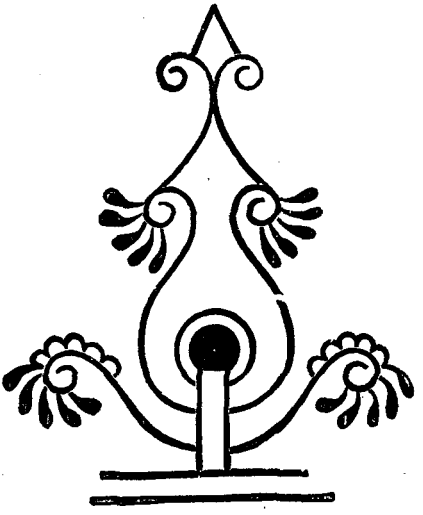
(৫০) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৪ ভাগ পৃঃ ১৪৪।

কৃষ্ণনগর নেদীয়ার পাড়ার সন্নিকটে "শ্রীসূর্য্যধর্ম্মরাজ" নামক দেবতার পূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শুনিয়াছি। ইহা যে সূর্য্যপূজারই প্রকারভেদ তাহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালী রমণীর 'ইতু' পূজা ও হিন্দুস্থানী (বেহারী) নারীগণের 'ছট্ পরব' যে সৌরোপাসনা-সম্পৃক্ত এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। পুরাকালীন সূর্য্যপূজার সহিত স্ত্রীজন-অনুষ্ঠিত এই সকল পর্ব্বের সম্বন্ধ নির্ণয় বিশেষ কৌতূহলকর সন্দেহ নাই। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও স্থানে সূর্য্যমূর্ত্তি ষষ্ঠী প্রভৃতি নামে পূজিত হইতেছে (৫১)। পাটনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী পট্টনেশ্বরীর মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি বৃহদায়তন সূর্য্যমূর্ত্তি রক্ষিত আছে দেখিয়াছি। বিহার মহকুমার অন্তর্গত কুণ্ডিনপুর গ্রামস্থ মন্দিরে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বহুসংখ্যক সূর্য্যমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর মহাশয় রাজপুতানা ভ্রমণ-প্রসঙ্গে সিরোহীর অন্তর্গত খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বসন্তগড়ের সূর্য্যমন্দিরের এবং যোধপুরের অন্তর্গত ওসিয়া (Osia) নামক স্থানে অবস্থিত অষ্টম শতাব্দীর অপর একটি সূর্য্য মন্দিরের বিবরণ (৫২) পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত করিয়াছেন। দুইটি মন্দিরই বহু কারুকার্য্যে ভূষিত। গুজরাটে মুধেরার সূর্য্যমন্দিরও প্রাচ্য শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। বর্ত্তমানে ভগ্নদশাপন্ন হইলেও ভারতীয় স্থাপত্যের এ কীর্ত্তিস্তম্ভটি সহজে বিস্মৃত হইবার নহে। বোম্বাই প্রদেশে পোড়বন্দর যাইবার পথে

(৫১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চুঁচুড়ার সূর্য্য-মূর্ত্তি ১৮ ভাগ পৃঃ ১২৩।

(৫২) Progress Report Arch. Survey W. India, 1905-6, p. 51-52.

(চিত্র ৪৮)



মেয়েলী আলপনায় তামার বেড়ী আকারের সূর্য্যমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৯৫

মিয়ানির নিকট 'সোমাদিত্য' নামক সূর্য্যমূর্ত্তি অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে সূর্য্য ব্যতীত 'রাণ্ডল' নামক তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয় (৫৩)। কাঠিওয়াড় প্রদেশে থান নামক স্থানের বিখ্যাত সূর্য্যমূর্ত্তি স্থানীয় প্রবাদ মতে রাজা মান্ধাতা কর্ত্তৃক সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৫৪)। খান্দেশে, বাঘ্‌লী নামক স্থানে, ও সোমনাথ-পট্টনে সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান (৫৫)। ডাঃ স্যুক্‌ঠাঙ্কর সিরোহী রাজ্যের অন্তর্গত বর্মাণ, নামক স্থানের সূর্য্যমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, অদ্যাবধি যে সকল সুপ্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে ইহা যে তাহাদিগেরই অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই (৫৬)। এ প্রসঙ্গে উত্তরাপথস্থিত মধ্যযুগের যোগেশ্বরের সূর্য্যমূর্ত্তির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে (৫৭)। যে সূর্য্য-পূজা এককালে ভারতে এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একবারে প্রভাবশূন্য subsidiary cult মাত্র হইলে কাশ্মীর হইতে কোণার্ক পর্য্যন্ত কখনই এতগুলি সূর্য্য মন্দির নির্ম্মিত হইত না। কোনারকের মন্দিরও যে সৌরোপাসনার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং এখানে সৌরোপাসনা যে, মৈত্রাদিত্য দেবের মন্দিরে রূপান্তরিত, রথাকৃতি বৌদ্ধমন্দিরে, পরগাছার ন্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া, শৈবোপাসনায় পরিণত হয় নাই, ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞদিগের মতে বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবতার আদর্শে অনেক স্থলে তাঁহাদিগের দেবতাগুলি গড়িয়া লইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাযান মতের বৌদ্ধদেবতা মারীচী

(৫৩) Progr. Rep. Arch. Surv. W. Circle, 1899, p. 5.
(৫৪) Ibid, p. 2.
(৫৫) Progr. Rep. Arch. Surv. W. Circle, 1891-92.
(৫৬) Progr. Rep. Arch. Surv. W. Circle, 1917, p. 59.
(৫৭) Progr. Rep. Arch. Surv. N. Circle, 1914, p. 10.

দেবীর উল্লেখ করা যাইতে পারে (৫৮)। মারীচী নামের সাদৃশ্য অনুসন্ধান করিলে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে মরুদ্‌গণের অন্যতম একটি দেবের কথা মনে পড়ে, কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে মারীচী দেবী যেরূপ পরিকল্পিত হইয়াছেন তাহাতে মারীচী মূর্ত্তি সূর্য্যমূর্ত্তিরই বিকৃতি বলিয়া মনে হয়। সপ্তাশ্ব-বাহিত সূর্য্যের ন্যায় মারীচী সাতটি শূকর কর্ত্তৃক বাহিত। রথোপরি দণ্ডায়মানা দেবীমূর্ত্তির তিনটি মুখের মধ্যে একটি মুখও শূকরসদৃশ। ইহা হইতে হিন্দুর উপাস্য দেব দেবীর উপর বৌদ্ধপ্রভাব অনুমিত না হইয়া বৌদ্ধ দেবতা সম্বন্ধে হিন্দু প্রভাবই প্রমাণিত হয় (৫৯)।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোনারকের ভাস্কর্য্য-বিষয়-আলোচনা-কালে কোথায়ও বৌদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রাদির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন নাই। পুরাতত্ত্ব-বিভাগের রিপোর্ট সমূহেও ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও কোনারকে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন মূর্ত্তি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। হেভেল, ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি অভিজ্ঞগণও এ-সম্বন্ধে নীরব।

---

(৫৮) J. R. A. S. 1898, pp. 579-580.

(৫৯) শ্রীযুক্ত ফুসে প্রণীত Iconographie Bouddhique গ্রন্থের ২য় চিত্র ও ডাক্তার ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ প্রণীত History of Fine Art in India গ্রন্থের ১২৯ চিত্র দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে "মারীচী শব্দ,...মরীচী হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে সুতরাং এই মূর্ত্তি সূর্য্যের 'শক্তি' হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আবার মারীচীর সপ্তবরাহ তামসীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যের উদয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে।" সারনাথের ইতিহাসে (পৃঃ ৮১) অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরাহ অবতারের 'শক্তি' বারাহী দেবীর সহিত মারীচীর সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "মারীচী মূর্ত্তির তত্ত্ব বড়ই জটিল ও রহস্যময়।" (পৃঃ ৮২)।

(চিত্র ৪৯)



বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় রক্ষিত বঙ্গদেশীয় সূর্য্যমূর্ত্তি।

[বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে] [পৃঃ ৯৫

তাঁহাদের ভাস্কর্য্য ও ললিতকলা-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব-সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, কোণার্ক যে পূর্ব্বে বৌদ্ধতীর্থ ছিল ইহার প্রমাণ অতি সামান্য ও অসন্তোষজনক ('very meagre and unsatisfactory') (৬০)। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে, তথাকথিত বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি যে বৌদ্ধপ্রভাবের নিঃসন্দেহ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোনারকে একখানি মাত্র ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরীক্ষার ফলে উহার অক্ষরগুলি যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে এইরূপই স্থিরীকৃত হইয়াছে (৬১)। সুতরাং যতদিন প্রাচীন লিপি বা লেখ প্রভৃতি বিজ্ঞান-সম্মত প্রমাণ আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন কোণার্কমন্দির বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট বা বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত বলিয়া বিবেচনা না করাই সঙ্গত।

---

(৬০) Ant. Oriss, Vol II. p. 148.
(৬১) J. B. O. R. S. Vol. III. Pt. II.

পরিশিষ্ট।

পৃঃ ৫৫, কোনারকের কথা।

খাজুরাহো।

কোণার্ক মন্দিরের স্থাপত্য প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ খাজুরাহোর চিত্রগুপ্তের মন্দিরের স্থাপত্য প্রথার সহিত উড়িষ্যার স্থাপত্য প্রথার নিকট-জ্ঞাতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন (১)। আমরা 'পুরীর কথা' খণ্ডে শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য প্রসঙ্গেও এ সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছি (২) সুতরাং খাজুরাহোর মন্দিরগুলির একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

খাজুরাহো বুন্দেলখন্দের অন্তর্গত ছত্তরপুর অথবা ছত্রপুর নামক করদরাজ্যে অবস্থিত। বুন্দেলখন্দের প্রাচীন নাম জিঝোতি অথবা জেজাভুক্তি। মহোবায় আবিষ্কৃত একখানি লিপিতে জেজো ও বিজ এই দুইটী নাম পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত নাম হইতে জেজাভুক্তি নামের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (৩)। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যাজভূক্তি চি-চি-তো নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইউয়ান চোয়াংএর ভারত-ভ্রমণ ৬৪১ খৃঃ অব্দের কথা। তারপর ১০২২ খৃঃ অব্দে গজনীর সুলতান মামুদের কলিঞ্জর অভিযানকালে

(১) Bishanswarup's Konarka, p. 40.

(২) পুরীর কথা, পৃঃ ৬৫।

(৩) Ep. Ind. Vol. IX. p. 284, N. 6; Ibid, Vol, X. p. 48.

এই স্থানে অবস্থিত থাকিলেও দ্বাদশটি হিন্দু মন্দিরের সম্পর্কে প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ নগর-সীমায় বাস করিতেন। স্বর্গগত কানিংহাম মহাশয়ের মতে জিঝোতির পশ্চিম সীমায় বেতোয়া নদী, পূর্ব্ব সীমায় মৃজাপুরের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির, উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-স্থান অবস্থিত। আচার্য্য স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে জিঝোতীয় ব্রাহ্মণ-কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এই ভূভাগেই সেই ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া শুনা যায়। জেনারল কানিংহাম লিখিয়াছেন, যমুনার উত্তরে ও বেতোয়ার পশ্চিমে তিনি কোনও জিঝোতীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার লক্ষ্য করেন নাই (৪)।

প্রবাদ মতে নগরের তোরণদ্বারস্থ দুইটি সুবর্ণময় খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে খাজুরাহো নামের উৎপত্তি হয়। খাজুরাহে খাজুর-সাগর ও শিবসাগর বলিয়া দুইটি দীর্ঘিকা আছে। গ্রামের পশ্চিমাংশে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরগুলি শিবসাগরের সান্নিধ্যে অবস্থিত। জৈন মন্দিরগুলির অবস্থান গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে। এই সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষ প্রায় একবর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। গান্ধাই নামক

বহির্ভাগে, ভগ্নাবশেষ মধ্যে একটি বৃহদায়তন মূর্ত্তির পাদপীঠ পাওয়া যায়, তাহাতে "যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভব" প্রভৃতি বৌদ্ধমন্ত্র লেখা ছিল। ১৩১৫ খৃঃ অব্দে আরব ভ্রমণকারী ইবন্ বতুতা যখন খাজুরাহে আগমন করেন, তখন এখানে একশ্রেণীর জটাধারী যোগী সম্প্রদায় বাস করিতেন। ইবন্ বতুতা লিখিয়াছেন যে প্রায়শঃ উপবাস করিতেন বলিয়া ইহাদের দেহের বর্ণ পীতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা করিবার জন্য অনেক মুসলমানও ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন।

খাজুরাহোর প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে চন্দেল-রাজপুত বংশের এবং প্রভাবশালী গুপ্তরাজবংশের স্থাপত্য চিহ্নগুলিই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান খাজুরাহো গ্রামে এখনও যে প্রায় বিশ-ত্রিশটি মন্দির অল্পাধিক জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেগুলি চান্দেল-বংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দেরও প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া উহার প্রায় একশত বৎসর পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত—দুই তিনটি সুদীর্ঘ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খাজুরাহোতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ ৯৫৪ অব্দ হইতে প্রায় ১০০২ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ (৫)।

সমগ্র মন্দিরগুলির এক-তৃতীয়াংশ জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত, অপর তৃতীয়াংশ শৈব এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বৈষ্ণব মন্দির। কেহ কেহ ইহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অভাব এবং রাজশক্তির নিরপেক্ষ ব্যবহারের জাজ্বল্যমান নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন (৬)।

---

(৫) Ep. Indic. Vol. I. p. 123-153.

(৬) Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture Vol, II. p. 141.

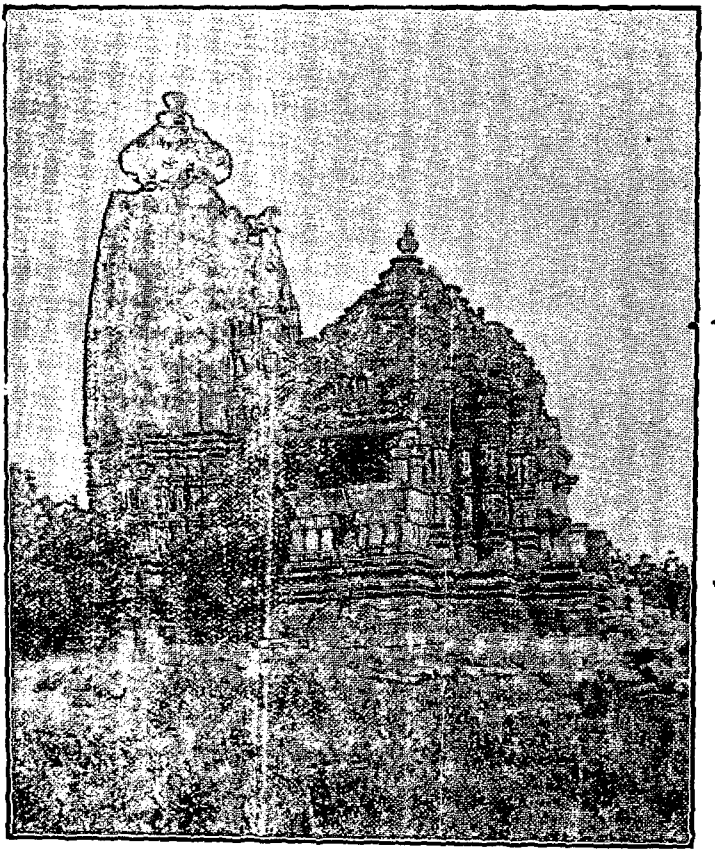
এখানকার সকল মন্দিরগুলিই উত্তর-দেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-প্রথায় নির্ম্মিত। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় প্রণীত "ভারতীয় স্থাপত্য" (Indian Architecture) নামক গ্রন্থে খাজুরাহো প্রসঙ্গে কান্ধারিয়া ('কন্দর্য্য' ?) মহাদেবের মন্দিরটিই বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেট স্মিথ শিল্প-সৌন্দর্য্যে খাজুরাহোর বিশ্বনাথ মন্দির প্রধান প্রধান হিন্দুমন্দিরগুলির অন্যতম বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন (৭)। এখানকার মন্দিরসমূহের অধিকাংশই কঠিন নিস্ (gneiss) প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই দেউলগুলি যেরূপ বিশালকায়, সেইরূপ আবার সুন্দর শিল্পকলায় বিভূষিত।

নিস্ পাথরে বাটালি ভাল চলেনা বলিয়া ক্ষোদাই-কার্য্য করিবার জন্য মন্দির-গাত্রস্থ কোলঙ্গা কার্ণিস প্রভৃতিতে বালিয়া পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। কয়েকটি মন্দিরে ভারতীয় প্রথায় নির্ম্মিত গম্বুজগুলি বড়ই সুন্দর—স্থপতির অদ্ভুত কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত। গ্রথিত প্রস্তররাশির পাটিগুলি (courses) অপূর্ব্ব কৌশলে একটি অপরটির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। অভিজ্ঞগণের মতে স্থাপত্য-শিল্পের পারিপাট্য-নিদর্শক উদ্‌গত অংশ (cusps) গুলিও বড়ই সুন্দর।

শ্রীযুক্ত হেভেল যথার্থই বলিয়াছেন যে মুধেরা, খাজুরাহো, দাভোই, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি যদি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে মোগল যুগে আগ্রার তাজ ও 'মতি' মসজিদ, দিল্লীর জামী মস্‌জিদ ও বিজাপুরের মুসলমান সুলতান-গণের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ প্রাসাদ ও উপাসনা-গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা কখনই সম্ভব হইত না। মোগল সম্রাট ও তাঁহাদের

(৭) V. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p. 28.

(চিত্র ৫০)



বামন মন্দির, খাজুরাহো।

[শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত আলোক চিত্র হইতে —
ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে] [পৃঃ ১০৬

অধীন শাসন-কর্ত্তৃগণ হিন্দুস্থাপত্যপ্রতিভার সদ্ব্যবহার করিয়াই মুসলমান-ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন (৮)।

পালিতানার জৈন মন্দিরের শিখরের ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরের শিখরগুলিও উদ্গত স্তম্ভ-বিশিষ্ট।

ইংরাজ স্থপতিবিদ্ শ্রীযুক্ত সিম্পসন্ রথের বংশ-নির্ম্মিত আবরণ হইতে ভুগ্নতা-বিশিষ্ট (curvilinear) শিখরাদির উদ্ভব হওয়া সম্বন্ধে যে মতবাদের সমর্থন করিতেছেন, প্রদর্শিত চিত্রটি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন যাজকভুক্তির অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর মন্দিরাদির শিখর সম্বন্ধে ইহা যে কতদূর প্রযোজ্য পাঠকগণ সহজেই তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। খাজুরাহোর প্রধান মন্দিরগুলিতে মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ ব্যতীত অর্দ্ধমণ্ডপও দেখা গিয়া থাকে। সম্মুখভাগে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত মণ্ডপস্থানীয় প্রবেশপথ এতদ্দেশীয় মন্দিরের বিশেষত্ব বলিয়াই মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মণ্ডপের ছাদের ক্রমবিন্যাস দেখিয়া তাহা কেমন যেন 'গোলমেলে' বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু পাশ হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, একটি আর একটির উপর বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই বিন্যস্ত রহিয়াছে।

এখানকার সকল মন্দিরগুলিতেই আমলকের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কন্দর্য্য মহাদেবের মন্দিরে চারিপার্শ্বের পরিক্রমণ-পথ সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিশ্বনাথ মন্দিরের সুবৃহৎ হস্তীমূর্ত্তি কোনারকের হস্তীমূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর না হইলেও ভারতীয় ভাস্কর্য্যে জান্তব প্রতিকৃতির নিতান্ত অযোগ্য দৃষ্টান্ত নহে। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরই খাজুরাহোর প্রাচীনতম মন্দির। ইহা স্থাপত্য অলঙ্কার-

---

(৮) Havell's Indian Architecture, p. 2.

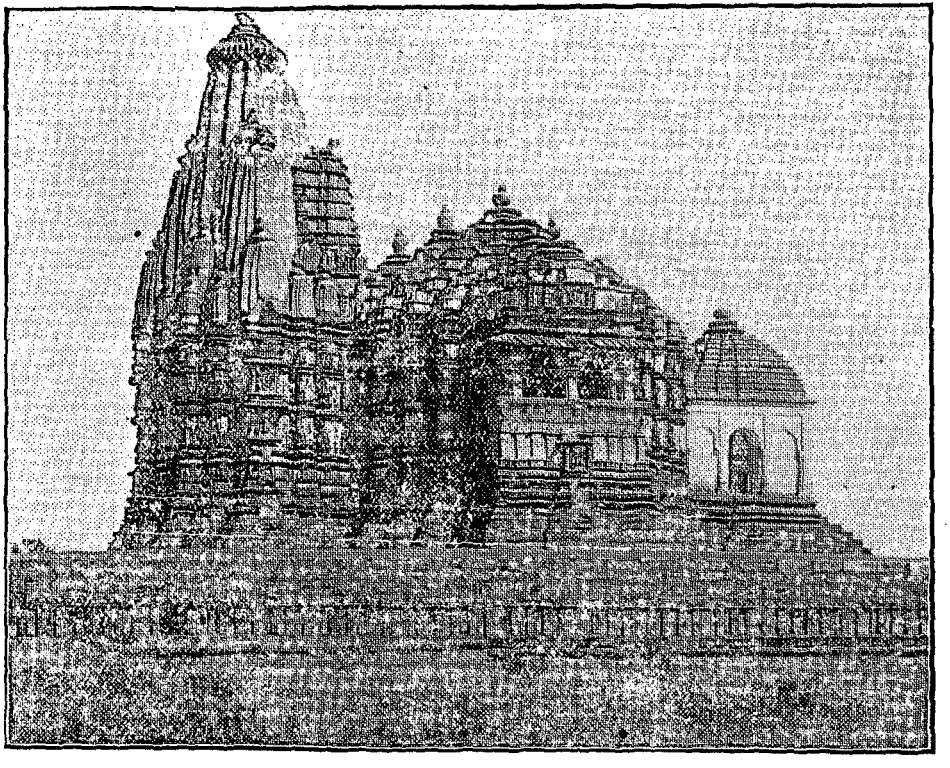
বর্জ্জিত বলিলেও হয় এবং ইহার গঠন-প্রণালীও অন্য দেউল হইতে ভিন্ন রকমের। কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা ৯০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দির কয়টি ব্যতীত দেবী জগদম্বা, মৃত্যুঞ্জয় শিব, বামন ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের মন্দির পুরাতত্ত্ববিদ্ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু দর্শক উভয়েরই নিকট সমান আদরণীয়। সৌধসংলগ্ন 'কুটিল' লিপির অক্ষরাদি পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে বামন-মন্দিরটি দশম বা একাদশ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত। উড়িষ্যার মন্দিরের সহিত ইহার আকৃতি-গত সাদৃশ্য প্রতিকৃতি দর্শনমাত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। 'ছত্রকা-পত্র' সূর্য্য মন্দির। গর্ভগৃহের প্রবেশ-দ্বারের উপরিভাগে তিনটি সূর্য্য-মূর্ত্তি এবং গর্ভগৃহের ভিতরে, প্রায় পাঁচফুট উচ্চ পদ্ম-পুষ্পধারী দ্বিভুজ সূর্য্য-মূর্ত্তি আছে। ইহাই মন্দিরের প্রধানতম বিগ্রহ। এই মন্দিরের শিখরদেশ হইতে উদ্গত শিখরাকৃতি ক্ষুদ্র চূড়াগুলি—উত্তরদেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-স্থাপত্য-প্রথার প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর মন্দিরগুলিতে বিভিন্নপ্রকার বৈশিষ্ট্য অবলম্বিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর্য্যবর্ত্ত-প্রণালীর দেউলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের বিখ্যাত মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

খাজুরাহোর ক্ষোদিত চিত্রাদির আলোক-চিত্র দেখিয়া (৯) উড়িষ্যার মন্দির-ভাস্কর্য্যে মিথুন-লীলার কথা স্বতঃই মনে আসে বটে,

(৯) বিশ্বনাথ-মন্দিরে মিথন-মূর্ত্তি ও কামলীলার চিত্রের অভাব নাই। জগদম্বামন্দিরে অশ্লীল চিত্র আছে বটে, কিন্তু উহা কান্ধারিয়া মহাদেবের মন্দির-গাত্রস্থ চিত্রাদির ন্যায় বীভৎসভাবে প্রকট নহে।

(চিত্র ৫১)



ছত্রকা পত্র মন্দির, খাজুরাহো।

[শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোক চিত্র হইতে—ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে] [পৃঃ ১০৬

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে রাজপুত ও উড়িয়া শিল্পিগণ একই প্রথা অবলম্বন করে নাই। ধরা-বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিলে উভয় দেশীয় চিত্রে বন্ধবিন্যাস প্রভৃতির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইত না।

এখানে কোনও কোনও আলম্বনে বহু নরনারী সহস্র বন্ধে শ্রেণীবদ্ধভাবে চারিদিকে বেড়িয়া অবস্থিত দেখিতে পাই; কেবল দুই-দুইটি তিন-তিনটি করিয়া বিভিন্ন ফলকে সন্নিবিষ্ট নহে। কোণার্ক ভাস্কর্য্যের সে ললিত সৌন্দর্য্য এগুলিতে নাই,—কামনার তরঙ্গ-ভঙ্গে মানব-মানবীর পশুত্বই যেন সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পৃঃ ৬৭, কোনারকের কথা।

উৎকলমন্দিরে গজসিংহ মূর্ত্তি।

কোনারকের তথাকথিত বৌদ্ধ প্রথার প্রসঙ্গে আমরা তত্রস্থ গজ-সিংহ মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করিয়াছি। বিংশতি ফিট্ উচ্চ এইপ্রকার একটি বিরাটমূর্ত্তি সহজেই দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। শুধু কোনারক বলিয়া নহে ভুবনেশ্বরেও গজসিংহ মূর্ত্তির অভাব নাই। স্বর্গীয় ষ্টার্লিং তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থে লিঙ্গরাজ মন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ শিখর-সন্নদ্ধ সুবৃহৎ গজসিংহ মূর্ত্তিটির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারে সিংহ সাধারণতঃ এই ভাবেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও কেশরী যে বিশালকায় হস্তীকে বিনাশ করিবার বল ধারণ করে ইহাই তাহার পশুরাজ আখ্যার বিশেষত্ব, এবং হিন্দু সাহিত্যে সিংহবাচক শব্দের সহিত এতদর্থে প্রযুক্ত বিভিন্ন বিশেষণাদিও

ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (১)। ষ্টার্লিংএর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার অষ্টাশী বৎসর পরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় 'গজসিংহের' 'গজ' মূর্ত্তিগুলিকে বৌদ্ধধর্ম্মজ্ঞাপক সিংহ কল্পনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোণার্কের গজের উপর দণ্ডায়মান সিংহ-মূর্ত্তিগুলি হইতে বুঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কেশরী রাজগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল এবং শুধু কোণার্কে নহে, ভুবনেশ্বরের কেশরী বংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দির সমূহেও এই প্রকার মূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে (২)। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের এ অনুমান যে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না, 'কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব' অধ্যায়ে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত একদিন কথা প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করার সুযোগ ঘটায়, তিনি সুপরিচিত উদ্ভট শ্লোকের 'ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং' প্রভৃতি আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে সিংহের বিক্রম শিল্পে প্রকাশ করিতে হইলে, পশুরাজকে হস্তী-হননিরত রূপেই পরিকল্পনা করা কর্ত্তব্য।

অধ্যাপক মজুমদার মহাশয়ের মত সমীচীন বোধে, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রে প্রকাশিত মল্লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধে একথা উল্লেখ

---

(১) 'The figure on the eastern face is by far the largest, and it has between its feet, an elephant of comparatively diminutive size on which he is trampling. This it may be observed, is the common mode of representing the lion of Hindu mythology, one of the epithets of which is, Gaja machula, or the destroyer of the Elephant." Stirling's Orissa, reprint 1904, p. 97.

(২) Bishan Swarup's Konarka, p. 64.

করিয়াছিলাম (৩)। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কোণার্ক মন্দির যে কোনও কেশরী নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই, সুতরাং গজসিংহের সিংহ-মূর্ত্তিগুলি কেশরীরাজদিগের চিহ্নরূপে গৃহীত হইতে পারে না। গঙ্গাবংশীয় গজপতি রাজগণ কেশরীদিগের পরবর্ত্তী কালে উৎকলরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন; সুতরাং অপর একটি প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া গজ মূর্ত্তিগুলি গজপতি রাজবংশ জ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করিলে, ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ না করিয়া, এই গজসিংহ অথবা 'কেশরী'গুলিকে উড়িষ্যা বিজয়ী কেশরী বংশের সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে গজ ও সিংহ বিষয়ক উপমাদি কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষতার সহিত বিবেচনা করিলে সকল সন্দেহের নিরসন হইবে বলিয়া মনে হয়। বজ্রদত্ত বিরচিত 'লোকেশ্বরশতকম্' নামক গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে (৪) দেখিতে পাই, অবলোকিতেশ্বরের পদাঙ্গুষ্ঠ ব্রহ্মার জটারণ্যশায়ী সিংহরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, এবং এই অঙ্গুষ্ঠ সিংহের বিক্রমে পাপরূপ হস্তী সকল যে কম্পমান হইয়া থাকে সে কথাও ঐ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ৫৩ সংখক শ্লোকে পশুরাজ যে মদজলস্রাবী গন্ধোদ্গারী গজযুথকে গ্রাস করিয়া থাকেন তাহাও সালঙ্কারে উল্লিখিত আছে (৫)। সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও সিংহের

(৩) Alleged Buddhist influence in the Sun temple at Konarnk, Ind. Antiq. Vol. XLVII, August, 1918.

(৪) Lokesvara Satakam, Ed. Mlle. Suzanne Karpeles, p. 43 (399) reprinted from Journal Asiatique 2.

(৫) Ibid, p. 58 (414).

সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত উক্ত প্রবন্ধের অনুবাদ 'সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান' নামে ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; মূলপ্রবন্ধ লেখক ও অনুবাদক মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে উহা এই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল। ভরসা করি পাঠকগণ ইহা হইতে গজ-সিংহের প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় (১) 'উল্টাগজ বিরাজসিংহ' (২), 'উল্টাগজসিংহ' এবং (৩) 'ছিদ্দাউদগজ সিংহ' এই তিন প্রকার গজসিংহ মূর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণে এগুলির পরস্পরের সহিত পার্থক্য বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মূর্ত্তিতে 'গজ' হীন ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া উপবিষ্ট, সিংহমূর্ত্তিটি সশৃঙ্গ, সূক্ষ্মাগ্র কর্ণবিশিষ্ট, পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইয়া গজের উপর আক্রমণের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। সিংহের শৃঙ্গ তৃণপত্রভোজী জন্তুর শৃঙ্গের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত নহে, দেখিতে অনেকটা বৃক্ষপত্রের ন্যায়। 'বিরাজ সিংহ' মন্দিরের কোণক ও অনর্থপাগ নামক অংশের মধ্যবর্ত্তী কুলুঙ্গীগুলিতে

অধিকার করিয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলিতে উদগ্র সিংহের উপর স্ত্রী বা পুরুষ আরোহী উপবিষ্ট। আরোহী সিংহের মুখ-সন্নদ্ধ বল্গা ধারণ করিয়া থাকে। সিংহের মুখ হইতে পুঁথিবসান ঝাঁপ্পার (beaded tassels) ন্যায় এক প্রকার অলঙ্কার ঝুলিতে থাকে। 'ছিদ্দাউদ গজসিংহ' বিমান ও জগমোহনের গাত্রে দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ ইহা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী খাঁজগুলিতে দেখা গিয়া থাকে (৬)।

সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান।

"উড়িষ্যাদেশের মন্দির-স্থাপত্যে 'অর্দ্ধশয়ান হস্তীর উপরে সিংহ' নক্সাটি সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। উৎকলের মন্দিরশিল্পে ইহার পৌনঃপুনিক আবির্ভাবের ফলে অনেকে মনে করেন যে, উহা স্থানীয় শিল্পীর উদ্ভাবিত একটি বিশেষ মৌলিক প্রসাধক কলাকৌশল। অনেকের ধারণা যে, এই কৌশলটি উৎকল-শিল্পীদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত এবং এই কারুকার্য্যটি উড়িষ্যা দেশের কেশরী-বংশ কর্ত্তৃক গজপতি-বংশের পরাজয়ের সঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ। সিংহ (কেশরী) হস্তীকে (গজপতিকে) পরাজয় করিয়াছে এই বিষয়টি উহাতে যেন প্রতিফলিত হইয়া রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-চিত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেকে 'কেশরী' রাজবংশের আবির্ভাব-কাল নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং যদি আমরা

---

(৬) M. Ganguly's Orissa and her remains pp. 179, 180.

ইহাকে রাজনৈতিক কারণে বা স্থানীয় কোন ব্যক্তির উদ্ভাবিত বলিয়া গ্রহণ করি তবে আমরা এই কারুকল্পনাটিকে ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিতে পারি না।

"ভারতশিল্পের আবিষ্কার অধিক দিনের নহে এবং ইহা এখনও উপযুক্ত ঐতিহাসিকের অপেক্ষায় আছে এবং আরও আমাদের মনে হয় যে, এই অভাবপূরণেরও বিলম্ব আছে—কিন্তু যে দিন এই শিল্পের ইতিহাস রচিত ও পঠিত হইবার সূচনা হইবে সেই সময়েই ঐতিহাসিকেরা ভারতশিল্পের আলঙ্কারিক নক্সাসমূহের আলোচনা ও ইতিহাস একটি বড় অধ্যায়ে উহার ক্রমোন্নতির ও উদ্ভাবনের অনুসন্ধান জন্য সন্নিবেশিত করিবেন; কারণ ঐরূপ উদ্ভাবনানিচয় ও অলঙ্কারমালা দেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতশিল্পের নানা-বিভাগের মধ্যে একটি সাধারণ বন্ধনসূত্রের ও ধারাবাহিকতার চমৎকার প্রমাণ প্রদান করে। এ বিষয়ে গবেষণা করিলে দেখা যাইবে যে, যে সকল কারুকার্য্যের নিদর্শনকে এতকাল স্থানীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই সুদূর অতীতের কোন নক্সার প্রতিরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের নিদর্শনের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন এ তত্ত্বটি খুব স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হইতেছে। [খৃঃ] ১৮ শতাব্দীর একটি সিংহলী নস্যাধারের উপর 'তিরিঙ্গি তলই'র ('বাঁকাপাতা'র) নক্সা সারনাথে ধামেক স্তূপের ([খৃঃ] ৫ম শতাব্দী) একটি নক্সার ধারাবাহিকতা ও উদ্‌বর্ত্তনের নমুনা। এইরূপে উড়িষ্যার [খৃঃ] ১১শ ১২শ শতাব্দীর ব্রহ্মণ্য মন্দিরের অনেক প্রসাধক নারীমূর্ত্তির আদর্শ [খৃঃ] ২য় ও ৩য় শতাব্দীর জৈন ও বুদ্ধপ্রাকারের নক্সা হইতে গৃহীত—তাহারা যে সমজাতীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অর্দ্ধশয়ান গজোপরি উদগ্রসিংহের নক্সাটি

(চিত্র ৫২)



গজসিংহ চিত্র সম্বলিত
কুরকিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি।
[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১১৩

উড়িষ্যার সীমার বাহিরে পুরাতন শিল্পীদিগের (স্থপতি) উদ্ভাবিত ও উৎকল শিল্পীদের অতিপ্রিয় নক্সা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মধ্যযুগের মাগধী ভাস্কর্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ-সকল নক্সা কেবলমাত্র উৎকল-হিন্দু-শিল্পীর নিজস্ব সম্পত্তি নহে, উহা [খৃঃ] নবম ও দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ প্রতিমাকার-মাত্রেরই নিত্য ব্যবহারের প্রচলিত নক্সা ছিল। প্রচলিত ছাঁচের মধ্যে আমরা এই নক্সাটি বুদ্ধের সিংহাসনের পীঠের অলঙ্কার হিসাবে খোদিত দেখিয়াছি। উদাহরণস্বরূপে বিখ্যাত গয়া জেলার কুর্খিরা হইতে সংগৃহীত বুদ্ধমূর্ত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ১ম চিত্র দ্রষ্টব্য—এক্ষণে এটি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে B28। অধিকন্তু এই নক্সাটি পূর্ব্বতন ইতিহাস-বৃত্তান্তেও পাওয়া গিয়াছে। অজন্তার ৯ম সংখ্যা গুহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা প্রচারক বুদ্ধের (Buddha Preaching) উপবিষ্ট সুন্দর মূর্ত্তিটির সঙ্গে এই সিংহাসন ও গজোপরি উদগ্রসিংহের নক্সাটি দেখিতে পাই। এ গুহাটি [খৃঃ] ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে খোদিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। সেই গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রাদিতেও এ নক্সার পুনরাবির্ভাব দেখা যায় (৫)। এই আলঙ্কারিক নক্সার উদ্ভবের ইতিহাস সংগ্রহানু-সন্ধানে আমরা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শিল্প পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারি। অজন্তার ১৯শ সংখ্যক গুহাপ্রাচীরে অঙ্কিত বুদ্ধশ্রেণীতে আমরা বুদ্ধের সিংহাসনের পৃষ্ঠাসনের দুইপার্শ্বে এই সিংহের আবির্ভাব দেখিতে পাই, কিন্তু উহাতে অর্দ্ধশয়ান হস্তীর অভাব ৬)। [খৃঃ] ৫ম শতাব্দীতে খোদিত সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তিতেও এই সিংহাসনের মধ্যে

(৫) Griffith's Ajanta, Vol. I, Plate 38.
(৬) Ibid, Plate 39.

হস্তীর অভাব পরিলক্ষিত হয় (৭)। [খৃঃ] পঞ্চম শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সিংহের নক্সার পূর্ব্বতন রূপটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধা-ছাঁচে পরিণত হইয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে হস্তীর নক্সার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। আমরা অদ্যাবধি সিংহ ও হস্তীর সম্মিলিত নক্সার রূপের কোন উদাহরণ পাই নাই। ডাঃ স্পুনার কর্ত্তৃক পরিচালিত নালন্দার প্রাচীন কীর্ত্তি খননকালীন একটি অপূর্ব্ব পঞ্চধাতুর (Bronze) স্তম্ভশীর্ষ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই নিদর্শনটিতে প্রসাধক কলাকৌশলের প্রাচীনরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে। এই আবিষ্ক্রিয়ার গৌরব ডাঃ স্পুনার মহোদয়ের সহকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয়ের প্রাপ্য, ইহা আমরা খননবিবরণ হইতে পাইয়াছি। পশ্চিম দিকের কোণ (site No 1) খননকালে দত্ত মহাশয় দক্ষিণবারান্দার পশ্চাতের দেওয়ালে নির্ম্মিত একটি ছোট কুলঙ্গী এবং তৎপার্শ্বেই একটি সুন্দর পঞ্চধাতু অথবা তাম্রনির্ম্মিত স্তম্ভ দেখিতে পান; সম্ভবতঃ উহা কোন ঊর্দ্ধদেশ হইতে পতিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—এবং এ পর্য্যন্ত আমরা যত স্তম্ভ দেখিয়াছি এরূপ অপূর্ব্ব স্তম্ভের সাক্ষাৎ কখনও ঘটে নাই। উহা ঊর্দ্ধে ৪ ফুট দীর্ঘ ও নিম্নাংশ কারুকার্য্যবিহীন, কিন্তু উহার উপরিভাগ বোধিকার আকারে গঠিত। ঐ স্তম্ভশীর্ষে অর্দ্ধশয়ান হস্তীর উপরে কেশরযুক্ত মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং সিংহের মস্তকে দুইটি পদ্মকোরকসমন্বিত চক্র স্থাপিত আছে। হুয়েন চাঙ্গ্ বলেন নালন্দার সে বৃহৎ মঠটি মধ্যভারতে কোন এক নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার বিবরণের সহিত গোণ্ডপ্রদেশের রাজচিহ্নের কোন সামঞ্জস্য আছে

(৭) Vincent Smith, History of Fine Art, Plate XXXVIII.

(চিত্র ৫৩)



নালন্দার স্তম্ভ শীর্ষ।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১১৪

যদি বৌদ্ধিত হয় তবে অন্য কথা। ঐ পর্য্যন্ত স্তম্ভটি পরিষ্কৃত করা হয় নাই—সুতরাং উহার উপরে কোন লিপি আছে কি না তাহা অনুমান করা সুকঠিন। ঐ স্থানের অপরাপর প্রাপ্ত দ্রব্যাদির কাল অনুসারে এই তাম্রস্তম্ভের নির্ম্মাণকাল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিতে হয় এবং এই নক্সার (অর্দ্ধশয়ান হস্তীর উপরে সিংহ) আবির্ভাব কালের সহিত এই স্তম্ভস্থাপনের কল্পনার যথেষ্ট মিল আছে। যদি আমরা এই প্রাপ্ত স্তম্ভের সহিত [খৃঃ] ৬ষ্ঠ, সপ্তম ও ৯ম শতাব্দীর এই প্রকার কলাকৌশলের তুলনা করি তবে দেখিতে পাই যে, উহাই এই সম্মিলিত নক্সা প্রদর্শন করিবার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রাচীন চেষ্টার ফল। ইহাই আবার উড়িষ্যার মন্দিরস্থাপত্যে সুপরিচিত ছাঁচে পরিণত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পনিদর্শনে এই সম্মিলিত নক্সা একটি বিশেষ শিল্প-প্রথারূপে পরিণত হইয়াছিল ; কিন্তু নালন্দায় প্রাপ্ত এই বস্তুটির প্রাচীন কারুকার্য্যের পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথার সহিত ইহার বিশেষ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব নালন্দার এই উদাহরণ পরবর্ত্তী কালের যাবতীয় নিদর্শন সমূহের যে একমাত্র আদিপুরুষ এ কথা

একরূপ অসম্ভব। আবার দেখিতে পাই দক্ষিণাত্যের শিল্পে সিংহের চিত্রাবলীতে হস্তীর শুণ্ড গ্রহণ করিয়া পুরাণে সুপরিচিত 'য়ালির' মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

"অতএব এই হস্তীর উপরে দণ্ডায়মান সিংহের নক্সার পঞ্চম হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং ইহা উত্তর, মধ্য, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এবং পরে অন্যান্য সুপ্রাচীন কলাকৌশলের সহিত যবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহার অপ্রতিহত প্রচলন আজ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালী কুম্ভকার (প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীর হতভাগ্য বংশধর) আজ পর্য্যন্ত কার্ত্তিক মাসে পূজিত জগদ্ধাত্রী দেবীর (দুর্গার অন্য রূপ) মৃণ্ময় প্রতিমার সেই প্রাচীন (হস্তী ও সিংহের) নক্সাটি বজায় রাখিয়াছে। সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী প্রতিমায় যে অর্দ্ধশয়ান হস্তীর প্রতিরূপ আছে তাহা প্রায় ১৫০০ শত বৎসরের অবিচ্ছিন্ন কলাপদ্ধতিকে বহন করিতেছে। উৎকল শিল্পের কাল ও পরিধির বাহিরে এই নক্সার আবির্ভাবে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার মধ্যে গজপতি বংশের পতনের কোন রাজনৈতিক সূচনা নাই। অধিকন্তু ইহা উৎকল শিল্পীর মৌলিক উদাহরণও নহে। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উৎকল শিল্পী এই নিদর্শন আত্মসাৎ করিয়া ইহার তিনটি বিশেষ রূপের, উল্টাগজসিংহ, বিরাজসিংহ, এবং ছিদ্দাউদ্দগজসিংহ এই তিনটি নাম দিয়াছে।

"এক্ষণে আমাদের এই নক্সার উদ্ভববিষয় বৌদ্ধ-শিল্পশাস্ত্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় উহার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা নাই, বরং কেবলমাত্র অলঙ্কার হিসাবে

ইহার উদ্ভব হইয়াছে। সিংহাসনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অলঙ্কার রূপেই এই সিংহমূর্ত্তির সংযোজন এবং তাহার ফলেই ইহার অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাব। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কেশরীকে পশুরাজ বলা হইয়াছে এবং সেই পশুরাজ চরিত্র প্রস্ফুট করিবার মানসেই এই গজরূপের সংযোজন ঘটিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। সিংহপদতলে করিমুণ্ড স্থাপনের কল্পনা সাহিত্য হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে এবং নক্সাটি সুপরিচিত উদ্ভট শ্লোকের সাক্ষাৎ প্রতিধ্বনি; কারণ ঐ শ্লোক মধ্যে পশুরাজের শক্তি ও সাহসের নিদর্শন স্বরূপ যে সাঙ্কেতিক চিত্রটি আছে তাহা করিরাজের মস্তক বিদারণের দৈনিক অভ্যাস বর্ণন করিতেছে—

"ভিনত্তি নীমং (নিত্যং ?) করিরাজ-কুম্ভম্
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজ-শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ (৮)॥"

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৮) উদ্ভট শ্লোকমালা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কৃত, পৃষ্ঠা ৮৭।

রেবন্ত।

পৃঃ ১২, কোনারকের কথা।

আমরা কোনারক মন্দির-বর্ণনা-প্রসঙ্গে যথাস্থানে অশ্বারূঢ় সূর্য্য মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের উড়িষ্যা এবং তদ্দেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যাবশেষ' নামক গ্রন্থে কোনারক মন্দিরের উত্তরদিকের মধ্যের খাঁজে অবস্থিত অশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি এবং তাঁহার খড়্গ-চর্ম্মপাণি দুইটি অনুচর ও অপর দুইটি ক্ষুদ্রাকৃতি সশ্মশ্রু সহচরের উল্লেখ করিয়াছেন (১)। ঢাকা যাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই বর্ণনা হইতে অনুমান করিয়াছেন যে এই ক্ষোদিত মূর্ত্তিটি সূর্য্যের নহে, তাঁহার পুত্র রেবন্তের (২)।

শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কালিকাপুরাণ (বঙ্গবাসী সং ৪৫ অধ্যায়), শব্দকল্পদ্রুম (২য় সংস্করণ পৃঃ ৫৫৫৫), ১৯০৯ খৃঃ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ৩৯১ পৃঃ উদ্ধৃত বৃহৎ সংহিতার শ্লোক প্রভৃতি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে 'এই ঘোড়ায় চড়া মূর্ত্তিগুলি রেবন্তের'। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণনা হইতে মূর্ত্তিটি যে বর্ম্মাবৃত তাহা বুঝা যায় না এবং তাঁহার হস্তে ধনু ও তরবারি এবং পৃষ্ঠে 'বাণসমন্বিত তূণ' রহিয়াছে, এরূপ কথার উল্লেখ নাই। আমরা অগ্নিপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যথাস্থানে দেখাইয়াছি যে অশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তিও অশাস্ত্রীয় নহে। শ্রীযুক্ত এইচ, আর, কে (Kaye) হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক দেবতা-প্রসঙ্গে এই কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে অগ্নিপুরাণ মতে সূর্য্যের

(১) M. Ganguly's Orissa and her remains, p. 448.

(২) প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৭, পৃঃ ৪১৩।

অশ্বোপবিষ্ট একক মূর্ত্তিও নির্ম্মিত হইতে পারে এবং কোনারকে এরূপ সূর্য্যমূর্ত্তি দেখা গিয়াছে (৩)।

সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যপুত্র রেবন্তের মূর্ত্তির 'সম্মানের স্থান' পাওয়া বিচিত্র না হইলেও মূর্ত্তির বিবিধ লক্ষণাদি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া এ সম্বন্ধে স্থির মত প্রকাশ করা যায় না। রেবন্ত মৃগয়ার দেবতা; তাঁহার সহিত সশস্ত্র মৃগয়া-যাত্রী অনুচর থাকা সম্ভব বটে কিন্তু মূল বিগ্রহের পৌরাণিক বর্ণনানুযায়ী আয়ুধ-লাঞ্ছনাদি লক্ষণ সম্পূর্ণ মিলিয়া না গেলে সন্দেহের নিরসন হয় না। দুঃখের বিষয় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে এ মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশিত হয় নাই এবং আমাদিগেরও কোনারকস্থ বিভিন্ন মূর্ত্তির সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ নাই। এই প্রসঙ্গে, রেবন্ত যে নবগ্রহাদির ন্যায় জ্যোতিষিক দেবতা নহেন ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভট্টশালী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে 'রেবন্তের পূজা নিরজনা নামক রাজানুষ্ঠেয় পদ্ধতির সমাপ্তিসূচক অঙ্গ'। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রাচীন মধ্যমিকা নগরীর ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে প্রাপ্ত 'সাদূমাতা' নামক মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা সূর্য্যপুত্র রেবন্ত ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না (৪)। এ মূর্ত্তিটি অশ্বে উপবিষ্ট, এক হস্তে বল্গা অপর হস্তে চষক (পানপাত্র)। পশ্চাৎস্থিত পরিচারক মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। মূর্ত্তির কিয়দংশ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় এখন ছত্রেরদণ্ডটি মাত্র অবশিষ্ট। অধ্যাপক মহাশয়ের পুস্তকে মূর্ত্তিটির একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে (৫)।

(৩) J. A. S. B. (N. S.) Vol XVI, 1920, p. 69.

(৪) The archaeological remains and excavations at Nagari, (memoir no. 4), p. 125.

(৫) Ibid, Pl. XV. b.

সূর্য্য।

১৭ পৃঃ ৬৩, কোনারকের কথা।

বৈদিক যুগে।

হিন্দুদেবতাগণের মধ্যে সূর্য্য অতি প্রাচীন। হিন্দুর প্রাচীনতম-গ্রন্থ ঋগ্বেদেও তপনদেব সূর্য্যনামেই অভিহিত হইয়াছেন। বেদে শুধু সূর্য্যের চক্রাকার (Disc) মণ্ডলেরই উপাসনা করা হয় নাই, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাহা-কিছু উপলভ্য বিষয় অন্তরীক্ষে দৃষ্ট হয় তাহাতেই অন্তর্নিহিত দৈবীশক্তির অস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষিত হইয়াছে। বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন মনুষ্য যেমন গমনশীলা যুবতী স্ত্রীর অনুগমন করে সূর্য্যদেব সেইরূপ দীপ্তিশালিনী ঊষাদেবীর অনুগমন করেন (১)। ('ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ')।

ঋগ্বেদের এই বর্ণনায় গ্রীক পুরাণের দাফ্‌নে ও অ্যাপোলো-সংক্রান্ত বৃত্তান্তের কথা (Myth) মনে পড়ে। দাফ্‌নে (সংস্কৃত দহনম্) রক্তিমাভ ঊষা জ্ঞাপক ; অ্যাপোলো (গ্রীক সূর্য্যদেবতা) কামোন্মত্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন (২)।

অরফুস ও ইউরিডিস সংক্রান্ত আখ্যানও (The myth of Orpheus and Eurydice) সূর্য্য ও ঊষা বিষয়ক। তবে অন্ধকার-ময় যমপুরে (Pluto's dominions) ইউরিডিসের অধিককাল অবস্থিতির সমন্বয় করিতে গেলে মেরুপ্রদেশের দীর্ঘকালস্থায়ী দিবা ও

(১) R. V. I. 115. 2.

(২) Sayce's Introduction to the Science of Language, Vol. II. p. 251.

অরোরা বোরিয়ালিস্ (Aurora Borealis) নামক ঊষার কথা স্মৃতিপথে উদিত হয় (৩)।

ঋগ্বেদের সবিতা জগৎপ্রসবিতা। পাশ্চাত্যদেশের নীহারিকা-বিষয়ক মতবাদ অর্থাৎ 'বাষ্পময় সূক্ষ্মভূতে-বিলীন বিশ্বসংসার তাপ-বিকীরণ দ্বারা পৃথিব্যাদির আকার ধারণ করিয়াছে' লাপ্লাস প্রচারিত জগদুৎপত্তি-বিষয়ক এই ধারণা (Nebular Theory) বুঝি বা সুপ্রাচীন সবিতৃ-বিষয়ক কল্পনারই বৈজ্ঞানিক পরিণতি। সবিতৃদেবের নামান্তর বিবস্বান্। ইঁহার পুত্র বৈবস্বত মনুই আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্বপুরুষ বা আদি মানব। ঋগ্বেদের কাহিনীতে যমী বৈবস্বতী ভগ্নী হইয়াও ভ্রাতা যম বৈবস্বতের প্রণয় কামনায় ভ্রাতৃকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা (৪)। এখানে যেন সংস্কারাচ্ছন্ন ঋগ্বেদীয় ঋষি আদি মানব ও প্রথম মানবীকে ভাই-ভগ্নীরূপে সৃষ্টি করিয়াও তাঁহাদিগকে উদ্বাহসূত্রে বাঁধিয়া দিতে সঙ্কুচিত। আবার সূর্য্যকন্যা সূর্য্যা অশ্বিনীকুমারযুগলের সহিত বিধিমতে উপযতা হইয়া ঋগ্বেদের পূর্ব্বমন্ত্রের ঋষির সংস্কারজনিত সঙ্কোচ বিদূরিত করিলেন; (৫) কারণ অশ্বিনী বা সূর্য্যকুমারদ্বয় সূর্য্যার ভ্রাতা। ঋগ্বেদে সূর্য্যার বিবাহ-বর্ণনামূলক মন্ত্রই অদ্যাপি আমাদের সমাজে বিবাহের মন্ত্ররূপে প্রচলিত; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মনুষ্যসৃষ্টি বা সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি-প্রচলনের মূলে এই সবিতা, বিবস্বান্ বা সূর্য্যদেব। গায়ত্রী মন্ত্রের সবিতা 'সূর্য্য' অর্থ জ্ঞাপক কি 'পরব্রহ্ম'

---

(৩) পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলকের Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।

(৪) R. V. X. 10.

(৫) R. V. X. 85.

জ্ঞাপক ইহা লইয়া যতই মতভেদ থাকুক, (৬) 'জগৎসৃষ্টির অব্যবহিত কারণ' যে সূর্য্য, তাহা অস্বীকার করিবার নহে এবং বৈদিক সন্ধ্যাবিধিতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা-কালীন মন্ত্রাদিতে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে সৌর উপাসনার প্রভাব যে অস্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মিত্র ও আদিত্য সূর্য্যের অপর দুইটী নাম। মিত্র শব্দের অর্থ বন্ধু। ইনিই পাশ্চাত্য ও ইরানীয় মিথ্র। আদিত্য শব্দ দেবতামাত্র-বাচী। কেহ কেহ বলিতে চাহেন, আদিত্যই যে আদি বা মুখ্য দেবতা তাহা তাঁহার এই নামটীতেই পরিস্ফুট।

বেদের পরবর্ত্তীযুগে।

বেদের পরবর্ত্তীযুগে—ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে—আদিত্যগণ দ্বাদশ সংখ্যক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইঁহারা সৌর বা জ্যোতিষিক দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন কি না সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ মতে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের প্রতিনিধি স্বরূপ (৭)। সবিতৃ, মিত্র, অর্য্যমন, পূষণ প্রভৃতি শব্দগুলি যে সূর্য্যদেবেরই বিভিন্ন নাম, এ আভাসও স্পষ্টই পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষ বিশ্বচরাচরের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; (৮) এবং উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্যের কিরণমালার ধ্যানের

(৬) উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩২৫ পৃঃ ৪৯৬।

(৭) S. B., vi, 1, 2^8, xi, 6, 3^8 ref. to by G. R. Kaye in J. A. S. B., (N. S,) XVI, 1920, p. 60.

(৮) Ch. U. 1, 6^{6-8} quoted by G. R. Kaye in loc. cit. p. 60, foot-note 3.

কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতে সূর্য্যের ১০৮টি নাম পাওয়া গিয়াছে (৯)। রামায়ণেও সূর্য্যের স্তুতিবাদ দৃষ্ট হয়। মহর্ষি অগস্ত্য, রামকে প্রতিদিন "আদিত্যহৃদয়" নামক স্তোত্র আবৃতি করার উপদেশ দিয়াছিলেন (১০)। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থেও সূর্য্যপূজার উল্লেখের অভাব নাই (১১)। বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে সূর্য্য-সংক্রান্ত যে সকল উক্তি পাওয়া যায় তাহা আমরা গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, সুতরাং এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সূর্য্যের বাহন।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে উল্লিখিত আছে যে দূরদৃষ্টি-শালী সূর্য্যদেবতাকে সাতটি 'হরিত' অশ্বে বহন করিয়া লইয়া যায় (১২) ('সপ্তত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য')। আবার ৫ম মণ্ডলে দেখিতে পাই যে "তাঁহার সপ্তাশ্বে বাহিত হইয়া সূর্য্যদেব যেন তাঁহার সুদীর্ঘ যাত্রার জন্য বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে গমন করেন (১৩)। ('আসূর্য্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ ক্ষেত্রং যদস্যোর্বিয়া দীর্ঘয়াথে')। সূর্য্যের বাহনাদি সম্বন্ধে বৈদিক বর্ণনায় সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। অথর্ব্ববেদের বর্ণনা-মতে কখনও বা তাঁহার রথ একাশ্ব-বাহিত, কখনও বা রথ-সংযুক্ত

(৯) iii. 3, loc. cit. foot note, 5.

(১০) vi. 106, vide passage quoted by Kaye in loc. cit, foot-note 6.

(১১) Nos. 159, 534 (Ed. E. B. Cowell) referred to in loc. cit. foot-note 7.

(১২) "Seven bay steeds harnessed to thy car bear thee, O thou far-seeing one." R. V. I. 508.

(১৩) "Borne by his coursers seven, may Surya visit the field that spreadeth wide for his long Journey". R. V. 5. 45. 9. Griffith's Rigveda p. 513.

বাজিসমূহের সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট; কোথাও বলা হইয়াছে তাঁহার বাহন 'অশ্ব', কোথাও বা বলা হইয়াছে 'অশ্বী'—কোথাও সপ্তাশ্বের উল্লেখ, কোথাও 'হরিতা' বলিয়া পরিচিতা অশ্বিনীদিগের কথা, আবার কোথাও বা বলা হইয়াছে সাতটি দ্রুতগামী ঘোটকী তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়। এই সপ্ত ঘোটকী তাঁহার রথের দুহিতৃ-বর্গরূপে পরিগণিতা (১৪)।

সূর্য্যের অশ্বগুলি তাঁহার রশ্মিদ্যোতক। এই রশ্মিগুলিও সংখ্যায় সাতটি; ইহারাই সবিতৃদেবতাকে বহন করিয়া থাকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১৫)। "সূর্য্যের অশ্ব অর্থাৎ কিরণ সকল কল্যাণময়, সর্ব্বব্যাপক, বিচিত্র-বর্ণ এবং আমাদের যথাক্রমে স্তবনীয়। সেই কিরণ সকল আমাদের নমস্কার প্রাপ্ত হইয়া শূন্যলোকের উপরে আরোহণ করিতেছে এবং তখন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে ব্যাপ্ত করিতেছে(১৬)।" আধুনিক বিজ্ঞান-মতে সৌরকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা যে ধূমল

---

(১৪) "He has a car which is drawn by one steed, called Etasa (7, 63[2]) or by an indefinite number of steeds (1, 115[3], 10, 37[3], 49[7]) or mares (5, 29[5]) or by seven horses (5, 45[9]) or mares called Haritah (1,50[8,9]; 7, 60[3]) or by seven swift mares. (4. 13[3]), Macdonell's Vedic Mythology, p. 30.

"His seven mares are called the daughters of the car (1, 50[9])" Ibid p. 31.

(১৫) Surya's horses represent his rays which are seven in number (8, 61[16]) for the latter it is said bring (vahanti) him. Ibid p. 31.

(১৬) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অনুবাদ।

"ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য, চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আপৃষ্ঠমস্থুঃ, পরিদ্যাবাপৃথিবীযন্তি সদ্যঃ॥
R. V. I. 115, 7.

নীল প্রভৃতি সাতটি বর্ণ পাইয়া থাকি (vibgyor spectrum) বৈদিকযুগে আর্য্য সূক্ত-রচকগণ সূর্য্যের সাতটী ঘোড়ার দ্বারা যে তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন একথা বলিতে গেলে আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের গৌরবমূলক (Chauvinism) পক্ষপাতিত্বের অপবাদ দিতে ছাড়িবেন না। আধুনিক বাঙ্গালী চিত্রকর সূর্য্য-দেবের রথে নীলধূমলাদি সাতটি বিভিন্ন বর্ণের অশ্ব সংযোজন করিলেও ডাঃ ফোগেল (Vogel) প্রমুখ প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিকের পন্থানুসরণে অনেকেই হয় তো সপ্তাশ্ব সপ্তাহের সপ্তদিবস-বাচক (১৭) ইহাই ন্যায়সঙ্গত অর্থরূপে গ্রহণ করিবেন। সূর্য্যের অশ্ব গণনায় সাতটি হইলেও উহারা যে যথাক্রমে বিশ্লিষ্ট দিবালোকের বর্ণচ্ছত্রের (spectrum) অনুযায়ী বর্ণবিশিষ্ট, এমন কথা কোন প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থে লিখিত নাই। সুতরাং এ সকল বিতণ্ডায় কোন পক্ষেরই সন্দেহ যে একেবারে মিটিয়া যাইবে এরূপ ভরসা করা যায় না। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নব-প্রকাশিত সারনাথের ইতিহাসে ডাঃ ফোগেলের মতের প্রতিবাদ করিয়া 'সূর্য্য তেজের সাতটি বর্ণ' বিষয়ক মতেরই সমর্থন করিয়াছেন (১৮)। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত বিম্‌স লিখিয়াছেন, সূর্য্যের চক্রের দ্বাদশটি 'অর' (spokes) যে দ্বাদশ মাস-জ্ঞাপক ভাগবতে একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের বর্ণনা-মতে সূর্য্য সপ্তফণা-বিশিষ্ট নাগ-শীর্ষ চন্দ্রাতপ-তলে উপবিষ্ট। তাঁহার সাতটি

(১৭) "The last-mentioned feature reminds of Surya, the Sun God, whose chariot is drawn by seven horses evidently an allusion to the seven days of the week."—Dr. T. Ph. Vogel's Introduction to D. R. Shahni's Guide to Sarnath.

(১৮) সারনাথের ইতিহাস পৃঃ ৮১।

অশ্ব। তিনি দ্বাদশটি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত। ইহাতে দ্বাদশমাসে অয়নমণ্ডল (Ecliptic) পরিভ্রমণ-কালে তাঁহার যে সকল বিভিন্ন শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাই সূচিত হইয়াছে (১৯)। ভুবনেশ্বরের অদূরবর্ত্তী খণ্ডগিরির অনন্ত গুম্ফায় ক্ষোদিত রথে সমাসীন সূর্য্য-মূর্ত্তির উপরিভাগে এইরূপ নাগচন্দ্রাতপ দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যায় সৌররথের ইহাই প্রাচীনতম নিদর্শন। কুম্ভকোণম্ কলেজের জনৈক হিন্দু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্-ভি বেঙ্কটেশ্বর মহাশয় লিখিয়াছেন, (২০) "সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত অশ্বচিহ্ন যে সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকিবে এমন নহে। সপ্তাশ্ব দেখিয়াই যে সূর্য্যমূর্ত্তি চিনিতে হয় সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে গেলে এ কথাও আর বলা চলে না। সারনাথের ক্ষোদিত প্রস্তরে (G 36) সূর্য্যের রথের যে চিত্রটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তুরঙ্গম সংখ্যা তিনটির অধিক নহে; (২১) আবার বোধগয়ার রেলিং ভাস্কর্য্যে সূর্য্যের রথে চারিটি অশ্ব সংযোজিত রহিয়াছে লক্ষিত হয়।" শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরগাত্রে যে সকল ক্ষোদিত চিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে 'অরুণ'-সারথিযুক্ত চতুরশ্ব-শোভিত একখানি সূর্য্যদেবের রথের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (২২)। এ চিত্র দশম বা একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী না হওয়াই সম্ভব। আবার বাহন-বিহীন,

---

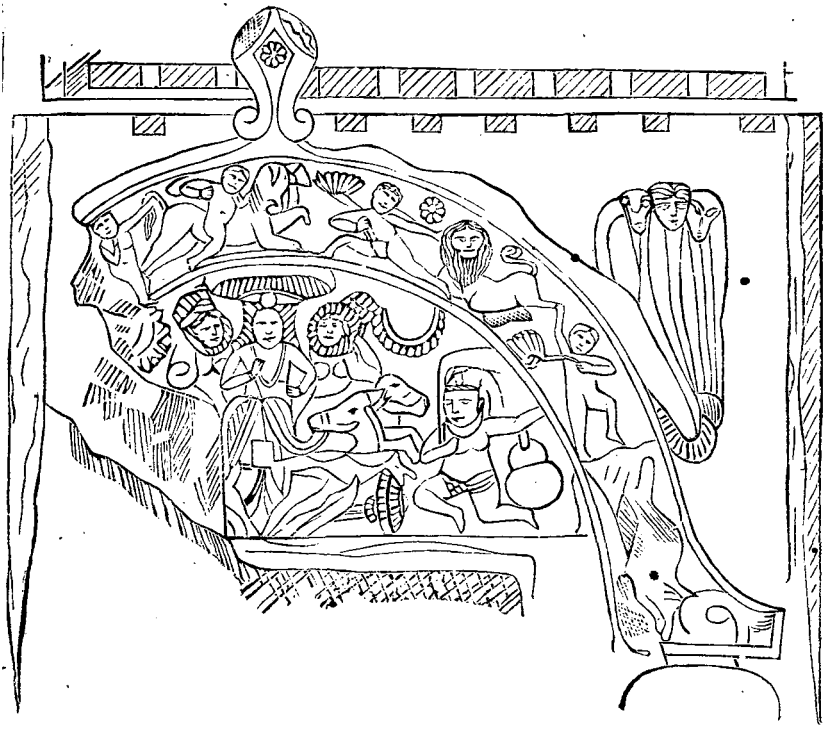
(১৯) Beams in Elliott's Glossary quoted by C. U. Wills in J. A. S. B. (N. S.) XV (1919) p. 217.

(২০) J. R. A. S. Pt. III & IV, 1918. p. 521.

(২১) Catalogue of the Museum of Archaeology at Sarnath (Guide to Sarnath) by D. R. Shahni. p. 322.

(২২) M. Ganguly's Orissa. p. 365.

(চিত্র ৫৪)



অনন্ত গুম্ফার সৌর রথ,
খণ্ডগিরি।

পৃঃ ১২৬] [ফার্গুসনের চিত্র অবলম্বনে]

শুধু দ্বিপদ্মধর সূর্য্যমূর্ত্তিও যে ভারতে দুর্লভ নহে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না (২৩)।

দক্ষিণ-ভারতীয় সূর্য্য-মূর্ত্তিগুলিতে অশ্বচিহ্ন বড় দেখা যায় না। সূর্যমূর্ত্তি-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বরাহমিহিরও অশ্বাদির কোন উল্লেখ করেন নাই। হেমাদ্রির দানখণ্ডে সূর্য্যদেবের রথের কথা বর্ণিত হইলেও অশ্বের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না (২৪)। ইহার পরবর্ত্তীগ্রন্থ শিল্পরত্নে সূর্য্যের অশ্ব-সংখ্যা সাতটি বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প (২৫) ও প্রধান পুরাণগুলিতে কিন্তু সূর্য্যাশ্ব সম্বন্ধে এই শেষোক্ত মতই সমর্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই (২৬)। মৎস্য পুরাণে একস্থানে "সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্যাৎসদারবিঃ" (২৭) এবং অন্যত্র "সপ্তাশ্বং চৈক চক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ" (২৮) এইরূপ লিখিত আছে। বায়ুপুরাণমতে সূর্য্যদেব তাঁহার সপ্ত হয়-যুক্ত এক চক্র রথযোগে সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রান্ত পরিভ্রমণ করেন। "সসপ্তাশ্বে সৈক

---

(২৩) Prof. Macdonell's The History of Hindu Iconography, Rupam, No. 4. October, 1920, p. 14.

(২৪) J. R. A. S. Pt. III and IV, 1918, p. 251.

(২৫) একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্।
হস্তদ্বয়ং পদ্মধরং কঞ্চুকশ্চর্ম্ম বক্ষসম্॥
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উদ্ধৃত, ১৮ ভাগ, পৃঃ ১৯৬।

(২৬) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ পৃঃ, ১৮৭।

(২৭) মাৎস্য ৯৪, ১ (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পৃঃ ২৯৫।

(২৮) মাৎস্য ২৬১, ২, বং, সং, পৃঃ ৯০২।

চক্রে রথে সূর্য্য দ্বিপদ্মধৃক্" অগ্নিপুরাণের এই পদটিও প্রায়শঃ উদ্ধৃত হইতে দেখা যায় (২৯)।

বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পমতে সূর্য্যের রথের নাম মকরধ্বজ। মৎস্য-পুরাণেও ইহার একটি বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। 'এই রথ এক চক্রোপরিস্থিত এবং পঞ্চ-অর-যুক্ত। উহাতে তিনটি নাভি এবং হিরণ্ময় ক্ষুদ্র অষ্টচক্র ও একটি নেমিযুক্ত একটি বৃহৎ চক্র আছে। সূর্য্য সেই রথে গমনাগমন করেন' (৩০)।

অনন্ত গুম্ফাস্থ রথোপবিষ্ট সূর্য্যদেবের ক্ষোদিত চিত্রের দক্ষিণ-ভাগের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া গেলেও দুইটি অশ্ব সম্পূর্ণ ও একটি আংশিকভাবে এখনও বিদ্যমান (৩১)। সম্ভবতঃ রথসংবদ্ধ চারিটি অশ্বই পূর্ব্বে যথাযথভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সূর্য্যের অনুচর।

সূর্য্যের দুই পার্শ্বে তাঁহার 'প্রভা' ও 'ছায়া' নাম্নী পত্নীদ্বয় (৩২)।

---

(২৯) "অহোরাত্রাদ্রথেনাসৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্
সপ্তদ্বীপ সমুদ্রান্তং সপ্তভিঃ সপ্তভির্হয়ৈঃ" ॥
বায়ুপুরাণ ৫২ অধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উদ্ধৃত, (১৬ ভাগ, পৃঃ ১৮৭)।

(৩০) স্থিতেন ত্বেক চক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা।
হিরণ্ময়েণানুনা বৈ অষ্টচক্রৈকনেমিনা।
চক্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যঃ স্যন্দনেন প্রসর্পিণা ॥
মৎস্য পুরাণ (বঙ্গবাসী সং) ১২৫, ৩৮, পৃঃ ৩৮৩।

(৩১) ফার্গুসন প্রণীত Archaeology in India নামক গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় এই ক্ষোদিত চিত্রের একখানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩২) অংশুমদ্ ভেদাগম অনুসারে সূর্য্যের চারিটি পত্নী রাজ্ঞী, সুবর্ণা, সুবর্চ্চসা ও ছায়া। বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পমতে সূর্য্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিটি 'নিক্ষুভা' ও বাম পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিটি 'রাজ্ঞী' নামে পরিচিতা। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৮ ভাগ, পৃঃ ১৯৬)। রাজ্ঞী শব্দ নাম বাচক, 'রাণী' অর্থে ব্যবহৃত নহে; রাজ্ শব্দ উজ্জ্বলতা-জ্ঞাপক। রাজ্ঞী চামর, ও নিক্ষুভা ছত্র ধারণ করিয়া থাকেন।

গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর (Apollo) সঙ্গীদিগের ন্যায় ইহারা কেহই ধনুর্দ্ধারিণী নহেন। অনন্ত গুম্ফার চিত্রে সূর্য্যের বামভাগে কিয়দ্দূরে শশিকলা ও নক্ষত্রনিচয় ক্ষোদিত রহিয়াছে। যে সৌরোপাসনা উড়িষ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরবর্ত্তীকালে কোণার্কে বিশাল স্মরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে এই সুপ্রাচীন আলেখ্য হইতে তাহার প্রারম্ভকালীন অবস্থার বিষয় কতকাংশে অনুমান করা যায় (৩৩)। দ্রাপ্থু নামক স্থানের সূর্য্যমন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তির যে চিত্র স্বর্গীয় মার্টিনের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে (৩৪) তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ধনুর্দ্ধারিণী স্ত্রীমূর্ত্তি ও নিম্নদেশে দ্বারপালরূপে সজ্জিত দুই দুইটি মিথুন মূর্ত্তি। একটি দ্বার-পালিকার হস্তে তরবারি ও চামর এবং অপরটির হস্তে তরবারি ও পদ্মপুষ্প—ভীষণতা ও মাধুর্য্যের যেন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। সূর্য্যমূর্ত্তিটি ভগ্ন-শীর্ষ হইলেও চিত্র দেখিয়া শিল্পকুশল ভাস্কর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্ব-বর্ণিত যে দুই জন সূর্য্যসহচরী ধনুর্ব্বাণ সাহায্যে অন্ধকার বিদূরিত করিতে নিযুক্তা তাঁহাদের নাম ঊষা ও প্রত্যূষা। এলোরা গুহার প্রস্তর ক্ষোদিত সূর্য্য মূর্ত্তিতেও এইরূপ দুইটী ধানুকী দৃষ্ট হইয়া থাকে (৩৫)। সূর্য্যের সহিত কুন্তী (কুণ্ডী) বা দণ্ডী এবং পিঙ্গল এই নামে অভিহিত খড়্গধারী দুইজন দ্বারপাল থাকেন। মতান্তরে পিঙ্গল হস্তদ্বয়ে তাল-পত্র ও লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। অগ্নিপুরাণমতে পিঙ্গল

(৩৩) Archaeology in India by James Fergusson pp. 34—35.

(৩৪) M. Martin's Eastern India Vol. I. (Behar & Sahabad) Ed. 1838, Fig. 3, Pl. XVI.

(৩৫) Fergusson and Burgess's Cave Temples of India. Pl. LXXXVII.

গদাধারী এবং কুন্তী মস্তধার ও লেখনী লইয়া বিশ্বের অস্তিত্বকাল ও জগৎবাসী জীবসমূহের পাপপুণ্য নির্দ্ধারণে নিযুক্ত। সূর্য্যের হস্ত দণ্ডী ও পিঙ্গলের শিরোদেশে ন্যস্ত না থাকিলে তাঁহাদিগকে শূল ও চর্ম্ম ধারণ করিতে দেখা যায়। রেবন্ত, যম এবং দুইজন মনু—সূর্য্যের এই চারিটি পুত্রও কখনও কখনও তাঁহার দুই পার্শ্বে অবস্থিত থাকেন (৩৬)। ইহা ব্যতীত অগ্নিপুরাণে দুই জন চামরধারিণীরও উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ সূর্য্যের বিভিন্ন পার্শ্বচরের মধ্যে কোন কোনটির সহিত মিথ্রোপাসনা সম্পর্কীয় দাদোফোরি (Dâdophori) দিগের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন (৩৭)। দাদোফোরাস্ শব্দের অর্থ উল্কাবাহক। বৃষ-হনন-নিরত মিথ্রের দুই পার্শ্বে যে দুইটি তরুণ যুবক দেখা যায় তাহাদিগের হস্তে উল্কা (মসাল) থাকে বলিয়া তাহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অনুচরদ্বয় বসন্ত ও শীত, তথা জীবন ও মৃত্যুজ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত। মঁসিয়ে কুমোঁ বিরচিত মিথ্রবাদ-বিষয়ক গ্রন্থে দাদোফোরির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩৮) ও প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তির চিত্রাদি (৩৯) প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে দণ্ড, পিঙ্গল প্রভৃতি সূর্য্য অনুচরের সহিত এই দুইটি যুবকের যে কোন সাদৃশ্যই নাই সে কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সূর্য্য সহচরীদিগের চামর প্রস্তর ক্ষোদিত মূর্ত্তিনিচয়ে উল্কাবৎ প্রতীয়মান হওয়ায় সম্ভবতঃ এই ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

(৩৬) G. N. Rao's Hind Icon. Vol. I. pt. II. p. 309.

(৩৭) J. A. S. B. (N. S.) XVI, 1920. p. 54.

(৩৮) F. Cumont's The Mysteries of Mithra (translated by Mc Cormack) Ed. 1903, p. 129.

(৩৯) Ibid p. 128, fig. 29 ; p. 68, fig. 18.

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

সাধারণতঃ দেবতাগণ একপত্ন্য হইলেও সূর্য্যের বেলা একাধিক জায়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকায় যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা কৌতূহলকর হইলেও ঐতিহাসিক গবেষণার পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী নহে। সূর্য্যের পত্নী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবী স্বামীর প্রচণ্ডতেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ছায়া নাম্নী অপরা স্ত্রীকে স্বস্থানে রাখিয়া পলায়ন করেন। বিশ্বকর্ম্মা কন্যাকে নিজগৃহে স্থান দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সংজ্ঞা ঘোটকীরূপ পরিগ্রহ করিয়া মরু প্রদেশে অবস্থান করেন। পরে সংজ্ঞার পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সূর্য্য পত্নীর অন্বেষণে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলে বিশ্বকর্ম্মার পরামর্শে তাঁহার দুঃসহ দৈহিক তেজ শানযন্ত্র সাহায্যে কতকটা কাটিয়া কমাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পা-দুখানির প্রচণ্ড প্রভা পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকে; তাই অতিরিক্ত তেজানিবন্ধন সূর্য্যের চরণদ্বয় আবৃত করিয়া রাখার জন্য উপানৎ-পরিধান-পদ্ধতির আবশ্যকতা হয় এবং সেই অবধি সূর্য্যদেবের চরণে উপানৎ।

চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে এ নিয়ম পালন না করিলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হইবে এ ভয়ও শাস্ত্রকারগণ দেখাইতে ছাড়েন নাই (৪০)।

সূর্য্যের বেশভূষা।

সূর্য্যদেবের পদে উপানৎ মস্তকে, মণিময় মুকুট, হস্তে পদ্মদ্বয়। তাহার ত্রিনেত্র মস্তকের কেশগুলি আকুঞ্চিত। অঙ্গে কেয়ূর, হার,

(৪০) মৎস্য পুরাণোক্ত এই বিবরণ ষোড়শভাগ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৮৫—১৮৬ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার। তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানমতে (৪১) তিনি পদ্মদ্বয় ব্যতীত চক্র, শক্তি, পাশ, অক্ষমালা, কপাল প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। সূর্যদেবের বক্ষোদেশ কঞ্চুক ও চর্ম্মে আবৃত; মৎস্য-পুরাণের বর্ণনার মতে তাঁহার দেহ চোলক বা বর্ম্মে আচ্ছন্ন।

কর্ণাট প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের সূর্য্যমূর্ত্তিগুলিতে উপানহের পরিবর্ত্তে যে উদর-বন্ধ থাকে উত্তরাপথের মূর্ত্তি সমূহে তাহা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। ভবিষ্যপুরাণে ইহা অভ্যঙ্গ এবং মৎস্য পুরাণে 'পাণিয়াঙ্গ' নামে অভিহিত (৪২)। নাগগণ সূর্য্যদেবকে প্রতিবৎসর একটি করিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত অর্দ্ধশ্বেত অর্দ্ধরক্তবর্ণ অভ্যঙ্গ প্রদান করিত; তাই সূর্য্যোপাসকদিগের মধ্যেও এইরূপ কটিসূত্র ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয় (৪৩)। আমরা উপানদ্‌গূঢ়পাদ যে সূর্য্যমূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাই তাহা পরিচ্ছদ সাদৃশ্যে পাশ্চাত্যদিগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আজানুসমুত্থিত উপানৎযুগল বৈলাতিক ওয়েলিংটন (Wellington) বা ব্লুশারবুট (Blucher boots) প্রভৃতিরই জ্ঞাতিত্ব জ্ঞাপন করে। বরাহমিহির সূর্য্যের উদীচ্যবেশের কথা বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন তাই প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থেও সূর্য্যদেবকে dressed like a Northerner বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই। শক জাতি কর্ত্তৃক সূর্য্য-পূজা ভারতে যে অধিকতরভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এ মতবাদ অনেকেই অবগত আছেন। শকদিগের মধ্যে এরূপ বুট জুতার ব্যবহার থাকুক বা না থাকুক সূর্য্যপদে দৃষ্ট উপানদ্‌যুগল উত্তরদেশ হইতে আমদানী বলিয়াই মনে হয়।

---

(৪১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৬ ভাগ পৃঃ ১৮৭।

(৪২) G. N. Rao Op. cit. Vol. I. pt. II. p. 308 and 312.

(৪৩) Ibid p. 308.

সূর্য্যের বাহু সংখ্যা।

সূর্য্য কখনও বা দ্বিভুজ কখনও বা চতুর্ভুজ। অধ্যাপক ম্যাক-ডোনেল চতুর্ব্বাহু সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে সূর্য্যোপনিষদের প্রমাণ মানিয়া লইতে চাহেন নাই—বাস্তব মূর্ত্তিগুলিতে এরূপ দেখা যায় না বলিয়া আপত্তি তুলিয়া ছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক বেঙ্কটেশ্বর মহাশয় বলিয়াছেন (৪৪) যে মৎস্যপুরাণেও সূর্য্যদেব চতুর্ব্বাহু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং চারিহস্তযুক্ত সূর্য্যমূর্ত্তিও যে না পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে। সারনাথের মূর্ত্তিটি চারিহস্ত বিশিষ্ট এবং অধ্যাপক মহাশয়ের নিজেরও চারিহস্তবিশিষ্ট একটি ধাতব সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। আচার্য্য ব্লক যে এই প্রকার একটি মূর্ত্তি মালদহে আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে কথা আমরা পূর্ব্বেই কোনারক মন্দির অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। কোণার্কের সংগ্রহশালায় চারিহস্তবিশিষ্ট এইরূপ একটি আদিত্যশ্রেণীর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

ইরাণ ও পাশ্চাত্যদেশে সৌরোপাসনা।

আমরা সূর্য্যদেবকে শ্রেষ্ঠ বৈদিক দেবতারূপেই বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ভারতে সূর্য্যদেব সংক্রান্ত দুইপ্রকার বিভিন্ন ধারণার সমাবেশ দেখিতে পাই। খাঁটি হিন্দু ও বিদেশী এই উভয় ভাবই এখন কালবশে ওতঃপ্রোতঃভাবে সম্মিলিত। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পর প্রথম কয়েক শতাব্দীতে যে 'মিথ্রবাদ' (Mithraism) প্রতীচ্য খণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করে সেই মিথ্রোপাসনার সহিত হিন্দু সৌরপাসনার কোনরূপ আদান প্রদান ঘটিয়া থাকিলেও খুব সম্ভবতঃ উহা পাশাপাশি ভাবেই বিকাশলাভ করিয়াছিল।

(৪৪) J. R. A. S. Pt. III and IV, 1918. p. 522.

মধ্যযুগে রচিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে 'কৃত' অথবা দ্বাপর যুগের অবসান হইলে 'ময়' নামক জনৈক অসুর প্রধান বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্য বহুকৃচ্ছ্র সাধনপূর্ব্বক তপস্যা করে। সূর্য্যদেব তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহদিগের গতি সম্বন্ধে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করেন। সূর্য্যদেব নাকি অসুর প্রবরকে বলিয়াছিলেন "আমার প্রভা কেহই সহ্য করিতে পারে না এবং শিক্ষা দিবার অবসরও আমার নাই। তুমি রোমক নগরে গিয়া বাস কর। আমি ব্রহ্মার শাপ হেতু ম্লেচ্ছরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিব"। শ্রীযুক্ত জি, আর, কে মহাশয় 'ময়' ও আবেস্তা প্রন্থোক্ত অহুরমজ্‌দা অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন (৪৫)। ভবিষ্য পুরাণে জরসস্ত (পারসীকদিগের জরথুস্ত্র) সূর্য্যের পুত্র বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। পারসীকদিগের 'জেন্দ্‌ আবেস্তা' গ্রন্থে 'মিত্র' ('মিথ্র') অপ্রধান দেবতাদিগের মধ্যেই গণ্য। 'মিথ্র' বর্ত্তমান পারসীকদিগের মধ্যে 'খুরসেদ' নামে পরিচিত। 'হ্বরে-ক্ষএত' এই যুক্ত শব্দ হইতে খুরসেদ নামের উৎপত্তিহইয়াছে। 'খর্' শব্দ রাজাবাচক। 'মিহির' অথবা 'মিথ্র' যে পূর্ব্বকালে প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে উচ্চতম দেবতাগণের মধ্যেই গণ্য হইতেন তাহা 'মিহির য়াস্ত' নামক সুদীর্ঘ 'য়াস্ত' হইতেই অনুমিত হয়। ভবিষ্য পুরাণমতে সূর্য্যের দুইটি অনুচরের নাম 'রাজ্ঞ' ও 'স্রোষ'। ভারতীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ শেষোক্ত নামের সহিত আবেস্তা গ্রন্থোক্ত একটি নামের সবিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন (৪৬)। পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থের 'স্রোষ' কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর

(৪৫) J. A. S. B. (N.S.) XVI, 1920, p. 63 foot note II.
(৪৬) Gopinatha Rao's Hin. Icon Vol I. Pt. II, pp. 301, 304-5.

দেবতা, সূর্য্য বা অপর কোনও দেবতার অনুচর মাত্র নহেন। স্রোষ পারসীকদিগের পবিত্র উপাসনা প্রণালীর মূর্ত্তিমতী আকৃতি। তিনি ন্যায়বান্, সুন্দরাকৃতি, বিজয়ী, সত্যের প্রভুস্বরূপ। বার্সম্ (Barsom) অথবা বরেসমন্ (Baresman) নামধেয় পবিত্র পল্লব সাহায্যে তিনিই প্রথমে অহুরমজ্দার উপাসনা করেন। তিনি রাত্রিকালে সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া মজ্দার্ সৃষ্ট জীবনিচয় রক্ষা করিয়া থাকেন। সূর্য্যাস্তের পর নিখিল জগতের জীবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তরবারি ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি না থাকিলে সমগ্র জগৎ দৈত্যদিগের কবলে নিপতিত হইত। স্রোষ পারসীকদিগের ধর্ম্মের প্রতিভূ স্বরূপ—সামান্য দেবদূত বা স্বর্গদূত মাত্র নহেন (৪৭)। সূর্য্যের সহিত মুখ্যতঃ তাঁহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু সহস্র-কর্ণ ও দশ-সহস্র-চক্ষু-বিশিষ্ট মিথ্রের সহিত কার্য্যগত ব্যাপারে তাঁহার যে কোনও সাদৃশ্য নাই তাহা বলিতে পারি না। স্রোষের ন্যায় মিথ্র ও বিনিদ্র থাকিয়া সৃষ্ট জগতের মঙ্গলচেষ্টায় ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকেন (৪৮)। মিহির স্তোত্র হইতে জানা যায় যে মিথ্র সূর্য্যের গতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'মিথ্র' শব্দ পারস্যে মিহির শব্দে পরিণত হইয়াছে; ইহা বন্ধুবাচক। কিন্তু 'স্রোষ' শব্দের উৎপত্তি 'শ্রু' ধাতু হইতে। সুতরাং এই দুই শব্দের ধাতুগত সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয় না। মিহির, স্রোষের ন্যায় স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেন না অথবা মৃত্যুর পর মানবদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি সম্বন্ধে ভাল মন্দ

(৪৭) Haug's Essays on the Parsees pp. 189, 190, 200 foot note.

(৪৮) Ibid, p. 203.

বিচারের ভারও গ্রহণ করেন না (৪৯)। ডাঃ হগ বলিয়াছেন মিথ্রের পূজা প্রাচীন পারস্যের সীমা অতিক্রম করিয়া এসিয়া মাইনর এমন কি গ্রীস ও রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল (৫০)। ক্রমে সৈনিক, বণিক ও এসিয়াবাসী ক্রীতদাসদিগের সহায়তায় মিথ্র পূজার রহস্য রোম সম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্নপ্রদেশে প্রচারিত হয়। ভাস্কর্য্য নিদর্শন ও ক্ষোদিত লিপি, মিথ্রবাদে কথঞ্চিৎ পাশ্চাত্য প্রভাব প্রমাণিত করিলেও উহা যে মূখ্যতঃ ইরাণীয় ধর্ম্ম তাহা চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। সে যাহা হউক বৈদিক সোম ও পারসীক হাওমার ন্যায় বৈদিক মিত্র ও পারসীক মিথ্রও যে অভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই (৫১)। আর্য্য জাতিরই একটি শাখা ইরাণ অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যে বসবাস করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ পারস্যের পথেই ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ সাদৃশ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ দেখিনা। সূর্য্যোপাসকদিগের অভ্যঙ্গ নামক কটি সূত্র বা কটিবন্ধ পারসীক অইব্যাওঙ্হ অথবা কুস্তী নামে পরিচিত পবিত্র সূত্রের (sacred thread) সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে (৫২)। বৃহৎসংহিতায় 'মগ' শব্দ সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় বলিয়াছেন যে এই মগ শব্দ পারস্যবাসী অগ্নি উপাসকদিগের প্রতি প্রযুক্ত মগ্ (Mug) শব্দের অনুরূপ।

(৪৯) Ibid, p, 307.

(৫০) Ibid, p. 202.

(৫১) Ibid, p. 273, and Tilak's Orion p. 144. Cumont's the Mysteries of Mithra, p. I.

(৫২) Tilak's Orion, p. 144.

পারস্যদেশে অধরবৈজান বা অজরবৈজান নামক স্থানে মগ অথবা মগাখ্য ব্রাহ্মণদিগের একটি উপনিবেশ ছিল ইহাও অনুমিত হইয়াছে (৫৩)। আল্‌বেরুণীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তে জরথুস্ত্র অধরবৈজান হইতে বাল্‌খ গমন করিয়া তথায় মগ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে (৫৪)।

সূর্য্যপূজার ঐতিহাসিক নিদর্শন।

কথিত আছে শাম্ব সূর্য্যমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া মিত্ররাজ উগ্রসেনের পুরোহিতকে নিজ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পৌরোহিত্যের জন্য আহ্বান করেন; এবং তিনি অস্বীকার করায় শাকদ্বীপ হইতে মগদিগকে আনয়ন করেন। ভারতে শকরাজাদিগের মধ্যে কণিষ্কের মুদ্রায় চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি (৫৫) ও সূর্য্যদেবতা হেলিয়সের (Helios) (৫৬) মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত মুদ্রা হইতে শক জাতির মধ্যে একাংশে সৌরোপাসনা প্রচলিত থাকাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে উদ্ধৃত সূর্য্য-বাচক 'হেলি' শব্দ, যোনক অথবা গ্রীকদিগের দেবতা হেলিয়সের নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ফাইলোষ্ট্রেটস্ (Philostratus) গ্রীকরাজ্যের অন্তর্গত তক্ষশিলা নগরীতে সূর্য্যমন্দির অবস্থিত থাকার কথা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (৫৭)। হূণ জাতিও যে এ প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে

---

(৫৩) Bishan Swarup's Konarka, p. 4.

(৫৪) Sachau's Alberuni. Ed. 1888, p. 21.

(৫৫) Vincent Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum, page 71, fig. 9. pl. xi.

(৫৬) Ibid, fig. xi.

(৫৭) Life of Apollonius of Tyana ii, XXIV, ref. to in J A. S. B. (N. S.) XVI, 1920, p. 63, foot note I.

নাই মিহিরগুলের ক্ষোদিত লিপি অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও যে সৌর উপাসনা প্রচলিত ছিল স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রলিপি হইতে তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অমরা অন্যত্র এই প্রসঙ্গে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত কুমার গুপ্তের মান্দাশোর লিপির উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে একটি সূর্য্য-মন্দির সংস্কারের কথা লিখিত আছে। দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের রাঘোলি লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি আনুমানিক খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে স্থানীয় লোকের অনুরোধে, মাতা পিতা ও নিজের পুণ্যের জন্য জলনিষেকপূর্ব্বক ('উদকপূর্ব্বম্') খদ্দিকা নামক একখানি গ্রাম আদিত্যদেবের সেবার জন্য দান করিয়াছিলেন এবং যাবৎ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ ও তারকাদি বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ এই উদ্দেশ্যেই গ্রামখানি ভোগ দখল হইতে থাকিবে, তাঁহার আদেশক্রমে এইরূপ নির্দ্দেশ ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল (৫৮)। ওয়াং চোয়াং ও আল্-বেরুণী উভয়েই মূলস্থান অথবা মুলতানের সূর্য্যমন্দিরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে মূলস্থানস্থ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণিত হইয়াছে (৫৯)। খৃঃ নবম শতাব্দীর লেখক আনন্দগিরি বলিয়াছেন (৬০) যে সৌরোপাসকেরা ছয়টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদীয়মান সূর্য্য, কেহ কেহ মধ্যাহ্ন সূর্য্য কেহ কেহ অস্তাচলগামী সূর্য্য আবার কেহ কেহ এই তিনটি বিভিন্ন মূর্ত্তির সম্মিলিত রূপ ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রীর দক্ষিণ ভারতীয় মূর্ত্তিবিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ একটি

(৫৮) Epi. Indica. IX, 47.

(৫৯) J. A. S. B. (N. S.) Vol. XVI, 1920, p. 63.

(৬০) W. Hopkins Religions of India, ref. to in loc. cit. p. 63. foot note 6.

ত্রিমূর্ত্তির প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে (৬১)। মহম্মদ ইবন্ আল্‌কাশিম যখন ঘৃণা ও বিদ্রূপভরে মূলতানের সূর্য্য মূর্ত্তির গলদেশে গোমাংসখণ্ড ঝুলাইয়া দেন তখনও ভারতে সৌরোপাসনার প্রভাব অপহৃত হয় নাই। জালাম্ ইবন্ শৈবান্ মূলস্থানের এই বিখ্যাত সূর্য্যদেবের বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া পুরোহিতকে নিহত করিয়াছিলেন (৬২)। দশম শতাব্দীর শেষভাগে সূর্য্যমন্দির মসজিদে পরিণত হইলে (৬৩) মূলতানস্থ সৌরোপাসকগণ বিপন্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে ভারতের অন্যত্র সূর্য্যপূজার কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। সেন রাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে সৌরপ্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা আমরা কোনারকে বৌদ্ধ প্রভাব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। বঙ্গদেশে কয়েক স্থান ব্যতীত পৃথকভাবে সূর্য্যপূজার ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রাতঃস্নানার্থীদিগের কণ্ঠোচ্চারিত জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি দিবাকরের স্তোত্রে ভাগীরথী তট অদ্যাপি প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। সূর্য্যোপাসনার বিভিন্ন অনুষ্ঠান পদ্ধতি যাজ্ঞবল্ক্য ও বরাহ মিহিরের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এ সকল কথা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকেই অবগত নহেন। কোনারকে বৌদ্ধপ্রভাব অধ্যায়ে বর্ণিত স্ত্রীজনানুষ্ঠিত সৌরাপাসনামূক ব্রতাদির সহিত এ সকল পূজাপদ্ধতির কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। খৃঃ ১৮৫১ অব্দে প্রকাশিত শ্রীমতী এস্, সি, বেলনোস্ নামক

(৬১) এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে সূর্য্যপূজা ভারতের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশে বিস্তার লাভ করিলেও দক্ষিণ ভারতে সম্ভবতঃ সেরূপ বদ্ধমূল হয় নাই। শ্রীযুক্ত জি, আর, কে (G. R. Kaye) বলিয়াছেন দক্ষিণে একমাত্র তাঞ্জোরের সূর্য্যনারকোবিল নামক সূর্য্যমন্দিরই উল্লেখযোগ্য।

(৬২) Alberuni's India, I, p. 116, quoted by R. P. Chanda in 'Archaeology and Vaishnava Tradition', p. 161.

(৬৩) Progr. Rep. Arch. Survey, W. Circle 1897, p. 18.

ইংরাজ মহিলা কর্ত্তৃক রচিত ব্রাহ্মণদিগের ভগবদারাধনা বিষয়ক 'সন্ধ্যা' নামক ইংরাজি গ্রন্থে জনৈক সূর্য্য পূজকের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে (বিংশ চিত্র দ্রষ্টব্য)। ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে সংগৃহীত সূর্য্যোপাসনার যে বিবরণ উক্ত লেখিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ এই নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

'রৌপ্যনির্ম্মিত থালায় অঙ্কিত সূর্য্যমূর্ত্তি একটী বৃহৎ তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে (সম্পুটে) রক্ষিত হয়। রক্তচন্দন-রঞ্জিত আতপ তণ্ডুল, কিঞ্চিৎ চন্দন ও রক্তপুষ্প, ধূপঘস, তাম্বুল, গুবাক, রক্তচেল, এবং দৈনন্দিন পূজার উপকরণভূত যাবতীয় পিত্তলপাত্র ও মূর্ত্তি [ঐ পাত্রে রক্ষিত হয়]। পূজক এক পদে দণ্ডায়মান হয়, তাহার বহির্ম্মুখ চরণগুল্‌ফসহ দক্ষিণ চরণ বাম জানুর উপর বিন্যস্ত থাকে (৬৪)। হস্তে পিত্তল নির্ম্মিত বাটী (কটোরা), তাহার মধ্যে আবার গোধূমচূর্ণে নির্ম্মিত একটী ঘৃতপূর্ণ ক্ষুদ্র আধার; উহার মধ্যস্থলে একটী প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা। এই পূজায় ব্যবহৃত তিলকফোঁটা এই প্রকার (☰) তিনটী চন্দনের রেখা আঁকিয়া নিম্নের সরলরেখা দ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে প্রদত্ত সিন্দূরের ফোঁটাতেই পর্য্যবসিত হয়। পাঁথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুল গ্রথিত হার পূজার সময় পরিধান করা হইয়া থাকে।

[করজোড়ে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর]

১। হে সহস্ররশ্মি! হে মহান্! হে প্রদীপ্তমণ্ডল, হে বিশ্বপালক! আমি তোমাকে প্রণাম করি ও অর্ঘ্য দিয়া অর্চ্চনা করি। হে আলোকের দেবতা, আমার উপহার গ্রহণ কর।

(৬৪) The Sandhyâ or the Daily Prayer of the Brahmins, Illustrated with 24 plates by Mrs. S, C. Belnos, 1851, Vide Pl. 20.

২। হে অমর! হে ভানু! আকাশ, পৃথিবী (দগ্ধ পৃথিবী), জল ও অগ্নি সকলেই তোমার প্রভাব ও তোমার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। দেখ, আমি তোমায় প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি ও অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, আমার পূজা গ্রহণ কর।

৩। যাহারা তোমার স্তবগান করে তাহারা সহস্র জন্মান্তরেও ধনশালী ও প্রভুত্বশালী হয়।

৪। তুমি সম্বৎসর বার মাস পৃথিবীতে কিরণ দান কর ও নিম্নলিখিত নামে খ্যাত হও—

৫। আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, হরিদশ্ব, ত্রৈলোক্য-লোচন।

৬। মিত্র, রবি, দ্বিজকর, দ্বাদশাত্মক, ত্রিমূর্ত্তি ও সূর্য্য।

মাসানুসারে সূর্য্যের নাম।

চৈত্র—আদিত্য	আশ্বিন—মিত্র
বৈশাখ—দিবাকর	কার্ত্তিক—রবি
জ্যৈষ্ঠ—ভাস্কর	অগ্রহায়ণ—দ্বিজকর
আষাঢ়—প্রভাকর	পৌষ—দ্বাদশাত্মক
শ্রাবণ—হরিদশ্ব	মাঘ—ত্রিমূর্ত্তি
ভাদ্র—ত্রৈলোক্যলোচন	ফাল্গুন—সূর্য্য

৭। যাহারা বৎসরের এই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করে এবং তোমায় অর্ঘ্য প্রদান করে, তাহারা সকলেই রাত্রিকালে সুস্বপ্ন দর্শন করিবে, এবং সমস্ত বিপদ ও দৈন্য হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

৮। এই নশ্বর শরীরের যাবতীয় অমঙ্গল ও দৈন্য হইতে তুমি আমাদিগকে মুক্ত কর। পবিত্র বারি যেমন অপবিত্রতা ধৌত করে, তোমার করুণা সেই প্রকার মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে পূত করে। যে

পবিত্র সলিলে নরগণ স্নান করে তাহা তোমারই পূজা ও স্তুতির সামগ্রী।

৯। যে তোমার স্তুতি শ্রবণ করে ও তোমার অর্চ্চনায় সহায়তা করে সেও সুখ লাভ করিবে। সে যাবজ্জীবন সুস্থ শরীর লাভ করিবে, দীর্ঘজীবী হইবে ও জীবনান্তে স্বর্গ দর্শন করিবে।

১০। হে অগ্নির জ্বালা সম্পাদন কারিন্! তোমায় প্রণাম। তুমি মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও তুমিই শস্যের জীবনদান জন্য পৃথিবীতে বৃষ্টি পাত কর।

১১। অগ্নি তোমার সম্মুখে সঙ্কুচিত হয়, কারণ বিমানচারী গ্রহগণ মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রধান।

১২। তুমি ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষুঃস্বরূপ, কারণ মনুষ্য, পশু, মৎস্য ও সকল পার্থিব বস্তুই তোমার আলোকে পরিদৃশ্যমান হয় (৬৫)।

---

(৬৫) এই অংশ ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে গৃহীত। অগ্নিপুরাণে মার্গশীর্ষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের নিম্নলিখিত দ্বাদশটি নাম প্রদত্ত হইয়াছে—বরুণ, সূর্য্য সহস্রাংশু, ধাতা, তপন, সবিতা, গভস্তিক, রবি, পর্জ্জন্য, তষ্টা, বিষ্ণুক (Agni Purana, M. Dutt's translation, chap. LII, p. 188)। অগ্নি-পুরাণকার অন্যত্র উপাসককে সূর্য্যদেব ও শঙ্করকে অভিন্নরূপে কল্পনা করিতে পরামর্শ দিয়া সৌর ও শৈবমতের সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন। (Ibid, chap. LXXIII, p. 260)

নবগ্রহ।

পৃঃ ৩৪, ৩৫ কোনারকের কথা।

প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনাদিতে দেখিতে পাই যে সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহের বিভিন্ন বার অনুযায়ী সাতটী গ্রহ এবং রাহু ও কেতু, আয়ত আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ডে ক্ষোদিত করিয়া মন্দির ও তৎসংলগ্ন মণ্ডপাদির প্রবেশদ্বারের 'সরদ্দল'রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্চিমভারতে মাধব-বাও নামক একটি বাউলিতে দশাবতার ও সপ্তমাতৃকার সহিত নবগ্রহমূর্ত্তিগুলিও যে সন্নিবিষ্ট আছে এ কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিভিন্ন বাহন, হস্তধৃত বিভিন্ন আয়ুধ, নিয়মবদ্ধ পারম্পর্য্য এবং বিভিন্ন মুদ্রায় পরিকল্পিত হস্তাদি হইতে নবগ্রহের গ্রহদেবতাগুলিকে পৃথকরূপে চিনিয়া লওয়া যায়। সূর্য্য গ্রহপতি বলিয়া প্রস্তরখণ্ডের বামভাগে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কখনও কখনও বিশেষ অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে ধাতব বা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নবগ্রহের নিদর্শনদ্যোতক ধাতুখণ্ড, এবং স্ফটিক ও রক্তচন্দনাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে (১)।

(১) প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে, অগ্নি, মৎস্য ও গরুড় পুরাণে, দেবপূজা বিষয়ক 'পদ্ধতি' প্রভৃতিতে এবং 'পঞ্চাঙ্গ' অথবা পঞ্জিকাদি গ্রন্থে, নবগ্রহের যে বিবরণ পাওয়া যায়, শ্রীযুক্ত জি, আর, কে (G. R. Kaye) তাহা সযত্নে সঙ্কলন পূর্ব্বক ১৯২০ সালের বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় (অক্টোবর সংখ্যা পৃঃ ৫৭-৭৫) 'হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক দেবতা' নামক একটি বহুতথ্য পূর্ণ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। "নবগ্রহের" এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুখ্যতঃ সেই প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

শাস্ত্রোক্ত বর্ণনামতে গ্রহাদির বর্ণের বিভিন্নতা হইতেও তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায় কিন্তু প্রাচীনকালে, ব্রত পূজাদি অনুষ্ঠান-সময়ে, গ্রহমূর্ত্তিগুলি যে বাস্তবিকই বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইত তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় না।

আলবেরুণি তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন যে, মূলতানের সূর্য্যমূর্ত্তি রক্তবর্ণ চর্ম্মে আবৃত ছিল (২)। কিন্তু নবগ্রহ সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় না। নবগ্রহ মূর্ত্তিগুলি সকলস্থলেই যে একত্র পংক্তিবদ্ধ ভাবে পরিকল্পিত হয়, তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের নবগ্রহগুলি যে বিভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিত থাকে, তাহা পুরীর কথায় গুণ্ডিচা মন্দির প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে (৩)। কোন কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বিভিন্ন গ্রহের নিদর্শন জ্ঞাপক দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে সজ্জিত হইয়া থাকে।—

মধ্যে—কেন্দ্রস্থলে—সূর্য্য, দক্ষিণ-পূর্ব্বে চন্দ্র, দক্ষিণে মঙ্গল, উত্তর-পূর্ব্বে বুধ, উত্তরে বৃহস্পতি, পূর্ব্বে শুক্র, পশ্চিমে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাহু ও উত্তর-পশ্চিমে কেতু। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি অনুসারে তাম্র, সূর্য্যজ্ঞাপক ও সূর্য্য পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট; স্ফটিক চন্দ্রের নিদর্শন, রক্তচন্দন মঙ্গলগ্রহ জ্ঞাপক, স্বর্ণ বুধ ও বৃহস্পতি এই দুই গ্রহের পরিচায়ক এবং রৌপ্য, লৌহ, সীসক, ব্রোঞ্জ বা পিত্তল যথাক্রমে শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু গ্রহের নিদর্শন স্বরূপ। বরাহ-

(২) India, I. 116, Ref. to in J. A. S. B. (N. S.) XVI, 1920. p. 97, footnote 2.

(৩) পুরীর কথা, পৃঃ ১৩৩। এইরূপে বৃত্তাকারে সজ্জিত নবগ্রহ মূর্ত্তিগুলির মধ্যস্থলে সূর্য্যমূর্ত্তি রক্ষিত হয়। সূর্য্য যে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ইহাতে বোধ হয় তাহাই সূচিত হইয়া থাকে।

মিহিরের মতে স্বর্ণ মঙ্গল গ্রহের নিদর্শন এবং রৌপ্য ও মুক্তা যথাক্রমে বৃহস্পতি ও শুক্রের চিহ্ন বলিয়া পরিচিত। শ্রীযুক্ত জি, আর, কে (G. R. Kaye) মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, যোনক অথবা গ্রীক দিগের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, রঙ্গ, তাম্র ও সীসক যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র ও শনৈশ্চর গ্রহের সহিত সম্পর্ক যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।

বরাহমিহিরের বর্ণনা মতে সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শ্বেত, মঙ্গল ঘোর রক্তবর্ণ, বুধ হরিত, বৃহস্পতি পীত, শুক্র শ্বেত বা নীল এবং শনি কৃষ্ণবর্ণ। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে রবি পদ্মগর্ভসম দ্যুতিসম্পন্ন, বৃহস্পতি পীত, শনৈশ্চর হরিত এবং কেতু ধূম্রবর্ণ (৪)। কোনারকের নবগ্রহ প্রস্তরে সূর্য্যের হস্তে পদ্ম, এবং চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র ও শনৈশ্চরের হস্তে যথাক্রমে অক্ষমালা ও ঘট, রাহুর হস্তে বজ্র এবং কেতুর হস্তে অক্ষমালা ও উল্কা (মশাল) রহিয়াছে। কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত ৪১৬৮ সংখ্যক ভাস্কর্য্য-নিদর্শন নবগ্রহ প্রস্তরটীতে দেখিতে পাই যে, মঙ্গলের হস্তে অক্ষমালা ও শূল, বুধের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, শনৈশ্চরের হস্তে অক্ষমালা ও ধ্বজদণ্ড, এবং চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্রের হস্তে অক্ষমালা ও ঘট। অগ্নিপুরাণের ৫১ অধ্যায়ে সূর্য্যের আয়ুধ তরবারি, মঙ্গলের শূল বা ভল্ল, বুধের ধনু, এবং কেতুর তরবারি ও উল্কা (৫)। এই বর্ণনা মতে, চন্দ্র বৃহস্পতি শুক্র—ইঁহারা সকলেই অক্ষমালা ও ঘট ধারণ করিয়া

(৪) মৎস্য পুরাণ, ৯৪ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৮৫।

(৫) Agnipurana, M. N. Dutt's translation, chap. LI, p. 188. এই অনুবাদে torch শব্দের পরিবর্ত্তে প্রদীপ-বাচক lamp শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

থাকেন। শনৈশ্চরের নিদর্শন, ঘণ্টা-সম্বদ্ধ কটি-বেষ্টনী, এবং রাহুর অর্দ্ধচন্দ্র। চন্দ্র বর্ষা ব্যতীত অক্ষমালাও ধারণ করিয়া থাকেন। মৎস্য পুরাণ ও অগ্নি পুরাণের নবগ্রহ বিষয়ক বর্ণনায় বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু মৎস্যপুরাণেও বৃহস্পতি ও শুক্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে দণ্ড ব্যতীত অক্ষমালা ও ঘট ধারণ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ মতে সূর্য্যের চিহ্ন পদ্ম, এবং চন্দ্রের আয়ুধ গদা। কখনও কখনও অনুষ্ঠান বিশেষে সূর্য্য বৃত্তাকারে, চন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্ররূপে, মঙ্গল ত্রিকোণাকারে, বুধ শায়কচিহ্ন-রূপে, বৃহস্পতি আয়ত-ক্ষেত্র বা পদ্মচিহ্নরূপে, শুক্র সমচতুষ্কোণ বা তারকা চিহ্নরূপে, শনি ধনু ও দণ্ড চিহ্নরূপে এবং কেতু কেতন চিহ্নরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকেন।

সূর্য্যের রথের ন্যায়, চন্দ্রের রথ ও অশ্ববাহিত কিন্তু উহার অশ্বসংখ্যা দশটি সাতটি নহে। কোন কোন স্থলে চন্দ্রের রথে অশ্বের পরিবর্ত্তে মৃগও পরিকল্পিত হয়। মঙ্গলের বাহন মেষ, বুধের বাহন সিংহ (৬)। প্রচলিত পদ্ধতি গ্রন্থাদি মতে বৃহস্পতির বাহন হস্তী বা রাজহংস, শুক্রের অশ্ব বা ভেক, শনির গৃধ্র বা মহিষ, রাহুর সিংহ এবং কেতুর বাহন গৃধ্র। লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত একটী ক্ষোদিত প্রস্তরে অশ্ব, পশু মস্তক বিশিষ্ট পক্ষী, ময়ূর, বরাহ (?), অশ্বের মস্তক যুক্ত পক্ষী, ভেক (?), অশ্ব ও বজ্র যথাক্রমে নবগ্রহের বাহন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাচীন নবগ্রহ প্রস্তরগুলিতে রাহু ও কেতু ব্যতীত অপর গ্রহগুলি দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত। শনৈশ্চর যে পঙ্গু ইহা তাঁহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী হইতেই দেখা যায়। বুধ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণের

(৬) মৎস্য পুরাণ, ৯৪ অধ্যায়, বং সং, পৃঃ ২৮৫।

ন্যায় একপদ উন্নমিত করিয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া থাকেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে আমরা তাঁহাদিগের সংগ্রহ শালায় রক্ষিত যে নবগ্রহ প্রস্তরের চিত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে এবং লক্ষ্ণৌ যাদু ঘরের নবগ্রহ প্রস্তরে (৭) বুধ ও শনৈশ্চর একই ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। কলিকাতা যাদু ঘরের (৪১৬৮নং) নবগ্রহের (৮) সহিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি হুবহু মিলিয়া যায়। রাহুর শৌবন দন্ত (canine teeth) দুইটী উদ্গত, মস্তকে সর্পফণা কিন্তু কোন কোন স্থলে অর্দ্ধচন্দ্রও দৃষ্ট হয়। কোনারকের নবগ্রহ প্রস্তরে বৃহস্পতির সুদীর্ঘ শ্মশ্রু রহিয়াছে দেখিতে পাই কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নবগ্রহ প্রস্তরগুলিতে বৃহস্পতি এইরূপ সশ্মশ্রু নহেন। এই সকল নবগ্রহ প্রস্তরগুলির সহিত যোগেশ্বরের (৯) প্রাচীনতর নবগ্রহ প্রস্তরের যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সূর্য্য দ্বিপদ্মধৃক্ এবং রাহু ও কেতু ব্যতীত অন্যান্য গ্রহগুলি হস্তে অক্ষমালা ও ঘট ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। রাহুর কেবল কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর সব কয়টি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান এবং সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে কোনওরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ শনির পঙ্গুত্ব সূচনার জন্যই বামপদ কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তিত-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপনয়ন সংস্কারকালে নবগ্রহের যে হোম অনুষ্ঠিত হয়, তৎপ্রসঙ্গে একটী ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ সমচতুষ্কোণ বেদির উপর, পদ্মচিহ্ন অঙ্কিত করা হইয়া থাকে এবং সেই পদ্মের বিভিন্ন দল,

(৭) J. A. S. B, vol xvi, 1920. pl. IX.

(৮) Ibid, pl. VIII.

(৯) **কোনারকের কথা পৃঃ ৩১, ৩৭ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য**; J. A. S. B. vol, xvi, 1920. pl. X.

বিভিন্ন গ্রহের বর্ণ অনুসারে রঞ্জিত করা হয়। তাহার পর সেই পদ্মের উপর যথক্রমে বিভিন্ন গ্রহ-সম্পর্কিত ধাতুখণ্ড, কিম্বা রঞ্জিত ও বিচিত্র নিদর্শনে চিহ্নিত বস্ত্র খণ্ড সমুদয় রক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে বিভিন্ন অংশে দধি ও তণ্ডুল মিশ্রিত নৈবেদ্য সজ্জিত করা হয়। এই বিভিন্ন গ্রহ-নিদর্শন গুলির প্রতিষ্ঠাকালে 'ব্যাহৃতি' নামক মন্ত্রবিশেষ আবৃত্তি করা হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন গ্রহের ধ্যান করিয়া তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করা হয়। এবং তাহার পর ব্রতাদি সংক্রান্ত দ্রব্যনিচয় উৎসর্গ করা হয় এবং যথোপযুক্ত মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিয়া হোম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মৎস্যপুরাণে অঙ্গারক ব্রত ও সৌরধর্ম্ম সংক্রান্ত কল্যাণিনী সপ্তমী ব্রত উপলক্ষে এইরূপ অষ্টদলান্বিত পদ্ম অঙ্কন করার প্রথা বর্ণিত হইয়াছে (১০)। অঙ্গারক ব্রত গ্রহ পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট। মৎস্যপুরাণের উপাখ্যানে দৃষ্ট হয় বীরভদ্র অঙ্গারক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া গ্রহে পরিণত হইয়াছিলেন। আদিত্যদেব অস্তমিত হইলে এ ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে 'রক্তচন্দনবারি সহযোগে' মঙ্গলকে অর্ঘ্য দানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (১১)। 'যে দিন মঙ্গলবার ও চতুর্থী হইবে' সেই দিন এই ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। মৎস্য পুরাণের ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ে 'রাজত শুক্রপ্রতিমা' স্থাপন করিয়া শুক্রকে অর্ঘ্যদানের কথা এবং সুবর্ণ পাত্রে 'সুবর্ণময় সুরেশ-পুরোহিতের প্রতিমা' স্থাপন করিয়া বৃহস্পতিকে পূজা করার কথা উক্ত হইয়াছে (১২)।

(১০) মৎস্য পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৭২ অধ্যায় পৃঃ ২৪৫ ; ঐ ৭৪ অধ্যায় পৃঃ ২৪৮।

(১১) মাৎস্য, বং সং, পৃঃ ২৪৬।

(১২) মাৎস্য, ৭৩ অধ্যায় (বং সং) পৃঃ ২৪৭।

উড়িষ্যায় বোদ অথবা বৌদ নামক স্থানে নবগ্রহের একটি পৃথক মন্দির বিদ্যমান (১৩)। আধুনিক কালে এই উদ্দেশ্যে শিখর মন্দির আর নির্ম্মিত হয় না বটে কিন্তু নবগ্রহের দোষশান্তির জন্য নবরত্ন অঙ্গুরীধারণ করার প্রথা ভারতে অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে (১৪)। শুধু ভারতবর্ষ বলিয়া নহে বৌদ্ধতান্ত্রিকবাদভূয়িষ্ঠ তিব্বতেও নবগ্রহ মূর্ত্তি সুপরিচিত। সম্ভবতঃ নবগ্রহের প্রভাব ভারত হইতেই ভারতীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে তিব্বতে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। তিব্বতীয় নবগ্রহের নাম 'সা-গু' (Gzah dgu)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বতীয় শিক্ষক লামা শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্রের নিকট অবগত হইয়াছি যে তিব্বতদেশীয় চিত্রকর মূর্ত্তিগুলিকে সুখপর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট ভাবে আলিখিত করিয়া থাকে।

প্রতীচ্যখণ্ডে মিথ্র পূজা বিষয়ক প্রাচীন ভাস্কর্য্য নিদর্শনাদিতে নবগ্রহের একত্র-ক্ষোদিত মূর্ত্তি নিচয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কে (Kaye) মঁসিয়ে কুমোঁ (Cumont) বিরচিত 'মিথ্রপূজারহস্য' (The mysteries of Mithra) নামক গ্রন্থে প্রদত্ত ৯৯ সংখ্যক

---

(১৩) Havell's Handbook of Indian Art, pl. XV B, Navagraha temple, Bod.

(১৪) বৈদূর্য্যং ধারয়েৎ সূর্য্যে নীলঞ্চ মৃগলাঞ্ছনে।
আরনেয়েঽপি মাণিক্যং পদ্মরাগং শশাঙ্কজে॥
গুরৌ মুক্তা ভৃগৌ বজ্রং শনৌ নীলং বিদুর্বুধাঃ।
রাহৌ গোমেদকে ধার্য্যং কেতৌ মরকতং তথা॥

(দীপিকা হইতে শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত)। এই শ্লোকটিতে বৈদূর্য্য অথবা Cat's Eye মণির সহিত সূর্য্যের, 'নীলার' সহিত সোমের, মাণিক্যের সহিত মঙ্গলের, পদ্মরাগ রত্নের সহিত বুধের, মুক্তার সহিত বৃহস্পতির, হীরকের সহিত শুক্রের, নীলমণির সহিত শনিগ্রহের, গোমেদের সহিত রাহুর ও মরকতের সহিত কেতুর সম্পর্কের কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

চিত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ইতালীর বলোনা (Bologna) নগরের ক্ষোদিত প্রস্তরের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং মিথ্রবাদ বিষয়ক ক্রোনস্ (Kronos) দেবতার সহিত কোনারকের কয়েকটি ক্ষোদিত মূর্ত্তিরও অনুরূপতা লক্ষিত হয়। কুমোঁর গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণে বলোনার ক্ষোদিত চিত্রের (Bologna bas-relief) একখানি প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে (১৫)। এই ক্ষোদিত প্রস্তরের মধ্যভাগে বৃষভহননে নিরত মিথ্র (Tauroctonous Mithra) দেবের চিত্র। তাঁহার দুইপার্শ্বে দুইজন 'মসাল' বাহক (Dadophari); ইহারা এক একটি পাইন বৃক্ষের সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। এই শিলাখণ্ডের উর্দ্ধভাগে সাতটি গ্রহ নিম্নলিখিত ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। দক্ষিণভাগের সর্ব্বপ্রথমেই সূর্য্য, পরে শনৈশ্চর, তাহার পর যথাক্রমে শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল ও সোমের মূর্ত্তি। সকল গ্রহেরই নরাকৃতি; সাধারণতঃ মুদ্রাদিতে সন্নিবিষ্ট রাজমূর্ত্তির ন্যায়, এই সকল গ্রহের মস্তক ও বক্ষোদেশের কিয়দংশ মাত্র তক্ষিত হইয়াছে। কুমোঁ লিখিয়াছেন গ্রহ নক্ষত্র জ্ঞাপক দেবতাদিগের মধ্যে নবগ্রহের উপাসনাই অধিক ভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইঁহাদিগের উদ্দেশ্যে অনেক মূল্যবান উপহার দ্রব্য নিবেদন করা হইত (১৬)। ফলিতজ্যোতিষ বিষয়ক বিশিষ্ট মতবাদ অনুসারে নবগ্রহের বিভিন্ন গ্রহগুলিতে নানাবিধ গুণ ও শক্তি আরোপ করা হইত। আধুনিক কালে এই সকল লুপ্ত বিশ্বাসের যথাযথ কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। রাহু ও কেতু ব্যতীত নবগ্রহের অপর সাতটি গ্রহ সপ্তাহের সাতটি দিনের

(১৫) Cumont's Mysteries of Mithra (translated by Mc Cormick) Chicago, 1903, p. 151, fig. 37.

(১৬) Cumont op. cit. pp. 120, 121.

মধ্যে একটি না একটির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার নামানুসারে যে দিনের নামকরণ হইয়াছে সেইদিনে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ভারতের ন্যায় ইউরোপ খণ্ডেও কয়েকটি বিভিন্ন ধাতু, বিভিন্ন গ্রহের নিদর্শন জ্ঞাপক বলিয়া আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত। বিশেষতঃ মিথ্রধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ কালে এই সকল ধাতুর অল্লাধিক প্রয়োজন সকলক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইত। মিথ্রধর্ম্ম-বিষয়ক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য নিদর্শনে কখনও প্রধান গ্রহ সাতটির একত্র অবস্থিত সপ্তমূর্ত্তি, কখনও সপ্তগ্রহসূচক বিভিন্ন চিহ্নাদি, কখনও বা ইঁহাদিগের সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত পূজার্চ্চনার চিত্রাবলী উৎকীর্ণ থাকিতে দেখা যায়।

কখন কখন ও আবার তাঁহাদিগকে গ্রীক দেব দেবীরূপে মূর্ত্ত দেখিতে পাই যথা হেলিয়স্ (সূর্য্য), সেলিনী দেবী (চন্দ্র), আরস্ (মঙ্গল), হার্ম্মিস্ (বুধ), জিউস্ (বৃহস্পতি), এফ্রোডিট্ দেবী (শুক্র) ও ক্রোনস্ (শনি)। ইঁহাদিগের ক্ষোদিত চিত্রগুলি প্রায়শঃ সপ্তাহের সপ্তদিবসের পারম্পর্য্যক্রমেই মিথ্রবাদবিষয়ক ভাস্কর্য্যে সন্নিবিষ্ট হইত।

এই পাশ্চাত্য গ্রহবাচক মূর্ত্তি নিচয় যখন গ্রীক দেবতা জ্ঞাপন না করিয়া ইরাণের অহুরমজ্‌দা, জেরবান্ প্রভৃতি মজ্‌দীয় দেবতা জ্ঞাপন করে তখন এই সকল চিত্রের গূঢ়ার্থ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে তাহা বলাই বাহুল্য। মিথ্রবাদে ক্রোনস্ ও ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে শনৈশ্চর, ঠিক একই ভাব ও একই অর্থ জ্ঞাপন করে না। ক্রোনস্ অনন্ত কালজ্ঞাপক। ইতালীর ফ্লরেন্স, অষ্টিয়া, রোম ও মডেনা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ক্রোনস্ মূর্ত্তির যে সকল চিত্র

কুমোঁর গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে (১৭) তাহার কোনটির সহিতই কোনারকে দৃষ্ট কোনও মূর্ত্তির সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। মিথ্র ধর্ম্মের ক্রোনস্ প্রায়শঃ সিংহাস্য, পক্ষসংযুক্ত, সর্পপরিবেষ্টিত, ক্বচিৎ বা অনন্তকাল (Aeon) জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে গোলকের উপর দণ্ডায়মান। সম্ভবতঃ কোনও অস্পষ্ট চিত্রে কোনারক মন্দিরগাত্রস্থ নাগ নাগিনী প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীযুক্ত কে (Kaye) উহাদিগের সহিত এই সর্প-বিজড়িত ক্রোনস্ মূর্ত্তির কোনও কাল্পনিক সাদৃশ্য অনুমান করিয়া থাকিবেন। প্রাচীন ইরাণ-বাসিগণ ও বৈদিক হিন্দুগণ আর্য্য জাতিরই দুইটি বিভিন্ন শাখা, সুতরাং সৌর মতবাদ ও গ্রহাদির উপাসনায় উভয় ধর্ম্মে যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহা একই মূল হইতে উদ্ভূত ভাব ও সভ্যতার আদান-প্রদানের অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র।

আচার্য্য ওল্ডেনবার্গ অনুমান করিয়াছেন যে প্রাচীন ইণ্ডো-ইরাণীয় আর্য্যগণ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী আক্কাডীয় কিম্বা সেমিটিক জাতিদিগের নিকট হইতে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহ উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলেন যে হেতু নক্ষত্রখচিত অন্তরীক্ষ সম্বন্ধে এই সকল জাতির জ্ঞান আর্য্যদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল (১৮)।

এসিয়ার পূর্ব্বসীমান্তবাসী প্রাচীন মিটানী জাতি সূর্য্য উপাসক ছিলেন। ইঁহারা খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে ও তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান মেসোপটেমিয়া প্রদেশের উত্তরভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত এইচ্, আর্, হল্ প্রমুখ কেহ কেহ মত

(১৭) Cumont. op. cit. pp. 105, 106, 108, 110, 222, figs. 20, 21, 22, 23, 49.

(১৮) Oldenberg, Die Religion des Veda, 1894, p. 185, ref. to in Cumont, op. cit. p. 2.

প্রকাশ করিয়াছেন যে ইঁহারা আর্য্যদিগের পরিচিত মিত্র, বরুণ প্রভৃতি কোনও কোনও দেবতা উপাসনা করিতেন। ইঁহাদিগের সৌর-মতবাদ অপর কোন ও প্রাচীন জাতির সম্পর্কে আসিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল কিনা তাহা নির্ণীত না হইলে এ সকল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে (১৯)।

চি-লি-তা-লো-চিং।

পৃঃ ৬১ কোনারকের কথা।

ওয়াং চোয়াং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে 'উতু' অর্থাৎ উড়িষ্যা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে মহাসাগরের তীরে 'চে-লি-তা-লো' নগর অবস্থিত। ইহার পরিধি বিংশতি 'লি'। দূরদেশাগত বিদেশীয় ব্যক্তিগণের এবং সমুদ্রপথচারী বণিক্ দিগের ইহা বিশ্রামের স্থান ও গমনাগমনের পথ স্বরূপ ছিল। নৈসর্গিক সংস্থানের বিশেষত্ব হেতু ইহা স্বভাবতঃই সুরক্ষিত এবং বহু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। এই নগরের বহির্দ্দেশে পরস্পর সন্নিহিত পাঁচটি সমুচ্চ সঙ্ঘারামে বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্য-পরিচায়ক মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকবর একথাও বলিয়াছেন যে চে-লি-তা-লো হইতে সেং-ক-লো (সিংহল) বিংশতি সহস্র 'লি' দক্ষিণে অবস্থিত। ফরাসী পণ্ডিত জুলিয়েঁর (Julien) মতে সংস্কৃত ভাষায় 'চরিত্র'ই

---

(১৯) স্বর্গীয় পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় হিন্দুদিগের সহিত বাবীলনবাসিগণের সংস্পর্শ যে খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দের পরবর্ত্তীকালে সংঘটিত হইয়াছিল এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। B. G. Tilak on Chaldaean and Indian Vedas, Bhandarkar Commemoration Volume, p. 30.

'চে-লি-তো-লো'র বিশুদ্ধ রূপান্তর (১)। মূল বৃত্তান্তের এই অংশের পাদটীকায় 'চে-লি-তো-লো' নামের অর্থজ্ঞাপক যে চীনা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ 'বিদেশ যাত্রার জন্য বহির্গত হওয়া'। সম্ভবতঃ নাবিক ও স্থলপথচারী ভ্রমণকারিগণ এই স্থান হইতে 'যাত্রা সুরু' করিত বলিয়া নগরের এই বিশেষ নামের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক অন্যত্র পদটির চৈনিক ভাষায় যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে 'চে-লি-তো-লো' 'ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন' এইরূপ অর্থ হইয়া পড়ে। 'চরিত্র' শব্দের সাধারণ অর্থের সহিত ইহার যে কতকটা সামঞ্জস্য বা সৌসাদৃশ্য আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ওয়াটার্স বলিয়াছেন ওয়াং চোয়াং এর বর্ণনা মতে এই স্থান হইতেই যে স্থল পথে বা জল পথে যাত্রা আরম্ভ হইত কিম্বা এখানে আসিয়াই যে সাধারণতঃ যাত্রা শেষ হইতে এরূপ কিছু বোঝা যায় না। কানিং হামের মতে চরিত্রপুর আমাদিগের পুরী নামধেয় বর্ত্তমান জগন্নাথ তীর্থ (২)। ফার্গুসন ইহা তাম্রলিপ্তি বা আধুনিক তমলুক বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (৩)। ডাঃ ওয়াডেল লিখিয়াছেন, 'এই অঞ্চলে পরিব্রাজকবর্ণিত ভৌগোলিক অবস্থান এবং দিক্ ও দূরত্ব প্রভৃতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মহানদীর 'ব' দ্বীপে, কটক হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রায় পঞ্চদশ মাইল দূরে, মহানদীর যে পুরাতন 'খাত' (Channel) আছে, তাহা

(১) 'On Yuan Chwang's travels in India' by Thos. Watters p. 194.

(২) Ancient Geography of India p. 510 ref. to in op. cit. foot note 1.

(৩) J. R. A. S., Vol. VI. 1873. c. p. 249, referred to in op. cit. p. 195. foot note 1.

অদ্যাপি 'চিত্র তোলা' নামে পরিচিত। মহানদীর এই শাখার তটদেশে 'চিত্রতোলা' নামক কোন গ্রাম বা নগর নাই বটে কিন্তু কেন্দরাপাড়া খালের কেন্দোয়াপটন লকের সম্মুখবর্ত্তী নেন্দরা গ্রামের অধিবাসিগণ নদীগর্ভস্থিত সুবিস্তীর্ণ সৈকত ভূমিতে কোনও বিলুপ্ত প্রাচীন বন্দরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ডাঃ ওয়াডেলের মতে সেই বিলুপ্ত বন্দরই চিত্রতোলা নগর এবং উহা চে-লি-তো-লো হইতে অভিন্ন (৪)। চৈনিক উচ্চারণ প্রভাবে রূপান্তরিত চে-লি-তো-লো শব্দের জুলিয়েঁ সমর্থিত 'চরিত্র' নামটিই বিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত পরিণতি কি না সে সম্বন্ধে ওয়াডেল নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই; তাঁহার মতে চিত্রতোলা নামের সহিতই ইহার যেন সাদৃশ্য অধিক। ওয়াটার্স ডাঃ ওয়াডেল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে ওয়াচোয়াং এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের চে-লি-তো-লো বলিয়া স্বীকার করিতে আপাততঃ সম্মত হইলেও স্পষ্ট করিয়া ইহাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই যে বরং 'চে-লি-তো-লো' 'চরিত্র' হওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহা কখনই চিত্রতোলা শব্দের অনুকৃতি হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত বিষণ স্বরূপ মহাশয় বলিয়াছেন যে চি-লি-তো-লো 'চিত্রোৎপল' নামের অপভ্রংশ মাত্র। বর্ত্তমান 'কাছুয়া' প্রাচীন চিত্রোৎপল নদ বলিয়া ধরিয়া লইতে গেলে, ওয়াংচোয়াং বর্ণিত অবস্থান ও পরিমাপাদির সহিত কোনও রূপ অসামঞ্জস্য হয় কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক মিমাংসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে কোণার্ক, পুরী, ও নেন্দরা গ্রামের আপেক্ষিক দূরত্বের বিষয় ও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কোনারকের কথার 'পুনর্যাত্রা' শীর্ষক অধ্যায়ে ৭৭ সংখ্যক পাদটীকায়

(৪) Dr. Waddell in Proceedings A. S. B. referred to in op. cit. p. 196, foot note 1.

উদ্ধৃত 'চিত্রোৎপলা দেখিল নীলাচল ভূবনে'—চৈতন্য মঙ্গলের এই পংক্তি হইতে চিত্রোৎপল যে নীলাচলের অথবা পুরীতীর্থের সন্নিহিত ছিল এই অনুমানই সমর্থিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

কোনারকের কথা।

নাম ও বিষয়-সূচা (INDEX)।

অগ্নিপুরাণ ৮৯, ১২৯, ১৪২, ১৪৫,
অঙ্গারক ব্রত ১৪৮
অজরবৈজান (অধরবৈজান) ১৩৭
অনঙ্গরঙ্গ ২৯
অনন্ত গুম্ফা ১২৬, ১২৮
অনন্থালবার, এম, এ, ৮০
অনিরুদ্ধ ৬৬
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩০, ৬৭, ৯৪
অভ্যঙ্গ (অইব্যাওঙ্হ) ১৩২ ১৩৬
অমরকুণ্ড ৯৫
অরফুস্ ও ইউরিডিস্ ১২০
অরুণ ১২৬
অর্কক্ষেত্র ৬২
অর্কবন্ধু ৭৯০
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ৩৭, ৮৩, ১০৯
অশোক ৫৬, ৭৮
অশ্বমূর্ত্তি ৫৩, ৫৪, ৫৫
অহুর মজ্‌দা ১৩৪, ১৩৫, ১৫১
আইন-ই-আকবরী ১৯, ১৫, ৩২, ৩৮
আক্কাডীয় জ্যোতি ১৫২
আচেন ফলক ১৯
আদিত্য হৃদয় ১২৩
আদিনাথ সভা ৮২
আল্ বেরুণী ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪
আপোলো ১২০, ১২৯
আবুল ফজল ১৩, ৪২, ৪৪
আর্ণট, এম, এইচ ৫১
অর্য্যমন ১২২
ইতু পূজা ৯৬
ইন্দোরের তাম্রশাসন ৯৩
ইন্দ্রদ্যুম্ন ৭১
ইবন বতুতা ১০৩
উতু (উড়িষ্যা) ১৫৬
উদ্ভট শ্লোকমালা (পূর্ণচন্দ্র দে কৃত) ১১৭
উড্রফ, সার জে, জি ৬৭, ৯১
উড়িয়া দেউল ১৭
ঊষা ১২০
ঊষাও প্রত্যূষা ১২৯

ঋগ্বেদ ৭৪, ১২০, ১২১, ১২৩
একাবলী ৪১
এলোরা ৮২, ৯০, ১২৯
ঐহোল (দুর্গামন্দির) ৭১
ওকাকুরা ৬৭
ওমার খৈয়াম ৬৮
ওলডেনবার্গ, আচার্য্য ১৫২
ওসিয়া ৯৬
ওয়াডেল, ডাঃ ১৫৪
ওয়াধেবান (ওয়াধওয়ান্) ৩৪
ওয়াৎচাং (ইয়ান চোয়াং) ৬১, ৭৩, ১০১, ১৩৮, ১৫৩
ওয়েষ্ট্রপ ৯০
কণিষ্ক ১৩৭
কপ্টশিল্প ১৯
কবির মুয়হিদ ৫৭, ৫৮
কমলাত্মিকা মূর্ত্তি ৮৩
কলিন মেকেঞ্জি, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ১৬
কল্যাণ মল্ল ২৯
কল্যাণিনী সপ্তমী ১৪৮
কান্দারিয়া (কন্দর্য্য) মহাদেব ১০৪
কামসূত্র ২৯
কালিকাপুরাণ ১১৮
কানিংহাম, মেজর জেনেরল ৬৩, ১১২
কিটো, মেজর ৫০
কুণ্ডিনপুর ৯৬
কুমার ও কুমারী পর্ব্বত ৭৮
কুমার গুপ্ত প্রথম ৯৩
কুমারস্বামী, ডাক্তার আনন্দ ১৪, ১৮, ৫৩
কুমেঁা, এফ্ ১৩০, ১৪৯, ১৫০
কুম্ভপাথর ৪৭
কুর্খিরা ১১৩
কুশাদিত্য ৯৫
কৃষ্ণ দেউল ১৫
কৃষ্ণশাস্ত্রী, এইচ ৩৮, ১৩৮
কে, জি, আর ১১৮, ১৩৪, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২
কেঙ্গুর ৮৫
কেশব সেন (বিজয় সেন) ৯৪
কোণাকোণ ৭৯
কোণাদিত্য ৪৫
কোনারক নামের উৎপত্তি ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৭৯
কোনাগমন (কোনাকমন) ৭৯
কৌটিল্য ৭৫
ক্রাফ্ট-এবিং, ডাক্তার ১৮
ক্রোনস্ ৪৪, ১৫০, ১৫১, ১৫২
ক্লাপ্রথ ৭৪
খসরু, দ্বিতীয় ২১
খাজুরাহো ৫৫, ৬৩, ৮১, ১০১
খারবেলের লিপি ৭৭
খোটান্ ৭৪
গঙ্গা ও যমুনা ৩৩
গঙ্গাদিত্য ৯৫

গঙ্গামূর্ত্তি ৩৩, ৩৪
গজলক্ষ্মী ৮৩, ৮৭, ৮৮
গজসিংহ ১৬, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ১০৭, ১১৭
গণ্ডভেরুণ্ড ৫৭
গাড়হোয়া ১৯
গ্রাড্‌উইন (আইন্-ই-আকবরী-অনুবাদক) ৫৮
গুণ্ডিচা বাড়ী ৭১
গোপীনাথ রাও, টি ১৩, ৩৮, ৮৭
গোবিন্দপুর লিপি ৬৫
গোয়ালিয়র লিপি ৯৩
গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
গ্রেভস্, এইচ, আর ৫০
চতুর্ব্যূহ (ভাগবত) ৬৬
চন্দ স্তুত্ত ৮৫
চন্দ্রবর্ম্মা (মালবরাজ) ৫১
চন্দ্রভাগা ৪৩, ৬১, ৬২
চরিত্র ১৫৪, ১৫৫
চি-চি-তো ১০১
চিত্রগুপ্তের মন্দির ১০১
চিত্রোৎপল ৬১, ১৫৬
চিত্রতোলা ১৫৫
চিদম্বরম্ মন্দির ৮০
চে-লি-তা-লো ৬১, ১৫৩, ১৫৪
চৈতন্যমঙ্গল ৬১
চৈত্যগৃহ ৭১
চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির ১০৫
'ছট্ পরব' ৯৬
ছত্তরপুর ১০১
ছত্র-কা-পত্র ৬৩, ১০৩
ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১২২
ছিদ্দাউদ গজসিংহ ১১০, ১১১
জগদ্ধাত্রী ১১৬
জন্মেজয় (মহাভব গুপ্ত) ৮৩
জনার্দ্দন বিষ্ণু ৪০
জয়বর্দ্ধন ১৩৮
জাতক কাহিনী ৮২
জান্ ওয়াসা ৯৩
জাল ৬৪, ৬৫
জালাম্ ইবন্ শৈবান্ ১৩৯
জিরাফ চিত্র ২০
জুনাগড় ৬৩
জুলিয়েঁ ৭৩, ১৫৩, ১৫৫
জেজাভুক্তি ১০১
জেমো-কান্দি ৯৫
তোড়মান ৯০
ডোরিক স্থাপত্যপ্রণালী ১৩
তাম্রলিপি (দ্বিতীয় নরসিংহ দেবের) ৪৪
তিগোয়া ৩৩
তিরিঙ্গী তলই ১১২
তিরুবদমুরুত্তুর ১৬
তেজঃপালের মন্দির ৫২
ত্যাগরাজ স্বামীর মন্দির ৮০
ত্রিপত্র খিলান ১৩
দক্ষিণী রথের আদর্শ
দণ্ডী ও পিঙ্গল ১২৯

দয়ারাম সাহনী ১৩, ৩ , ১২৫
দাদোফোরি ১৩০, ১৫০
দাফ্‌নে ১২০
দাভোই ১০৪
দুলর ৯৬
দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ৮৯, ১১৯
দেবপাল ৪০
দ্রাপথু ১২৯
ধাতুগর্ভ স্তূপ ৭১
ধৌলী ৭৭
নগেন্দ্রনাথ বসু রায়সাহেব ২০, ৬৩
নগেন্দ্রনাথ মিত্র ৪২
ননীগোপাল মজুমদার ৯৬
নবগ্রহ ১৪৩
নবগ্রহ মণ্ডপ ৩৪
নবগ্রহ মূর্ত্তি ৩৪, ৩৫
নন্দ মাঞ্‌ঞা ২৯
নরসিংহদেব প্রথম (লাঙ্গুলিয়া) ২৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৯
নরসিংহদেব দ্বিতীয় ৪২
নরসিংহদেব, রাজা ৪৬
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১১৮
নাগমূর্ত্তি ৮৪
নালন্দা ১১৪, ১১৫
নাচ্‌না কুঠারা ৩৩
নিখিলনাথ রায় ৯৫
নিরঞ্জনা ১১৯
নিয়াথিয়া ৪
নীহারিকা বিষয়ক মতবাদ ১২১
নেন্দরা ১৫৫
পঞ্চানন নিয়োগী ৫১, ৫২
পত্রিওঁকা মন্দর ৮৯
পরিশিষ্ট পর্ব্বন ৭৫
পাগান ২৯
পায়া-থন-বু মন্দির ৫৬
পাটলিপুত্র ৭৪
পুরীতীর্থ ৪২
পুরুষোত্তম দেব ৪৬
পুলিকেশী রাজা ২৯
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৫
পূষণ ১২২
পেট্রোগার্ড ৫৪
প্রবাসী ১১০
প্রসাদ দাস রায় ৫৪
প্রাচী ৬১
ফাইলোষ্ট্রেটস্ ১৩৭
ফাদৌঁসি ৬৪
ফার্গুসন, জে ১০, ১৪, ৪৯, ৭৮, ৮৯, ১০০, ১৫৪
ফা-হিয়ান ৭৪
ফুসে আচার্য্য এ ২৬, ২৯, ৯৮
ফো-কু-কি ৭৪
ফোগেল আচার্য্য ৫৬, ১২৫
বজ্রদত্ত ১০৯
বরবুদুর ৮২
বরাহমিহির ২৫, ১৩৯, ১৪৫

বর্ষাবাস (wasso) ৭৭
বলীঈ নাএকা ৪৫
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭
বলোনার ক্ষোদিত চিত্র ১৫০
বসন্তগড় ৯৬
বাঘ্‌লী (খান্দেশ) ৯৭
বাৎস্যায়ন ২৯
বারট্রাম ৯০
বারাহী ৯৮
বার্ত্তলমেও কলেওনি ৫৪
বার্সম (বরেসমন) ১৩৫
বালকৃষ্ণ ৩৯
বালগঙ্গাধর তিলক ১১২, ১৫৩
বালুখণ্ড ৫
বালুরঘাট ৭১
বায়ুপুরাণ ৭৫
বিঠোবাদেবের মন্দির (মান্দ্রাজ) ৮০
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৮৩, ৮৮, ১০৮
বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প ২৯, ১২৭, ১২৮
বিশ্বনাথ মন্দির ৫৫, ১০৩
বিষণ স্বরূপ ২১, ২২, ২৪, ৩৮, ৪৭, ৪৯, ৬১, ৭৯, ৮১, ১০১, ১০৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৫৫
বিষ্ণুপুরাণ ৭৫
বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য ৯৮, ১২৫
বৃহৎ সংহিতা ১১৮
বেলনোস্, শ্রীমতী এস্ সি ১৩৯
বেশনগর ৩৩
বৈকুণ্ঠ নারায়ণ ৩৮
বৌদ ১৪৯
ব্যারণ ক্লট ৫৪
ব্রজকিশোর ঘোষ ৪২
ব্রহ্ম পুরাণ ৪৫
ব্রহ্মা ২৪
ব্লক, থিয়োডোর ১১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪৪, ৬৪, ৬৫, ১১৩
ভবিষ্য পুরাণ ১৩২, ১৩৮
ভবিষোত্তর পুরাণ ১৪০
ভানুদেব প্রথম ৪২
ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ডাঃ ১৪, ১৯, ২১, ২৭, ৪২, ৫৫, ৭৯ ৮৯, ৯৮, ১৩৭
ভেঙ্কটেশ্বর এম্, ভি ১২৬
ভেরোচিও অণ্ড্রিয়া ৫৪
মকর মূর্ত্তি (নক্সা) ৩১, ৩২
মঞ্চপুরী লিপি ৪৭
মৎস্যপুরাণ ৭৫, ১২৭, ১৩২, ১৪৫, ১৪৮
মধ্যমিকা ১১৯
মধ্যম ভোগস্থানক মূর্ত্তি ৩৯
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ২৭, ৪২, ৫১, ৯১, ৯৮, ১২৬
মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ৪১, ৪৫, ৪৬, ৮৭, ৯৯

মন্দাসোর শিলালিপি, ৯৩, ১০৮
মরঞ্জমুরা তাম্রশাসন ৭৩
মহম্মদ ইবন আল কাশিম ১৩৯
মহাবীর তীর্থঙ্কর ৩৯
মহিষাসুর বধের চিত্র ২২
ময়ূর কবি ৬২
মাঘ মণ্ডল ব্রত ৯৪
মামল্লপুরম্ (মহাবল্লীপুরম্) ৫৫, ৮১
মারীচী ৯৭, ৯৮
মার্ত্তণ্ড মন্দির ১৩, ৩০, ৯৫
মিটানী জাতি ১৫২
মিথুন ভাস্কর্য্য ২৭, ২৯, ৩০, ৮৮, ৮৯, ৯০
মিথ্র ১২২, ১৩৪, ১৩৫, ১৫০
মিথ্রোপাসনা (মিথ্রবাদ) ১৩০, ১৩৩, ১৩৬
মিহিরকুল (মিহিরগুল) ৯৩, ১৩৮
মিহির য়াস্ত ১৩৪
মুকুন্দ দেব ৪৬
মুখলিঙ্গম্ ৩৩
মুচলিন্দ ৩৬, ৩৭
মুচলিন্দ ৮৭
মুধেরা ১৩, ৫০, ১০৪
মূলস্থান (মূলতান) ৬৩, ১৩৮
মেটারলিঙ্ক ডাঃ ৯১
মেহরৌলীর লৌহস্তম্ভ ৫১
মৈত্রেয় বন ৬২
ম্যাকডোনেল এ ১৩৩
যম ও যমী ১২১
যযাতি (মহাশিবগুপ্ত) ৮৩
যাজ্ঞবল্ক্য ১৩৯, ১৪৪
যোগেশ্বর বিষ্ণু ৩৮
যোগেশ্বর মন্দির ৩৪
রতনপুর ৫৯
রথযাত্রা বা রথোৎসব ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭
রথ সপ্তমী ৪২
রমুজা ৭৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮, ২৭
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮, ৪৩, ৫১, ৯৩, ৯৮
রাঘোলি লিপি ১৩৮
রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজা ১০, ১৭, ১৮, ৪২, ৪৯, ৫০, ৭৩, ৯৯
রাণ্ডল ৯৭
রামচণ্ডী ৪৯
রামচন্দ্র দেব মহারাজা ৪৬
রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী আচার্য্য ২৭, ১০২
রামেশ্বর দৃশ্য ২৩
রাহু ৮৫
বিমস্ ১২৫
রুবায়াৎ ৬৯
রেবন্ত ১১৮, ১১৯
ললিতাদিত্য ৯২
লংহার্ষ্ট এইচ ২৪, ২৫

লাণ্ডেস্ ৭৪
লামা পদ্মচন্দ্র ১৪৯
লাস্‌কালা ৯০
লাংলে, এম ৯৩
লোকেশ্বর শতকম্ ৫৩, ১০৯
শরভক জাতক ৮৩
শরসন্ধান ৩২, ৮৬
শাম্ব ১১, ৬২, ৬৪, ৬৬
শাম্ব পুরাণ ৬৫
শিকারের চিত্র ২০
শিবনেরি (জুনার) ৫৭
শিবাই সউতুরা ৪২, ৪৮, ৪৯
শিল্পনীতি ২৬
শিল্পরত্ন ১২৭
শুক্রনীতি ২৬
শুক্রমূর্ত্তি ও ভেনাস্ ২৬
শ্রমণ শুভচন্দ্র ৭৮
ষ্টার্লিং, এ ৭৩, ১০৮
সপ্তচ্ছন্দ ৭৬
সলোমন ২১
সংজ্ঞাদেবী ১৩১
সা-গু ১৪৯
সাদুমাতা ১১৯
সাম ৬৪, ৭৫০
সার্ জন্ মার্শাল্ ৩৯
সারনাথ ১১৩
সিন্ধুবাদ ৪৭
সিমুরী ৬৪
সিম্পসন ১০৫
সীতার বিবাহ ৩২
সুকঠাঙ্কর ডাঃ ৯৭
সুপার্শ্ব ও পার্শ্ব ৩৯
সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০ ১১৭
সূর্য্য নারায়ণ ৬৩, ৯৫
সূর্য্য বন্দনা ৯৪ ১৪০, ১৪১
সূর্য্যমূর্ত্তি ৯৬, ৯৭
সূর্য্য শতক ৬২
সূর্য্য-শিব ২৩
সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১৩৪
সূর্য্যের বাহন ১২৩, ১২৪
সূর্য্যের রথ ১৭, ৭৫, ৭৬
সূর্য্যের সপ্তাশ্ব ৫৩
সোমাদিত্য ৯৭
সৌরোপাসনা ৯২, ৯৪, ৯৬, ১৪০
স্কন্দগুপ্ত ৯৩, ১৩৮
স্কন্দ পুরাণ ২২
স্কুইয়ার ৯০
স্পুনার, ডি, বি ১১৪
স্রোষ ১৩৪, ১৩৫
হগ, ডাঃ ১৩৬
হল, এইচ, আর ১৫২
হস্তী চিত্র ৮১
হস্তী মূর্ত্তি ৩৭, ৫৩, ৫৫, ৫৬
হংস আলম্বন ৮৩
হাণ্টার, সার্ উইলিয়ম ২৬
হাম্পী ৮০

হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ১১, ৯২
হূণ ১৩৭
হেভেল, ই, বি, ৪, ২৯, ৫৪, ৫৫, ৯৮, ১০৪, ১৪৯
হেমচন্দ্র সুরি ৭৫
হেমাদ্রির দানখণ্ড ১২৭
হেলিয়স্ (হেলি) ১৩৭
হৈশল বল্লাল ৮২
হৈশলেশ্বর ৮১, ৮২
হেরোডোটাস্ ৬২
হ্বরে-ক্ষএত (খুরসেদ) ১৩৪

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	২১, ২২	তিরুবদমুদুরের	তিরুবদমরুদুরের
১৯	১২	Strozygoroski	Strzygowski
২৪	১৬	চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না	চিহ্ন অধিক দেখা যায় না
২৮	১৮	Kraft Ebbing	Kraft-Ebbing
২৯	৭৮	Etude Sur	Etude sur
(ফুটনোট)		L'iconographie Bouddhique de L' Inde	l' Iconographie bouddhique de l' Inde.
৩৩	১২	কিট্ট বা লৌহমল	অম্লজানঘটিত লৌহ
৩৪	২০	ওয়াধেবান	ওয়াধওয়ান (বর্দ্ধমান)
৩৬	১০	ধর্ম্মন্ধতা	ধর্ম্মান্ধতা
,,	১১	প্রসংসা	প্রশংসা
৪৫	৫	৺ পূর্ণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৺ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৫২	৩	L' Elephant	l' elephant
(ফুটনোট)			
,,	৪	Monuments de L' Hindoustan	Monuments de l' Hindoustan
৫৪	১৮	লিণ্ডপার্ডি	লিওপার্ডি
৬০	হেডিং	পুনযাত্রা	পুনর্যাত্রা
৮১	৫	অজীবিক	আজীবিক
(ফুটনোট)			
	৬	p. 145	p. 165, 3rd edition

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৫	৬	L' Iconographie	l' Iconographie
(ফুটনোট)		Bouddhique	bouddhique
৯৩	৪	Les Monuments de L' Hindoustan par M. Langle's	Les Monuments de l' Hindoustan par M. Langles
,,	১২	৪৯১ খৃঃ অব্দে	৪৯৩ মালবাব্দে (৪৩৭-৩৮ খৃঃ অঃ)
৯৪	১	শ্রমবায়ের	'শ্রেণী'র (সমবায়ের)
৯৮	১	Bouddhique	bouddhique
১০৮	৩	বৌদ্ধধর্ম্মজ্ঞাপক সিংহ	বৌদ্ধধর্ম্মজ্ঞাপক চিহ্ন
১০৯	১৮	৫৩ সংখক	৫৩ সংখ্যক
১১০	১৮	তৃণপত্রভোজী	তৃণপত্রভোজী
,,	২০	কুলুঞ্চী	কুলঙ্গী
১১৩	৮	কুর্থিরা	কুর্‌কিহার
১১৫	৭	তাম্রস্তম্ভের	তাম্রস্তম্ভের
১১৮	১৮, ১৯	শ্রীযুক্ত এইচ আর, কে (Kaye)	শ্রীযুক্ত জি, আর, কে (Kaye)
১২৫	৩, ৪	Dr. T. Ph. Vogel's	Dr. J. Ph. Vogel's
(ফুটনোট)			
১২৯	৫	অলখ্য	আলেখ্য
১৩৮	৪	পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে	পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে
১৪৮	২	যথাক্রেমে	যথাক্রমে
১৫০	১৬	নবগ্রহের	সপ্তগ্রহের

তৃতীয় খণ্ড।

ভুবনেশ্বরের কথা।

THREE TEMPLES.

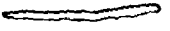
মন্দিরের কথা

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীগুরুদাস সরকার, এম্ এ, বি সি এস্,
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্কলার ও ফেলো



কলিকাতা
বাটারওয়ার্থ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্
CALCUTTA :
BUTTERWORTH & CO. (INDIA), LTD., 6, HASTINGS ST.
WINNIPEG :
BUTTERWORTH & Co. (Canada), Ltd.
SYDNEY :
BUTTERWORTH & Co. (Australia), Ltd.
LONDON :
BUTTERWORTH & CO., BELL YARD, TEMPLE BAR.
Law Publishers.
1921.





আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব

ও

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীকে

[illegible]

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

চিত্র-সূচী।

	চিত্র		পত্রাঙ্ক
১।	ভুবনেশ্বরের মন্দির	... ...	৪
২।	ভুবনেশ্বরের মানচিত্র	... ...	৬
৩।	লিঙ্গরাজমন্দিরগাত্রস্থ ইন্দ্রমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ	...	৮
৪।	লিঙ্গরাজমন্দিরের ইন্দ্রমূর্ত্তি (পার্শ্বদৃশ্য)	...	৮
৫।	পুরীমন্দিরের জননী ও শিশুর মূর্ত্তি	...	১০
৬।	কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি-চতুষ্টয়	...	১২
৭।	লিঙ্গরাজমন্দিরে বাদ্যোদ্যম ও লাস্যলীলার চিত্র	...	১৪
৮।	লিঙ্গরাজমন্দিরের শিখরগাত্রস্থ একটি ক্ষোদিত গার্হস্থ্য চিত্র	...	১৪
৯।	লিঙ্গরাজমন্দিরগাত্রস্থ ক্ষোদিত চিত্র (গার্হস্থ্য চিত্রের উপরিভাগে নৌকাকৃতি বিমান)	...	১৬
১০।	লিঙ্গরাজমন্দির-গাত্রস্থ সাধু বা ধর্ম্মোপদেশকের মূর্ত্তি	...	১৮
১১।	রেখাদেউলের ভিত্তির নক্সা	...	১৮
১২।	মন্দিরের রেখা অথবা শিখরাংশের সম্পূর্ণ চিত্র	...	২০

	চিত্র		পত্রাঙ্ক
১৩।	শিখরদেশের অর্দ্ধ নক্সা ...	...	২২
১৪।	রথের বংশনির্ম্মিত বস্ত্রাবৃত বেষ্টনী হইতে মন্দিরশিখরের উদ্বর্ত্তন ...		২৪
১৫।	তারাকৃতি ভিত্তিযুক্ত বেলুর মন্দির ...		২৬
১৬।	পীড়দেউলের ভিত্তির অর্দ্ধ নক্সা ...		২৬
১৭।	পীড়দেউলের নক্সা		২৮
১৮।	লিঙ্গরাজমন্দিরের উত্তর পার্শ্ব হইতে রেখা ও জগমোহন ...		৩০
১৯।	মুক্তেশ্বরমন্দিরের জগমোহনসংলগ্ন নাগিনী-মূর্ত্তি-সম্বলিত ক্ষোদিত স্তম্ভ ...		৩২
২০।	লিঙ্গরাজমন্দিরের বহিঃপ্রাচীর ...		৩৪
২১।	ভগবতীমন্দির-গাত্রস্থ কোট্ অফ্ আর্ম্‌স্ সদৃশ অলঙ্কার ...		৩৬
২২।	ভো বা কোট্ অফ্ আর্ম্‌স্ সদৃশ অলঙ্কারের নিম্নে কীর্ত্তিমুখ ...		৩৬
২৩।	ভুবনেশ্বরমন্দিরের ভগবতীমূর্ত্তি ...		৫২
২৪।	ভগবতীমন্দিরের একটি খাঁজ বা কোলঙ্গা ...		৬০
২৫।	লিঙ্গরাজমন্দিরের খাঁজে অবস্থিত দণ্ডায়মান গণেশমূর্ত্তি ...		৬২
২৬।	স্কন্দ অথবা কার্ত্তিকেয়		৬২
২৭।	বিন্দুসাগর...		৭৮
২৮।	বিন্দুসাগরমধ্যস্থ দ্বীপ		৭৮

চিত্র		পত্রাঙ্ক
২৯।	অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের শিখরদেশ (দক্ষিণপশ্চিম হইতে) ...	৮৪
৩০।	অনন্তবাসুদেব মন্দির	৮৬
৩১।	অনন্তবাসুদেব-মন্দির (দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে) ...	৮৮
৩২।	অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের শিখরগাত্রে ভাস্কর্য্য ও ক্ষোদিত চিত্র ...	৯০
৩৩।	অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের জগমোহন অংশে ভাস্কর্য্যনিদর্শন ...	৯২
৩৪।	অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের নক্সা ...	৯৪
৩৫।	বৈতাল দেউলের নর্ত্তকীমূর্ত্তি ...	১১৪
৩৬।	দক্ষিণীভাস্করনির্ম্মিত রজতময় গণেশমূর্ত্তি ...	১১৪
৩৭।	তরু ও তরুণী	১২২
৩৮।	ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রস্থ খাঁজে অবস্থিত তরু ও তরুণীমূর্ত্তি ...	১২৪
৩৯।	ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত তরু ও তরুণীমূর্ত্তি ...	১২৪
৪০।	ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত দর্পণধারিণীমূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি	১২৬
৪১।	মথুরা-ভাস্কর্য্যের স্ত্রীমূর্ত্তি	১২৮
৪২।	মথুরা-ভাস্কর্য্যের কয়েকটি একক স্ত্রীমূর্ত্তি ...	১২৮
৪৩।	ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রস্থ 'অলস-নায়িকা' ও অন্যান্য স্ত্রীমূর্ত্তি ...	১৩০
৪৪।	লিঙ্গরাজমন্দির-গাত্রে অবস্থিত যোদ্ধা ও তাহার প্রণয়িনীর মূর্ত্তি ...	১৩২

	চিত্র		পত্রাঙ্ক
৪৫।	কার্লিগুহায় প্রাপ্ত যুগলমূর্ত্তি	...	১৩২
৪৬।	লতা-আবর্ত্তনের মধ্যে জান্তব চিত্রাদি	...	১৩৪
৪৭।	লিঙ্গরাজমন্দিরের জগমোহনের কুড্যস্তম্ভ-গাত্রস্থ লতা-আবর্ত্তন	...	১৩৪
৪৮।	বড় দেউলের ক্ষোদিত পাদপীঠ	...	১৩৬
৪৯।	রাজারাণী-মন্দিরের বহির্গাত্রে বরবর্ণিনীগণের ক্ষোদিত মূর্ত্তি	...	১৩৬
৫০।	মুক্তেশ্বরমন্দিরের জগমোহনের দক্ষিণাংশে জালিকাটা জানালা ও লতামণ্ডন প্রভৃতির কারুকার্য্য	...	১৩৮
৫১।	চিত্রিত উড়িয়া পুঁথির প্রতিলিপি	...	১৪০

ভুবনেশ্বরের কথা

ভূমিকা

ভুবনেশ্বরের শৈবতীর্থ কতদিনের পুরাতন তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে তবে পৌরাণিক প্রমাণ হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, কেশরীরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই উৎকলের বারাণসী অপেক্ষা পুরুষোত্তম তীর্থই প্রাচীনতর। লিঙ্গরাজ দেব স্বয়ম্ভুব লিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও দেখাইয়াছেন বামদেব শিবাচার্য্যের পুত্র ব্যাঘ্রপুরবাসী নিগমজ্ঞানদেব কর্ত্তৃক আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত 'জীর্ণোদ্ধার দশকম্' গ্রন্থের টীকায় যে অষ্টষষ্টি সংখ্যক স্বয়ম্ভু লিঙ্গের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ৩০ সংখ্যক লিঙ্গটী 'একগ্রাম'স্থ 'কৃত্তিবাস' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাও মহাশয়ের গ্রন্থে 'একগ্রাম' নামের পার্শ্বে সন্দেহ সূচক চিহ্ন দেখা যায়। সম্ভবতঃ 'একগ্রাম' 'একাম্রক' অথবা 'একাম্র' কাননেরই অপভ্রংশ। উড়িয়া পুরোহিতগণ অদ্যাবধি লিঙ্গরাজ দেবকে 'ক্রুত্তিবাস' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালের যে লিপি লিঙ্গরাজ মন্দিরে ক্ষোদিত আছে তাহাতেও 'কৃতিবাস কটক' এই নামটি পাওয়া যায়। স্বয়ম্ভু লিঙ্গগুলি হিন্দুদিগের বিশ্বাসমতে সৃষ্টির প্রথম হইতেই বিদ্যমান। কামিকাগমে লিখিত আছে যে, অগ্নি, বন্যহস্তী, জলপ্লাবন, কিম্বা 'তুলুষ্ক' (তুরুষ্ক) প্রভৃতি বিধর্ম্মী শত্রুর দ্বারা এই প্রকার লিঙ্গের কোনও অনিষ্ট সাধিত হইলেও উহার 'জীর্ণোদ্ধার' করিতে হয় না (১)। প্রবাদ আছে যে নদী, তীর্থ,

(১) G. N. Rao's Hind. Icon. Vol. II. Pt. I. p. 84.

দেবতা ও মহাপুরুষদের আদি খুঁজিতে নাই। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়; খুঁজিতে গেলে যত্ন-পোষিত বিশ্বাসে আঘাত লাগে—ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া যয়। কিন্তু আজি-কালিকার দিনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবার উপায় নাই—বাহিরের অনুসন্ধিৎসা আপনা হইতেই আমাদের দুয়ারে আসিয়া করাঘাত করিতেছে, তাই মনে হয়, ঘরের কথা নিজেদেরই বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল। আমাদের সমাজে শিবপূজা প্রথা যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নাই। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯০৯ সালের বঙ্গদর্শনে শিবপূজা নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৩২৭ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুইটি ধারাবাহিক নিবন্ধে শিব ঠাকুরের ঠিকুজী নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার নিম্নলিখিত অংশ হইতে শিবোপাসনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত ও তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণাদির কথা অবগত হওয়া যায়। "ডাক্তার ইউজেন বুর্নুফ্ বলেন যে ৬০০ খৃষ্ট পূর্ব্বেও ভারতে শিবপূজা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত গ্রীক পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে ভারতের দাক্ষিণাত্যে শিবপূজা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিস (৩০২ খ্রীষ্টাব্দে) দেখিয়া গিয়াছিলেন যে বৈদিক রুদ্র ও শাকদ্বীপী মগদের দেবতা শিব উভয়েই মিলিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। চীন পরিব্রাজকেরাও শৈব ধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া গিয়াছিলেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের সময় (১৫০ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ব্ব হইতে শিবের বিগ্রহ মানবাকারে

গঠিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভৃতি পুস্তকের শিবমূর্ত্তি মানবাকৃতি। হুয়েনস্যাং কাশীতে এক বিরাট মানবাকৃতি শিবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন (৬ষ্ঠ শতাব্দী)। বরাহমিহিরের সময় (ষষ্ঠ শতাব্দী) পর্য্যন্ত শিবের সাকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে অনার্য্য লিঙ্গ-দেবতা শিবের বিগ্রহরূপে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়।" (২)।

ভারতীয় সভ্যতা যে এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অনেক মাল মসলা সংগ্রহ করিয়াছে পণ্ডিত সমাজে এ মতবাদ আলোচিত হইয়াছে এবং হইতেছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক হার্বার্ট এ ষ্ট্রং এর মতাবলম্বনে সীরিয়া দেশের প্রাচীন অধিবাসী হেট্টাইটদিগের বৃষারোহী দেব ও সিংহবাহিনী দেবীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 'এই দেবদম্পতী আমাদিগের শিবদুর্গা পরিকল্পনার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।' (৩) সীরিয়ার প্রাচীন মুদ্রায় এই দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। এই কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রাচীনযুগে সীরিয়া ও ভারতের সহিত সভ্যতার কিরূপ আদান প্রদান ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভারতের ঐতিহাসিক যুগে প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে দেখিতে পাই যে কুষণরাজ কণিষ্ক ও হুবিষ্কের মুদ্রায় অপর কয়েকটি দেবতার ন্যায় অহীশ অথবা মহেশের প্রতিকৃতিও মুদ্রিত হইত (৪)। হুবিষ্কের পরবর্ত্তী রাজা বাসুদেবের সুবর্ণমুদ্রাতেও মহাদেবের মূর্ত্তি দেখা যায় (৫)। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগ হইতে শিবপূজা সুপ্রতিষ্ঠিত

(২) প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৭ শিবঠাকুরের ঠিকুজী, পৃঃ ১৫, ১৬।
(৩) প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৭ পৃঃ ৫৫২ ও ৫৫৩ পৃষ্ঠার চিত্র।
(৪) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত প্রাচীনমুদ্রা পৃঃ ৯১, ৯৪।
(৫) ঐ ঐ পৃঃ ৯৫।

না থাকিলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে কুষণরাজগণ শিবমূর্ত্তি তাঁহাদিগের মুদ্রায় ব্যবহার করিতেন না। লিঙ্গপূজা যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল এ মতটি কিন্তু মোটেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক সুপ্রাচীন সাহিত্যেও লিঙ্গোপাসনার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাঃ সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহার বৈষ্ণব, শৈব ও কয়েকটি অপ্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিষয়ক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন (৬) যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'ঈশান সর্ব্বযোনিতে অধিষ্ঠিত' (৭) এই উক্তি হইতে শারীর স্থান হিসাবে লিঙ্গ ও যোনির সম্পর্ক ('the physical fact of Linga and Yoni connected together') এবং দেবগণকে দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া সৃষ্টি-মূলক নিদান মাত্রেরই অধিষ্ঠাতা-রূপে পরিকল্পনা ('the philosophical doctrine of gods presiding over every creative cause')—এই উভয়বিধ ভাবেরই আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শৈবোপাসনার সম্পর্কে লিঙ্গের কথার উল্লেখ আছে (৮)। মহাভারতের অধিকাংশ খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল। ডাঃ সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর অনুমান করিয়াছেন যে বিম কপিশ বা বিম কদফিসের (Wema Kadphises) রাজত্বকালেও লিঙ্গপূজা প্রচলিত হয় নাই যেহেতু এই কুষণ নরপতির মুদ্রায় মহাদেব মানবাকৃতি, লিঙ্গরূপী নহেন (৯)। বিম কদফিস কণিষ্কের অব্যবহিত

(৬) Bhandarkar's Vaisnavism, Saivism and minor religious systems, foot note 1, p. 114.

(৭) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪, ১১ ও ৫, ২ (referred to in loc. cit).

(৮) Bhandarkar, op. cit. p. 114.

(৯) Ibid, p. 115. বিম কপিসের তিন প্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

পূর্ব্বেই কুষণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুক্ত প্রদেশের প্রাচীন অহিচ্ছত্রে যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে তিনটি চিহ্ন দেখা যায়; ইহার মধ্যে একটী চিহ্ন নাগবেষ্টিত শিবলিঙ্গ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (১০)। অহিচ্ছত্রের এই সকল মুদ্রা সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী (১১)।

বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত, দেহের উত্তরার্দ্ধ ও তন্নিম্নে চারিটী মুখযুক্ত যে প্রাচীন ভাস্কর্য্যের নমুনার কথা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষের ১৯০৯-১০ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন, ভারতে এতাবৎ আবিষ্কৃত শিবলিঙ্গের মধ্যে তাহাই প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত হয় (১২)। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও তাঁহার মূর্ত্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে ইহা 'পঞ্চমুখ' 'মুখ লিঙ্গম্' বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন (১৩)। সম্প্রতি লিঙ্গাকৃতি এই প্রস্তরখণ্ডের প্রকৃত পরিচয় লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। এলাহাবাদ জেলার ভিটা নামক স্থানে প্রাপ্ত এই ভাস্কর্য্য নিদর্শন উহার গাত্রস্থ ক্ষোদিত লিপির প্রমাণ হইতে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর বলিয়াই

স্বর্ণ মুদ্রায় মহাদেব ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত; বৃহদাকৃতি মুদ্রাগুলিতে দেবতার পার্শ্বেও বৃষ দেখা যায়।—প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ৮৬, ৮৭। সম্ভবতঃ বিম কপিস খৃঃ ৫৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। Ind. Antiq. Feb. 1908, p. 33.

(১০) প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১০৭। খৃঃ সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় মুদ্রায় শিবমূর্ত্তি দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শশাঙ্কের মুদ্রার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১১) V. Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum. P. 185.

(১২) Arch. Report, (D. G's Annual) 1909-10, pp. 147, 148.

(১৩) G. N. Rao's Elements of Hindu Iconography Vol. II, Part I, p. 64.

বিবেচিত হয় (১৪)। দক্ষিণ ভারতের গুডিমল্লম্ নামক স্থানের যে অপূর্ব্ব লিঙ্গ মূর্ত্তিটি স্বর্গীয় টি, এ, গোপীনাথ রাও মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাতে মানবাকৃতি বিগ্রহরূপী মহাদেব ও তাঁহার লিঙ্গরূপী নিদর্শন এই উভয়েরই সামঞ্জস্য দেখা যায় (১৫)। এই লিঙ্গটি মানব শিশ্নের আদর্শে নির্ম্মিত এবং উহার সম্মুখ ভাগে অপস্মার পুরুষের উপর দণ্ডায়মান দ্বিভুজ মহাদেব মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। লিঙ্গের আকৃতিই ইহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন। মনে হয় যে সময় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তখন মানবাকৃতি বিগ্রহ ও লিঙ্গমূর্ত্তি এই উভয়ের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। গ্রূএনবেডেলের গ্রন্থে প্রদত্ত লিঙ্গ গাত্রস্থ শিবমূর্ত্তির সহিত সাঞ্চী (১৬) স্তূপের পূর্ব্ব তোরণ-দ্বারের বাম পার্শ্বের স্তম্ভ-গাত্রে ক্ষোদিত একটি যক্ষ-মূর্ত্তির আবয়বিক সাদৃশ্য ৺গোপীনাথ রাও মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমরাও উভয় চিত্র মিলাইয়া এ বিষয়ে সন্দেহ অপনোদন করিয়াছি। সাঞ্চীস্তূপের আনুমানিক নির্ম্মাণকাল খৃঃ পূঃ ১৪৩ অব্দ সুতরাং শিল্প রীতির সাদৃশ্য হইতে উৎকীর্ণ শিবমূর্ত্তিযুক্ত এ লিঙ্গটিকেও সুপ্রাচীন বলিতে হয়। ৺গোপীনাথ রাও মহাশয় ইহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে যে মন্দিরে এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

---

(১৪) অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে এই লিপি আনুমানিক খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর লিপিতে 'লিঙ্গ' শব্দ আছে এ কথা অস্বীকার করিলেও সম্ভবতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করায় প্রস্তর খণ্ডটি যে শিবলিঙ্গ নহে তাহা স্থির করিয়া বলেন নাই। Prof. D. R. Bhandarkar's Carmichael Lectures (Second Series), foot note 3, pp. 20, 21.

(১৫) G. N. Rao, op. cit. p. 66 et sqq. & plate II.

(১৬) Grunwedel, Gibson and Burgess, Buddhist Art in India, p. 36, fig 12.

পাঠ করিয়াছেন তাহাতে শিব ব্রাত্যগণের দেবতারূপেই পরিচিত হইয়াছেন। ব্রাত্যগণ আর্য্য; তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন না; তবে সনাতন আর্য্যসমাজে পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা পতিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। শিব ও বৈদিক রুদ্র যে অভিন্ন শাস্ত্রী মহাশয় এ মত অনুমোদন করিতে পারেন নাই (২০)। শিব ব্রাত্যদিগের দেবতা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার নির্ম্মাল্য বা প্রসাদ গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। লিঙ্গ আদৌ অনার্য্যদিগের দেবতা হউক বা না হউক এবং লিঙ্গপূজা ভারতে যতপূর্ব্বেই প্রচলিত থাকুক, প্রবাদ মানিলেও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নির্ম্মাণকাল সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে লওয়া যায় না। ভারতের প্রাচীনতম শিবমন্দির বেরেলী জেলায় রামনগরে অবস্থিত। এই স্থানেরই প্রাচীন নাম অহিচ্ছত্র। এই অধুনা-বিনষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরের কুট্টিম-নিম্নে মিত্ররাজগণের মুদ্রা পাওয়া যায়; ইহা হইতেই মন্দির নির্ম্মাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব বা খৃষ্টপর প্রথম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ রূপে প্রস্তরের অধিক প্রচলন হওয়ার পূর্ব্বে দেবায়তন ইষ্টকনির্ম্মিত হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় মন্দিরটির যে এযাবৎ কোনও চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভুবনেশ্বরে যতগুলি মন্দির আছে তাহার কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। সে শক্তি বা অবসর এ সামান্য লেখকের নাই। আমরা প্রধানতঃ লিঙ্গরাজ

---

(২০) সমূহার্থ ব্রাত শব্দ হইতেই ব্রাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পতিত ব্রাহ্মণ অর্থেও ব্রাত্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অথর্ব্ববেদ ১৫, ৮ ও ১, ১৫, ৯, ১, মন্ত্রে ব্রাত্য শব্দের প্রয়োগ আছে, ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণ ব্রত্যোৎপন্ন, এবং তথায় ব্রাত্যগণের ভগবত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অমরকোষ মতে ব্রাত্য সংস্কারহীন ("ব্রাত্যঃ সংস্কারহীনঃ স্যাৎ")।

মন্দিরের বর্ণনা করিয়া তৎপ্রসঙ্গে বিন্দু সরোবর ও অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের কথা সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছি কিন্তু আমাদিগের বিবরণ অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের অনেক উপাদান এখনও ভুবনেশ্বর তীর্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—সে গুলি অদ্যাপি বিদ্বৎ-সমাজে উপস্থাপিত হয় নাই সুতরাং প্রত্ন-তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার শেষ কথা মীমাংসা হইবার এখনও বিলম্ব আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্য ও পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে ভুবনেশ্বর তীর্থের অন্তর্গত মন্দিরাদির যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা আমরা যথাসম্ভব গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বৈষ্ণব গ্রন্থে ভুবনেশ্বরের আশানুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন নীলাচলের পথে ভুবনেশ্বরে গমন করেন তখন তাঁহার মনঃপ্রাণ পুরুষোত্তম দর্শনের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল। ত্রিভুবনেশ্বরের 'চলৎপতাক' মন্দির দেখিয়া ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেও তিনি পুরুষোত্তমের ন্যায় তথায় দেবতার আবির্ভাব দর্শন করেন নাই। জগন্নাথ মন্দির দেখিয়াই কিন্তু তাঁহার ভাবোন্মেষ ঘটিয়াছিল। দেউল-ধ্বজা হইতে শ্রীভগবান স্বয়ং সুন্দর বালকের রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন এ কথা তিনি সঙ্গীদিগকে জানাইয়াছিলেন ঃ—

"আমাকে ডাকয়ে করকমল লাবণ্য।
কম করে বেণু শোভে ত্রিজগৎ ধন্য॥" (২১)

তাই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অনুচর বৈষ্ণবগণ কোনও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার জন্য এই শৈবতীর্থের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতে বিরত না হইলেও এ পরাঙ্মুখতা কতকটা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের বর্ণনাকালে, আমাদিগকে

(২১) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, মধ্য খণ্ড (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পৃঃ ১৬৪।

অনেক স্থলে আধুনিক গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আমরা সরকারী পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গদেশীয় প্রাচীন স্থাপত্য কীর্ত্তির বিবরণী (List of Ancient Monuments in Bengal) হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। পাদটীকায় এ পুস্তকের নাম সকলস্থলে প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া এ কথার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিলাম।

ভুবনেশ্বরের মূর্ত্তিগুলি যে "সপ্ততাল" শ্রেণীর এ কথা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গীয় টি, এ, গোপীনাথ রাও তাঁহার 'তালমান' বিষয়ক গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিমাপাদি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সপ্ততাল মূর্ত্তি বেতাল, প্রেত ও গণদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল (২২)। ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু এই ত্রিমূর্ত্তি ১২৪ দেহাঙ্গুলের উত্তম-দশ-তাল পরিমাপানুসারে নির্ম্মিত হইত। উমা, সরস্বতী, দুর্গা সপ্তমাতৃকা, ভূমিদেবী, শ্রীদেবী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তির ১২০ দেহাঙ্গুলের মধ্যম-দশ-তাল পরিমাপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইন্দ্র, লোকপাল, চন্দ্র, সূর্য্য, দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্র, অষ্টবসু, গরুড়, দুর্গা, গুহ (কার্ত্তিকেয়) সপ্তর্ষি, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি বিগ্রহ ১১৬ দেহাঙ্গুলের দশতাল পরিমাপের হইত। কুবের ও নবগ্রহের মূর্ত্তি নবার্দ্ধতাল, যক্ষ, অপ্সরা প্রভৃতির মূর্ত্তি নবতাল এবং মানবমূর্ত্তি অষ্টতালের অধিক হইত না (২৩)। কেবল ভৈরব, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি ক্রূর দেবতার মূর্ত্তি দ্বাদশতালে নির্ম্মাণ করার রীতি ছিল। শুক্রনীতি মতে নবতাল দেবমূর্ত্তি, এবং দশ-

(২২) Talamana or Iconometry (Memoirs of the Arch. Survey of India, No. 3) pp. 40, 42.

(২৩) Ibid, p. 40.

তাল রাক্ষস মূর্ত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল (২৪)। মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে করতলের শেষভাগে মণিবন্ধের সীমা পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য তাহারই সাধারণ নাম 'তাল'। শিল্পশাস্ত্রে 'তাল' বলিলে করোটি হইতে চিবুকের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য তাহাই বুঝায়। মূর্ত্তির দেহের সমগ্র দৈর্ঘ্য, ১২৪, ১২০, ১১৬ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক একটি ভাগ দেহাঙ্গুল বলিয়া অভিহিত হইত। দশতাল হইলেই যে মূর্ত্তিটি 'তাল' পরিমাপের দশগুণ হইয়া থাকে তাহা নহে; ১২৪ আঙ্গুলের উত্তম দশতাল মূর্ত্তিতে মুখাবয়বের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে মূর্ত্তির সমগ্র দৈর্ঘ্য নয়গুণ মাত্রও দেখা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সকল শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিমাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানিনা; কিন্তু সপ্ততাল দেবমূর্ত্তি হইলেই যে শিল্পশাস্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটিবে এরূপ নহে। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও নিজ গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রত্যেক দেশ বা প্রদেশের প্রথা অনুসারে দেবমূর্ত্তি সপ্ততাল বা অপর বিভিন্ন পরিমাপে নির্ম্মিত হইতে পারিত কিন্তু শুক্রনীতির নির্দ্দেশ মতে দেবী মূর্ত্তিগুলি শুধু সপ্ততালেই নিবদ্ধ রাখিতে হইত (২৫)। মনে হয় কারণাগম, অংশুমদ্ ভেদাগম প্রভৃতি গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতের স্থান বিশেষে সুপরিচিত হইলেও শুক্রনীতির বিধিনিষেধ নিখিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্পিসমাজে অধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। উড়িয়া শিল্পী সপ্ততালে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যে দক্ষিণদেশীয় উপদেষ্টার গতানুগতিক হয় নাই তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যে পরিমাপে দেব এবং দেবী এই উভয়বিধ মূর্ত্তিরই গঠনে কোনরূপ বাধা না ঘটে সাধারণ ক্ষেত্রে তাহাই অবলম্বিত হওয়া স্বাভাবিক।

(২৪) Ibid, p. 42. (২৫) Ibid, p. 42.

ভুবনেশ্বরের মন্দিরে অষ্টসখা মূর্ত্তির কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি (২৬)। কাঞ্চী নগরের কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে মন্দিরস্থ বিগ্রহের সম্মুখভাগে যে পীঠম্ দেখা যায়, তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই পীঠমের অষ্টদিকে অষ্টলক্ষ্মীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে (২৭)। এই অষ্টলক্ষ্মী ও ভুবনেশ্বরের অষ্টসখী একই শ্রেণীর মূর্ত্তি—বস্তুতঃ অষ্টসখী বা অষ্টলক্ষ্মী অষ্টদিগঙ্গনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কথিত আছে কামাক্ষী দেবীর প্রভাব হ্রাস হইতে থাকায় শঙ্কর এই অষ্টলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেন। ভুবনেশ্বরে অষ্টসখীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ কোনও জন-প্রবাদের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। মন্দিরের বহির্ভাগে অজ্ঞাত অবস্থায় না থাকিয়া, অষ্টসখী মন্দিরাভ্যন্তরে মণিকোঠায় বিগ্রহের নিকট সমাদরের সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যে, কামাক্ষী মন্দিরের অষ্টলক্ষ্মীর ন্যায় কোনও জনপ্রবাদের সৃষ্টি হইত না তাহা কে বলিবে? আমরা লিঙ্গরাজ পরিক্রমা অধ্যায়ে 'চন্দ্রশেখর' নামক লিঙ্গরাজ দেবের একটি ধাতব ভোগমূর্ত্তির কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে এই মূর্ত্তি লিঙ্গরাজের প্রতিনিধি স্বরূপ বিভিন্ন উৎসব স্থানে নীত হইয়া থাকে এবং রথযাত্রাকালে এই মূর্ত্তিটিকেই রথে আরোহণ করাইয়া 'বড়দাণ্ড' পরিক্রমণ করান হয় (২৮)। চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতে সুপরিচিত (২৯)।

---

(২৬) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৯।

(২৭) Ayyar's South Indian Shrines, p. 23.

(২৮) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৫০, ৫২।

(২৯) G. N. Rao, Hind. Icon. Vol. II, Pt. I. p. 118, 122 et. 192.

চন্দ্রশেখর বিগ্রহ সাধারণতঃ তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) 'কেবল চন্দ্রশেখর'—ইহাতে শুধু দেবতারই মূর্ত্তি থাকে (২) 'উমা সহিত চন্দ্রশেখর'—ইহাতে দেব ও দেবী একই পাদপীঠ বা বিভিন্ন দুইটী পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান দেখা যায় (৩) 'আলিঙ্গন মূর্ত্তি'—ইহাতে চন্দ্রশেখর তাঁহার একটি বামহস্তের দ্বারা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি দণ্ডায়মান ভাবেই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। তাহার চারিহস্তের মধ্যে নিম্নের দুইটি বরদ ও অভয় মুদ্রায় বিন্যস্ত। দক্ষিণের ঊর্দ্ধ হস্তে তিনি টঙ্ক বা পরশু এবং বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে কৃষ্ণসারমৃগ ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত পি, ভি, জগদীশ আইয়ার মায়বরম্ নামক দক্ষিণ ভারতের তীর্থে ময়ূরনাথ মন্দিরে অবস্থিত শিবের 'আলিঙ্গন' মূর্ত্তির প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর নামক 'বিহসিতানন' 'শান্তমূর্ত্তি' বিগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা "প্রদোষ মূর্ত্তি" নামে পরিচিত। প্রতি পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই "চন্দ্রশেখর" বিগ্রহ শোভা-যাত্রা করিয়া মন্দিরের বাহিরে নীত হইয়া থাকে (৩০) সুতরাং এ মূর্ত্তিটিকেও ভোগমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। চন্দন যাত্রা কালে স্বয়ং জগন্নাথ দেবের ভোগমূর্ত্তিও যে নরেন্দ্র সরোবরে নীত হইয়া থাকে এ কথা আমরা প্রথমখণ্ডে, নরেন্দ্র সরোবর অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি (৩১)। টেপ্পকুলম্ প্রভৃতিতে দেব-বিগ্রহের জলবিহারের ন্যায়, মন্দিরের বাহিরে উৎসবাদি উপলক্ষে ভোগমূর্ত্তি আনয়নের প্রথাটিতেও, দাক্ষিণাত্য ও উৎকলীয় রীতির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা

---

(৩০) South India Shrines, p. 5.

(৩১) পুরীর কথা, পৃঃ ১২১।

ভুবনেশ্বরের কথার প্রথম অধ্যায়ে (৩২) লিঙ্গরাজ মন্দির গাত্রস্থ দেব দেবীর বিবাহের একটি চিত্রকে হরপার্ব্বতীর বিবাহের চিত্র অনুমান করিয়া তাহার সমর্থনকল্পে দেখাইয়াছি যে অষ্টম বা নবম শতাব্দীর দেবমন্দিরে এবং প্রাচীন গুহাক্ষোদিত মন্দিরেও এইপ্রকার চিত্র দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে কুম্ভকোণমের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত রামস্বামীর মন্দিরের সম্মুখস্থ মহামণ্ডপটিতেও পার্ব্বতী-পরিণয়ের একটি ক্ষোদিত চিত্র আছে (৩৩)। কিন্তু উৎকল শিল্পীর পরিকল্পনা ও দক্ষিণাত্য শিল্পীর পরিকল্পনায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। শেষোক্ত চিত্রে বরবধূ ও পরিজনবর্গ সকলেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ; কিন্তু উড়িষ্যার এই শিল্পনিদর্শনে বিবাহসভায় সম্প্রদাতার ক্রোড়ে উপবিষ্টা বধূর যে মধুর লজ্জাবনত ভাব তাহা যেন বড়ই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বিশেষজ্ঞগণ উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কোনও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় কোনারকের ভাস্কর্য্যের কথার আলোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু ভুবনেশ্বরের কথা তাহাতে সেরূপ স্থান পায় নাই।

অনন্ত বাসুদেব অধ্যায়ে প্রদত্ত ভবদেব (৩৪) ভট্টের বংশ-লতিকায় অসাবধানতা বশতঃ দুই এক স্থলে ভ্রম ঘটিয়াছে। অত্যঙ্গের পিতার নাম রথাঙ্গ। মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ রথাঙ্গ রঙ্গনাথরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীআদিদেবের পত্নীর নাম দেবকী, সরস্বতী নহে।

---

(৩২) ত্রিভুবনেশ্বর অধ্যায়, পৃঃ ১৭।
(৩৩) Ayyar's South Indian Shrines fig. 45, p. 72.
(৩৪) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৯৬।

আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন দ্বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রীর নাম সরস্বতী ও সাঙ্গোকা।

আর দুই একটি সামান্য ভূলচুকের কথার উল্লেখ করিলেই আমার বক্তব্য সমাপ্ত হয়। লিঙ্গরাজ পরিক্রমা অধ্যায়ে (৬৫ পৃষ্ঠায়) Grünwedel এই নামটির অনুলিপি গ্রাণওয়েডেল না হইয়া গ্রূএণবেডেল হইবে। এই পৃষ্ঠার আর দুইটি ছাপার ভুল শুদ্ধিপত্রে প্রদত্ত হইলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি। চারুমতী কর্ত্তৃক নেপালে মঠ বা বিহার প্রতিষ্ঠার কাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী, খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী নহে। ৬৫ পৃষ্ঠার ৪২ সংখ্যক পাদটীকায় প্রদত্ত ওল্ডফিল্ড রচিত নেপাল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠা স্থলে ভ্রমক্রমে ৯৮ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে চারুমতী কর্ত্তৃক গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত হইলেও ইহা সমর্থনের জন্য কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। তাই মনে হয় সম্ভবতঃ লেখক প্রবাদের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। নেপালের গণেশমন্দির শীর্ষক পরিশিষ্টে দেখাইয়াছি (৩৫) যে আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভী গণেশমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে কোনও কথার উল্লেখমাত্র করেন নাই। চারুমতী কর্ত্তৃক বিহার নির্ম্মাণের বৃত্তান্তেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। আমার কথা শেষ হইয়াছে। পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে শুদ্ধি-পত্রখানি দেখিয়া লয়েন।

গ্রন্থকার।

---

(৩৫) ভুবনেশ্বরে কথা, পৃঃ ১৪৫, ১৪৬।

ত্রিভুবনেশ্বর।

পুরী হইতে ভুবনেশ্বরে পঁহুছিতে রাত্রি ১২॥ টা। ১টা হইল। র-এর নিকট ভুবনেশ্বর মোটেই অপরিচিত নহে। অন্ধ শকটবান্ হরিয়া তাহার রৌপ্যবলয়ধারী ভাইটির সহিত 'সোয়ারি' লইয়া রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। র-এর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। হরিয়ার স্মরণশক্তি অসাধারণ। সে যাদুঘরের শ্রীযুক্ত বাগ্‌চী মহাশয় ও অপর কয়েকটি ভদ্রলোকের কথা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রভৃতি প্রায় তিন মাইল আন্দাজ হইবে। ডাক-বাঙ্গলো আরও কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। আমরা প্রায় সকলেই নিদ্রালু, গাড়ীতে বসিয়া ঝিমাইতেছি, কেবল র—ও আর দুই একজন হাঁটিয়া চলিয়াছেন; হরিয়া আপন মনেই বকিয়া যাইতেছে। স্বচ্ছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া কয়েকটি কোঠাঘর দেখাইয়া হরিয়া বলিল, "বাগ্‌চী বাবু এইখানেই বাসা লইয়াছিলেন।" ভুবনেশ্বরে কেদারগৌরী নামে এক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার জল অজীর্ণ-রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এই কারণে, শুধু তীর্থদর্শনার্থী বলিয়া নহে, অনেকে হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্যও এখানে আসিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কিছুদিন হইল, গৌরীকুণ্ডের নিকটে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের উৎসাহে একটি স্বাস্থ্যনিবাসও সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে আমরা লিঙ্গরাজ দেউলের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেউলশীর্ষে শৈব চিহ্ন-যুক্ত পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড্ডীয়মান। মনে হইল চৈতন্যদেব এই সুধাবলিপ্ত, অপর শ্বেতগিরির ন্যায় 'বরশৃঙ্গ সমুন্নত', 'চলৎপতাক',

'শূলবিচিত্রচূড়', 'সুতোরণ' মহৎ শিব-মন্দির দর্শনমাত্র ভূমে নিপতিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন (১)। মন্দির-চূড়ার উপরিভাগে রাত্রিশেষে রাকাচাঁদ বড়ই শোভা পাইতেছিল। দে-মুসে (De-Musset) গির্জ্জার চূড়ার উপর পূর্ণচন্দ্র ভাসিতেছে দেখিয়া 'আই' (i) অক্ষরের উপরের ফোঁটার সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন (La lune comme un point sur un I)। সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মন্দিরশিরে চাঁদ নামিয়া আসিতে দেখিয়া আকাশের শিরে চন্দ্রবিন্দু আঁকিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই বর্ণমালা-মূলক সাদৃশ্যের ভিতর কোন্‌টিতে অধিকতর বস্তুতন্ত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভরসা করি নব্য বাঙ্গালী পাঠক তাহা সহজেই বিচার করিতে পারিবেন।

গাড়ীগুলি ক্রমশঃ গ্রামের পশ্চিম-সীমান্তে জেলা-বোর্ডের ডাক-বাঙ্গলোয় গিয়া উপস্থিত হইল। র—এখানেই তাঁহার জিনিসপত্র রাখিয়া রাত্রির বাকী অংশটুকু অতিবাহিত করিবেন মনঃস্থ করিলেন। শকটবান্ "স্বপনা" "স্বপনা" বলিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতেই বাঙ্গলোর চৌকীদারের 'স্বপ্নজড়িমা' ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। আমরা বিছানায় আশ্রয় লইয়া ভুবনেশ্বরতত্ত্বে মস্‌গুল হইলাম। বন্ধুবর

---

(১) দদর্শ তত্রাখিল-শোভয়োজ্জ্বলং
চলৎ-পতাকং শিবমন্দিরং মহৎ।
সুধাবলিপ্তং বরশৃঙ্গমুন্নতং
সুতোরণং শ্বেতগিরিমিবাপরম্॥
নিপত্য ভূমৌ প্রণনাম দেবঃ
শিবালয়ং শূলবিচিত্রচূড়ং॥

শ্রীমন্-মুরারীগুপ্ত-প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ (শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের সংস্করণ), পৃঃ ১৩৪।

বলিতে লাগিলেন,—"ভুবনেশ্বরের অপর নাম একাম্রবন। একাম্র-তীর্থের জনশ্রুতি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৎস্যপুরাণে "একাম্রকে" "কীর্ত্তিমতী" নামক দেবীমূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায় (২)। কপিল-সংহিতা মতে পুরাকল্পে এখানে মুক্তিপ্রদ এক আম্র বৃক্ষ ছিল তাহা হইতেই এই নামটির উদ্ভব হয় (৩)।

এক সময় উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণ ভুবনেশ্বরে দ্বিতীয় বারাণসী সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে ইহা 'বারাণসী-সমপ্রভং' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তখন নিজ বারাণসীতে নাকি বড়ই ম্লেচ্ছ-প্রভাব ছিল। উৎকলের এই নববারাণসীতে অনেকস্থলে বারাণসীর অনুরূপ নামও ব্যবহৃত হইয়াছিল। কপিলেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থ স্নানের ঘাটের মণিকর্ণিকা নাম অদ্যাপি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে (৪)।

---

(২) মাৎস্য, ১৩, ২৯।

(৩) "একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পস্য মুক্তিদঃ।
তত্র চৈকো যতশ্চাগ্র স্তস্মাদেকাম্রকং বনং॥"

কপিল সংহিতা Ms. A. S. B., p. 26.

(৪) কপিল-সংহিতায় দেখিতে পাই যে বিষ্ণু শিবকে আর কাশী গমন না করিয়া এইখানেই বাস করিতে বলায় শিব বলিতেছেন, কাশীতে তাঁহার জাহ্নবী রহিয়াছেন, 'সর্ব্বতীর্থময়ী' পুণ্য তীর্থ মণিকর্ণিকা রহিয়াছেন, অতএব তিনি তথায় যাইবেন না কেন? ইহার উত্তরে বিষ্ণু বলিতেছেন, সেখানে যেরূপ মণিকর্ণিকা, এখানে সেইরূপ পাষাণ গুল্ম বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন পাপনাশিনী তাঁহার অগ্রভাগেই বিদ্যমান; এখানেও তাঁহার পাদাগ্রচ্যুতা শুভা জাহ্নবী দেবী রহিয়াছেন। এস্থলে একাম্রকাননস্থ মণিকর্ণিকার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় কপিলেশ্বর সন্নিহিত জলাবতরণ পথের 'মণিকর্ণিকা' নামকরণ, কপিল-সংহিতা রচনার পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবতঃ খৃঃ ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে।

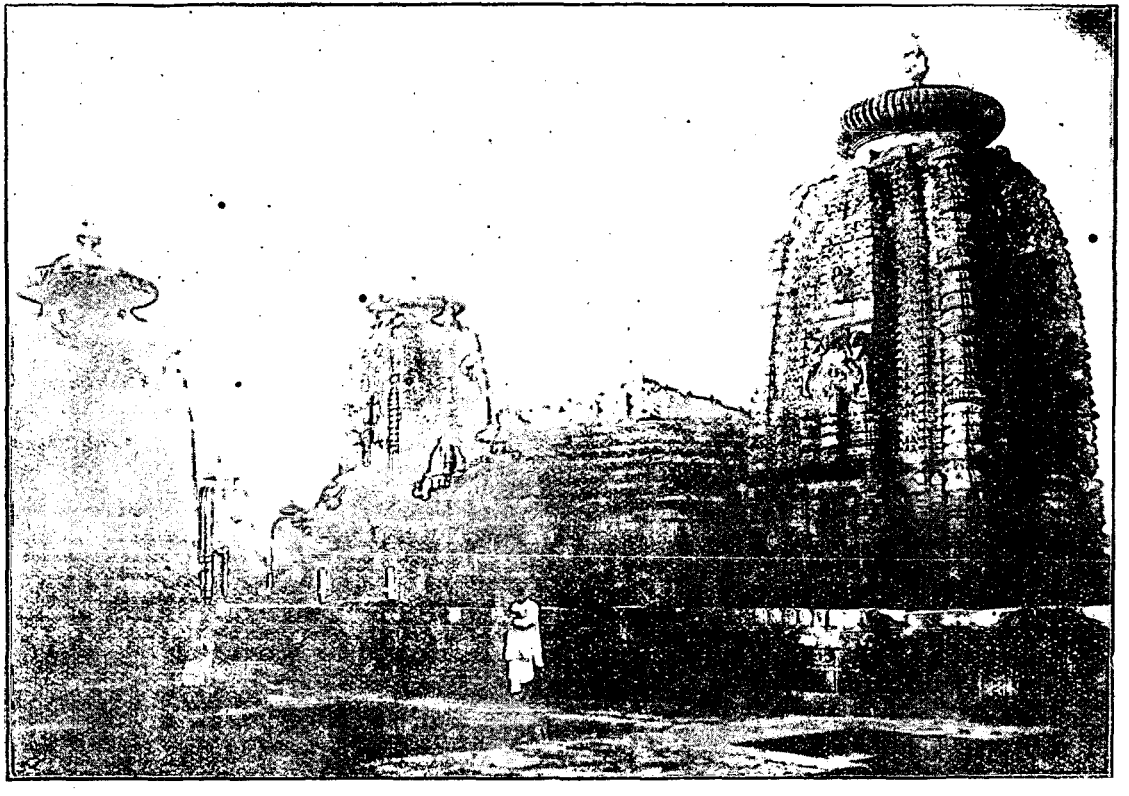
পূর্ব্বে খণ্ডগিরি হইতে উৎপন্না গন্ধবতী-নাম্নী (৫) একটি ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনী ভুবনেশ্বর গ্রামের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল। একাম্র-পুরাণ মতে উড়িষ্যাস্থ এই বারাণসীতে ইহাই গঙ্গানামে প্রকীর্ত্তিতা। নদীটির আর পূর্ব্বাবস্থা নাই, এখন স্থানে স্থানে প্রায় পয়ঃপ্রণালীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। একাম্র-পুরাণ, শিব-পুরাণ, কপিল-সংহিতা প্রভৃতি আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থনিচয়ে ত্রিভুবনেশ্বরমাহাত্ম্য বিবৃত আছে। পদ্মপুরাণ গ্রন্থে দেখা যায় যে, বিন্দু-সরোবরে স্নান ও ত্রিভুবনেশ্বর দর্শন করিলে মনুষ্য জ্যোতির্লোকে গমন করিয়া থাকে। কপিল-সংহিতাকার একাম্রবিপিনে ত্রিভুবনেশ্বর দর্শনমাত্র মোক্ষ-প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোটিলিঙ্গেশ্বর প্রদক্ষিণ করে প্রতিপদক্ষেপে সে ব্রহ্মপদের সন্নিহিত হয় ('পদাৎ পদাৎ ব্রহ্মপদং তেষাং সন্নিহিতং ভবেৎ') (৬)। স্থানমাহাত্ম্যে বিশ্বাস-প্রাবল্য হেতু এক সময় ভুবনেশ্বরে দেবমন্দিরের অন্ত ছিল না। শুনিতে পাই, বিন্দুসাগর তীর্থের চারিপার্শ্বে নাকি অন্যূন সাত সহস্র দেউল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, কেশরীরাজগণ তথায় এক লক্ষ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নাই (৭)। কপিল-সংহিতায় লিখিত আছে যে একাম্রকানন কোটিলিঙ্গাভিপূরিত, কোটিতীর্থসমাযুক্ত ও দেবগণের

(৫) নাম্না গন্ধবতী খ্যাতা যাতি গঙ্গা সরিদ্বরা
যত্র সূক্ষ্মেশ্বরো দেবস্তত্র সা মুক্তিদায়িনী।
(একাম্র-পুরাণ quoted in Ant. Oriss. Vol. II, p. 98.)

(৬) A. S. B. Ms. p. 27.

(৭) ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থে একথা উল্লেখ করিয়াছেন, পৃঃ ৬৪।

(চিত্র ১)



ভুবনেশ্বরের মন্দির।
[নারায়ণ পত্রের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৬

জয়বর্দ্ধক। এখানে এরূপ বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান যে, স্বয়ং শেষ দেবও তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন না (৮)।

'চৈতন্যচরিতম্' গ্রন্থে মুরারী গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"বসন্তি যত্রেশ্বরলিঙ্গকোট্যো বিশ্বেশ্বরাদ্যাশ্চ সুপুণ্যতীর্থাঃ।" (৮) উৎকল-খণ্ডে লিখিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দূর হইতে কোটীলিঙ্গেশ্বরের পূর্ব্বাহ্নপূজা সময়ে চর্চ্চরী, শঙ্খ, কাহাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে সেই মহারণ্য শব্দিত হইতেছে শ্রবণ করিয়াছিলেন (৯)। ইহা কবিকল্পনাই হউক আর যাহাই হউক, এক সময়ে একাম্র-কাননে যে বহুসংখ্যক শিবমন্দির বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থে মহাপ্রভুর উৎকলযাত্রা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে

"ভুবন মোহন, দেউল ভিতরে
দেখিল একাম্রবনে॥ (গৌর চলিলা)
একাম্রবনে, ঊনকোটি লিঙ্গ
দেউল দেখিল কপিলেশ্বরে।" (১০)

* * *

(৮) "অনেকানি চ লিঙ্গানি তত্র সন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
সংখ্যাতুং শিবলিঙ্গাং স্তান্ শেষ দেবো ন শক্যতি॥"
A. S. B. Ms. কপিল-সংহিতা, পৃঃ ৩১।

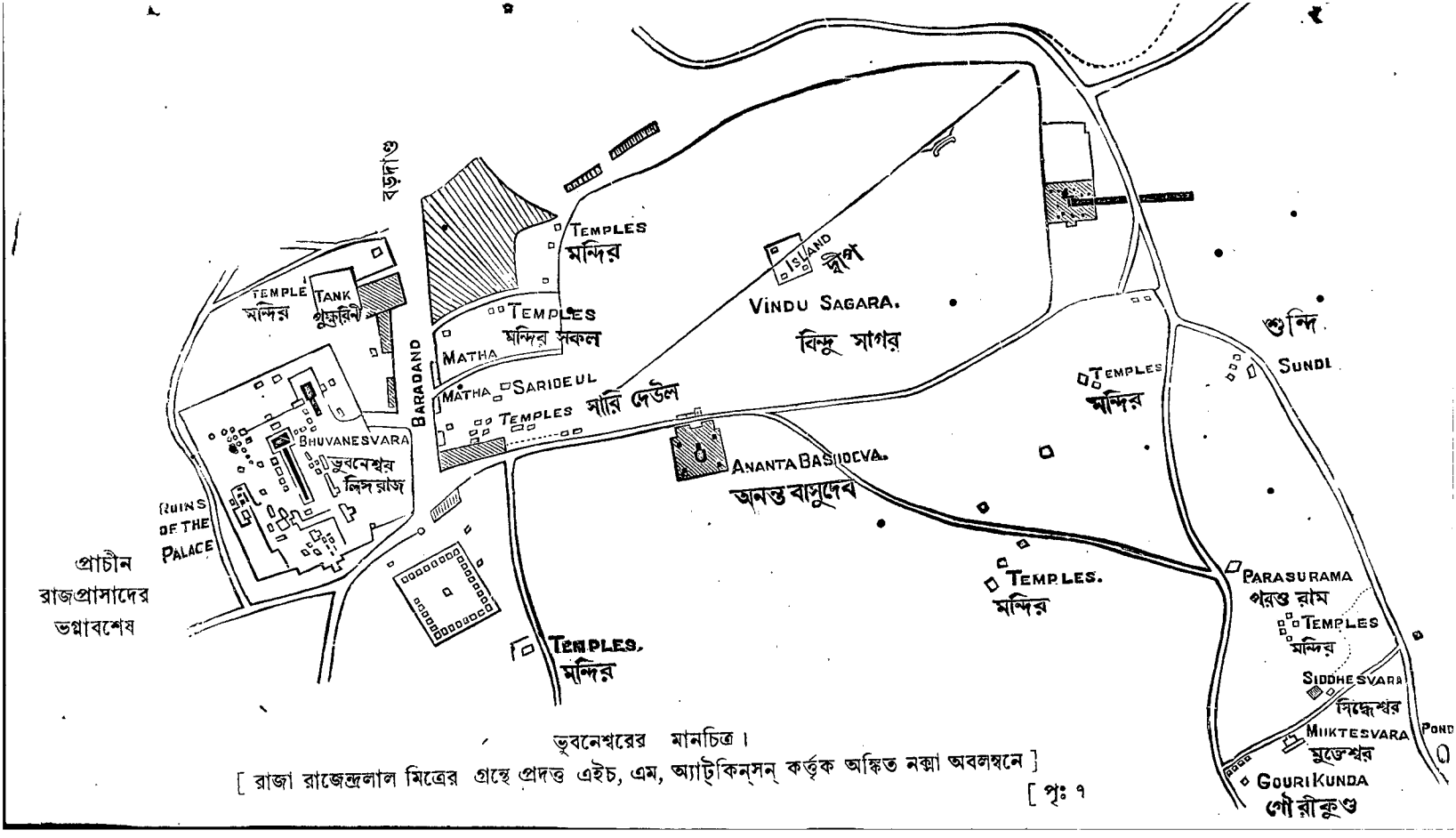
(৮) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ (শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত) পৃঃ ১৩৪।

(৯) পূর্ব্বাহ্নপূজাসময়ে কোটিলিঙ্গেশ্বরস্য বৈ।
চর্চ্চরী-শঙ্খ-কাহাল-মৃদঙ্গ-মুরজধ্বনিম্।
ব্যাগ্নুবানং মহারণ্যং দূরাৎ শুশ্রাব ভূপতিঃ॥
(—উ, খ, বঙ্গবাসী সং, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ ৭০)

(১০) চৈতন্যমঙ্গল সা, প, সংস্করণ, পৃঃ ৯৭।

সুতরাং চৈতন্যদেবের উৎকলতীর্থ-সমূহ দর্শনকালেও মন্দির সংখ্যা যে নিতান্ত কম ছিল না ইহাই অনুমান হয়। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভুবনেশ্বরে অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত দেব-মন্দির থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতিমতে বিন্দুসাগর-তীর্থের চারিপার্শ্বেই নাকি অন্যূন সাত সহস্র দেউল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন শতাধিকও বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। ভুবনেশ্বরের সে দিন আর নাই—মন্দিরগুলিও প্রায়শঃ শ্রীভ্রষ্ট।" বন্ধুবরের এই সকল আলোচনা শুনিতে শুনিতে আপনিই চক্ষু বুজিয়া আসিল। কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম টের পাই নাই।

ভুবনেশ্বরে বাসাবাড়ী বা থাকিবার স্থানের অভাব আছে বলিয়া বোধ হইল না, তবে স্থানীয় লোকদিগের পরিচ্ছন্নতাজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইল বটে। রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই আমাদিগের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীযুক্ত ক-বাবু ও আমি হরিয়ার একটি ভ্রাতাকে "গাইড" (প্রদর্শক) রূপে বরণ করিলাম। সে সাদাসিদা লোক—সকল মন্দিরের নামও ঠিকমত জানে বলিয়া বোধ হইল না। র—বলিয়া দিয়াছিলেন, ছোট মন্দিরগুলি অগ্রাহ্য করিও না, এগুলিতেও কারুকার্য্য বড় কম নাই। সর্ব্বপ্রথমে যে ক্ষুদ্র মন্দিরটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহা কোনও ব্রাহ্মণের গৃহপ্রাঙ্গণে অবস্থিত। গৃহস্বামী উপস্থিত না থাকায় আমাদের এ দেবালয়টি দেখা হইল না। অতঃপর যে মন্দিরগুলি দেখিয়াছিলাম, সেগুলি পাপনাশিনী বিভাগের অন্তর্গত। আধুনিক অভিজ্ঞগণ নির্ম্মাণ-সাদৃশ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল মন্দির কয়েকটি বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে (groups, sub-groups) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেদারগৌরী, বিন্দুসাগর,



ভুবনেশ্বরের মানচিত্র।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে প্রদত্ত এইচ, এম, অ্যাট্‌কিন্‌সন্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত নক্সা অবলম্বনে]

[পৃঃ ৭

পাপনাশিনী প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আমরা বরুণেশ্বর, মৈত্রেশ্বর, চিত্রকর্ণী প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির দেখিয়া সরকারী ঔষধালয় অভিমুখে গমন করিলাম। মন্দিরগুলি দেখিতে বড় মন্দ নহে। কতক অংশ ল্যাটেরাইট (laterite) পাথর ও কতক অংশ লাল বালিয়া পাথরে (sandstone) নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। কয়েকটির অবস্থা দেখিয়া বিধর্ম্মী আততায়িগণের মূর্ত্তি-বিনাশপ্রবণতা সহজেই উপলব্ধি করা গেল। অভিজ্ঞগণের মতে এ বালিয়া পাথর আটগড়ের প্রত্যক্ষমান স্তর (out-crop) হইতে গৃহীত। কোনও কোনও মন্দিরে ক্ষুদ্র আয়তনের নবগ্রহ-প্রস্তর (frieze) রহিয়াছে দেখিলাম। উড়িষ্যার অনেক মন্দিরেই প্রবেশ-দ্বারের নিকট নবগ্রহ-প্রস্তর দেখা গিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার স্থাপত্য অলঙ্কারের বাঁধা রীতি (architectural convention) বলিলেও হয়। কেহ কেহ মনে করেন, গৃহপ্রবেশকালে যে গ্রহশান্তি করার পদ্ধতি আছে, নবগ্রহ-প্রস্তরগুলি বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। গুণ্ডিচাগৃহ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে ডাঃ ব্লকের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অনেক স্থলে লক্ষ্য করিলাম, মিথুন-মূর্ত্তিগুলি প্রায়ই ভাঙ্গা। যেন সেগুলি বিনষ্ট করিয়া জোর পূর্ব্বক অশ্লীলতা-বর্জ্জনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

সরকারী ডিস্পেন্সারীর পথে পাপনাশিনী তীর্থ। ইহা একটি ছোট পুষ্করিণী মাত্র। ঘাট পাথর দিয়া গজগিরি করা। জল অত্যন্ত পঙ্কিল; পানা ও শেওলায় (algae) বর্ণ প্রায় সবুজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের সরলহৃদয় পথ-প্রদর্শক তাহার ভাঙ্গা বাঙ্গলা ও উড়িয়া-মিশ্রিত ভাষায় যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, এ তীর্থ বিশেষ করিয়া ব্যভিচারদুষ্ট ব্যক্তিগণের জন্যই

নির্দ্দিষ্ট। বহু পাপ করিয়া মন তাব্র অনুতাপানলে দগ্ধ না হইলে লোকে আর এরূপ জলে অবগাহন করিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হয় না।

সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়া চিকিৎসক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ভদ্রলোকটি উড়িয়া, কটক মেডিকেল স্কুল হইতে উপাধি-প্রাপ্ত। ভাল বাঙ্গালা বলিতে পারেন না বলিয়াই বোধ হয়, ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিলেন। আমাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ পদক্ষতের ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। সেখান হইতে লিঙ্গরাজ অথবা ভুবনেশ্বর-দেবের মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরের চারিপার্শ্ব উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। ডিস্পেন্সারী যাইবার রাস্তায় মন্দিরের একটি দ্বার (propylon) আছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের দক্ষিণাংশে বহু গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদমতে ইহা রাজা ললাটেন্দু কেশরীর প্রাসাদাবশেষ। রাজা রাজেন্দ্রলাল এই স্থানে চকমিলান বাটীর প্রাঙ্গণ চিহ্ন ও বকুলবীথিকা লক্ষ্যকরিয়াছিলেন (১১)। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন ভগ্নাবশেষ দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যেএই স্থানে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল (১২)। তবে ললাটেন্দু কেশরী এখন কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচিত; সুতরাং প্রাসাদ কাহার এবং শিলালিপিতে উদ্যোতকেশরী নামক যে রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে তাঁহার রাজত্বকালেই উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল কিনা তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সিংহদ্বারের সম্মুখে ঘৃত-প্রদীপ ও ধূপ-কর্পূরাদি বিক্রয় হইতেছিল। আমরা সেখানে জুতা রাখিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রিয় সুহৃদ্ র—একজন প্রৌঢ় পাণ্ডার নাম বলিয়া দিয়াছিলেন, ভাগ্য-ক্রমে মন্দিরের ভিতরেই তাঁহার দেখা পাওয়া

(১১) Ant. Oriss. Vol. II, p. 85.

(১২) Orissa and her Remains, p. 309.

(চিত্র ৩)



লিঙ্গরাজ-মন্দিরগাত্রস্থ ইন্দ্রমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ। [পৃঃ ৯

(চিত্র ৪)



লিঙ্গরাজ-মন্দিরের ইন্দ্রমূর্ত্তি।
[পার্শ্বদৃশ্য] [পৃঃ ৯

গেল। পাণ্ডা মহাশয় বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি; অনর্থক বৃথা বাক্যব্যয়ে তিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলেন না। মন্দির-গাত্রস্থ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অষ্টসখী, অষ্ট দিক্‌পাল, কার্ত্তিক, গণেশ ও পার্ব্বতীমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উজ্জ্বল নীলমণি নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীরাধার 'পরমপ্রেষ্ঠ' সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী এই আট জন 'সর্ব্বগুণ-ভূষিতা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১৩)। শৈব মন্দিরে ইঁহাদিগের মূর্ত্তি সংস্থাপিত হওয়ার কারণ দেখি না সুতরাং পাণ্ডা মহাশয় বর্ণিত 'অষ্টসখী' 'অষ্ট দিগাঙ্গনা' বলিয়াই মনে হয়। এই সকল পার্শ্বদেবতার মধ্যে কার্ত্তিকমূর্ত্তি পশ্চিমের কুলঙ্গীতে, পার্ব্বতীমূর্ত্তি উত্তরের খাঁজে এবং 'গণেশ' দক্ষিণের খাঁজে অবস্থিত। অষ্টদিক্‌পালের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, যম, নির্ঋত, বরুণ, পবন এই ছয়জন বৈদিক দেবতা। ইঁহাদিগের বাহন যথাক্রমে মেষ, হস্তী, মহিষ, মানব, মকর, ও মৃগ। নির্ঋতিকে পদ্মাসনেও উপবিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। বরুণের দুই পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা ও কূর্ম্মবাহিনী যমুনা মূর্ত্তি ক্ষোদিত করা হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রে গজাসনে উপবিষ্ট ইন্দ্রের যে বিনষ্ট-প্রায় প্রতিকৃতি আছে তাহার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। ইন্দ্রের হস্তী বাহনটি বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালে কল্পিত। বৈদিক ইন্দ্রের লাঞ্ছন 'বজ্র'। পরবর্ত্তীকালে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ 'বজ্র' চিহ্নের প্রচলন হেতু, ইন্দ্রের 'বজ্র' চিহ্ন ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। 'শিল্পসার' গ্রন্থে বজ্রের কোন ও উল্লেখ দেখা যায় না (১৩)। গান্ধার শিল্পের বজ্রপাণি

(১৩) উজ্জ্বলনীলমণিঃ, রাধাপ্রকরণং, পৃঃ ১৩৬, রামায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ।
(১৩) A. A. Macdonell in J. R. A. S. Pt. III & IV, 1918, p. 529.

ইন্দ্রশক্র বুদ্ধদেবের সান্নিধ্যে বিনয়াবনতভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে গুহ্যক বা যক্ষদিগের রাজাও বজ্রপাণি নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ শিল্পে মারের হস্তেও বজ্রাস্ত্র দেখা যায়(১৪)। ধনদ, কুবের অথবা বৈশ্রবণ বৌদ্ধদিগের মধ্যেও উত্তরাশার অধিপতি বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার 'লাঞ্ছন, নকুল বা 'নেউল'; ইহা সাধারণতঃ কোলের উপর বা পার্শ্বদেশে বসিয়া থাকে। ঈশান ও বৃষভবাহন মহেশ্বরে কোনই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। সাঞ্চীর বৌদ্ধস্তূপে অষ্টদিক্‌পালের পরিবর্ত্তে চারিটি তোরণে লোকপাল চতুষ্টয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তরে বৈশ্রবণ, দক্ষিণে কুম্ভাণ্ডদিগের অধিপতি বিরূঢ়ক, পশ্চিমে নাগরাজ বিরূপাক্ষ, ও পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র (১৫)। 'লোকপাল' ও দিক্‌পাল প্রভৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় এ গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে, তবে অষ্টম হইতে দশম খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত রাজপুতানার অন্তর্গত ওসিয়া গ্রামের 'পঞ্চায়তন' মন্দিরেও যে অষ্টদিক্‌পাল মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে একথা অধ্যাপক ভাণ্ডারকর উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অগ্নিপুরাণের 'দিক্‌পতি-নিয়োগ' নামক ৬৫ অধ্যায় হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৬)। তাহাতে 'গজস্থিত' দেবরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া "ছাগস্থ" অগ্নি "মহিষস্থ" যম, "মকরস্থ" বরুণ কেহই বাদ পড়েন নাই।

---

(১৪) Vajrapani dans les sculptures du Gandhara, Actes des XIV Congres International des Orientalistes Alger, 1905, pp. 124, 125, 126.

(১৫) Sir John Marshall's Guide to Sanchi, p. 43.

(১৬) Orissa and her Remains, p. 171.

(চিত্র ৫)



পুরী জগন্নাথ-মন্দিরের জননী ও শিশুর মূর্ত্তি।
[অক্সফোর্ড প্রেসের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে] [পৃঃ ১২

শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয়ের মতে পূর্ব্বতন সৌরোপাসনার ও প্রাকৃতিক উপাসনার যেটুকু অবশেষ বৌদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্থান পাইয়াছিল, লোকপাল প্রভৃতির মূর্ত্তি তাহারই রূপক নিদর্শন মাত্র (the symbolism of the earlier sun and nature worship which survived in Buddhistic ritual)। তোরণের নিকটস্থ লোকপালদিগের ক্ষোদিত মূর্ত্তি মর্ত্ত্যভূমের প্রবেশ পথ রক্ষা করিত (১৭)। 'মানসার' শিল্পে দিক্‌পালদিগের উদ্দেশ্যে বলি প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ('দিক্‌পালানাং বলিং দদ্যাৎ সম্যক্ ব্রহ্মপ্রদেশকে') কিন্তু উৎকল মন্দিরে এখন আর এরূপ 'বলি'প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হয় না।

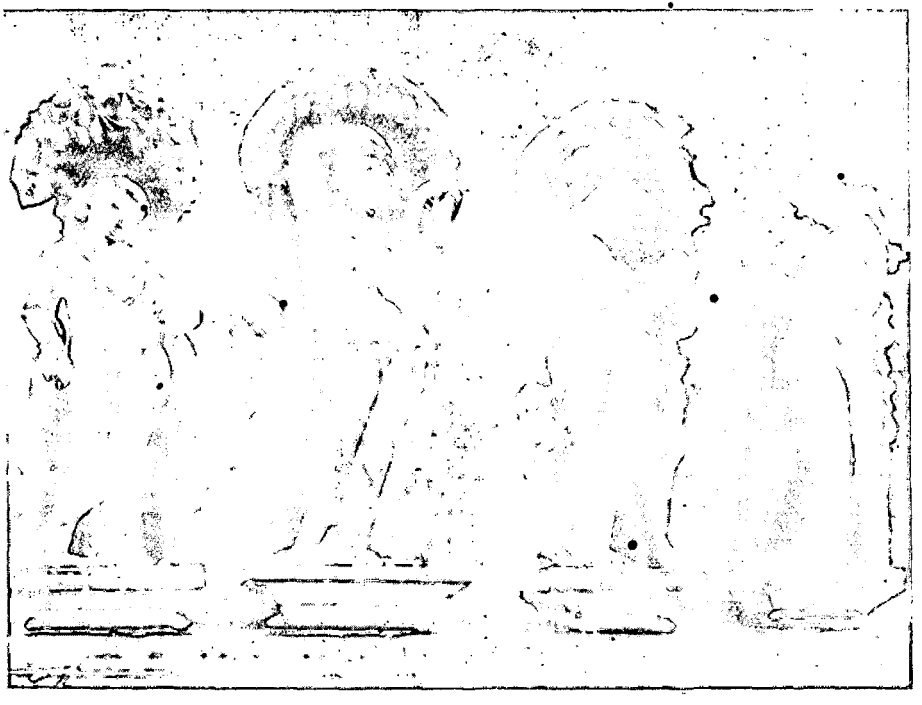
বড়দেউলের পার্ব্বতীমূর্ত্তিটি বাস্তবিকই বড়ই মনোহর। দেবী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া শুধু স্ত্রী-মূর্ত্তি হিসাবে ধরিলেও এই প্রকার সুন্দর পরিকল্পনা এবং সৌন্দর্য্য-অনুপ্রাণিত বর্দ্ধকীর (sculptor) এরূপ শোভন-কলা-বিলাস ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, মূর্ত্তিটির হস্তচতুষ্টয়ের একটিও বিদ্যমান নাই। কার্ত্তিক মূর্ত্তিটিও তরুণ পুরুষ-মূর্ত্তির আদর্শ স্বরূপ বলিয়া মনে হইল। কার্ত্তিক ও পার্ব্বতীমূর্ত্তি ব্যতীত লিঙ্গরাজমন্দিরের আরও দুইটি মূর্ত্তির প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি পুস্তকে এই যুগল-মূর্ত্তি যোদ্ধা ও তাঁহার প্রণয়িনী বলিয়া ব্যাখ্যাত। সশস্ত্র যোদ্ধপুরুষ বাহুদ্বারা তাঁহার প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুইটি মূর্ত্তিই বড় মনোহর, এবং স্বাভাবিক ভঙ্গীতে পরিকল্পিত; কোথাও অশ্লীলতার চিহ্ন নাই। ভুবনেশ্বর হইতে কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি কলিকাতা যাদুঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছে;

(১৭) Ideals of Indian Art, p. 17.

তন্মধ্যে একটি পরমরমণীয় স্ত্রী-মূর্ত্তির হস্তে দর্পণ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ দর্পণধারিণী য়ুনানী রতিদেবীর (Venus) সহিত ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় রুচির অনুযায়ী বলিয়া এ মূর্ত্তিটি ইংরাজ সমালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাদুঘরের এই মূর্ত্তিকয়টির চিত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহার মধ্যে লেখনীধারিণী রমণী মূর্ত্তিটি দেখিলে সত্যই মনে হয় যে ভারতীয় হিন্দু নারীগণ শুধু সেবার রমণী বা পুরুষের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র ছিলেন না। পূর্ব্বকালে ভারতে বহু স্ত্রী-কবি যশোলাভ করিয়াছেন। হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের ইতিহাসে (১৮) দেখা যায় যে রামভদ্রাম্বা নামক একজন সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা 'অষ্ট' ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া আপনাকে "অষ্ট-ভাষা-কল্পিত-চতুর্ব্বিধ-কবিতানুপ্রাণিত সাহিত্য-সাম্রাজ্য-পদপীঠারূঢ়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিরুমলাম্বা-নাম্নী অপর একজন স্ত্রীকবিও বিজয়-নগরের রাজসভায় আদৃতা হইয়াছিলেন। যে দেশের শিক্ষিতা নারী গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনাতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না বলিয়া আজিও জনপ্রবাদ প্রচলিত, তাহারই একটি প্রদেশের মন্দিরে প্রাপ্ত, লিখনরতা রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া এখন আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। ইহা হইতেই আমাদের অধঃপতনের সীমা যে কতদূর গড়াইয়াছে তাহা কতকটা বুঝা যায়। জননী ও শিশুর যে মূর্ত্তিটি রহিয়াছে তাহা পুরী ও কোণার্ক মন্দিরের মাতা ও শিশুর ক্ষোদিত চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নারীর মাতৃত্বের এরূপ কোন বাঁধা ছাঁচ (mother motif) উড়িয়া শিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না তাহা বলা সম্ভব

(১৮) Prof. S. Krishnaswami Ayyangar's Sources of Vijayanagar History, pp. 291, 302, and p. 170.

(চিত্র ৬)



কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত স্ত্রী-মূর্ত্তি-চতুষ্টয় ; ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টি দর্পণ ও চতুর্থটি লেখনী ধারণ করিয়া আছে ; তৃতীয়টি বাঁধা ছাঁচের মাতৃমূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ১২

নহে, তবে ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, উড়িয়া ভাস্করেরা শুধু পাথর কাটার কসরৎই শিক্ষা করেন নাই—স্ব স্ব পরিকল্পনায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া—তাঁহাদিগের নির্ম্মিত মূর্ত্তি সমূহে ভাবের অভিব্যক্তি স্ফুরণ-সম্বন্ধেও যথেষ্ট কৃতিত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৯)।

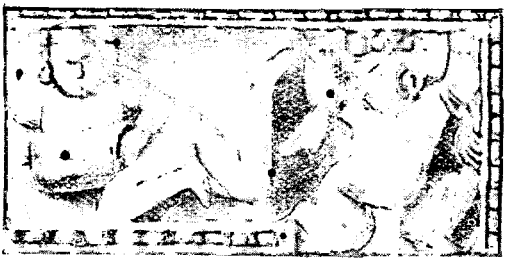
দেবমূর্ত্তি অপেক্ষা ভুবনেশ্বরের এই আনুষঙ্গিক মূর্ত্তিগুলি অধিকতর সৌন্দর্য্য-কলায় বিভূষিত। যেহেতু, এগুলির নির্ম্মাণসময়ে শিল্পীকে দেবমূর্ত্তি-তক্ষণের ন্যায় শাস্ত্রের ধরাবাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় নাই। সাঞ্চী ও অমরাবতীর ন্যায় ভুবনেশ্বরেও অনেক স্থলে দেখা যায় যে, স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি বহু অলঙ্কারে শোভিতা হইলেও অঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রাদির চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু স্ত্রীমূর্ত্তির অনুপাতে উলঙ্গ পুরুষমূর্ত্তির সংখ্যা সেরূপ অধিক নহে। এ সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"The prevailing character of these bas-reliefs is not due so much to ethnic or social causes as to the exigencies of Art.....desire to display the female contour in all its attractions—unskilfulness of early art and difficulty of chiselling drapery in such hard coarse material." ললিত-কলার হিসাবে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্যই যে মূর্ত্তিগুলি এইরূপ

(১৯) বঙ্গদেশে প্রাপ্ত মাতৃমূর্ত্তি প্রায়শঃ শায়িতাবস্থায় পরিকল্পিত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত ২৫ সংখ্যক চিত্রে এইরূপ একটি মাতৃমূর্ত্তি 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রস্তরখোদিত বা চিত্রপটে-নিহিত বাৎসল্য-রস উন্মেষক ভারতীয় মাতৃমূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ কৃষ্ণ যশোদার কাহিনীর সহিত বিজড়িত। শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 'A Vaishnavite Madonna' নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচনা করিয়াছেন (Rupam, April 1920, p. 14 et seq.)।

বিবস্ত্র করিয়া খোদিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বালিয়া-পাথরে কাপড়ের ভাঁজ সূক্ষ্মরূপে খোদাই করা বড়ই কঠিন এবং বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্য না থাকিলে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং মূর্ত্তিগুলি দিগম্বর বলিয়া যে সেকালে স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে কাপড়ের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল না, এরূপ আজগুবি অনুমান কখনই বিচার-সহ নহে (২০)। দেবীর দেহে যে সকল অলঙ্কারাদি খোদিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মন্দির-নির্ম্মাণকালে উড়িয়া রমণীগণের ব্যবহৃত ভূষণাদির বিষয় অনেকটা অবগত হইতে পারা যায়। শুধু অলঙ্কার বলিয়া নহে, প্রাচীন বেশভূষা ও তৈজসাদি—এক কথায় সে কালের গৃহস্থালীর খবর-জানিতে হইলেও এই সকল খোদিত প্রস্তরের শরণাপন্ন হইতে হয়। একটুকু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই folding-stool, teapoy প্রভৃতি আধুনিক গৃহসজ্জার উপকরণের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত অনেক পুরাকালের আসবাবের চিত্রাদিও পাঠকগণের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া থাকে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিঙ্গরাজমন্দির-গাত্রে খোদিত একটি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত (টিপয়) teapoy এর ন্যায় আসবাবের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন যে, এগুলি পুস্তক, কাগজ প্রভৃতি রাখার জন্য এবং সম্ভবতঃ আধুনিক দাবা-খেলার টেবিলের ন্যায়ও ব্যবহৃত হইত। Antiquities of Orissa গ্রন্থে বিভিন্ন মন্দির হইতে গৃহীত চেয়ার, কৌচ

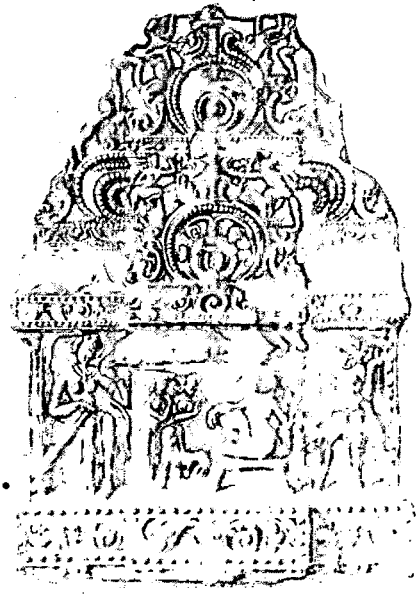
(২০) কিন্তু এই সব মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নগ্নরূপে পরিকল্পিত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। গ্রীক শিল্পীদিগের মত ভারতীয় শিল্পীরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র বুঝাইবার জন্য মূর্ত্তির নিম্নভাগে কয়েকটি রেখামাত্র অঙ্কিত করিতেন। যে সব স্থানে বসন দেখান প্রয়োজন, সে সব স্থানে তাহা দেখাইতে ত্রুটী হয় নাই। Maisey's Sanchi and its Remains, p. 22.

(চিত্র ৭)



লিঙ্গরাজ-মন্দিরে অবস্থিত বাদ্যোদ্যম ও লাস্যলীলার চিত্র।
[রাজা রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ হইতে] [পৃঃ ১৬

(চিত্র ৮)



লিঙ্গরাজ-মন্দিরের শিখরগাত্রস্থ একটি ক্ষোদিত চিত্র।
কোনও ধনী মহিলা তক্তাপোষে বসিয়া বামহস্তটি বালিসের উপর রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মাটিতে যে শ্রমণী বসিয়া আছে, সম্ভবতঃ সে কোনও কাহিনী শুনাইতেছে। দেখিয়া বোধ হয়, ইহা কোনও গৃহের অভ্যন্তরদেশ। [পৃঃ ১৬

(couch) প্রভৃতি আসবাবের অনেক চিত্র দেখা যায়। 'তাকিয়া' বা মোটা বালিস, এবং 'টোপ' বসান গদি প্রভৃতি বিরাম ও বিলাসের উপকরণ যে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত মন্দির ভাস্কর্য্য তাহা অদ্যাপিও জনসমক্ষে প্রমাণিত করিতেছে। তবে স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তাকিয়া হেলান দিয়া যে সকল নর-নারী বসিয়া আছে অত্যাবশ্যক বসনভারেও তাহারা কেহই প্রপীড়িত নহে (২১)। তৈজসাদির মধ্যে পল্লীগ্রামে প্রচলিত 'অমৃতি'র ন্যায় একটি পাত্র সহজেই চক্ষে পড়ে। মুক্তেশ্বর মন্দির-গাত্রে book-stand অথবা মুসলমানদিগের কোরাণ পাঠ করিবার সময় পুথিরক্ষণের আধার রেহলের ন্যায় এক প্রকার বিচিত্র সামগ্রীও অঙ্কিত দেখা গিয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন মন্দির হইতে চিত্রাদি সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীলোকগণের শিরোভূষণ ও বেণী-বন্ধন-প্রণালীর তুলনা করিয়াছিলেন। প্রস্তর-ক্ষোদিত একটি চিত্রের সহিত ডাক্তার মিত্রের সমসাময়িক কোন বিলাতী Fashion Paper এ বর্ণিত প্যারিসীয় প্রথায় চুল-বাঁধার একটি নমুনা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গিয়াছিল (২২)। উড়িষ্যার সভ্যতার ও সামাজিক রীতি-নীতির ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গেলে এই সকল মাল-মসলা ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। গার্হস্থ্য শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিয়া বাদ্য-গীতাদি উচ্চ অঙ্গের কলায় উৎকলবাসিগণ কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলেও মন্দির-গাত্রস্থ বীণা, মৃদঙ্গ, তম্বুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের চিত্র লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। নৃত্যের কথা আর কি বলিব—শিলালিপিতে স্বয়ং উৎকলের রাজকন্যাও

---

(২১) Mitra's Indo-Aryans, Vol. I, p. 195.

(২২) Ant. Oriso, figs, 97-98, plate XXV.

নর্ত্তন-পারদর্শিনী বলিয়া উল্লিখিতা হইয়াছেন (২৩)। মন্দির-সমূহ হইতে বাদ্যোদ্যম ও লাস্যলীলার বিভিন্ন ভঙ্গীর চিত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে মধ্যযুগের "গীতজ্ঞা লয়-তান-নর্ত্তন-কলা-কৌশল্যা লীলালয়া" উড়িয়া সীমন্তিনীগণের ললিতকলাপারদর্শিতা বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের একখানি মনোগ্রাফ (monograph) প্রকাশিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ভুবনেশ্বর মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবতঃ হয়ত লাগিত না, কিন্তু আশৈশব ইংরাজী শিক্ষায় আমরা স্বর্গ মর্ত্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্ব্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেবআদর্শে মানব ভাবের কোন আঁচ লাগে; পাছে দেব মানবের মধ্যে যে পরম পবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশ মাত্র লঙ্ঘন করে।

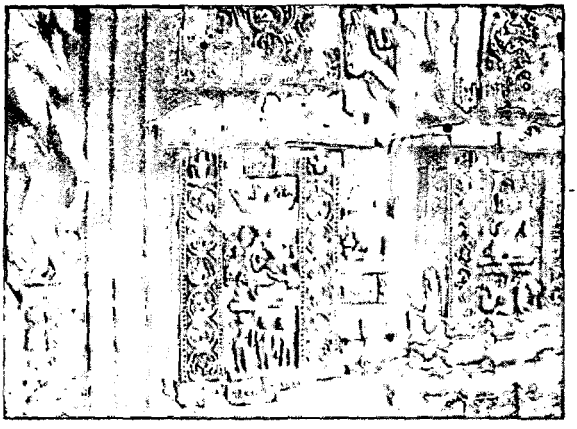
"এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্ম্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

"মন্দিরের ভিতরে গেলাম—সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলঙ্কৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্ত্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

"ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে,

(২৩) Inscription describing the erection of a Vishnu temple by Chandrika Debi, published in Epigraphia Indica, Vol. XIII Pt. X. P. 150. এই শিলালিপিখানি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমিত।

(চিত্র ৯)



লিঙ্গরাজমন্দিরগাত্রস্থ ক্ষোদিত চিত্র।
কোনও একটি গার্হস্থ্য চিত্রের উপরিভাগে নৌকাকৃতি বিমানের উপর
দেবগণ অবস্থিত। মানুষ ও দেবতা যেন পরস্পরের গায়ে
আসিয়া পড়িয়াছে। [পৃঃ ১৬

তাহা সেই বহু দূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গির্জ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, মিলন-বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহঃ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনকালে নূতন নহে, কোনকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সততা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন (২৪)।"

খোদিত চিত্রের মধ্যে দেখিলাম, কোথায়ও শৌনকাদি মুনিগণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, কোথাও বা দেবদেবীর বিবাহের চিত্র। কোনারকের সরকারী চিত্রশালায় সীতা-সম্প্রদানের চিত্র দেখিয়াছিলাম, সুতরাং চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। কলচুরি রাজ্যের পুরাতন রাজধানী রতনপুরে, কণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গাত্রে, অষ্টম বা নবম খৃষ্টাব্দের পুরাতন দেবসৌধ হইতে গৃহীত, প্রস্তরে উৎকীর্ণ যে চিত্রটি দেখা যায়, তাহা হরপার্ব্বতীর বিবাহের চিত্র (২৫); প্রাচীন গুহা খোদিত মন্দিরে ইহার অনুরূপ চিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাণ্ডা মহাশয় ভুবনেশ্বরের এই দেব বিবাহের চিত্রে, বর বধূকে হরপার্ব্বতীর পরিবর্ত্তে রামসীতা বলিয়া কেন যে সনাক্ত করিলেন তাহা বলিতে পারি না। যাউক সে সকল কথা। মন্দির গাত্রে খোদিত ঋষি

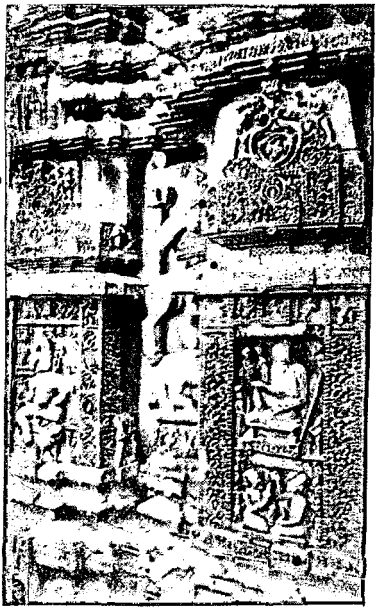
(২৪) মন্দিরের কথা—বঙ্গদর্শন, ৩য় বর্ষ; পৌষ, নবম সংখ্যা, ১৩১০।

(২৫) Progr. Rep. Arch. Survey, W. Circle, 1904, pp. 27-28.

বা সাধুগণের মূর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিলাম। পরশুরামের মন্দিরেও এইরূপ কতকগুলি চিত্র আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ইহাদের কাহারও হাতে চিমটা, কাহারও হাতে অলাবুপাত্র; কেহ বা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে, কেহ বা গার্হস্থ্য কর্ম্মে নিযুক্ত। সাঞ্চী ও অমরাবতীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও এইরূপ চিত্রাদি দেখা যায়। ইঁহারা বোধ হয়, অরণ্যচারী বানপ্রস্থাশ্রমী সন্ন্যাসী হইবেন। কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত ভ্রমক্রমে এগুলি অনার্য্য দস্যুর চিত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। লিঙ্গরাজ দেউলের শিক্ষাদানে নিরত ঋষিদিগের চিত্র এ সন্দেহ সহজেই আপনোদন করে।

লিঙ্গরাজ-মন্দিরটি যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইরূপ ইহাতে কারুকার্য্যেরও অন্ত নাই। আমাদের পলী-মাটীর বাঙ্গালা দেশে পাথরের কাজ নাই। যা কিছু আছে, কেবল ইটের কাজ; তাহাও আবার সচরাচর ২৫০।৩০০ বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বাঙ্গালার মন্দিরগুলি প্রায়শঃ আমাদের সনাতন পর্ণশালার অনুকরণে নির্ম্মিত। ইষ্টকের গায়ে যে সকল লতা-পাতার ও পৌরাণিক ঘটনাবলীর চিত্র অঙ্কিত থাকে, তাহা আমাদের নিজস্ব বলিয়া সুন্দর বটে, কিন্তু ভুবনেশ্বরের সামান্য একটি কার্ণিশের কোণের ক্ষুদ্রতম অংশের কারুকার্য্য কিছুক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য করিলে এ সকল নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। লিঙ্গরাজের সমগ্র মন্দিরটি দেখিয়া সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মনে হয় যে, সেকালের স্থপতিরা ময়দানবের ন্যায় যেরূপ সুবৃহৎ সৌধ-পরিকল্পনায় দক্ষ ছিলেন, সেইরূপ আবার সেগুলির প্রত্যেক কোণ ও ক্ষুদ্র অংশ সুদক্ষ মণিকারের ন্যায় শিল্পসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে জানিতেন।

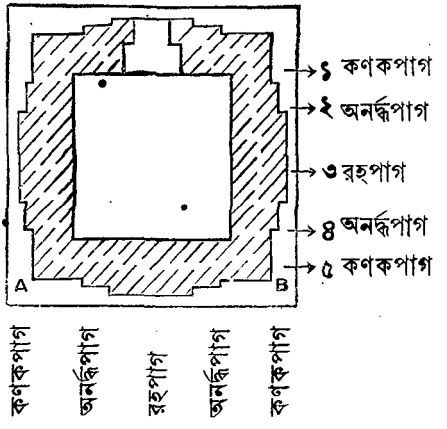
(চিত্র ১০)



লিঙ্গরাজ-মন্দিরগাত্রস্থ সাধু বা ধর্ম্মোপদেশকের মূর্ত্তি।

[পৃঃ ১৮

(চিত্র ১১)



রেখা দেউলের ভিত্তির নক্সা।

[শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, আর্ণট্ মহাশয়ের সরকারী রিপোর্টে প্রদত্ত নক্সা অবলম্বনে]

[পৃঃ ২২

মন্দির-নির্ম্মাণকাল ও ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য।

লিঙ্গরাজ-মন্দির ইউরোপীয় কলাবিদ্ ও স্থপতিগণের মতে দেশীয় স্থাপত্যশিল্পের যুগ-নির্দ্দেশক-চিহ্ন (land-mark) স্বরূপ। ডাঃ লে বঁ ইহাকে শিল্পগৌরবসমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় মন্দির সমূহের অন্তর্গত বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন (C'est un des edifices les plus majestueux de-L'inde)। তাঁহার মতে উড়িষ্যার অপর মন্দিরগুলি ইহারই অনুকরণে নির্ম্মিত (son plan est celui de tous les temples d' Orissa)। বলা বহুল্য, আকৃতিগত সাদৃশ্যসম্বন্ধে এ উক্তি ব্রহ্মেশ্বর, রাজরাণী, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, বৈতাল-দেউল প্রভৃতি মন্দিরের প্রতি কোনমতেই প্রয়োজ্য হইতে পারে না। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে লিঙ্গরাজ মন্দির সপ্তম শতাব্দীতে রাজা ললাটেন্দ্র বা ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। উড়িষ্যার প্রথম ইংরাজি ইতিহাস-রচয়িতা ষ্টার্লিং (Stirling) বোধ হয়, প্রচলিত প্রবাদাদি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে খৃঃ ৬৫৭ অব্দে, অন্যূন ৪০ বৎসরের পর, লিঙ্গরাজ-মন্দিরের নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এম, এইচ, অর্ণটও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন (২)।

(১) Les Monuments de L' Inde, Ed. 1893.

(২) Preface to the photographs illustrating repairs executed to the temples at Bhubaneshwar.

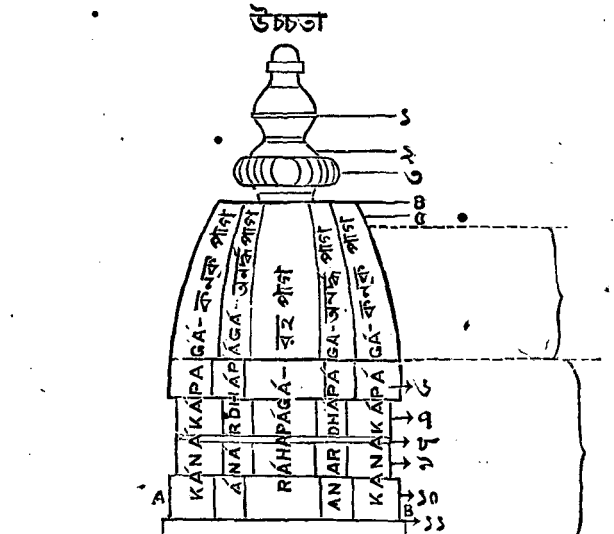
ডাঃ লে বঁ আরও কিছু পিছাইয়া সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশই (fin de septieme siecle) ইহার নির্ম্মাণকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কামসূত্রের ইংরাজী অনুবাদকের মতে ভুবনেশ্বরের শৈবমন্দির অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত, (৩) কিন্তু আধুনিক পণ্ডিত-গণের মধ্যে কেহ কেহ নবম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'হটিয়া' আসিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে মুক্তেশ্বরমন্দির নবম শতাব্দীর এবং পরশুরামেশ্বর-নামক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরটি অষ্টম বা নবম শতাব্দীর, এইরূপ অনুমান করিয়া লিঙ্গরাজ-মন্দির-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "ইহা দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে (supposed to date from the 10th century)।" আপাততঃ যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে ত্রিভুবণেশ্বরের (লিঙ্গরাজ দেবের) মন্দির খৃঃ নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও পরশুরামেশ্বর মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, দ্রাবিড়-স্থাপত্য-প্রভাব-যুক্ত এই স্থাপত্য কীর্ত্তি ৫ম বা ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব (৪)। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত List of Ancient Monuments in Bengal গ্রন্থে কুটীল অক্ষরে লিখিত একখানি শিলা-লিপির উল্লেখ আছে। আমরা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী স্বর্গীয়

(৩) The Kama-Sutra of Vatsyayana, 1883 (Reprint) p. 69.

(৪) Orissa & her Remains, p. 271 & p. 207.

(চিত্র ১২)



১। কলস। ২। কর্পূরী। ৩। আমলা। ৪। বেকী। ৫। ঘাটচক্র বা ঘাড়চক্র। ৬। দ্বিতীয় জঙ্ঘা। ৭। দ্বিতীয় বারান্দী। ৮। বন্ধন। ৯। প্রথম বারান্দী। ১০। প্রথম জঙ্ঘা। ১১। পৃষ্ঠ।

মন্দিরের রেখা অথবা শিখরাংশের সম্পূর্ণ চিত্র।

[শ্রীযুক্ত এম্, এইচ্, আর্ণটের রিপোর্টে প্রদত্ত নক্সা অবলম্বনে] [পৃ ২২

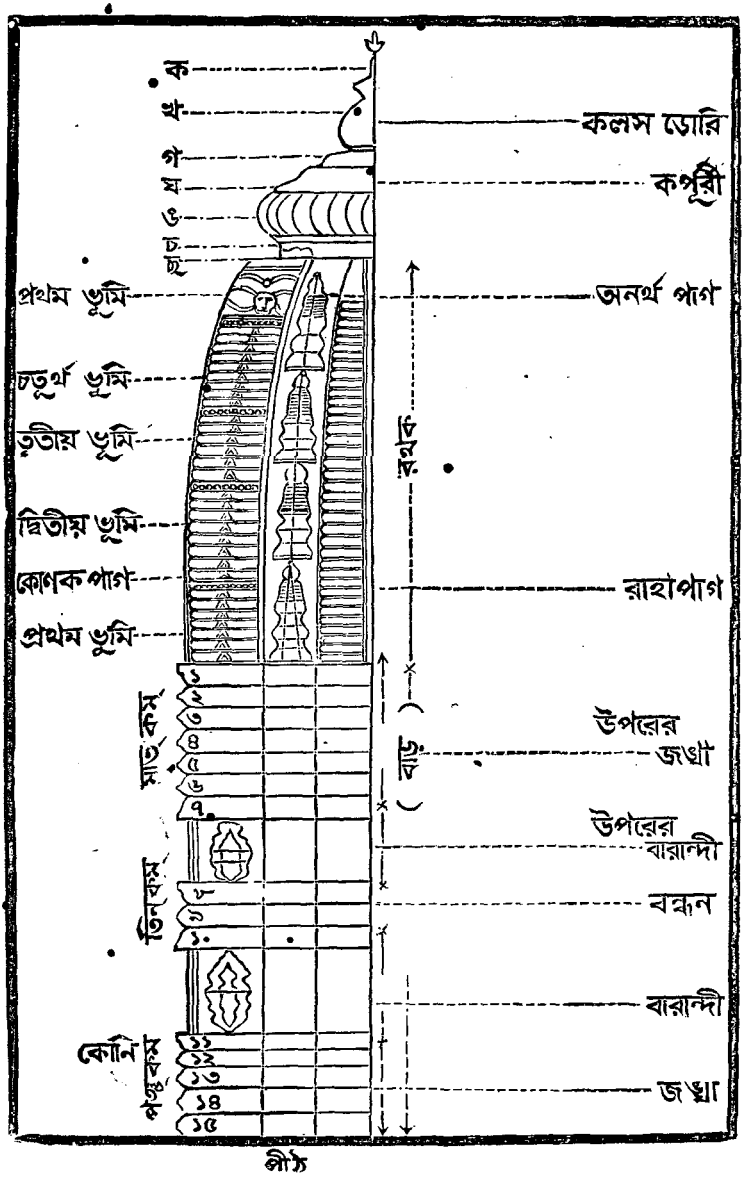
হরনন্দন পাণ্ডে মহাশয়ের সাহায্যে তাহার প্রতিলিপি আনাইয়াছিলাম। লিপিখানি পরশুরামেশ্বর মন্দিরের জগমোহনের দ্বারদেশে সংলগ্ন আছে। বন্ধুবর ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার উহার যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামেশ্বর ভট্ট নামক কোন ব্রাহ্মণ, তপস্বী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার জন্য দুই আঢক পরিমাণ নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা না দিলে ক্ষেত্রপাল মহাপাতকে পতিত হইবেন এইরূপ শাপোক্তিও লিপিশেষে দেখা যায়। মহাভব গুপ্তের বক্রতেন্তুলী তাম্রশাসনের লিপির সহিত এই লিপির অক্ষর-সাদৃশ্য হইতে অনুমিত হয় যে, লিপিখানি সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিঙ্গরাজের বড় দেউল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী না হউক অধিক পরবর্ত্তী না হওয়াই সম্ভব। ত্রিভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরটি যে আর্য্যাবর্ত্ত বা ভারতীয় আর্য্য-স্থাপত্য-পদ্ধতির (Indo-Aryan or Aryavarta style) সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয়ও সে কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই (৫)।

(৫) শ্রীযুক্ত এল, ডি বার্ণেট্ মহাশয়ের মতেও উড়িষ্যায় হিন্দু-ভারতীয় (Indo Aryan) স্থাপত্য প্রথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত এই ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজমন্দির। বার্ণেট্ ইউরোপীয় স্থপতিদিগের মতানুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথমে শিখর নিয়ন্থ গর্ভগৃহ ও তৎসংলগ্ন একটি মাত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত। এই সকল অংশগুলি ধরিয়া লিঙ্গরাজমন্দির দৈর্ঘ্যে ২১০´ ফিট। শিখরদেশ চওড়ায় এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ৬০´ হইতে ৭৫´ ফিটের মধ্যে, এবং উচ্চতায় ১৮০´ ফিটের বেশী বই কম হইবে না। ৬০০ হইতে ৯০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরাদি দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বে শিখর সেরূপ উচ্চ হইত না। (Dr. L. D. Barnett's Antiquities of India, pp. 238-239)। উচ্চশিখর যুক্ত লিঙ্গরাজমন্দির যে পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত, ডাঃ বার্ণেট প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহা বিবেচনা করার ইহাই অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

আর্য্যাবর্ত্তশ্রেণীর মন্দির নর্ম্মদার দক্ষিণে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ফীতোদর "বিমান" ও পার্শ্বদেশের ঊর্দ্ধাধঃ ভুগ্নতাই (curvature) এ সকল মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব বলিয়াই পরিগণিত। 'আর্য্যভারতীয়' মন্দিরের আকার সাধারণতঃ চতুষ্কোণ কিন্তু দ্রাবিড়ী প্রথায় নির্ম্মিত দেউলগুলির ন্যায় ইহা একাধিক 'তলা' (story) বিশিষ্ট নহে। নবম বা দশম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত মন্দিরগুলির মধ্যেই এই স্থাপত্য-পদ্ধতির উৎকৃষ্ট নমুনা দেখা গিয়া থাকে। এ শ্রেণীর প্রাচীনতম দেউলের বিমান সেরূপ সমুচ্চ নহে এবং জগমোহনের ছাদ পরবর্ত্তীকালের মন্দিরাদির তুলনায় স্থূলত্ব ও গুরুত্ব হিসাবে নিতান্ত কম না হইলেও সাধারণতঃ উহা স্তম্ভশ্রেণীর উপর নির্ভর করে না (astylar)। ঊর্দ্ধাধঃ (vertical) ও 'পাতিত' (horizontal) রেখার নিপুণ সমাবেশে অনতি-উচ্চ দেউল-গুলিরও স্থাপত্য-মহিমা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মিঃ সিম্পসন (Simpson) নামক জনৈক স্থপতির মত উল্লেখ করিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে, "সম্ভবতঃ রথযাত্রার রথের উপর যে বংশনির্ম্মিত বস্ত্রাবৃত বেষ্টনী থাকে, তাহারই অনুকরণে এই শ্রেণীর মন্দির-চূড়ার উদ্ভব হইয়া থাকিবে" (৬)। ফার্গুসন (Fergusson) যাহাকে ওড্র-স্থাপত্য-শিল্পের রত্নস্বরূপ ("Jewel of Orissan Art") বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, সেই মুক্তেশ্বর মন্দিরই ইহার প্রাচীনতম আদর্শ।

---

(৬) Origin and mutations in Indian and Eastern architecture, Transactions of Royal Institute of British Architects, Vol, VII, N. S. 1891, pp. 225-26, quoted by Vincent Smith.



উৎকলে প্রচলিত আর্য্যাবর্ত্ত অথবা আর্য্য-ভারতীয় স্থাপত্য পদ্ধতির শিখর দেশের অর্দ্ধ নক্সা।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ২২

উড়িষ্যা দ্বিবিধ ভারতীয় স্থাপত্যের মিলন-তীর্থ বলিয়া মনে হয়। উত্তর ভারতের স্থাপত্য হইতে শিখরাংশ* ও দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য হইতে পিরামিডাকৃতি মণ্ডপসমূহের নির্ম্মাণ-কৌশল গ্রহণ করিয়া উড়িয়াশিল্পীরা দেশীয় রুচি অনুসারে মূল আদর্শের আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে। উৎকলের স্বতন্ত্র স্থাপত্যরীতি যে এই উভয়ের সমবায়েই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয়।

ডাঃ এল, ডি, বার্ণেট্ মহাশয়কে কিন্তু এ মতের সমর্থক বলিয়া মনে হয় না, যে হেতু 'পাতিত' খিলান্ (horizontal arch) নির্ম্মাণপ্রণালী হইতেই শিখরের উৎপত্তি হইয়াছে, ফার্গুসনের এই অনুমান তিনি প্রামাণিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (৭)। ভারতীয় স্থাপত্যে বিমানের যে বহু প্রকার ভেদ রহিয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। মহিশূর রাজ্যে চালুক্য স্থাপত্যপ্রথার নিদর্শন, দ্বাদশ শতাব্দীর বেলুড়মন্দিরে (৮) যে "তারাকৃতি"-ভিত্তিযুক্ত (star-shaped) বিমান দেখা যায়, তাহার সহিত উদ্গত স্তম্ভবিশিষ্ট উড়িষ্যার খাঁজকাটা বিমানের কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও অসাদৃশ্যের পরিমাণও বড় কম নহে (৯)। মাদ্রাজী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত এস্ কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় বলিয়াছেন যে, দেবগণের আকাশগামী রথের সহিত কাল্পনিক সাদৃশ্যবশতঃ শোভাযাত্রার রথগুলিকে (processional

(৭) Barnett's Antiquities of India, p. 238.

(৮) এই মন্দিরটি হৈশলরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা উত্তরাপথের ও দাক্ষিণাত্যের (দ্রাবিড়ের) বিভিন্ন স্থাপত্যপ্রথার সংমিশ্রণে উদ্ভূত চালুক্য প্রণালীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

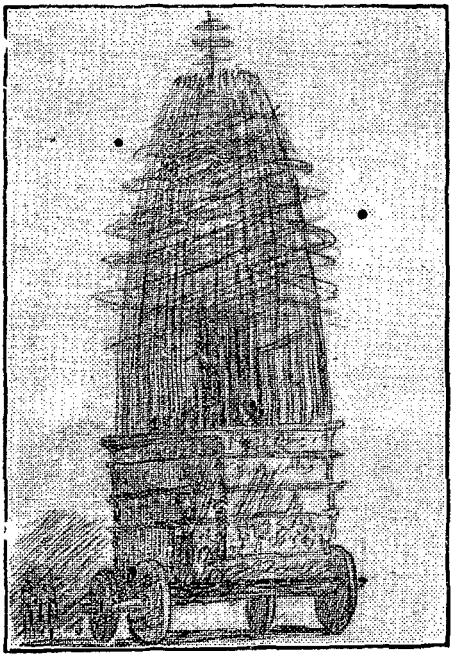
(৯) Ibid, pl. XV.

cars) 'বিমান' বলা হইত। ইহা হইতেই গর্ভগৃহের উপরিস্থ চূড়াটি ('tower') ও 'বিমান' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মতে শোভাযাত্রার 'বিমান' সমূহ ক্রমশঃ সামরিক রথের স্থান অধিকার করিয়াছিল (১০)। 'শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য' অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীযুক্ত হেভেলের অনুমান আয়েঙ্গার মহাশয় যে অনেকাংশে সমর্থন করিতেছেন ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মহাবলীপুরের প্রস্তর ক্ষোদিত মন্দিরগুলি 'রথ' নামে অভিহিত। ইহার মধ্যেও বিমানের আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। তাঞ্জোর জেলায় কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত তিরুবদমরুদুরের (Tiruvadamarudur) বিখ্যাত রথটির চিত্র দর্শন করিলে মহাবল্লীপুরের একটি প্রস্তরক্ষোদিত রথের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা সহজেই মনে পড়ে। উড়িষ্যা মন্দিরের পিরামিডাকৃতি "পিড়" দেউল বা মণ্ডপ যে ইহারই বংশধর এ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তিরুবদমরুদুরের রথের প্রতিকৃতির সহিত কোণার্কমন্দিরের চিত্র তুলনা করিলে এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সম্মানার্থ বহু পণ্ডিত জনের প্রবন্ধাদি-পরিপূর্ণ যে স্মারক-পুস্তক (Memorial Volume) প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতা আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল প্রাচ্যমন্দিরের 'শিখর' অথবা 'বিমান' সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতূহলজনক তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিখর-নির্ম্মাণ-কৌশল ইদানীং যুদ্ধক্ষেত্ররূপে সর্ব্বজন-পরিচিত মেসোপোটেমিয়া বা ইরাক প্রদেশের বহুপ্রাচীন নিনেভে 'Nineveh' নগরী হইতে আমদানী হইয়াছিল। সেখানকার সুপ্রাচীন

(১০) J. R. A. S., July, 1915, p. 523.

(চিত্র ১৪)



রথের বংশনির্ম্মিত বস্ত্রাবৃত বেষ্টনী হইতে মন্দির শিখরের উদ্বর্ত্তন।

[শ্রীযুক্ত সিম্পসনের নক্সা হইতে রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্‌ ব্রিটিস্‌ আর্কিটেক্‌টস্‌ সমিতির সৌজন্যে] [পৃঃ ২২

স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে এরূপ গঠনযুক্ত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ না কি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং 'আর্য্যাবর্ত্ত' স্থাপত্য-পদ্ধতি যে কি পরিমাণে বিদেশী প্রভাবে অনুপ্রাণিত সে সম্বন্ধে এখনও মতভেদ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। দুঃখের বিষয় বিশেষজ্ঞ-পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভিন্নদেশীয় স্থাপত্য প্রথার বিস্তার সম্বন্ধে যে কি উপায়ে মতামত নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন, এবং কি প্রকার বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বনে তাঁহারা নিজ নিজ মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে সকল সময়ে বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হয় না। শ্রীযুক্ত সি, টি, রিভিওরা মোস্লেম স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থে মিসর দেশের কায়রো নগরস্থ হাকিম এর মস্‌জিদ ও সেখ অয়ুবের সমাধিমন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই দুইটি ইমারতই 'কিম্ভূত-কিমাকার' (bizarre) ভারতীয় আদর্শ হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত অষ্টম শতাব্দীর ওসিয়ার মন্দির এবং নবম বা দশম হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তর্গত মুক্তেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১)। উড়িষ্যা হইতে ভারতীয় আদর্শ যদি মিসর পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে, তাহা হইলে মেসোপটেমিয়া হইতে পারস্যের পথে বিদেশী আদর্শ ভারতে আসাও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শ্রীযুক্ত হেভেল, লেয়ার্ড প্রণীত 'নিনেভে' হইতে প্রমাণ স্বরূপ যে চিত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপিটি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হইবে যে শিখরদ্বয়ের অগ্রভাগে যাহা 'আমলক' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ভারতীয় আমলকের

(১১) Moslem Architecture by C. T. Riviora, Oxford University Press p. 158 & p. 164.

ন্যায় খাঁজ কাটা নহে, এবং শীর্ষস্থ (finial) কলসটীরও কোন চিহ্ন দেখা যায় না, সুতরাং হেভেলের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইলে এ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ভারতে আসিয়া ঘটিয়াছে ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

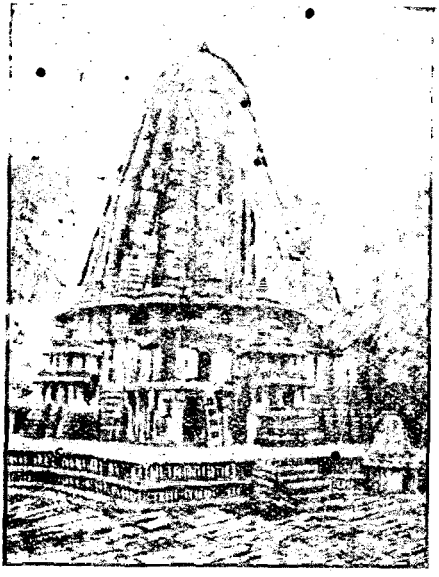
ভারতের প্রাচীনতম দেবালয় গিরি গুহায় অবস্থিত। পরবর্ত্তী-কালে, কোনও কোনও স্থলে মন্দির-স্থাপত্যে ক্ষোদিত গিরি-গুহাদির অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায়। রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে মন্দির-শিখরের উল্লেখ থাকিলেও (১২) খৃষ্ট পূর্ব্ব যুগের কোনও শিখর সংযুক্ত দেবালয় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্ত যুগের মন্দিরাদি অধিকাংশই সমতল ছাদ বিশিষ্ট, কেবল নাচ্না কুঠারা নামক স্থানে শিখর-সংযুক্ত একটি গুপ্ত যুগের মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পুস্তকাদি-নিহিত প্রমাণ হইতে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে আর্য্যাবর্ত্ত শ্রেণীর 'শিখর' (মন্দির চূড়া) ভারতীয় স্থপতিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে।

সে যাহা হউক ভুবনেশ্বরের স্থাপত্যকলায় উড়িয়া শিল্পিগণের যে আশ্চর্য্য প্রতিভা দেদীপ্যমান, শত বৈদেশিক-ঋণ স্বীকার করিলেও তাহার গৌরব কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বিশেষজ্ঞগণ স্থাপত্যের দিক্ দিয়া উৎকলের মন্দিরগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহেন। মুক্তেশ্বরের অন্তন্ত (astylar) মন্দিরই প্রথম শ্রেণীর দেউলের প্রাচীনতম আদর্শ ; লিঙ্গরাজ মন্দির দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ; ইহার অত্যুচ্চ বিমানাংশের ঊর্দ্ধদেশেই

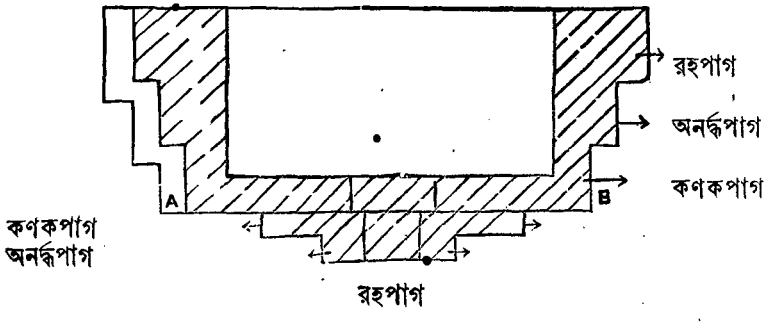
(১২) Ramayana (II. 6-11) quoted in J. B. B. R. A. S, Vol. XXXIII, p. 260. Vide Ed. Bangabasi, p. 149.

(চিত্র ১৫)



তারাকৃতি ভিত্তিযুক্ত বেলুড় মন্দির। [পৃঃ ২৩

(চিত্র ১৬)



পীড় দেউলের ভিত্তির অর্দ্ধ নক্সা।

[শ্রীযুক্ত এম, এইচ, আর্ণট কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল নক্সা অবলম্বনে] [পৃঃ ২৪

কেবল ভুগ্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে, বাকী অংশ প্রায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ প্রণালীর উদ্বর্ত্তনপ্রসঙ্গে ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ও এই তিনটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরশুরামেশ্বর ও মুক্তেশ্বর এই উভয় মন্দিরই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুই প্রকার মন্দিরের বিভিন্ন নির্ম্মাণ-প্রণালী বোধ হয় একই সময়ে পাশাপাশি ভাবে বর্ত্তমান ছিল, (running paripassu)। ইহাতে স্তম্ভের নাম-গন্ধ নাই (astylar)। উচ্চ শেখরযুক্ত লিঙ্গ-রাজমন্দিরই দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই জাতীয় মন্দিরে জগমোহনের ছাদও অনেক উচ্চে অবস্থিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন লিঙ্গরাজ মন্দিরের কারুকার্য্যময় শেখরাংশ কোনও মন্দিরের দারুময় আদর্শ (wooden model) হইতেই গৃহীত। ফার্গুসনের মতেও, যে মূল দৃষ্টান্ত হইতে লিঙ্গরাজ মন্দির পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। স্থাপত্য-শিল্পের জন্য প্রস্তর ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে কাষ্ঠই যে গৃহ বা মন্দির নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল, একথা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন (১৩)। তৃতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলি প্রথম দুই শ্রেণীর সংমিশ্রণে গঠিত। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি প্রায়শঃ ঐ শ্রেণীরই অন্তর্গত। এ গুলি স্তম্ভবিশিষ্ট, এবং বহু কারুকার্য্যে সুশোভিত। সাধারণতঃ 'রাজা-রাণীর' মন্দিরই ইহার

(১৩) ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্গীয় ডাঃ ফার্গুসন পশ্চিম ভারতীয় মৌর্য্য-চৈত্যাদির ও বিশেষ করিয়া "ভাজ" (Bhaja) গুহার উল্লেখ করিয়াছেন। (Archaeology in India p. 15-16). তাঁহার মতে এই ক্ষোদিত চৈত্য-গর্ভ গুহাটিতে সর্ব্বত্রই কাষ্ঠ নির্ম্মিত আদর্শের অনুকরণ দেখা যায়, এমন কি ছাদের আড়কাঠ (ribs) গুলিও বাদ পড়ে নাই।

শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরটি 'রাজরাণীয়া' নামক এক প্রকার প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

ফার্গুসন বিমান-গাত্রস্থ খণ্ডিত অংশগুলির কারুকার্য্য দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, খোদাই কাজ করা কাঠের গুঁড়ির সহিত এগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহা হইতেই মন্দিরের মূল আদর্শটি যে কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল এরূপ অনুমান করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা স্থাপত্যশিল্পবিদ্‌গণই বলিতে পারেন। লিঙ্গরাজ মন্দির মোটের উপর চারিটিভাগে বিভক্ত ;—

১। রেখা অথবা গর্ভ্ভ গৃহ ও তদুপরিস্থ ধ্বজশেখর।

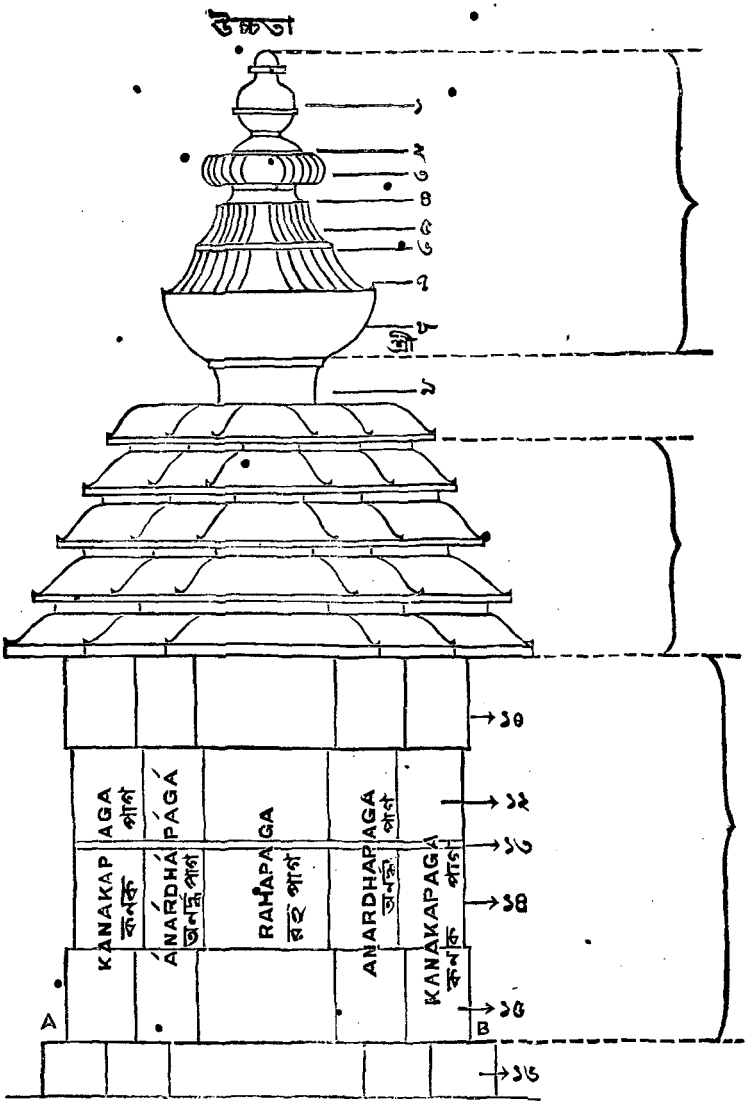
২। ভদ্রক অথবা জগমোহন।

৩। নাটমন্দির।

৪। ভোগ-মন্দির।

প্রাচীন গ্রীকমন্দিরেও এইরূপ তিন চারিটি প্রধান অংশ বা বিভাগ থাকার কথা জানা যায়। সম্প্রতি প্রাচীন তক্ষশিলায় যে সকল স্থাপত্য চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জান্‌দিয়ালের গ্রীকপ্রণালীর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের প্রথমাংশেই pronaos অথবা porch। ইহা কতকাংশে জগমোহনের সহিত তুলনীয়। পরে naos বা sanctuary। ইহা কতকটা গর্ভ্ভগৃহের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বলা যাইতে পারে। আসল গ্রীকমন্দির গুলিতে ইহার পর আর একটি ঘর থাকে, কিন্তু জান্‌দিয়ালে তাহা নাই। সর্ব্বশেষে, opisthodomos অর্থাৎ back porch বা পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ। মার্শাল অনুমান করেন, জান্‌দিয়াল মন্দিরে এই back porch এর উপরেই মন্দিরচূড়া

(চিত্র ১৭)



১। কলস। ২। খাপূরী বা কর্পূরী। ৩। আমলা। ৪। আমলা বেকী। ৫। সিজুপত্রিয়া পোখুড়া। ৬। ডোরি। ৭। ইরিপাতা ঢাই মারুণী। ৮। শ্রী। ৯। বেকী। ১০। দ্বিতীয় জঙ্ঘা। ১২। দ্বিতীয় বারান্দী। ১৯। বন্ধ বা বন্ধন। ১৪। প্রথম বারান্দী। ১৫। প্রথম জঙ্ঘা। ১৬। পৃষ্ঠ।

পীড় দেউলের নক্সা।

[শ্রীযুক্ত এম, এইচ, আর্ণট্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরাদির সংস্কার বিষয়ক রিপোর্টের অন্তর্গত একখানি নক্সা অবলম্বনে] [পৃঃ ২৪

অবস্থিত ছিল (১৪)। উড়িয়া মন্দিরে কিন্তু গর্ভগৃহ সর্ব্বশেষে অবস্থিত; তাহার উপরেই রেখার উচ্চ চূড়া। উড়িষ্যার মন্দিরে দেব-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে কোন প্রকোষ্ঠ বা চাঁদনি নাই। ইহা ব্যতীত আরও বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাই। গ্রীক মন্দিরের চারি পার্শ্বে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা (peristyle) থাকে কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত-শ্রেণীর মন্দিরে ইহার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। তলদেশের নক্সাতে (ground plan) ও অনেক গরমিল দেখা যায়। স্থাপত্য-প্রণালীতে ও ছাদ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কৌশলে যে কত প্রভেদ রহিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। এই সকল কারণেই বোধ হয় অভিজ্ঞ দেশীয় স্থপতি-শাস্ত্রবিদ্‌গণ প্রতিপদে য়ুনানী ঋণ-স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। এসম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাঃ ফার্গুসন ও স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল সে কথা পণ্ডিত সমাজ বোধ হয় অদ্যাবধি বিস্মৃত হয়েন নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল Indo-Aryans গ্রন্থে ভারতীয় স্থাপত্যে তথাকথিত য়ুনানী প্রভাবের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ইহার উত্তরে ডাঃ ফার্গুসন বলেন যে, "তাঁহার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই। ভারতীয় স্থাপত্য যে সম্পূর্ণ দেশীয় জিনিস একথা তিনি গোড়া হইতেই বলিয়া আসিতেছেন। ইহাতে মিসরীয়, ব্যাবিলনীয় (বাবিরুশীয়) আসিরীয় (Assyrian), গ্রীক অথবা রোমক প্রভাবের চিহ্ন মাত্র নাই (১৫)। স্থাপত্য বিষয়ে ভারতীয়-গণ সমসাময়িক কোন জাতির ছাঁচ বা নক্‌শা ধার করেন নাই, শুধু দীর্ঘকাল স্থায়ী মাল-মসলার সাহায্যে তাঁহাদের দারুনির্ম্মিত

(১৪) Sir John Marshall's Guide to Taxila, P. 87.

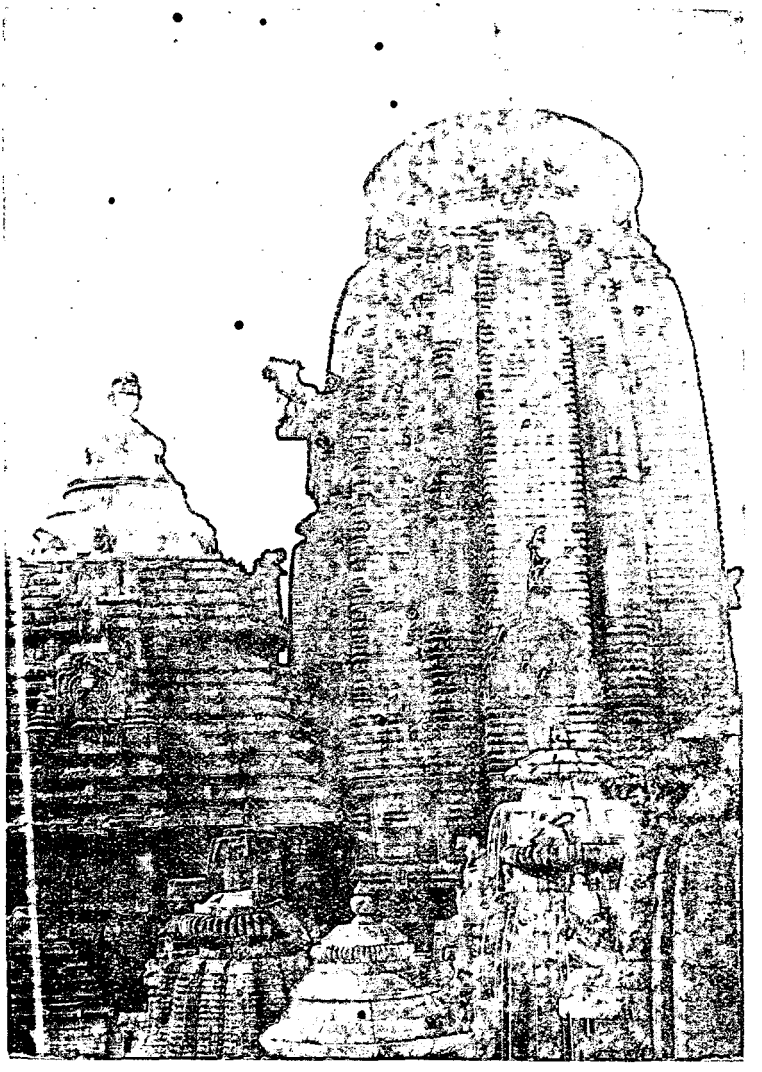
(১৫) Fergusson's Archaeology in India p. 9.

আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন মাত্র (১৬)। তিনি কেবল এই কথা বলিয়াছিলেন যে, য়ুনানী প্রভৃতি ভিন্নদেশীয়দিগের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে ভারতীয়গণ হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণে, কষ্টসাধ্য (less tractable) কিন্তু অধিককালস্থায়ী প্রস্তরাদি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন চিন্তা করেন নাই (১৭)। যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের নিজস্ব কাঠে খোদা নক্সা (design) গুলি পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ করিয়া ভারতীয় শিল্পিগণ প্রস্তরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন ও ইমারতে প্রস্তর ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন এ কথার বিরুদ্ধে তাঁহার কিছুই বলিবার নাই (১৮)।' এখন দেখিতেছি প্রতীচ্য খণ্ডের য়ুনানীদিগের নিকট হইতে প্রস্তরাদি স্থায়ী মালমসলার ব্যবহার-শিক্ষা সম্বন্ধে মতবাদ, কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্য দেশেরই তথা-কথিত প্রাচীন স্থাপত্যপ্রভাবে পরিণত হইয়াছে। কালে ইহাও আবার কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

---

(১৬) Ibid p. 8.
(১৭) Ibid p. 7.
(১৮) Ibid p. 9.

(চিত্র ১৮)



ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের উত্তর পার্শ্ব হইতে রেখা ও জগমোহন।
[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ২৮

লিঙ্গরাজ পরিক্রমা।

এইবার ভুবনেশ্বরের বড় দেউলের বর্ণনা আরম্ভ করি। লিঙ্গরাজ-মন্দিরের ভিত্তির বহিঃস্থিত অংশ একসারি কলসের আকারে ক্ষোদিত। উচ্চ চূড়ার গাত্রে সুকৌশলে অনেকগুলি খাঁজ কাটা আছে। সেই জন্য দূর হইতে দেখিলে দেউলের 'রেখা' ত্রিতল বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের গাত্রে উদ্গত ভাগে মাঝে মাঝে খাঁজ; এই সকল খাঁজের মধ্যে নানাপ্রকার মূর্ত্তি আছে। ক্ষোদিত জান্তব মূর্ত্তিসমূহের অনেক গুলিই সিংহ বা সিংহসদৃশ (leogriff) মূর্ত্তি। ইহা ছাড়া নৃত্যশীলা রমণী ও মিথুনমূর্ত্তিরও অভাব নাই। ইহার মধ্যে কতকগুলি আবার কোনারকের কামলীলা পরিচায়ক মূর্ত্তিসমূহের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্যভাবাপন্ন (১)। সে যাহা হউক, ললিতকলার দিক্ দিয়া মন্দির ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদের এ ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বলেন্দ্রনাথের লীলাময়ী ভাষায় বলিতে গেলে, "সহস্র নাগবালা প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির-আবদ্ধ হইল—আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রবলে অযুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। শত দেব, শত দেবী, নবগ্রহ, নবরস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাসকলা পাষাণে চিরমুদ্রিত হইয়া নিশ্চল শিল্প-সৌন্দর্য্যে দেশ দেশান্তরের বিস্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল।" মন্দির

(১) ষ্টার্লিং ভ্রমক্রমে এগুলিকে শিব ও শক্তির মিলনের চিত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

গাত্রে ভূমির সহিত সমান্তরাল যে থাকগুলি আছে, তাহাতে অনেক গার্হস্থ্য চিত্র অগভীর (bassi relievi) ভাবে ক্ষোদিত। মধ্যস্থিত থাকের (band) নিম্নভাগে আধুনিক coat of armsএর ন্যায় "ভো" নামক একপ্রকার অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাই, এগুলির ব্যবহার খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে প্রচলিত। দুই পার্শ্বে অর্দ্ধোপবিষ্টা রমণীমূর্ত্তিদ্বয় কেহ কেহ উড্ডীয়মান গন্ধর্ব্ববালা বলিয়া বিবেচনা করেন (২)। ষ্টার্লিং উড়িষ্যার ইতিহাসে ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রস্থ coat of arms বা heraldic device সদৃশ এই প্রকার একটি চিহ্নের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে স্থানীয় পাণ্ডাদিগের মতে উহা নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-এই চিহ্নচতুষ্টয়ের সমবায়ে গঠিত (৩)। এরস্কিন্ এলিফ্যাণ্টা গুহায় এইরূপ স্থাপত্য অলঙ্কার লক্ষ্য করিয়াছিলেন (৪)। একই প্রকার 'মনগড়া' ব্যাখ্যা সকল স্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে না। 'কীর্ত্তিমুখ' বলিয়া পরিচিত সদাব্যাদিতবদন যে এক প্রকার বিকটদংষ্ট্রাবিশিষ্ট 'গ্রাসমুখ' ভুবনেশ্বরের শৈব মন্দিরে ক্ষোদিত দেখিতে পাই, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'রূপম্' নামক শিল্পকলা বিষয়ক ইংরাজী পত্রে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন (৫)। 'ভো' জাতীয় ভাস্কর্য্য হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং প্রধানতঃ ইহা শৈবমন্দিরের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে 'কার্ত্তিকমাস মাহাত্ম্য' নামক সপ্তদশ

---

(২) Annual Report Arch. Survey, 1903-4, p. 47.
(৩) Stirling's Orissa p. 98.
(৪) Bombay Transactions, Vol. I, p. 217 and plate VI.
(৫) Rupam, January, 1920, pp. 11-19.

(চিত্র ১৯)



মুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহন-সংলগ্ন নাগিনী মূর্ত্তি-সম্বলিত
কারুকার্য্য-শোভিত ক্ষোদিত স্তম্ভ।
নাগবালা প্রস্তর স্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির আবদ্ধ। [পৃঃ ৩১

অধ্যায়ে লিখিত আছে যে দৈত্যরাজ জলন্ধর ত্রিজগতের অধিপতি হইয়া গর্ব্বান্ধ হইয়া উঠে। সে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ সভায় রাহুকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া বার্ত্তা জ্ঞাপন করে যে 'শিব ভিক্ষুক মাত্র, সুন্দরী রাজকুমারীর পতি হইবার যোগ্য নহে—পার্ব্বতীর অদৃষ্টে জলন্ধরের রাজ্ঞী হওয়াই লিখিত আছে।' রাহু এই অপমানজনক কথা উচ্চারণ করিতে না করিতেই শিবের ভ্রূযুগ্মের মধ্যদেশ দিয়া সিংহবদন, ঊর্দ্ধকেশ, লোলজিহ্ব, জলন্নয়ন, এক অতি কৃশকায় ভীষণদর্শন মূর্ত্তি 'অপর নৃসিংহের ন্যায়' আবির্ভূত হইয়া বজ্রনাদ করিতে করিতে রাহুকে গ্রাস করিবার জন্য বেগে পশ্চাৎগমন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। রাহু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হইলে আশুতোষ অবধ্য দূতের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সে অত্যন্ত ক্ষুধাতুর বলিয়া প্রকাশ করিলে মহাদেব তাহাকে তাহার নিজের হস্ত-পদাদির মাংস আহার করিতে অনুমতি দিলেন। মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ তাহার সমগ্রদেহের মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে কেবল তাহার মস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। শিব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিলেন "অদ্য হইতে তোমার নাম কীর্ত্তিমুখ হইবে; তুমি আমার মন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থান করিবে। যাহারা পূর্ব্বে তোমাকে অর্চ্চনা না করিবে তাহারা আমার কৃপালাভে বঞ্চিত হইবে ('ত্বদর্চ্চং যে ন কুর্ব্বন্তি নৈব তে মে প্রিয়ঙ্করাঃ') তাহাদিগের অর্চ্চনা বৃথা হইবে ('তেষামর্চ্চ বৃথা ভবেৎ') (৬)।

---

(৬) স্কন্দপুরাণে, বঙ্গবাসী সংস্করণ, দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ১১৮২-১১৮৩।

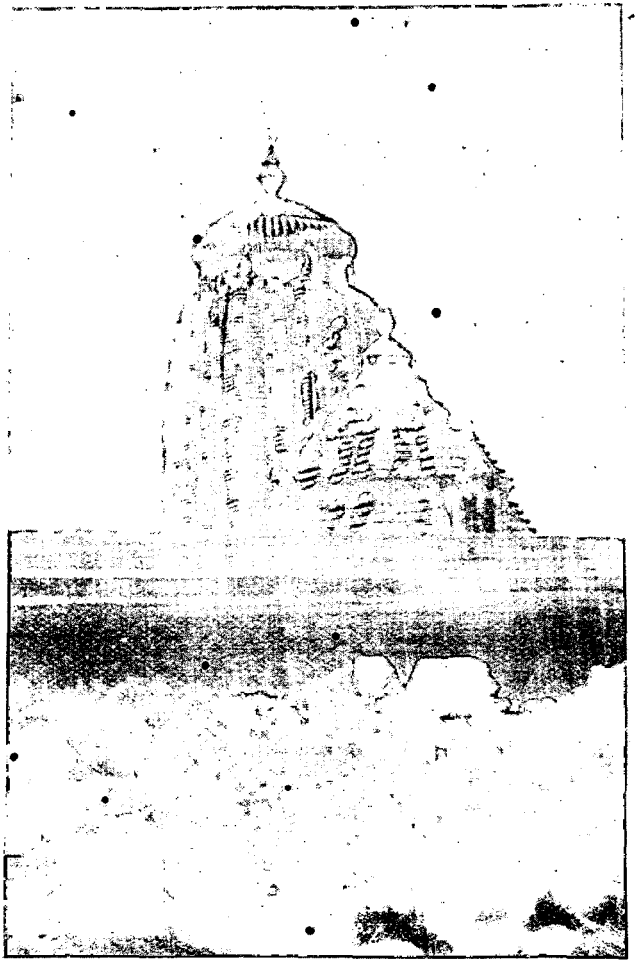
শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে শৈবোপাসনার সহিত কীর্ত্তিমুখের এই সম্পর্ক খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়াই সম্ভব। শৈবমন্দিরে সর্‌দালের উপর ইহা ক্ষোদিত হইত। ক্রমে ইহা শুভসূচক ভাস্কর্য্য অলঙ্কারে পরিণত হইয়া যায় এবং শৈব, বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিরে স্থান পাইতে থাকে। দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাতারা অনেক-স্থলে বিগ্রহের উপরিভাগে, প্রভামণ্ডল বা প্রভাতোরণের স্থানে, কীর্ত্তিমুখ ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। কোনারকে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তির উপরিভাগে এবং ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মূর্ত্তির শিরোদেশে 'কীর্ত্তিমুখ' লক্ষিত হইয়াছে। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত কীর্ত্তিমুখগুলি প্রায়শঃ ভারতীয় শিল্পধারার বাঁধা ছাঁচের নমুনা, কেবল ভুবনেশ্বরের মন্দিরে একটি দ্বিহস্ত বিশিষ্ট কীর্ত্তিমুখের পরিকল্পনা, নিজদেহ ভক্ষণনিরত, স্কন্দপুরাণোক্ত ভীষণ সিংহাস্য পুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতবর্ষের বাহিরে, সিংহলে, যবদ্বীপে, ও প্রাচীন কাম্বোজ প্রভৃতি রাজ্যের স্থাপত্য চিহ্নে কীর্ত্তিমুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাইবেন (৭)। গুণ্ডিচা গৃহের শিল্প-সৌন্দর্য্য-জ্ঞাপক ৩৮ নং চিত্রে উড়িয়া শিল্পীরচিত একটি বীভৎসতাবিহীন, অভিনব 'কীর্ত্তিমুখ' স্থাপত্য অলঙ্কার পরিলক্ষিত হইবে (৮)।

লিঙ্গরাজ দেউলের শিখরাংশে, মধ্যের থাকের দুই পার্শ্বে মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি অঙ্কিত। প্রত্যেক ধারে প্রধান দেউলের আটটি করিয়া ক্ষুদ্রাকার স্বরূপচিত্র। এগুলির

(৭) Rupam, No 1, p. 12.

(৮) প্রথমখণ্ড, পুরীর কথা, পৃঃ ১৩৬।

(চিত্র ২০)



লিঙ্গরাজ মন্দিরের বহিঃপ্রাচীর। [পৃঃ ৩১

সারি প্রায় বিমানের ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। মন্দিরগাত্রে মন্দিরেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি-স্থাপন প্রথা প্রাচীন বৌদ্ধ-রীতির অনুকরণমাত্র। বৌদ্ধ-চৈত্যের গাত্রে এই প্রকার মন্দিরের অনুরূপ ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিসকল স্থান পাইত। সুতরাং কোন কোনও পণ্ডিতের মতে এই রীতির প্রাদুর্ভাব মন্দিরের প্রাচীনত্ব-নিরূপণে সহায়তা করে। বঙ্গদেশে শিবমন্দিরের গাত্রেও এইরূপ দেবালয়ের প্রতিকৃতিযুক্ত উদ্গত স্তম্ভ অথবা pilasterএর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া জেলায় শ্রীনগর গ্রামের প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন মন্দির ও বাগ আঁচড়া গ্রামের কেদার রায়ের মন্দির প্রভৃতি নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ রীতি বঙ্গদেশে ক্রমশঃ প্রচলিত হইলেও উড়িষ্যার স্থাপত্য-প্রভাবের সহিত ইহার কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। দেখিলাম, মন্দির গাত্রের মূরতগুলির মধ্যে কোন কোনটি প্রায় মানুষপ্রমাণ। তন্মধ্যে কয়েকটি অনুমান পাঁচ ফুটের কম হইবে না। শিখরের ঊর্দ্ধভাগে কতকাংশে গম্বুজের ভার ধারণের উদ্দেশ্যে দ্বাদশটি উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে। সমস্ত মন্দিরটির ন্যায় এ গুলিও প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরশীর্ষে যে কলসাকৃতি চূড়াটি (finial) আছে, গ্রীক amphora বা vase জাতীয় পাত্রের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যের কথা রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু এ মত সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে এ সাদৃশ্য কল্পনাপ্রসূত। এগুলি যাবনিক পাত্রের অনুকরণে নির্ম্মিত হইলে দেবালয়ের পবিত্র শীর্ষে স্থান পাইত কি না সন্দেহ। চূড়াসংলগ্ন ত্রিশূলের পার্শ্বে একটি পীতবর্ণ

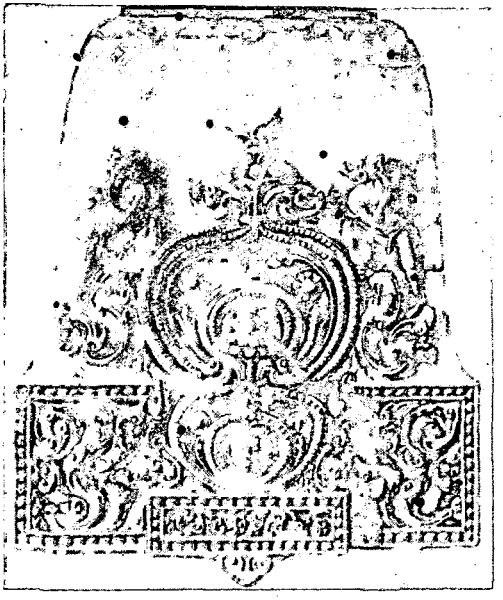
ধ্বজদণ্ডে শৈবচিহ্নিত পতাকা পত-পত শব্দে উড্ডীয়মান। রেখা বা বিমান উচ্চে ১৬০ ফিট মতান্তরে, ১৮০ ফিট হইবে। ভিতরের মেজে প্রাঙ্গণের অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত। ত্রিভুবনেশ্বরের শিবলিঙ্গ, স্বয়ম্ভু বা অনাদি শিবলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কপিল সংহিতায় ইহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"মূলং স্ফটিকসঙ্কাশং মহানীলঞ্চমধ্যমং।
মাণিক্যাভং তথোর্দ্ধঞ্চ লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরং॥" (৯)

এখন 'ত্রি' লোপ পাইয়া ত্রিভুবনেশ্বর সাধারণতঃ ভুবনেশ্বর বা লিঙ্গরাজ নামেই আখ্যাত হইয়া থাকেন। লিঙ্গমূর্ত্তিটি সাধারণ শিবলিঙ্গের ন্যায় নহে, উহা একটি বৃহৎ গ্রানাইট প্রস্তরখণ্ড, মধ্যদেশ সামান্য উচ্চ। বৃত্তের পরিধি ৮ ফিট, এবং গৃহ-কুট্টিম হইতে ইহা মাত্র ৮ ইঞ্চি ঊর্দ্ধে অবস্থিত। রায় বাহাদুর ডাঃ চুণিলাল বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত লিঙ্গরাজের শিরোদেশে যে একটি শ্বেত রেখার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে পাণ্ডাদিগের মতে উহা শ্যামতনু বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজত-শুভ্র কৈলাসনাথের মিলন প্রতিপন্ন করিতেছে। ইঁহার গাত্রে কয়েকটি ধূসর রেখা গঙ্গা ও যমুনার সিত ও অসিতধারা রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে" (১০)। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রস্তর-স্তরে ধাতবপদার্থের সমাবেশ হেতু এই প্রকার রেখাদি জন্মিয়া থাকে। শিক্ষাভিমান-শূন্য ভক্ত তীর্থযাত্রী যে এ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে উৎসুক নহেন সে কথা বলাই বাহুল্য। সে যাহা হউক অন্তর্নিহিত ভাবটি

(৯) কপিলসংহিতা, A. S. B. Ms. p. 263.
(১০) পুরী যাইবার পথে, ১৫ পৃঃ।

(চিত্র ২১)

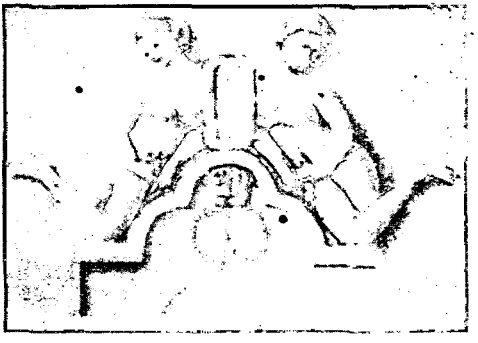


ভগবতী মন্দির গাত্রস্থ কোট্ অফ্ আর্মস্ সদৃশ অলঙ্কার।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ নিহিত ৪৬ বি সংখ্যক চিত্র হইতে]

[পৃঃ ৩২

(চিত্র ২২)



ভো বা:কোট্ অফ্ আর্মস্ সদৃশ অলঙ্কারের নিম্নে কীর্ত্তিমুখ।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্র হইতে] পৃঃ ৩২]

বুঝিয়া দেখিলে পাণ্ডাদিগের কথাগুলিও সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হইবে না। ইহা শৈব ও বৈষ্ণব মতের যে সমন্বয় জ্ঞাপন করিতেছে ঐতিহাসিকের চক্ষে তাহার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। এক সময়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না তাহা শিব ও বিষ্ণুর কলহ-বিবাদের পৌরাণিক কাহিনী হইতেই বুঝা যায়। লিঙ্গমূর্ত্তির পার্শ্বে যোনিমুদ্রা-জ্ঞাপক মুগ্‌নি অথবা মুংনি পাথরের বেষ্টনী আছে, তাহার ত্রিকোণাকৃতি অগ্রভাগ উত্তরদিকে অবস্থিত। লিঙ্গমূর্ত্তিটির গাত্র কিঞ্চিৎ অসমতল, মধ্যে মধ্যে indentationএর ন্যায় উচ্চনীচ দাগ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এই যে ১৫৬৭—৬৮ খৃঃ অব্দে সুলেমান কর্‌রানি কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণকালে মুসলমান সেনাপতি এই স্বয়ম্ভূ লিঙ্গমূর্ত্তির উপর গদাঘাত করায় এই দাগগুলির উদ্ভব হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উড়িষ্যা-বিজয়-বৃত্তান্ত মূল পারসী গ্রন্থাদি হইতে ভালরূপই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইয়াছি যে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরাদির বর্ণনা বা শিবমূর্ত্তির অবমাননা সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নাই, তবে মুসলমানেরা যে ইলোরার গুহায় গিয়া সেখানকার আশ্চর্য্য শিল্পকলা দর্শনে উহা জিনগণ (Jinn) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির-গাত্রস্থ ভগ্নদশা-পন্ন, বিনষ্টপ্রায়, মূর্ত্তিগুলি দেখিলে হিন্দুধর্ম্মবিরোধী আক্রমণকারি-গণের অত্যাচার অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে ভুবনেশ্বরের শিবলিঙ্গও যে অপবিত্রীকৃত হইয়াছিল,

তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না (১১)। ইতিহাসে দেখিতে পাই উড়িষ্যাদেশ একাধিকবার মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বাদাওনির উক্তি অবলম্বন করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, ফিরোজ সাহ জাজনগর অভিযান উপলক্ষে তত্রস্থ্য রাজধানী বানারস বা বারাণসীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১২)। এক সময়ে ভুবনেশ্বর যে দ্বিতীয় বারাণসী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এ কথা পূর্ব্বেই উলিখিত হইয়াছে সুতরাং কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে—প্রাচীন কলিঙ্গনগরী হইতে অভিন্ন—এই ভুবনেশ্বরই যে সেই বারাণসী, সে সম্বন্ধে আধুনিক অভিজ্ঞসমাজে হয়তো কোনও সন্দেহ উপস্থিত না হইতেও পারে। ইহা গেল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের কথা। ইহার পর ১৫০৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে, গৌড়ীয় মুসলমান সেনা পুনরায় উৎকল আক্রমণ করে। মাদলা পঞ্জী মতে নবাবের সেনাপতি ইসমাইল গাজী এই উপলক্ষে পুরীনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন (১৩)। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই—

---

(১১) বসুমতী সংস্করণ চৈতন্যভাগবতে 'ওড্রদেশে' 'কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ' ভাঙ্গার কথা আছে কিন্তু যবনরাজের নাম উল্লিখিত হয় নাই। এই সকল প্রমাণ সম্মুখে রাখিয়া মুসলমান আক্রমণকারীদিগের দ্বারা ভুবনেশ্বরে যে কোনও অনিষ্ট সংসাধিত হয় নাই, এ কথা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিয়া, একবারে অবিশ্বাস করিতে সাহসী হইতেছি না।

(১২) Mantab-ut-twarikh p. 329, Pt. I. qusted by R. D. Banerjee.

(১৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৬।

"যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥" (১৪)

লিঙ্গরাজদেবের সমগ্র মন্দির একই সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। জগমোহন, রেখার পশ্চিমমুখের সহিত সংলগ্ন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে উহা উড়িষ্যারাজ যযাতি কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি কেশরী 'যবন'দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে। এখানে 'যবন' শব্দ বৌদ্ধ প্রভৃতি ম্লেচ্ছদিগের প্রতি, কি মুসলমান আততায়িগণের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ প্রবাদকথিত ১৪৬ বৎসর যবনাধিকারকাল (৩২৮—৪৭৪) পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত নরপতিগণের রাজত্বকালের অস্পষ্ট স্মৃতি (vague memory of early Guptas) বলিয়া বিবেচনা করেন। কথিত আছে যে, রাজা যযাতি মগধের গুপ্তরাজগণের অধীনে প্রদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে (lieutenant) ভুবনেশ্বরে আসিয়া বৌদ্ধপ্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ভুবনেশ্বর নাকি ইতঃপূর্ব্বে উড়িষ্যায় বৌদ্ধদিগের রাজধানী ছিল। সরকার হইতে প্রকাশিত প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকে (১৫) এ কথা লিখিত থাকিলেও ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ এ সকল উক্তি প্রবাদমূলক।

---

(১৪) চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৪২৬, শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সংস্করণ।

(১৫) A list of objects of antiquarian interest in the Lower Provinces of Bengal compiled at the Bengal Secretariat under orders of Government of India (1876) p. 225.

প্রবাদমতে যযাতি কেশরীর রাজত্বকালের শেষ অংশে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনা হয়; তাঁহার জীবিতাবস্থায় মন্দির সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা সূর্য্য কেশরী নাকি এ কার্য্যে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। সূর্য্যের উত্তরাধিকারী অনন্ত কেশরী পুনরায় মন্দির-নির্ম্মাণে ব্রতী হয়েন এবং তৎপরবর্ত্তী রাজা ললাটেন্দ্র কেশরী বা অলাবু কেশরীর রাজত্বকালে মন্দিরটি সমাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে দুইখানি বিভিন্ন বাঙ্গালা গ্রন্থে একই সংস্কৃত শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (১৬) লিঙ্গরাজের মন্দির যে ৫৮৮ শকাব্দে নির্ম্মিত, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি একাম্রপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

"গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

আমরা উড়িয়া অক্ষরে ছাপা একাম্রপুরাণে এ শ্লোকটি খুঁজিয়া পাই নাই। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় 'নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কেশরিবংশীয় ষষ্ঠ নৃপতি ললাটেন্দু কেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নাম ও সময় ঐ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে খোদিত রহিয়াছে"।

"গজাষ্টেন্দুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস ললাটস্থেন্দুকেশরী॥"

লিপিখানির ছাপ, বা উহা ঠিক কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সংবাদ, গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। মাদলাপঞ্জীর বংশাবলীর

(১৬) সেতুবন্ধ যাত্রা, পৃঃ ৩১।

হিসাবমতে ধরিতে গেলে যযাতি কেশরী ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অলাবু কেশরীর রাজত্ব-কাল ৫৪ বৎসর—৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা নৃপতি কেশরী ৯৪৫ খৃঃ অব্দে কটকে রাজধানী স্থানান্তরিত করাতেই নাকি ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব-গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। এ সকল কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া কতদূর গৃহীত হইতে পারে, তাহাও বিচারসাপেক্ষ। কানিংহামের মতে ৪৮১ খৃষ্টাব্দ যযাতি কেশরীর রাজত্বের নবম বৎসর (১৭), কিন্তু ডাঃ ফ্লিট যযাতি বা মহাশিব গুপ্তের রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অবস্থিত নহে, এইরূপই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এ অনুমান অন্যান্য লিপির সহিত তুলনায় এই লিপি-নিহিত বর্ণমালার আপেক্ষিক প্রাচীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কেশরি-রাজগণকে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িষ্যার কৈসার বংশ (*Caesars of Orissa*) বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া-ছিলেন এবং যাঁহাদিগের রাজত্বকাল অন্ততঃ ছয় শতাব্দীব্যাপী বলিয়া বিবেচিত হইত (6th to 12th Century), আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। সুবিখ্যাত ডাঃ ফ্লিট তাঁহার "কটকের সোমবংশীর রাজগণ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন (১৮) যে, ক্ষোদিত লিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে যযাতি কেশরী বা মহাশিব গুপ্ত এবং জন্মেজয় বা মহাভব গুপ্ত এই দুই নামই পাওয়া যায়। নাম দেখিলেই বুঝা যায় যে, উভয়

(১৭) Arch. Survey of India Reports, Vol. XVII, p. 64.
(১৮) Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 324, 336.

রাজাই পরম শৈব ছিলেন। কূর্ম্ম কেশরী, বরাহ কেশরী প্রভৃতি বংশাবলীর নামগুলি ডাঃ ফ্লিট কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে অলাবু কেশরী বোধ হয় আলেপ খাঁ নামক কোনও মুসলমান শাসনকর্ত্তার নামের অপভ্রংশ মাত্র। শাহ ঔরংজেব যদি "সাহরংদেব" হইতে পারেন, (১৯) তাহা হইলে আলেপ খাঁর "অলাবু" নাম হওয়া বিচিত্র নহে। প্রবাদোক্ত রক্তবাহুকেও অনেকে বক্তিয়ার খিলিজির রূপান্তর বলিয়া সন্দেহ করেন। ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের শিলালিপির যে পাঠ ও অনুবাদ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার সপ্তমভাগে ৫৫৯—৫৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে উদ্যোতক কেশরী নামক অপর একজন কেশরী উপাধিধারী নরপতি এবং তাঁহার মাতা কোলাবতীর নামের উল্লেখ দেখা যায় (২০)। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে কর্ণকেশরী নামক একজন উৎকলরাজের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোনও তাম্র-লিপিতে ইঁহার নাম অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। চীন ত্রিপিটকের জাপানী সংস্করণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, খৃঃ ৭৯৬ অব্দে 'উচ' (Utcha) অথবা উৎকলদেশের নৃপতি কর্ত্তৃক চীন সম্রাট 'টি চুং' (Te Tsung) এর নিকট প্রেরিত একখানি "বুদ্ধাবতংসক সূত্র" পুঁথির কিয়দংশ প্রজ্ঞানামক কোনও চৈনিক ভিক্ষু নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পুঁথির

(১৯) 'হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা'—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় পঠিত; প্রবন্ধ (Pamphlet) পৃঃ ২।

(২০) এই শিলাফলকে যযাতি ও জন্মেজয় (জনমেজয়) ব্যতীত জন্মেজয়বংশীয় দীর্ঘবর, অপবার এবং উদ্যোতকের তিনজন পূর্ব্বপুরুষ, বিচিত্রবীর, অভিমন্যু ও চণ্ডীহরের নাম পাওয়া গিয়াছে।

সহিত যে উপহারপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, সেই উৎকলরাজের নাম শুভকর কেশরী (২১)। মহাকোশলের গুপ্ত বা পাণ্ডবদিগের অন্যতম 'রণ কেশরীন্' সোমবংশীয় নৃপতিগণের পূর্ব্বপুরুষ উদয়নের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে কেশরী বংশীয়দিগের মধ্যে ধরা যাইতে পারে কিনা তাহাও বিচার্য্য (২২)। কানিংহামের মতে যযাতি কেশরীর সূর্য্য কেশরীর নামক কোনও বংশধর খৃঃ ৫২৬ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন (২৩)। এই কয়েকজন ব্যতীত অপর কোনও কেশরিরাজকে ইতিহাস আপাততঃ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বংশাবলীতে উদ্যোতক কেশরীর নাম নাই। বংশাবলীতে কোলাবতী সঙ্কল্প বা বাসুকল্প কেশরীর মহিষী বলিয়া বর্ণিত। কৃত্তিবাসের মন্দির ভগ্নদশাপন্ন হওয়ায় ইনিই না কি তাহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যে লিপিতে তাঁহার ও তৎপুত্র উদ্যোতকের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে।

আমরা ভুবনেশ্বরের ইতিবৃত্ত ও নির্ম্মাণকাল-বিচারপ্রসঙ্গে অনেকদূর আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপাততঃ গবেষণা স্থগিত রাখিয়া জগমোহনের বহির্দৃশ্যের বিষয় আলোচনা করিব। মাত্র জগমোহন

---

(২১) No. 89 in Mr. Buniya Nanjio's catalogue, Watter's on Yuan Chwang Vol. II, p. 196.

(২২) Rai Bahadur Hiralal's Inscription in C. P. & Berar, pp. 90-92.

(২৩) Archaeological Survey of India Report, Vol. XVII, C. P & Lower Gangetic Doabs, p. 87.

অংশটুকুর দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফিট ও প্রস্থে ৪৫ ফিট হইবে (২৪)। Imperial Gazeteer এর লেখকের মতে বড় দেউলের (লিঙ্গরাজ মন্দিরের) 'শিখর' ও 'জগমোহন' একই সময়ের। দেওয়ালের নিম্নতম অংশে ১ ফুট চওড়া সাদা 'টাইল', তাহার উপর স্তম্ভের নিম্নাংশরূপে ক্ষোদিত একসারি কলস। এই কলস-গুলির উপরিভাগে এক একটি কারুকার্য্য-খচিত উদ্গত স্তম্ভ। প্রাচীরের বহির্দ্দেশ বহু খাঁজ বা কুলঙ্গীতে বিভক্ত। এই সকল কুলঙ্গীর মধ্যে বেশ উঁচু করিয়া ক্ষোদাই করা স্ত্রী-পুরুষ ও সিংহমূর্ত্তি প্রভৃতি।

জগমোহনের গাত্রে বহুবিধ কারুকার্য্য ও ক্ষোদিত চিত্রাদি পর্য্যাপ্তরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে। মধ্যস্থিত দ্বারদেশের দুইপার্শ্বে ছয় ছয়টি করিয়া গবাক্ষের প্রকোষ্ঠ-বেষ্টন স্তম্ভ (mullion bars)। উত্তর-দিকের স্তম্ভগুলি পূর্ব্বের ন্যায় ঠিকমতই রহিয়াছে; কিন্তু দক্ষিণ-ধারে ইহার তিনটি সরাইয়া পুরোহিতগণের সুবিধার জন্য একটি দরজা ফুটান হইয়াছে (২৫)। যে ছয়টি স্তম্ভের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির নিম্নভাগে একটি করিয়া নৃত্যপরা রমণীমূর্ত্তি। জগমোহনের ছাদ পিরামিডাকৃতি। ছাদের ঢালু অংশ দুই ভাগে বিভক্ত। নিম্নের অংশে নয়টি থাক্ এবং উপরের অংশে ছয়টি থাক্। এই থাকগুলিতে অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী ও গবাদির শ্রেণী এবং পদাতিক ও সাদী সেনাদলের শোভাযাত্রা অঙ্কিত আছে। এই ক্রম-নিম্ন থাকগুলির মাঝে মাঝে বর্শা

(২৪) List of Ancient Monuments in Bengal.

(২৫) A list of the objects of antiquarian interest in the lower provinces of Bengal, 1879, p. 244.

ফলকের ন্যায় অলঙ্কার (finial) দৃষ্ট হয়। দেয়াল হইতে উদ্গত প্রস্তরাদির তোড়া (corbelling) যেন খুব তাড়াতাড়ি সারা হইয়াছে; সেই কারণে ছাদের ভার দেওয়ালের উপর সম্পূর্ণ-রূপে পড়িতে পারে নাই। জগমোহনের পূর্ব্বদিকের দ্বারটি চন্দনকাষ্ঠবিনির্ম্মিত; ইহাতে সুন্দর ক্ষোদাই কাজ আছে। জগ-মোহনের দ্বারের নিকট যে সকল উড়িয়া ও তেলেগু অক্ষরে ক্ষোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়াই অনুমিত। বন্ধুবর র—মহাশয়ের আবিষ্কারফলে একটি লিপিতে অনিয়ঙ্কভীম বা অনঙ্গভীমের নাম পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে অনঙ্গভীম বা অনিয়ঙ্ক ১১৯২ খৃঃ অব্দ হইতে দশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা চন্দ্রিকা দেবীর শিলালিপিতে অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক যবনশত্রু পরাজয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অনিয়ঙ্ক বড় দেউলের কোনও কোনও অংশ নির্ম্মাণ বা পুনঃসংস্কার করিয়া থাকিবেন। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বড় দেউলের জগমোহন (porch) নামক অংশের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বস্থ দুইখানি উড়িয়ালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন (২৬)। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল। প্রথম লিপিখানি বীর শ্রীগজপ্তি (গজপতি) গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবরকেশ্বর প্রতাপ পুরুষোত্তমদেব মহারাজের বিজয় রাজ্যের ১৯ বৎসরে কৃষ্ণপক্ষ-তুলারাশি, দ্বিতীয়ায়, রবিবারে বিসি বেহারার আদেশক্রমে উৎকীর্ণ। কৃতিবাস (কৃত্তিবাস) কটকে অবস্থানকালে পূজা

---

(২৬) J. A. S. B. 1893, p. 104. et. seq.

অবকাশে মহারাজের আজ্ঞা হইল, "যে কেহ বিসি বেহারার প্রতি 'চন্দ্রবাণ' নিক্ষেপ করিবে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কার্য্য করে, সে 'ভুবনেস্র' (ভুবনেশ্বর) দেবের অভিশাপে অভিশপ্ত হইবে—সে রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবে।" লিপির পাঠ হইতে অনুমান হয় যে বিসি বেহারা রাজার কোনও প্রিয়ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার শত্রুবর্গের অভাব ছিল না। ঐন্দ্রজাঙ্গিক উপায়ে লোকের অনিষ্ট সাধনের জন্য 'বাণমারা' প্রভৃতি প্রক্রিয়াদি অবলম্বনের কথা বঙ্গদেশেও শুনা যায়, কিন্তু আধুনিক যুগে অনেকেই তান্ত্রিক অভিচারে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। শত্রুর অনিষ্ট চেষ্টা নিবারণ-কল্পে রাজা ও দেবতার 'ক্রোধোৎপাদনের ভয় দেখাইয়া এরূপ প্রতিষেধ-পন্থা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত প্রত্নলিপিসংগ্রহে অধিক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় লিপিখানি রাজা কপিলেশ্বর দেবের বিজয় রাজ্যের চতুর্থ অঙ্কে সোমবার কৃষ্ণপক্ষ সংক্রান্তি মিথুন রাশির নবমীতে ক্ষোদিত। এ খানি পুরাদস্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা 'ভিতর পূজা অবকাশে,' রাজগুরু বাসু মহাপাত্র ও ভুবনেশ্বর মহাপাত্রের সম্মুখে আদেশ দিলেন যে, আমার উড়িষ্যা রাজ্যে যত রাজা (সামন্ত 'রাজা') আছেন, তাঁহারা সকলেই রাজহিতে ব্রতী হইবেন, সদাচারে থাকিবেন ও অসদ্‌মার্গগামী হইবেন না। যাঁহারা রাজার 'অনহিতে ব্রতি' তাঁহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হইবে।

ভোগমণ্ডপের পশ্চিমাংশে নাট-মন্দির। ইহা প্রবাদ-কথিত নরপতি শালিনী কেশরীর মহিষী কর্ত্তৃক ১০৯০-১১০৪ খৃঃ অঃ মধ্যে

নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ফার্গুসন, নাটমন্দিরের নির্ম্মাণকাল ১১০০ খৃঃ অব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মন্দিরের এ অংশটি প্রায় ৫২ বর্গ-ফিট জমির উপর নির্ম্মিত। নাটমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকে ২ ফিট চওড়া ও ৩ ফিট উচ্চ ঢালু ভিত্তির বেষ্টনী (berm) আছে। ইহার সম্মুখভাগে কতকগুলি দেবালয়ের চিত্র ক্ষোদিত। এই সকল চিত্রের মধ্যভাগে এক একটি উপবিষ্ট মানব-মূর্ত্তি দেখা যায়। বৌদ্ধ চৈত্যে দৃষ্ট এই শ্রেণীর চিত্রের সহিত এগুলির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। নাটমন্দিরের পূর্ব্বদিকে মাত্র একটি দরজা; সেখান দিয়া ভোগমণ্ডপে যাইতে হয়। এ দরজাটি কিন্তু দেখিতে সেরূপ সুন্দর নহে। পশ্চিমদিকের মাঝের দ্বারটি বেশ প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত। তক্তাগুলি সুন্দর ক্ষোদাই করা; সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য ও মজবুদ করিবার উদ্দেশ্যে উহাতে অনেকগুলি পিতলের পেরেক বসান আছে। এই দরজার চৌকাঠ সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট কালো ক্লোরাইট পাথরে নির্ম্মিত। চিত্রগুলি কোনারকের ক্লোরাইট (Chlorite) দ্বারেরই অবিকল অনুরূপ। আবর্ত্তিত লতার ভিতরে ক্রীড়াশীল শিশুমূর্ত্তি; নীচে ও তাহারই পার্শ্বে, নানা ভঙ্গীতে কতকগুলি অশ্লীল মিথুন-মূর্ত্তি। যাহারা এরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ক্রীড়াশীল দেবশিশুগণের কল্পনা করিয়াছিল, তাহারাই আবার সেই সঙ্গে এইরূপ জুগুপ্সিত চিত্রাদি সম্পাদনে কিরূপে যে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, নবরসের বিকাশদ্যোতক অন্যান্য চিত্রগুলির ন্যায় এগুলিও এ স্থলে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ভিতরে চারিটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে, তাহার উপর লোহার কড়ি। ভিতরের দেওয়ালে উড়িয়া ও

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কয়েকটি লিপি আছে কিন্তু সেগুলির এখনও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। দেওয়ালে যেরূপ চূণবালির পলস্তারা পড়িতেছে, আর কিছুদিন পরে এগুলির পাঠোদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে দুইটি কুলঙ্গী, তাহার একটিতে হরপার্ব্বতীর অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি। নাটমন্দিরের ঢালু ছাদ তিন থাকে উঠিয়াছে; তাহার পরে সামান্য সমতল চতুষ্কোণ অংশ। ইহার চারিধারে 'সারাসেন' প্রথায় খাঁজ কাটা (Saracenic battlement) আলিসা। কার্ণিসগুলি সমতলপ্রায়, ধারে ধারে বর্শাফলকের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র অলঙ্কার।

নাটমন্দিরে এখন আর দেবদাসী নাই। "নাটুয়া পিলারা" (বালকনর্ত্তকগণ) উৎসবাদির সময় নৃত্যগীত করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, নাটুয়াদের গীত শুনিতে মন্দ নহে। পরমশ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় তাঁহার 'উড়িষ্যার চিত্রে' এই বালকসঙ্গীতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন প্রতীচ্য সভ্যতার ইতিহাসপ্রসঙ্গে শুনিতে পাই, দেবগণের পরিচারিকা Hoebe র স্থান যখন তরুণ বালক Ganymede অধিকার করে, তখন নাকি তাৎকালিক য়ূনানী সভ্যতার অধঃপতন অনেকদূর গড়াইয়াছে। 'দেবদাসী'র স্থানে 'নাটুয়া পিলা' আসায় আধুনিক উৎকলের নৈতিক উন্নতি কি অবনতি সূচিত হইতেছে, তাহা যাঁহারা উড়িয়া-সমাজের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারাই বলিতে পারেন। নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকের দুয়ারের পার্শ্বে অবস্থিত একখানি শিলালিপির কথা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ

করিয়াছেন (২৭)। ইহা সূর্য্যবংশীয় রাজা কপিলেশ্বর দেবের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ। মন্দিরের কোনও অংশ নির্ম্মাণের কথা ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই। রাজা কপিলেশ্বরদেব লিঙ্গরাজের পূজা যথাযথভাবে নির্ব্বাহিত হওয়ার জন্য দেবোদ্দেশে কিয়ৎপরিমাণ ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, শুধু ইহাই লিখিত আছে।

বড় দেউলের ভোগ-মন্দিরটি না কি রাজা কমল কেশরীর কীর্ত্তি; অন্যমতে ইহা জগৎ কেশরীর রাজত্বকালে, আনুমানিক ৮৫০ হইতে ৮৭০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ অনুমান অবশ্য বংশাবলীর বর্ণনার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং কতদূর সত্য, বলা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে উহা কথকতা ও ভাগবতাদি পাঠের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপটি সস্তম্ভ—অনুমান প্রায় ৩০ বর্গ ফিট স্থান অধিকার করিয়া আছে। নিম্নে ২ ফিট উচ্চ ও ৩ ফিট চওড়া berm বা ঢালু বেষ্টনী ভিত্তির স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার গাত্রে অগভীরভাবে স্ত্রীপুরুষের মিথুনমূর্ত্তি, নানা জীবমূর্ত্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি ও পুষ্প-গুচ্ছাদি খোদিত। ভিত্তির উপরই একটি সুদীর্ঘ আলম্বন (frieze); তাহাতে মধ্যে মধ্যে কপোত, হংস, হস্তী, উষ্ট্র ও গবাদি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ। কয়েকটি ক্ষোদিত চিত্র সম্পূর্ণ নহে, শিল্পী রেখাঙ্কন করার পর যেন আর সেগুলি সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। পূর্ব্বে দুই দিকে স্তম্ভসারির মধ্যে পাঁচ পাঁচটি করিয়া ফাঁক ছিল, এখন কেবল মাঝের অংশটি খোলা রহিয়াছে। অন্যগুলি পার্শ্ব হইতে দেওয়াল গাঁথিয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

(২৭) Orissa and her remains, p. 364.

পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থিত দ্বারটিই প্রধান প্রবেশ-পথ। নিম্নে সামান্য অশোভন সোপানত্রয়। এ ঘরের খিলান ভালরূপ সমাপ্ত হয় নাই, মাত্র অর্দ্ধেকাংশে কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে লোহার 'সর্‌দাল'। ইহা বোধ হয় পরে লাগান হইয়াছে। স্তম্ভের উপরের অংশ (architrave) স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। ভোগমন্দিরেরও পিরামিডাকৃতি ঢালু ছাদ। সর্ব্বসমেত সাত থাক কার্ণিস; প্রথমে চারি থাক, তাহার উপর ছাদের ঢালু অংশ, উহার পরে অপর তিনটি থাক। ভদ্রক বা জগ-মোহনের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে কতকগুলি ধাতবমূর্ত্তি আছে; এগুলির মধ্যে খোঁজ করিলে বিলাতের বার্‌মিংহামে প্রস্তুত (Brummagem) পিতলের মূর্ত্তি পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না, তবে কয়েকটি দেখিয়া নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হইল। পর্ব্বদিন উপলক্ষ্যে এগুলির মধ্য হইতে চন্দ্রশেখর নামক একটি ক্ষুদ্রাকার ধাতবমূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেবের প্রতিনিধিস্বরূপ উৎসবস্থানে নীত হইয়া থাকে। রথযাত্রার সময় চন্দ্রশেখরের অভ্যর্থনার জন্য পার্ব্বতীমূর্ত্তিটিকে ভোগমণ্ডপে আনয়ন করা হয়। অন্যান্য মন্দিরগুলির সহিত লিঙ্গরাজের যোগাযোগ বুঝিতে হইলে কয়েকটি স্থানীয় পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা আবশ্যক। মার্গশীর্ষের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রশেখর, পাপনাশিনী তীর্থের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত সরকারী ডাক্তারখানার সন্নিকটস্থ যজ্ঞেশ্বরমন্দিরে গমন করেন। ইহার পর মাঘ-সপ্তমীতে ভাস্করেশ্বরমন্দিরে যাইয়া সেখানে তিল-ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফাল্গুনমাসের শুক্লা সপ্তমীতে কপিলযাত্রা। ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি কপিলেশ্বর হ্রদে স্নাত হইয়া কপিলেশ্বর-মন্দিরে ভোগাদি গ্রহণ করেন। তাহার পর দমন-

ভঞ্জিকা পর্ব্ব। বাঙ্গালায় এ পর্ব্বের অনুরূপ কোনও অনুষ্ঠান আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাই ইহার একটু বর্ণনা আবশ্যক। বিন্দুসাগর-সন্নিকটস্থ তীর্থেশ্বর-মন্দিরই ইহার নির্দ্দিষ্ট স্থান। তাই চন্দ্রশেখর বিগ্রহও এই উপলক্ষ্যে এই স্থানেই নীত হইয়া থাকেন। সংস্কৃত দমনক বাঙ্গালার দোনাশাক (thyme বা mint)। শুনিয়াছি, ভুবনেশ্বরে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দমন-ভঞ্জিকার দিন 'দোনা'-নির্ম্মিত আভরণে দেবতাকে সজ্জিত করা হয়। ভুবনেশ্বরে আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী পরশুরামাষ্টমী নামে খ্যাত। এই তিথিতে লিঙ্গরাজ পরশুরামেশ্বর মন্দিরে নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বিতীয়ায় যম-দ্বিতীয়া পর্ব্ব। এই দিন চন্দ্রশেখর লিঙ্গরাজ মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত যমেশ্বর-মন্দিরে আনীত হয়েন। কার্ত্তিক মাস বড়ই অস্বাস্থ্যকর। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও কার্ত্তিকের প্রথম ভাগে যমপুরীর সকল দুয়ার খোলা থাকে বলিয়া প্রবাদ আছে। যাঁহারা ম্যালেরিয়াচ্ছন্ন পল্লীতে এই সময় বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রবাদের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বোধ হয়, এই সময়ে যমরাজের প্রকোপ অধিক বলিয়া এই তিথির নাম যম-দ্বিতীয়া হইয়া থাকিবে। ভুবনেশ্বরেও রথযাত্রা হইয়া থাকে, তবে এ রথ আষাঢ়ের নহে। ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমী বা অশোকাষ্টমী তিথিতেই ইহার অনুষ্ঠান। আমরা আসিবার সময় দেখিয়াছিলাম যে, রথের প্রকাণ্ড চাকা কয়টি বড় দাওতে পড়িয়া আছে। উড়িষ্যায় জগন্নাথ মন্দিরে যেরূপ শক্তি-দেবতা বিমলা, ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দিরে সেইরূপ বৈষ্ণব-দেবতা নৃসিংহ। ভুবনেশ্বর শৈব-তীর্থ হইলেও যাত্রিগণ এখানে সর্ব্বপ্রথমে অনন্ত-বাসুদেবের

মন্দিরেই পূজার্চ্চনা করিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরে উল্লেখযোগ্য এই একমাত্র বৈষ্ণব মন্দিরের প্রভাব হইতেই বুঝা যায় যে, সম্প্রদায়-গত বিদ্বেষ এস্থান হইতে বহুদিনই তিরোহিত হইয়াছে। সুধী বলেন্দ্রনাথ বিভিন্ন দেবোপাসকগণের মধ্যে এই সদ্ভাব ও দেবতায় দেবতায় আদান-প্রদান লক্ষ্য করিয়া ইহার সামঞ্জস্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। রথযাত্রার ন্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দিরে দোলযাত্রাও সম্পাদিত হয়, তাহার প্রধান অনুষ্ঠান হরিহর-মূর্ত্তির দোলন। প্রাবরণোৎসবে ত্রিভুবনেশ্বর গ্রীষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া শীতবস্ত্র পরিধান করেন। পুরুষোত্তমেও ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের দেহে শীতবস্ত্র উঠে। ভুবনেশ্বরের পুষ্যাযাত্রা জগন্নাথদেবের অভিষেক; ভুবনেশ্বরে যেরূপ শয়ন-চতুর্দ্দশী জগন্নাথক্ষেত্রে সেইরূপ শয়ন-একাদশী। ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথ এই উভয় স্থানেই সেই চন্দনযাত্রা, সেই মকরসংক্রান্তি, ভৈমী-একাদশী প্রভৃতি অভিন্ন অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাক-বাংলার সম্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহারই নাম বড়দাণ্ড বা বড়রাস্তা। নামে বড় বটে, কিন্তু চওড়ায় ৪০ ফিটের বড় বেশী নহে। শুনিয়াছি, এই বড়দাণ্ডের শেষ প্রান্তে, ডাক-বাংলার সন্নিকটে, রেল-ষ্টেশন নির্ম্মিত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু রথযাত্রার সময় স্থান-সঙ্কীর্ণতা-বশতঃ রথ ঘুরাইবার অসুবিধা হইতে পারে, এই ওজুহাতে নাকি পাণ্ডামহাশয়েরা আপত্তি করিয়া ষ্টেসনটি হইতে দেন নাই। ভুবনেশ্বর তো স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, নড়াইবার উপায় নাই, এবং উপায় থাকিলেও শাস্ত্রমতে 'শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ', তাই রথে 'চন্দ্রশেখর' দর্শন করিয়াই যাত্রিগণ দৃষ্টি সার্থক করিয়া থাকেন। আমরা দেবদর্শনান্তে মন্দির

(চিত্র ২৩)



ভুবনেশ্বর মন্দিরের ভগবতী-মূর্ত্তি।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রদত্ত চিত্র অবলম্বনে] [পৃঃ ৫৩

প্রদক্ষিণকালে দেখিতে পাইলাম যে, শেখরাংশের মধ্যদেশের তিনটি খাঁজেই তিনটি মানুষপ্রমাণ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। পশ্চিমে কার্ত্তিক, দক্ষিণে গণপতি এবং উত্তরে ভগবতী। কেবল পূর্ব্বদিকে কোন দেবমূর্ত্তি নাই। ভগবতীমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভগ্নহস্ত ক্লোরাইটের ভগবতীমূর্ত্তিটি প্রায় ৭ ফিট উচ্চ। পরবর্ত্তী কালে এই মূর্ত্তিটির উপর একটি 'খোলা চৌচালার' ন্যায় আবরণ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে কিন্তু মন্দিরের গঠনপ্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য হয় নাই বলিয়া ইহাতে সৌন্দর্য্যহানি ঘটাইতেছে। ভগবতীমূর্ত্তির পরিমাপাদি শিল্প-শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। হিন্দু শিল্পিগণের এ সকল দেবমূর্ত্তি স্বেচ্ছায় গঠন করিবার অধিকার না থাকায় ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ বলিয়াছেন যে ইহাতে বর্দ্ধকীর সৌন্দর্য্য উদ্বোধন-প্রতিভা অপেক্ষা দক্ষতার সহিত পাথর কাটিয়া খোদাই করিবার ক্ষমতাই ভালরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ('the skill of the stone cutter rather than of the creative sculptor')। স্বাধীনভাবে স্বীয় কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যসাধনা করিলে যে চারুশিল্প সমধিক উন্নতিলাভ করে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু বাঁধানিয়ম বজায় রাখিয়া শিল্পী যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে না এ উক্তিও সম্পূর্ণ বিচার-সহ নহে। Idealism অথবা ভাবপ্রবণতাই ভারতীয় শিল্পের প্রাণ। ভারতীয়গণ কখনও বাস্তবের হুবহু নকলে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। শিল্প শাস্ত্রোক্ত তালমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অমসৃণ প্রস্তরাদিতেও তাঁহারা অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইউরোপীয় সমঝদারগণ ভারতীয় চিত্রকলার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন; ভরসা হয়, তাঁহারা ক্রমে

ভারতীয় ভাস্কর্য্যেরও প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন। জনৈক লেখকের মতে (২৮) শুধু পার্ব্বতীর গাত্রবসনখানিতে যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে তাহা দর্শন করিলে শিল্পিগণকে "অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিতে কুণ্ঠা বোধ হয় না"।

পূর্ব্বে 'ভো' নামক যে স্থাপত্য অলঙ্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা মন্দির-গাত্রের মাঝের খাঁজটিতে খোদিত। ইহা শিখরের যে স্থানে অবস্থিত তাহার উচ্চতা মন্দির-চূড়ার সমগ্র উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইবে। চিহ্নটির দুই পার্শ্বে বাদন-নিরতা স্ত্রীমূর্ত্তি আছে; উপরেই একটি গজসিংহমূর্ত্তি। শিখরের অগ্রভাগের সন্নিকটে একটি বাতায়ন দেখিতে পাওয়া যায়। শিখরগাত্রে উদ্গত গজসিংহমূর্ত্তির সংখ্যা আটটির কম নহে। ইহার মধ্যে ভোগমন্দিরের পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শিখরের নিম্নভাগে ভিত্তিসান্নিধ্যেও গজসিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম; মধ্যে দুই একটি করিয়া পদ্মোপরি অবস্থিত গজমূর্ত্তি। ইঞ্জিনীয়ারগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শিখরের শিরোদেশে না কি পাথরের কড়ি (beam) ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃত্তাকার উচ্চ শিখর-স্কন্ধের চতুঃপার্শ্বে আটটি মূর্ত্তি আছে;—চারিটি সিংহ মূর্ত্তি, এবং অপর চারিটি মূর্ত্তি, জনৈক ইংরাজ স্থপতি প্রেতিনী বা রাক্ষসীমূর্ত্তি (she-goblin) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদেরই উপরিভাগে ৬৪ খাঁজযুক্ত গম্বুজ এবং তদুপরি কলস অবস্থিত। করোগেটের (corrugate) ন্যায় ধারে খাঁজযুক্ত এই গম্বুজটিই "আমলা" শিলা। কাহারও কাহারও মতে কথাটির অর্থ অমৃতকরক বা অমৃতকলস

---

(২৮) ৺ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী প্রণীত 'ভারত ভ্রমণ', পৃঃ ৪৭৪।

(Dew Vessel)। আবার কেহ কেহ প্রকাশ করেন, ইহা "অমল" শিলার অপভ্রংশমাত্র। সাধারণতঃ ইহা আমলক (Philanthus Emblica বা Emblica Myrobalan) ফলের সাদৃশ্য-জ্ঞাপক বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। হেভেলের মতে ইহা আকারে, বৈষ্ণবদিগের নিকট আদরণীয়, পরম পবিত্র নীলপদ্ম-পুষ্পের বীজের ন্যায়; সুতরাং আমলকফলের সহিত আমলাশিলার আকারগত সাদৃশ্য তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া মনে হয়। যদি আমলকফলের অনুকরণেই মন্দিরের আমলা শিলা নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাতে কোনও রূপকভাবের দ্যোতনা আছে কিনা তাহাও বিশেষজ্ঞদিগের বিবেচ্য। অচার্য্য সার্ জগদীশ চন্দ্র বসু 'অর্দ্ধামলক' চরমদানের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার নবনির্ম্মিত বিজ্ঞান মন্দিরের গাত্রে স্থাপত্য অলঙ্কার-রূপে উহা গ্রথিত করিয়াছেন (২৯)। মধ্যযুগে উৎকলদেশীয় কোনও হিন্দু মন্দিরনির্ম্মাতা বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের শেষদান অর্দ্ধামলকের কথা যে অবগত ছিলেন তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না তবে 'হস্তামলক' প্রভৃতি সুপরিচিত নাম দেখিয়া মনে হয় যে ভাবপ্রবণ হিন্দুস্থাপত্যে আমলক নিদর্শন-জ্ঞাপক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত 'শিখর' প্রবন্ধে হ্যাভেল মহোদয় বলিয়াছেন যে,—এই আমলার ন্যায় আকৃতিযুক্ত অলঙ্কার অশোকস্তম্ভের শিরোদেশেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমলার উপরিস্থিত অংশের নাম 'খাপড়ী; এ কথাটি কর্পূরীর অপভ্রংশ। খাপড়ীর উপরিভাগে কলস ও ধ্বজপদ্ম। কেহ

(২৯) ভারতী, পৌষ, ১৩২৪, পৃঃ ৮৭৫।

কেহ অনুমান করেন যে, মন্দির নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিলে শিখরের শিরোভাগে শস্য, মণিরত্ন, স্বর্ণ ও রজত প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতু এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপক নাম ও তারিখ যুক্ত উৎকীর্ণ তাম্রলিপি সংরক্ষিত হইত। মাদ্রাজ অঞ্চলে কোথাও কোথাও না কি এই অংশে ক্ষোদিত (৩০) লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাই কলস সন্নিহিত অংশ উদ্ঘাটন করিয়া উড়িষ্যায় অন্যান্য মন্দির হইতে তাম্রলিপি উদ্ধার করা উচিত, এ প্রস্তাবও সুধীজন-সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে (৩১)। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈশবাল মহাশয়, ভুবনেশ্বরে যাহারা বংশানুক্রমে মন্দির-চূড়ায় পতাকা বন্ধনের জন্য আরোহণ করে তাহাদের নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলেন যে, লিঙ্গরাজ মন্দিরের শীর্ষদেশে আমলকের নিম্নে এইরূপ একখানি ক্ষোদিত তাম্রফলক রক্ষিত আছে (৩২)। মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কগণ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে এ প্রবাদ ভিত্তিশূন্য।

চূড়ার উপরিস্থ কলসের আকৃতি যে গ্রীক amphora জাতীয় পাত্রের অনুরূপ,—তাহা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িষ্যা ও বিহারের মন্দির শীর্ষস্থ অনেকগুলি কলসের আকৃতির সহিত তুলনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যখন পর্ণশালা ব্যতীত মানবের অপর কোন আশ্রয় ছিল

---

(৩০) বহরমপুর গঞ্জাম হইতে প্রকাশিত 'আশা' নামক পত্রে খৃঃ ১৯১৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে জনৈক পত্র লেখক এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

(৩১) Mr. Tarini Charan Rath in J. B. O. R. S. Vol III. Pt III.

(৩২) J. B. O. R. S. June 1909. p. 298.

না, তখন প্রত্যেক কুটীরের উপরিভাগে এক একটি জলপূর্ণ কলস রাখা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গ্রীষ্মকালে অগ্নিভয়-নিবারণার্থ পর্ণশালার শিরোদেশে জলপূর্ণ কলস রাখার নির্দ্দেশ দেখিতে পাই; না রাখিলে অর্থদণ্ড দিতে হইত। কালে যখন ইষ্টক ও প্রস্তর-গ্রথিত মন্দির ও অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল, তখন শোভন অলঙ্কাররূপে জলপূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি মন্দির ও অট্টালিকা-শীর্ষে সহজেই স্থান পাইল। হিন্দুসমাজে জলপূর্ণ কলস শুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; সুতরাং এই হেতুবাদেও দেবালয়সংক্রান্ত স্থাপত্যে ইহার ব্যবহার অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বড় দেউলের সীমানামধ্যে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির (minor temples) আছে তাহার মধ্যে ভগবতীর মন্দিরটিই শ্রেষ্ঠ। অপর একটি মন্দিরে ভুবনেশ্বরী "গোপালিনী" নামে খ্যাতা (৩৩)। একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক কপিল-সংহিতা, একাম্রপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনানুসারে এই একাম্রকাননই যে তাঁহার প্রিয় বিরামনিকেতন, এ কথা মহাদেবপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া ভগবতী স্বয়ং এই তীর্থস্থান সন্দর্শন-মানসে আগমন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর একাম্রতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইলেও এখানে 'একাম্রনাথ' বা 'একাম্রেশ্বর' নামক কোনও বিগ্রহ নাই। 'একাম্রনাথ স্বামী' মহাদেব কাঞ্চী নগরীতে বিদ্যমান। 'স্থল মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও লিখিয়াছেন যে, দেবী পার্ব্বতী এখানে একপদে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, ঊর্দ্ধবাহু ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া

(৩৩) Ganguly's Orissa. p. 366.

বহুকৃচ্ছ্র-সাধনপূর্ব্বক তপস্যা করায় মহাদেব তাঁহাকে এই স্থানে এক আম্রবৃক্ষতলে দর্শন দিয়াছিলেন তাই বিগ্রহটি এই নামে অভিহিত হইয়াছে (৩৪)। ওড্রদেশের সহিত দক্ষিণীদিগের যতই সম্বন্ধ থাকুক না কেন, 'একাম্র' তীর্থের নামটি পর্য্যন্তও যে, উড়িষ্যার নিজস্ব নহে, উত্তম প্রমাণ না পাইলে এ মত সহসা প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

বাঙ্গালীর সুপরিচিত গ্রন্থ শিবায়নে দেখিতে পাই—হৈমবতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

* * *

"বারাণসী তব প্রিয় করিনু দর্শন॥
ইহার সমান স্থান আর কোথা আছে।
সেই কথা কহ প্রভু অধীনীর কাছে॥"

তদুত্তরে মহেশ্বর বলিতেছেন,—

"কাশীসম গোপনীয় আছে মম স্থান।
উৎকল দেশেতে তাহা আছে বিদ্যমান॥
দক্ষিণ-সাগর-তীরে সেই তীর্থ হয়।
একাম্রকানন নাম জানিবে নিশ্চয়॥

* * *

কত তরু কত লতা কিবা শোভে তায়॥
কোকিল করিয়া আদি যত বিহঙ্গম।
নিরন্তর প্রেমভরে করে বিচরণ॥
এমন মোহন স্থান আর কোথা নাই।
স্নেহবশে গুপ্ত কথা কহি তব ঠাঁই॥"

---

(৩৪) Elements of Hindu Iconography Vol. II, Pt. II, p. 408.

ভগবতী কৌতূহল-পরবশ হইয়া একাম্রকাননে আসিয়া দেখিলেন, গো-সাগর অথবা বিন্দু-সরোবর হইতে সহস্রকুন্দেন্দুপ্রভ ঘণ্টোষ্ট্রী গাভী উঠিয়া এক শিবলিঙ্গের শিরোদেশ পয়োধারায় অভিষিক্ত করিল। পরে উহা যথারীতি নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণানন্তর পুনরায় 'বরুণালয়ে' প্রত্যাগমন করিল। শিবায়নে এ প্রসঙ্গে গো-সাগরের কথা নাই, তৎপরিবর্ত্তে দক্ষিণ-সাগরের কথা আছে,—

* * *

"দক্ষিণ-সাগর হ'তে আসে ধেনুগণ॥

* * *

দক্ষিণ-সাগরে সবে যায় পুনর্ব্বার॥

* * *

তাহা দেখি মহেশ্বরী বিস্ময়ে মগন।
গাভীগণে ধরিবারে করেন মনন॥
তাহাদিগে ধরিবারে দেবী মহেশ্বরী।
গোপীবেশ নিজে ধরি গিরিজা সুন্দরী॥
ফল-মূল প্রতিদিন ক'রে আহরণ।
ধেনু-দুগ্ধ দিয়া শিবে করেন পূজন॥"

এইরূপে দেবী গোপালিনী হইয়া গাভীগুলির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন।

কৃত্তি ও বাস নামে দুই জন দুষ্ট দৈত্য দেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সামান্য আভীরবধূ জ্ঞানে তাঁহার প্রণয়প্রার্থী হয়। দেবী তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার মানসে তাহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করেন যে, যে নত হইয়া তাঁহাকে মস্তকে বা স্কন্ধে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, তিনি তাহারই প্রার্থনা পূরণ করিবেন।

তাহারা স্বীকৃত হইলে দেবী স্কন্ধে পদার্পণ করিয়া দৈত্যদ্বয়কে পদদলিত করিয়া নিহত করিলেন। তাঁহার পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইয়া জলাশয়ে পরিণত হইল। তাহার স্বাক্ষ্যস্বরূপ 'পাদহরা' পুষ্করিণী যাত্রিগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কপিলসংহিতায় আছে, এই পুষ্করিণী দর্শন ও তথায় পূজা করিলে মানবগণ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—

"পাদে দেব্যা হরো যস্মাৎ তস্মাৎ পাদহরা শ্রুতা।
তাং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ নরস্তু সুখমেধতে॥" (৩৫)

শিবায়নে সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"আমার চরণদ্বয় ধরি যেই জন।
স্কন্ধদেশে কিংবা শীর্ষে করিয়া স্থাপন॥
ভূমি হ'তে মোরে যেই তুলিতে পারিবে।
সেই জন মম পতি অবশ্যই হবে॥
গোপীর বচন শুনি দৈত্য দুই জন।
আনন্দে মগন হ'য়ে কহিল তখন॥
শুন শুন গুণবতি বচন দোঁহার।
শীর্ষদেশে পদ দান করহ তোমার॥
তাহা শুনি মহেশ্বরী যুগল চরণ।
দৈত্যদ্বয়-শিরোপরি করিয়া স্থাপন॥
যেমন মর্দ্দন দেবী করিলেন বলে।
অমনি মূর্চ্ছিত হয়ে বীরদ্বয় পড়ে॥
পদভরে পুতিলেন দোঁহে মহেশ্বরী।
প্রাণ ত্যজি গেল দোঁহে পাতাল-নগরী॥

(৩৫) Ms. A. S. B. p. 24.

(চিত্র ২৪)



ভগবতী মন্দিরের একটি খাঁজ বা কোলঙ্গা।

মধ্যের মূর্ত্তিটি চাব্রিহস্ত বিশিষ্ট ভগবতী ; মূর্ত্তির দুইটি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।
দেবীর পদ্মাসনের দুইপার্শ্বে দুইটি চাকোর ; ইহারা দেবীর পদতল
চন্দ্র মনে করিয়া সুধাপানের আশায় যেন উদ্‌গ্রীব
হইয়া রহিয়াছে।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ হইতে] [পৃঃ ৬১

অত্যুত্তম হ্রদ তথা হইল সৃজন।
দেবী-হ্রদ নাম তার বিদিত ভুবন॥"

প্রচলিত প্রবাদমতে ভগবতীর মন্দির, প্রধান দেউলের দুই শতাব্দী পরে নির্ম্মিত। তথাকথিত কেশরী-বংশের গঙ্গাকেশরী নামক কোনও রাজা এই মন্দিরের নির্ম্মাতা বলিয়া কথিত। অবশ্য, এ জনশ্রুতির ঐতিহাসিক ভিত্তি কত দূর, তাহা স্থির করা সুকঠিন; তবে ভগবতী-দেউলটি যে পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ দেখা যায় না। যাঁহারা পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্কাশনে তৎপর, তাঁহারা শিবমুখে একাম্রকাননের উল্লেখ শুনিয়া দেবীর তথায় আগমন বিষয়ক বৃত্তান্ত—শাক্ত তান্ত্রিক প্রভাবে ভগবতীর মন্দিরটি যে পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত, এই মতেরই পোষকতায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। হয় তো "পাদহরা" পুষ্করিণী ভগবতী-মন্দির-নির্ম্মাণকালেই নিখাত হইয়াছিল বলিয়া উহার উদ্ভব এই পূত কাহিনীতে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নামে গোপালিনী হইলেও দেবীর সিংহবাহিনী মূর্ত্তি। মন্দিরটি জগমোহনবিশিষ্ট। গর্ভগৃহ ও জগমোহন এই উভয় অংশ সংযুক্ত করিয়া একটি ছাদ সমন্বিত গমনাগমনপথ (lobby) রহিয়াছে। সুদৃশ্য প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই নবগ্রহ-প্রস্তর। এ মন্দির উৎকৃষ্ট ইষ্টকের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট লাল বালিয়া-পাথরে নির্ম্মিত। লিঙ্গরাজ-মন্দির অপেক্ষা ইহার বর্ণ সমধিক নয়নাভিরাম বলিয়াই মনে হয়। মন্দির দৈর্ঘ্যে ১০০ হাত, প্রস্থে ৩২ ও উচ্চে প্রায় ১৬ হাত। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা অতি সুন্দরভাবে লতাপুষ্প ও নানারূপ ক্ষোদিত অলঙ্কারে সজ্জিত। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূরত ও অগভীর খোদাই করা (bas-relief) চিত্রাদিরও অভাব নাই।

শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় পার্ব্বতী মন্দিরের ভাস্কর্য্য বিষয়ক শিল্প-চাতুর্য্যের যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া মন্দিরদর্শকগণ কেহই উহা অত্যুক্তিদুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। "পার্ব্বতীর মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে যে সকল মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে * * * বিরূপ ও ভগ্ন হইলেও তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি, সত্যপ্রিয়তা ও কার্য্যকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাচীন ভারতরমণীগণের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত হইয়াছে, অশ্বারোহী যোদ্ধবর্গের বেশভূষার পারিপাট্য যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত করা হইয়াছে, বহু আড়ম্বরে সজ্জিত হস্তীগুলিকে যেরূপ স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে,—স্তম্ভ, কার্ণিশ, গবাক্ষ প্রভৃতির গঠনে যেরূপ সূক্ষ্ম রচনা-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রাচীন ভারতে শিল্প-বিজ্ঞান যে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না (৩৬)।"

অভিজ্ঞগণের মতে উৎকলশিল্পের সৌন্দর্য্যকলার ইহা একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার শিল্প-নৈপুণ্য অনির্ব্বচনীয়। পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের অঙ্গীভূত হইলেও শিল্পকৌশলে ইহা আরও উচ্চশ্রেণীস্থ।" মন্দিরটির চারিধার প্রাচীরে বেষ্টিত বলিয়া বাহির হইতে উহা ভালরূপ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভুবনেশ্বরে তান্ত্রিক ব্রহ্মচারিগণের যৌন-সম্বন্ধ-বিষয়ক উপাসনা

---

(৩৬) 'পুরী যাইবার পথে'—সাহিত্য-সংহিতা হইতে পুনর্মুদ্রিত, পৃঃ ১৭।

(চিত্র ২৫)



লিঙ্গরাজমন্দিরের খাঁজে অবস্থিত দণ্ডায়মান গণেশ মূর্ত্তি।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিত্র হইতে] [পৃঃ ৬৩

(চিত্র ২৬)



স্কন্দ অথবা কার্ত্তিকেয়।

(মুসে গিমে চিত্রশালায় রক্ষিত প্রস্তর ক্ষোদিত দেবমূর্ত্তি)

[ম্যান্দ্রঁ হইতে] [পৃঃ ৬৪

প্রচলিত হইলে পর এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে না কি শৈবোপাসনার মধ্যে তান্ত্রিক ভাব স্থান পায় নাই, পরে তন্ত্রোক্ত মতের প্রাধান্যের সহিত কেবল গৌরীপট্টের যোনিচিহ্ন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় ত্রিভুবনেশ্বরে একটি বিভিন্ন শক্তি-মূর্ত্তি সংস্থাপনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। গোপালিনী-মন্দিরের পৃষ্ঠ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে আরও অন্যান্য মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু এখন তাহার কোনও চিহ্ন নাই। গোপালিনী মন্দিরের নিকট অপর একটি মন্দিরে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বর্গীয় ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় এ মূর্ত্তি-দ্বয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "হেরম্বের সুবিশাল কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিটির গঠননৈপুণ্য বাস্তবিকই আনন্দদায়ক (৩৬)।"

কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তির পূজা এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। 'ললিতবিস্তরে' ও 'লোকেশ্বর শতকম্' গ্রন্থে স্কন্দমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। স্কন্দের উপাসকগণ 'কৌমার' নামে অভিহিত হইত। কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সুবৃহৎ কার্ত্তিকেয় মন্দির দেখিয়াছিলেন, এ কথা 'রাজতরঙ্গিণীতে' লিখিত আছে (৩৭)। কার্ত্তিক-মূর্ত্তি দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ও ষড়্ভুজ এই তিন রূপেই পরিকল্পিত

(৩৬) ভারতভ্রমণ পৃঃ ৪৭৩। ভুবনেশ্বরে কেদারেশ্বর মন্দিরের 'রেখা'র দক্ষিণ খাঁজেও একটি দণ্ডায়মান গণেশমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। J. A. S. B. 1908 *vol. IV. no 6, p. 311.*

(৩৭) রাজতরঙ্গিণী, ৪র্থ অধ্যায়, ৪২২। Sir M. A. Stein's translation Vol I. p. 160. জয়াপীড়ের রাজত্বকাল খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষাংশে ৭৫১-৭৮২ বলিয়া অনুমিত।

হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন ময়ূরবাহন কার্ত্তিক পুরাকালে মোরগবাহন ছিলেন (৩৮)। মনে পড়ে, পরিহাসরসিক দীনবন্ধু গাহিয়াছিলেন—

"দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিকরে ভাই, মোরগ চেপে যায়।" কিন্তু ইহার ভিতর মূর্ত্তিতত্ত্ববিষয়ক সত্য কতটুকু নিহিত ছিল বাঙ্গালী তখন তাহা বুঝে নাই।

দাক্ষিণাত্যে কার্ত্তিক সুব্রহ্মণ্য নামেই পরিচিত। সারদাতিলক তন্ত্রে সুব্রহ্মণ্য "কুক্কুটধা" "রক্তাঙ্গ বালাখ্যা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় যে তিনটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন কার্ত্তিক মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইটি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ী থানার এলাকায় আবিষ্কৃত। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মূর্ত্তিত্রয়ে দেখিতে পাই কার্ত্তিক 'ময়ূর-বাহন' রূপেই পরিকল্পিত। ভুবনেশ্বরে, মেঘেশ্বর মন্দিরের শিখরের পশ্চিমভাগে যে চতুর্ভুজ কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি দেখা যায়, তাঁহার উপরের বামহস্তটি জনৈক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ধৃত কুক্কুটের পুচ্ছদেশ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। নিম্নভাগের দক্ষিণ হস্ত আশীর্ব্বাদমুদ্রায় বিন্যস্ত; একটি ময়ূর যেন চঞ্চুদ্বারা তাহাতে মৃদু আঘাত করিতেছে। কার্ত্তিকের এ মূর্ত্তিটি পদ্মাসনে দণ্ডায়মান। ইহাতে কুক্কুট ও ময়ূর এ উভয়েরই সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইলেও ইহাদের কোনটিই বাহনরূপে ব্যবহৃত হয় নাই (৩৯)। গণেশ মূর্ত্তিও বহু প্রাচীন। কিন্তু মহাভারতীয় যুগে গণেশোপাসনা প্রচলিত ছিল না, শ্রীযুক্ত

---

(৩৮) Archaeological Survey of Mayurbhanj, p. 31.

(৩৯) J, A. S. B. 1908, Vol IV, No. 6, p. 311.

বিজয়চন্দ্র মজুমদারপ্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন (৪০)। গ্রাণওয়েডেল তাঁহার ভারতে বৌদ্ধ শিল্পবিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, (৪১) বিনায়ক অথবা গণেশ জাপানেও দেবতা বলিয়া পরিগণিত। অশোকের কন্যা চারুমতী নেপালে খৃঃ ৩য় শতাব্দীতে গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (৪২)। নগেন্দ্র বাবু বলেন, ভবিষ্যপুরাণে—সূর্য্যমন্দিরে বিনায়কের পূজা হইত এরূপ লিখিত আছে, তাহাতেই অনুমান হয় বিনায়কপূজা প্রাচীনকালে মগধে সৌরদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে হিন্দু ও মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ, এই উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই গৃহীত হয় (৪৩)। আচার্য্য ফুসে তাঁহার মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের কোনও প্রস্তর ক্ষোদিত চিত্রে স্কন্দ ও গণেশ ইন্দ্রের সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এরূপ দেখা গিয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রে নাকি ৫৪ প্রকার বিভিন্ন গণেশ মূর্ত্তির অর্চ্চনার কথা পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমরা মন্দির পরিক্রমণ প্রসঙ্গে গণেশের কুলজী (৪৪) আলোচনা করিয়া আর কালক্ষেপ করিব না।

পূর্ব্বদিকের প্রধান প্রবেশদ্বারের (propylon) সম্মুখেই একটি

---

(৪০) J. R. A. S. 1907. p. 339.

(৪১) Buddhist Art in India, p. 183.

(৪২) Oldfield's Nepal Vol. II, p. 98, quoted in Mr. N. N. Vasu's A. S. Mayurbhanj, Int. p. XXIII.

(৪৩) Ibid, p. 22.

(৪৪) সুলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৭ সালের বৈশাখের প্রবাসী পত্রে গণেশের কুলজীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি মূর্ত্তিতত্ত্ববিষয়ক বহু মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ।

বাঁধা আঙ্গিনা আছে। উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ৮ দৈর্ঘ্যে আন্দাজ ৬৫ ফিট। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ দৃষ্ট হয়। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির বড় দেউলের নাটমন্দিরের ন্যায় সারাসেনিক (Saracenic) প্রথায় খাঁজ-কাটা আলিসায় শোভিত। কেহ কেহ এ প্রকার-স্থাপত্যবৈচিত্র্যকে ইংলণ্ডের নর্ম্মাণ-টুডর (Norman-Tudor) যুগের অট্টালিকাস্থ পুষ্পালঙ্কারাদির সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। প্রবেশদ্বারের কিঞ্চিৎ বামভাগে অখণ্ড-প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভোপরি সুবৃহৎ বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছে। ইহা ইতর প্রাণীর প্রতিকৃতিনির্ম্মাণ-বিষয়ক তক্ষণ-কার্য্যের একটি সুসম্পন্ন দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ('is worthy of note as a specimen of well-finished animal carving')। বৃষ-স্তম্ভটি ধ্বজশেখরের পরবর্ত্তী কালে স্থাপিত বলিয়াই মনে হয়। প্রস্তরময় বৃষের পার্শ্বে নীলপ্রস্তরখোদিত লক্ষ্মী-নারায়ণের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু তৃপ্ত হয়। গোপালিনীর মন্দির ব্যতীত ভুবনেশ্বরের ল্যাটেরাইট (laterite) প্রস্তরময় মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও কতকগুলি দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি আছে; তন্মধ্যে গণপতি, লক্ষ্মী নৃসিংহ, সাবিত্রী দেবী ও মহিষারূঢ় চতুর্ব্বাহু যমরাজ প্রভৃতির মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। এই নৃসিংহমূর্ত্তি সম্বন্ধে ৺রায় বরদাপ্রসন্ন সোম বাহাদুর (৪৫) লিখিয়াছেন যে "পুরী ও কাশীধামে যে সকল নৃসিংহমূর্ত্তি দেখা যায়, সেগুলিতে নৃসিংহের এক হস্ত প্রহ্লাদের মস্তকোপরি স্থাপিত এবং অপর হস্ত হিরণ্যকশিপু বিনাশে নিয়োজিত; কিন্তু এ মূর্ত্তিতে নৃসিংহ দেবের কোলে

(৪৫) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৯শ ভা, পৃঃ ১৩৬।

লক্ষ্মী বসিয়া আছেন" (৪৬)। এই সকল মূর্ত্তি ব্যতীত মন্দিরমধ্যে একটি অরুণ-স্তম্ভও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

লিঙ্গরাজ বা বড় দেউলের বৃহত্তম প্রাঙ্গণ ৩৬৬ হাত দীর্ঘ ও পূর্ব্বপশ্চিমে ২৬৬ হাত প্রস্থ, চারিদিকে পাঁচ হাত উচ্চ প্রাচীর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে কোন কোনটি গম্বুজযুক্ত, কোন কোনটির সমতল ছাদ। ইহার মধ্যে একটি মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এটি উচ্চে মাত্র ২০ ফিট এবং কুটিম-পরিমাপ ৬ বর্গ-ফিট। মধ্যে একটি বালিয়া পাথরের শিবলিঙ্গ আছে, দেখিলে অখণ্ড প্রস্তর-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ বলিয়া মনে হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণ অপেক্ষা শিবলিঙ্গটি ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি নিম্নে অবস্থিত। ইহা হইতে অনুমিত হয়, পরবর্ত্তী কালে স্থানটির "লেভেল" উঁচু করা হইয়াছিল; কিন্তু শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত করা নিষিদ্ধ বলিয়া এ মন্দিরটি পূর্ব্বেরই ন্যায় রহিয়া গিয়াছে। বড় দেউলের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে যে ক্ষুদ্র মন্দিরটি আছে তাহাতে গঙ্গা ও যমুনা মূর্ত্তি দেখা যায়। মূর্ত্তিদ্বয়ের এক হস্তে কলস, অপর হস্তটি উরুর উপর বিন্যস্ত। ছত্রধারিণী মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া আছে (৪৭)।

(৪৬) বলা বাহুল্য ইহা লক্ষ্মী-নৃসিংহ বিগ্রহেরই প্রকার ভেদ। শ্রীযুক্ত টি গোপীনাথ রাও মহাশয় এইপ্রকার মূর্ত্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই, নৃসিংহদেবের দেহ লক্ষ্মীর দক্ষিণ ভুজলতায় বেষ্টিত। দেবীর বাম হস্তে একটি পদ্মপুষ্প; নিম্নে গরুড় মূর্ত্তি। Elements of Hindu Iconography pp. 143-61. স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় তদ্রচিত Orion গ্রন্থে (p. 120, foo-tnote) হিরণ্যকশিপুর সহিত বৈদিক নমুচির সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই বৈদিক বৃত্তান্ত হইতে হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

(৪৭) ভুবনেশ্বরের গঙ্গা যমুনার চিত্র এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে ম্যাকেঞ্জি কলেক্সনের চিত্র সমূহের মধ্যে রক্ষিত আছে। J. A. S. B. 1908, June, Vol IV, p. 313.

এই সকল দেখিতে দেখিতে বেলা অনেক হইয়া গেল। আমরা ইতোমধ্যে বড় দেউল প্রদক্ষিণ করিয়া লইলাম। আমাদের অদৃষ্টে পাণ্ডা জুটিয়াছিল ভাল। সাধারণ পাণ্ডা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইঁহার কেবল পয়সা আদায়ের দিকে লক্ষ্য ছিল না। একস্থলে সিংহমূর্ত্তির উপর অশ্বারোহণ-ভঙ্গীতে উপবিষ্ট এক যোদ্ধ পুরুষের ক্ষোদিত চিত্র দেখাইয়া পাণ্ডা মহাশয় বলিলেন, "দেখিলেন বাবু, সেকালে আমাদের দেশেও ঘোড়া চড়িবার সময় সাহেবদের মত হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু বুট জুতা পরার রেওয়াজ ছিল'। আমরা হঠাৎ এরূপ মন্তব্যের প্রত্যাশা করি নাই, তাই পাণ্ডা মহাশয়ের কথায় বড় আনন্দ লাভ করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল যখন মন্দিরের পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা বিষয়ক অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে এই পাণ্ডা মহাশয় ও তাঁহার পিতাঠাকুর তাঁহার সহিত প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। বিবুধ সংসর্গের এমনিই মহিমা বটে! সাঞ্চী স্তূপের পশ্চিম তোরণে দক্ষিণ দিকস্থ স্তম্ভের বহির্ভাগে যে সকল কারুকার্য্য ও ক্ষোদিত চিত্র আছে তাহাতে সিংহাকৃতি লিওগ্রিফ্ আরূঢ় মনুষ্য-মূর্ত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে (৪৮)। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সার্ জন্ মার্সালের মতে এই সকল লিওগ্রিফ্ এবং পক্ষ-বিশিষ্ট জন্তু মূর্ত্তি, সমস্তই পশ্চিম এসিয়া হইতে আমদানি (৪৯)। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে না থাকুক খণ্ডগিরির গুহা-চিত্রে পক্ষযুক্ত হরিণ ক্ষোদিত আছে দেখিয়াছি। এ সকল নক্সা ব্যাবিলন, নিনেভে

(৪৮) Marshall's Guide to Sánchi, Plate IV.

(৪৯) Ibid, p. 44.

প্রভৃতি স্থান হইতে যে কি প্রকারে ভারতে আসিয়াছিল তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। যাঁহারা রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রচিত উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক বিরাট গ্রন্থ (Antiquities of Orissa) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের স্থানবিশেষে প্রাচীন উপানৎ-বিষয়ক আলোচনাপ্রসঙ্গে, বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরগাত্রস্থ চিত্রাদি হইতে সংগৃহীত, Wellington boot প্রভৃতির ন্যায় জানুদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ বিলাতী top-boot এর আকৃতিবিশিষ্ট উপানৎ বা 'সেকেলে' জুতার woodcut চিত্রের কথা, বোধ হয় সহজে বিস্মৃত হইবেন না। শুনিয়াছি ভুটান দেশের লোকেরা আজিও এই প্রকার কাপড়ের জুতা ব্যবহার করে। পিতার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডা মহাশয়ও যে একজন সমঝ্‌দার ব্যক্তি হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ডাঃ ব্লক্ (Dr. Bloch) প্রভৃতিকেও এই পাণ্ডাই মন্দির-সীমানার বহিঃস্থিত একটি উচ্চ মঞ্চ হইতে লিঙ্গরাজ-দেউল দর্শন করাইয়াছিলেন। মঞ্চটি এখনও বিদ্যমান। বঙ্গদেশের ছোট লাট প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ এই স্থান হইতে মন্দির দর্শন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার্ জন্ উড্‌বার্ণ প্রথমে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ভুবনেশ্বরে গমন করেন। ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরগুলি পুরাতত্ত্ব হিসাবে যে কত মূল্যবান তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রথমে ব্রহ্মেশ্বর, রাজরাণী, মুক্তেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর এই চারিটি মন্দিরের জীর্ণসংস্কারের আনুমানিক ব্যয় নিরূপণ করিতে আদেশ দেন, এবং এতৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্রাদি তাঁহার হস্তগত হইলে সমস্ত খরচা মঞ্জুর করেন। এই উপলক্ষে তিনি স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে জানাইয়া দেন যে, বৎসরে

৪০০৲ চারি শত টাকা করিয়া চাঁদা উঠিলে লিঙ্গরাজ মন্দির মেরামতের জন্য তিনিও সরকার হইতে তিন চারি বৎসর কাল প্রতিবৎসর ৪০০৲ চারিশত টাকা করিয়া মেরামত খরচা দিবেন (৫০)। প্রথম চারিটি মন্দির মেরামত করিতে ১৬০১৯ টাকা ব্যয় হয়। শুধু লিঙ্গরাজ মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার কার্য্যেই ২৮৬১ টাকা লাগিয়াছিল। উড্‌বার্ণ মহোদয় পুনরায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভুবনেশ্বর পরিদর্শনার্থ গমন করেন। তাঁহার এই দ্বিতীয়বার আগমন উপলক্ষে কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির মেরামতের ব্যবস্থা হয়। সার্ জন্ উড্‌বার্ণ ১৯০২ খৃঃ অব্দে আগষ্টমাসে শেষবার ভুবনেশ্বরে গমন করেন। তাঁহার কার্য্যকালে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুম্ফাগুলিও সংস্কৃত ও সংরক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া ৮৪০৭ টাকা ব্যয়ে সহস্রলিঙ্গ সরোবর, সারি দেউল ও ভাস্করেশ্বর মন্দির উত্তমরূপে মেরামত করা হইয়াছিল।

শিল্প ভাস্কর্য্যাদি লক্ষ্য করিতে গেলে ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির ও প্রাঙ্গণস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি দুই দিনেও দূরের কথা দুই মাসেও দেখিয়া শেষ করা যায় না।

অধ্যাপক ক—মহাশয়ের ন্যায় বিশেষজ্ঞ ও কলারসিক সঙ্গী পাইয়া আমার যে কিরূপ সুবিধা হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে।

মন্দিরের গাত্রে অঙ্কিত কতকগুলি লতাপাতা ও পশুপক্ষীর চিত্র আমাদের বড়ই কৌতূহলোদ্দীপন করিয়াছিল। এই 'লতা মণ্ডন' যে কত সুন্দর তাহা চিত্র হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

---

(৫০) Report of repairs by M. H. Arnott, preface.

অনেকস্থলে আবর্ত্তনভঙ্গীর শোভন সামঞ্জস্যে আমাদের বঙ্গদেশীয় কুললক্ষ্মীদিগের আলিপনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিয়া বড় দেউল, পরশুরামেশ্বর ও মুক্তেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন মন্দিরের গাত্রনিহিত চিত্রগুলির প্রাণিবৃত্তান্ত (Zoology) ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব কিছুই আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই। বরাহ, বর্হী, মৃগ, বানর, গোধা, মূষিক, শুক, রাজহংস ও অন্যান্য পশুপক্ষী ও সরীসৃপাদি সমস্তই এই সকল চিত্রমধ্যে বিদ্যমান (৫১)। লতা, পুষ্প প্রভৃতির চিত্রেও উড়িয়ারা বড় কম পারদর্শিতা লাভ করে নাই। পদ্মপুষ্পের আলেখ্যের ত অভাব নাই—কোনটি পূর্ণবিকচ, কোনটি অর্দ্ধস্ফুট, কোনটি বা কোরকমাত্র। আবার কোনও মন্দিরে টোপাপানার ন্যায় 'বড় ঝাঁঝি' প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ্, কোথাও বা লাউ-শশা-জাতীয় (Cucurbitaceous) লতার অন্তর্গত বহু বল্লরীর চিত্র নানা মনোজ্ঞভাবে স্থাপত্য অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ মিত্র সকল কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উদ্ভিদাদি চিত্রণ-পারিপাট্যে উড়িয়া শিল্পিগণ মিশরীয় ও আসিরীয় শিল্পীদিগের অপেক্ষা ভাল বই মন্দ নয়। উড়িয়া শিল্পী উদ্ভিদাদির ক্ষোদিত প্রতিরূপগুলি শিল্প-সৌন্দর্য্যের সহায়কমাত্র মনে না করিয়া মুখ্য অঙ্গ বলিয়াই বিবেচনা করিত এবং অন্য প্রাচীন জাতি অপেক্ষা ইহারা এই শ্রেণীর অলঙ্কার স্থাপত্য-শিল্পে অনেক অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছে (৫২)।

---

(৫১) Mitra's Indo-Aryans Vol. I, p. 99-101

(৫২) "The Uriya artists depended very largely on the beauty of vegetable forms.....and introduced them as

এক সিংহমূর্ত্তির বেলায় উড়িয়াগণ যা কিছু বিভ্রাট করিয়া বসিয়াছে; নতুবা তাহাদিগের হস্তক্ষোদিত হস্তী, বানর, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি সচরাচর দৃষ্ট জীবজন্তুর প্রতিকৃতি কোনটিই নিন্দনীয় নহে।

primary, and not as accessory, ornament in their architecture much more extensively than any other nation of antiquity." Mitra's Indo-Aryans, Vol. I, p. 98.

বিন্দুসাগর।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমরা স্থানীয় শাস্ত্রগ্রন্থাদিমতে মণিকর্ণিকাসমতুল্য বিন্দুসাগর তীর্থ দেখিতে চলিলাম। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের বিভিন্ন তীর্থের বারি বিন্দু বিন্দু গ্রহণ করিয়া তবে নাকি এই বিন্দু-সরোবরের উদ্ভব হইয়াছিল। তীর্থযাত্রীর নিকট বিন্দু-সরোবর ও ত্রিভুবনেশ্বর-লিঙ্গরাজ উভয়ই পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও অবশ্য দর্শনীয়। একাম্রপুরাণে স্বয়ং মহাদেব ভগবতী সন্নিধানে বিন্দুসাগরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—"অয়ি অম্বিকে! দেশকাল পাত্রভেদে যে পুণ্য আহৃত হয় তাহা অল্প হইলেও অক্ষয়; কিন্তু বিন্দুহ্রদ তীর্থে সবিশেষ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে এইরূপ কথিত আছে। অয়ি শঙ্করবল্লভে! বিন্দুহ্রদের পুণ্য মহিমা ও তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব, দেবতাবৃন্দ সকলে শ্রবণ করুন এবং তুমিও অবধান কর। ত্রিভুবনে যে সকল তীর্থক্ষেত্র, পুণ্যাশ্রম, কানন, কান্তার, নদ, নদী, সরীসৃপ, সরোবর, হ্রদ, কূপ, প্রপা (জলসত্র), গঙ্গাদি সরিৎ সমূহ, ক্ষীরোদাদি সমুদ্র ও জল প্রণালী আছে, তৎসমূহ, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে পুণ্যস্থলে মিলিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বের বিন্দু ক্ষরিত হয় বলিয়া যাহার নাম বিন্দু সরোবর তাহার ন্যায় পুণ্য তীর্থ আর কুত্রাপি নাই" (১)। একাম্র পুরাণের প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থ কপিল সংহিতায় বিন্দুসরোবরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে—

---

(১) দেশে কালে চ পাত্রে চ পুণ্যমপ্যল্পমক্ষয়ং।
বিশেষং পুণ্যমাখ্যাতং তীর্থে বিন্দুহ্রদেঽম্বিকে। ২১

"হে বিপ্রগণ! একাম্রকাননে যে বিন্দুসরোবর নামক তীর্থের কথা শোনা যায় তাহার বারি পান করিলে ও তাহার জলে স্নান করিলে মানবের আর নরকের ভয় নাই। বিন্দূদ্ভব সরোবর অপেক্ষা পুণ্যতর তীর্থ কখনো ত্রিলোকে ছিল না বা কখনো হইবে না। হে বিপ্রগণ! ঐ সরোবরের সলিল যে অমৃত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ঐ বিন্দূদ্ভব সরোবরে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি বৃষভধ্বজ মহাদেবের বিগ্রহ দর্শন করিবে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শিবতনুতে বিলীন হইয়া যাইবে" (২)।

মাহাত্ম্যং তস্য বক্ষ্যামি পুণ্যং বিন্দুহ্রদস্য চ।
শৃণুন্তু ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ত্বং চ শঙ্করবল্লভে ॥ ২২
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাশ্রমাণি চ।
কান্তারবননদ্যশ্চ গিরয়শ্চ সরীসৃপাঃ ॥ ২৩
সরাংসি হ্রদকূপানি নির্ঝরাঃ সাগরাঃ প্রপাঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ ক্ষীরোদাদ্যর্ণবাস্তথা।
স্রবন্তি যত্র বৈ সর্বে বিন্দুনালস্বরূপিণঃ [বিন্দুজালকরূপিণঃ ?] ॥২৪
বিন্দুঃ] স্রবন্তি [স্রবতি ?] বিশ্বস্য তেন বিন্দুসরঃ স্মৃতং।
ন তেন সদৃশং কিঞ্চিৎ পুণ্যতীর্থমুদাহৃতং ॥ ২৫

একাম্রপুরাণ, গোবিন্দরথ সম্পাদিত উড়িয়া সংস্করণ, (Cuttack Printing Company 1912.) পৃঃ ১২১।

(২) একাম্রকাননে বিপ্রস্তীর্থং বিন্দুসরঃ শ্রুতং।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ ন নরো নরকং ব্রজেৎ ॥
* * *
ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ তীর্থং বিন্দূদ্ভবাৎ পরং।
বিন্দূদ্ভবজলং বিপ্রা অমৃতং নাত্র সংশয়ঃ ॥
বিন্দূদ্ভবে নরঃ স্নাত্বা যুঃ পশ্যেদ্বৃষভধ্বজং।
[পশ্যেৎ বৃষভধ্বজং]
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবদেহে প্রলীয়তে।
কপিলসংহিতা Ms. A. S. B., p. 24.

বঙ্গদেশেও উড়িষ্যার এই তীর্থমাহাত্ম্য বড় কম ঘোষিত হয় নাই। শিবায়নে শিবের উক্তির মধ্যে দেখিতে পাই;—

"ইহাতে করিবে স্নান যেই সাধু জন।
আমার সাযুজ্য পাবে ওহে দেবগণ॥
বিন্দুহ্রদে স্নান করি মম লিঙ্গবরে।
দর্শন করিবে যেই অতি ভক্তিভরে॥
পাতক কদাচ দেহে না রহিবে তার।
মম লোকে যাবে অন্তে বচন আমার॥"

মন্দিরের পরই বড় দাণ্ড। বড় দাণ্ড অতিক্রম করিয়া বিন্দু-সাগরে যাইবার পথ। দুই পার্শ্বে দুই সারি দোকান; তাহার মধ্যে কোন কোনটিতে শুক্‌না বেগুণ, সারো (কচু) ও বৈত-কঁথারু (বিলাতি কুমড়া) বিক্রীত হইতেছে। তরিতরকারী বড়ই দুর্ম্মূল্য বলিয়া বোধ হইল। অপর একটি দোকানে সিদ্ধি-ঘোঁটা বাটির ন্যায় লাল পাথরের মোটা বাটি ও চন্দন-ঘষা 'পাটা' প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। শুনিয়াছিলাম, ভুবনেশ্বরে গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তিও (statuettes) বিক্রয় হয়। শ্রীযুক্ত হেভেল প্রস্তর খোদাই-(stone-carving) বিষয়ক সরকারী monograph পুস্তিকায় স্থানীয় ভাস্করদিগের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারাই ত অনেক পুরাতন মন্দিরের ভগ্ন অংশগুলি সরকারের ব্যয়ে সুন্দর ভাবে মেরামত করিয়া দিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত প্রদর্শক অভাবে আমাদিগের অদৃষ্টে তাহাদের শিল্পশালা দর্শন করা ঘটিয়া উঠিল না। স্থানীয় সূচী-শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে দেখিলাম, কতকগুলি কারুকার্য্য করা "বটুয়া" অথবা থলিয়া। উড়িয়াগণ সাধারণতঃ ইহার মধ্যে পান, মসলা প্রভৃতি

রাখিয়া থাকে। আমাদিগকে নূতন লোক দেখিয়া স্থানীয় দোকানদারেরা অসম্ভব রকম দাম চাহিয়া বসিল। মিষ্টান্নের দোকানে তেলে-ভাজা জিলাপীই বেশী, তাহাও আবার টাট্‌কা নহে; তবে পূর্ব্ব হইতে বায়না দিলে ভাল খাবার ও পাওয়া যায়। এই সকল দোকান দেখিতে দেখিতে আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে বিন্দুসাগর-তীরে উপস্থিত হইলাম। এই বিন্দুসরোবরের পূতসলিলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবগাহন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের করচায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে লিঙ্গরাজ দর্শন করিয়াছিলেন কেবল তাহাই লিখিত আছে—

"তার পর লিংরাজের মন্দিরে যাইয়া।
কি জানি কি ভাবে প্রভু উঠিল কান্দিয়া॥" (৩)

কিন্তু চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে দেখিতে পাই—

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্ত কাশীবাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দুসরোবর শিব স্থজিলা আপনি॥
শিব প্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষ করিলা অতি ধৈর্য্য॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিকে শিবধ্বনি করে অনুচর॥

* * *

(৩) গোবিন্দ দাসের করচা, Sanskrit Press Depository Edition, পৃঃ ৪৩।

নৃত্যগীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র॥ (৪)

চৈতন্য মঙ্গলেও এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"কাঠাতিপাড়া ধরণী ছাড়িঞা একাম্রবনে।
দেখিল ভুবনেশ্বর লিঙ্গ বিরোচনে॥
বিন্দুসরোবরে স্নান কৈল গৌরচন্দ্র।" (৫)

শ্রীমৎ মুরারি গুপ্তের করচায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ত্রিভুবনেশ্বর দর্শন ও একাম্র ক্ষেত্রে অবস্থানবিষয়ক বিবরণ একটু বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীমৎ মুরারি লিখিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেব ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া নতমস্তকে কৃত্তিবাসদেবকে বন্দনা করিয়াছিলেন। তিনি গদ্ গদ্ বচনে দেবাদিদেব গিরীশের স্তব উচ্চারণ কালে জনৈক শিবভৃত্য তাঁহাকে 'বরমাল্য গন্ধে' বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে বহির্গৃহে স্থান দিয়াছিল। সুখনিদ্রায় সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া, মহাপ্রভু পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিন্দুসরোবরে স্নান ও শ্রীভুবনেশ্বর দেবকে দর্শন পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীচৈতন্য প্রেমানন্দ পরিপ্লুত হইয়া তথায় সুখে সমাসীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ভক্তগণসঙ্কল্পিত বরান্ন ভোজনান্তর তিনি কৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান করিয়া সংহৃষ্টচিত্তে সুপ্তিমগ্ন হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব শূলপাণির মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্যের মনে উদয় হইতেই একজন ব্রাহ্মণ হস্তে মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নতমস্তকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া

(৪) ৺শিশিরকুমার ঘোষের সংস্করণ, পৃঃ ২৯৮।
(৫) চৈ, ম, উৎকলখণ্ড, পৃঃ ১০০।

অমৃতবৎ উহা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শিব নির্ম্মাল্য ভক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় অন্যতম ভক্ত, মহাতেজা, দামোদর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভৃগুশাপ হেতু শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিতে নাই তাহা জানিয়াও ভগবান কেন উহা ভক্ষণ করিলেন?" এ কথার উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাদিগকে ভেদবুদ্ধি পরিহার করিতে উপদেশ দিয়া, বুঝাইয়া দেন যে, 'স্বয়ম্ভু লিঙ্গসান্নিধ্যে হরিহরের ঐক্য বিষয়ে অভেদবুদ্ধি হইয়া পূজা করিলে কদাপি শাপগ্রস্ত হইতে হয় না এবং তথায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে লোকে রোগ মুক্ত হয়, স্থির সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং মোক্ষলাভ করিয়া থাকে"। (৬)। এইরূপে শ্রীচৈতন্য নিজ উদারতা গুণে নিজ অনুচরগণের মধ্য হইতে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাছে কেহ শিবের প্রসাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করে এই ভয়ে কপিলসংহিতাকারও লিঙ্গরাজের নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ বলিয়া প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, পুণ্য শঙ্কায় যদি কাহারও কর্ত্তৃক ইহা অনাদৃত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে সন্দেহ নাই। অদ্যাপি লিঙ্গরাজের প্রসাদ, জগন্নাথদেবের প্রসাদের ন্যায়, জাতিভেদমূলক স্পর্শদোষরহিত মহাপ্রসাদ বলিয়াই পরিগণিত (৭)। বিন্দুসাগর তীরে আপাততঃ আমাদের প্রসাদ

---

(৬) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতম্—শ্রীমৎ মুরারি গুপ্ত প্রণীতম্ অষ্টমসর্গ পৃঃ ১৩৬-১৩৭, নবমসর্গ পৃঃ ১৩৮-১৩৯-১৪০।

(৭) "মহাপ্রসাদং নৈবেদ্যমিতি প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ।
একাম্রকাননে বিষ্ণোর্দেহে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ॥
নৈবেদ্যং লিঙ্গরাজস্য পুণ্য শঙ্কাঞ্চ মা কৃথাঃ।
তদনাদৃত্য নরকং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"
কপিলসংহিতা, A. S. B. Ms. p. 26.

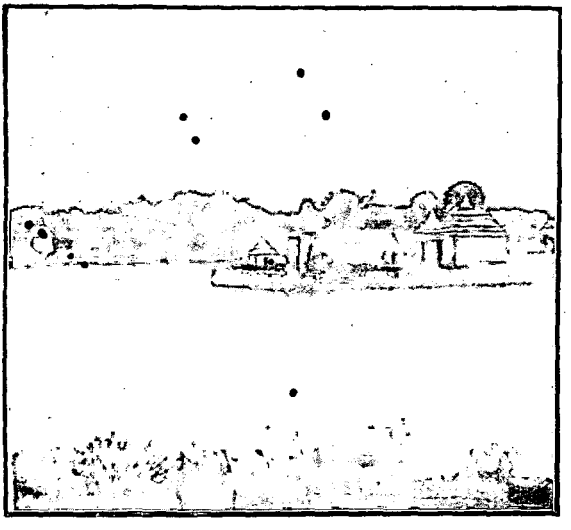
(চিত্র ২৭)



বিন্দু সাগর।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্র হইতে] [পৃঃ ৭৯

(চিত্র ২৮)



বিন্দুসাগর মধ্যস্থ দ্বীপ।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৮০

পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা আর কালক্ষেপ না করিয়া হ্রদে অবতরণ করিলাম। হ্রদের জল পঙ্কিলপ্রায়। এখন হ্রদ-নিহিত ভূমধ্যস্থ প্রস্রবণও এ আবিলতা দূর করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্বকালের সেই "দৃক্‌পেয় * * পান্থশ্রান্তিহরং সুধাজনিতনিস্যন্দানন্দদবপুঃ" প্রভৃতি বর্ণনা এখন কথামাত্রেই পর্য্যবসিত। দক্ষিণালুব্ধ পাণ্ডাদিগের উপদ্রবে দূরদেশাগত যাত্রী সুস্থ হইয়া এই পঙ্কিল জলে নামিয়াও যে স্নান করিবে, সে সুবিধা বিরল। আমরা অল্পদূর জলে নামিয়া পুনরায় তীরে ফিরিয়া আসিলাম। এত বড় পাথর-বাঁধান পুষ্করিণী আর কখনও দেখি নাই। বহু তীর্থযাত্রিসমাকীর্ণ এই বিশাল সরোবর দর্শন করিলে বাস্তবিকই মনে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, ভক্তকবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে,—

কোটি কোটি তীর্থযাত্রী করি প্রণিপাত।
খনিয়া তুলেছে তোমা, ওগো পুণ্যখাত॥

* * * *

কোটি কোটি পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য নিবেদন।
তব বক্ষে মন্দিরের করেছে সৃজন॥ (৮)

বিন্দুসাগরের দক্ষিণধারে জলের কিনারা পর্য্যন্ত পাথরের সিঁড়ি এখনও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে তবে অন্যান্য ধারে কতক কতক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জলের গভীরতা গড়ে ৬ ফিট হইতে ১০ ফিট মাত্র হইবে (৯)। পুরীর নরেন্দ্র-সরোবরের ন্যায়

---

(৮) শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কৃত পর্ণপুট, পৃঃ ৯৩-৯৪।

(৯) Puri Gazetteer p. 243. List of ancient monuments in Bengal গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিন্তু ১৬ ফুট অর্থাৎ ১০।১১ হাত জলের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, (Vide p. 254)।

বিন্দুসাগরের মধ্যস্থলেও একটি অতিক্ষুদ্র (৫০´×৬০´) দ্বীপ থাকায় সরোবর-শোভা বহুল বর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বীপমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্রমন্দিরে বিষ্ণুর স্নান-যাত্রাপর্ব্বোপলক্ষে যাত্রিগমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরমধ্যস্থ ফোয়ারা হইতে জলধারা পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক সুকৌশলে বিগ্রহগাত্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সরলপ্রকৃতি দর্শকেরা অনেকেই এ ঘটনা অলৌকিক বলিয়া মনে করে। বলা বাহুল্য, নিকটস্থ একটি মণ্ডপের উপরিস্থ আধারসঞ্চিত বারিরাশি ফোয়ারার নলমুখে নির্গত হইয়া বিগ্রহের এই স্নান-লীলা সুসম্পন্ন হয়। এ তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে তীর্থমহিমা ক্ষুণ্ণ হইবে, এই আশঙ্কায় বোধ হয়, সকল কথা সাধারণকে জানিতে দেওয়া হয় না। বিন্দুসাগরের স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল বারিরাশি বিশেষ নয়নানন্দকর বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ইহা দেব-মাহাত্ম্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একাম্র পুরাণের ৩য় অধ্যায় হইতে যে অংশ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন (১০) তাহাতে স্বয়ং মহাদেবের মুখে নিম্নলিখিত উক্তি প্রদত্ত হইয়াছে—"আমি মেঘেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া এখানে (একাম্রতীর্থে) অবস্থান করিব। এই হ্রদের (বিন্দু সাগরের) সুনির্ম্মল ও স্বচ্ছ জল আমার সদাই প্রীতিকর হইবে। এ সলিলে সকল পাপ ধৌত হইয়া যায়।" এখনও বিন্দুসাগরে মুমুক্ষু নরনারীর সমাগম দেখা যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালের সে Romance এর গন্ধ আর কল্পনার সাহায্যেও আনয়ন করা সহজ নহে। এখন আর সন্তরণরতা তরুণীগণ 'প্লবমান বৃদ্ধ কমঠীর' পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে তাঁহাদের

(১০) J. A. S. B. 1897, pp. 11—15.

লীলাতরণীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন না। কচ্ছপপ্রবর ডুব দিয়া পলাইতে গেলে, এখন আর তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিয়া তাহাকে ধরিতে যান না। বিলাসিনীবৃন্দের 'শাখামৃগের ন্যায় বিচিত্র জলক্রীড়াভঙ্গীতে' আর তটদেশে দর্শকবৃন্দের জনতা বৃদ্ধি হয় না। বিন্দু-সরোবরে জলকেলির এই অপূর্ব্ব বিবরণ "Epigraphia Indica" গ্রন্থে প্রকাশিত ক্ষোদিত লিপির পাঠ ও অনুবাদ হইতে গৃহীত। হিন্দু ষ্টুয়ার্ট নামে সুপরিচিত কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট (Col. Stuart) (১১) কর্ত্তৃক এই প্রস্তরলিপিখানি সংগৃহীত হইয়াছিল। লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের কন্যা, হৈহয়রাজ পরমারি অথবা পরমাদ্রির পত্নী চন্দ্রিকা দেবী, একাম্রকাননে এক বিষ্ণুমন্দির সংস্থাপন করিয়া, বলদেব, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার ('বলকৃষ্ণৌ সুভদ্রাঞ্চ') মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মন্দিরটি বিন্দু-সরোবরের তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া লিপিলেখক উমাপতি বিন্দু-সরোবরে অঙ্গনাগণের জলক্রীড়ার কথাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। অক্ষরের আকৃতি হইতে লিপিখানি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু লিপিমধ্যে চন্দ্রা বা চন্দ্রিকাদেবী কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মাণ কাল "ব্যোম-বিয়ৎ-ফণীন্দ্ররসনা-চন্দ্র" অর্থাৎ ১২০০ শক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখন ভুবনেশ্বরের একমাত্র বৈষ্ণব মন্দির, রাঢ়ীয় শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

(১১) ইনি পরবর্ত্তীকালে মেজর জেনারাল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮২৮ অব্দে ১লা এপ্রিল তারিখে কলিকাতার চৌরঙ্গীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। "বিগ্রহ অপহারক" বলিয়া ইনি তদানীন্তন সমাজে বড়ই অখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ হিন্দুমন্দিরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কথিত আছে, ষ্টুয়ার্ট গঙ্গাসাগরে (সাগরদ্বীপে) একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভট্ট ভবদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনন্ত বাসুদেবের দেউল (১২)। লিপিকথিত মন্দিরের আর চিহ্নমাত্রও নাই। সাধারণের স্মরণপথ হইতে উহা বহুপূর্ব্বেই অপসৃত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য সরকার হইতে ব্যবস্থা না হইলে, আরও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির বোধ হয় এই দশাই প্রাপ্ত হইত। ওড্রকলা-লক্ষ্মীর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিলে বাস্তবিকই রাজা রাজেন্দ্রলাল ধৃত Thomas Browne এরি ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—"Oblivion reclineth on her pyramids turning old glories into dreams."

---

(১২) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে রাজারাণী দেউলটিও বৈষ্ণব মন্দির।

অনন্ত বাসুদেব।

আমরা ভুবনেশ্বরের মন্দির লিঙ্গরাজ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া বন্ধুবর র—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরেও গিয়াছিলে?" কেবল দেশ বেড়াইতে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু তীর্থ-কর্ত্তব্যাদি সম্পাদন করিতে হইলে পুরাণোক্ত নির্দ্দেশ-অনুসারে অগ্রেই এই বিষ্ণু-মন্দির দর্শন করা বিধেয় (১)। কপিল সংহিতার একাদশ অধ্যায়-পাঠে জানা যায় যে শিবের এই তীর্থে আগমনের পূর্ব্বে বাসুদেব ও অনন্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (২)। কিম্বদন্তী-মতে বিষ্ণুই মহাদেবকে এই স্থানে তাঁহার গুপ্ত আবাস সংস্থাপন করিতে অনুমতি প্রদান করেন (৩)। সেইজন্য লিঙ্গরাজের পূজার পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরের এই একমাত্র বিষ্ণুমন্দিরে অনন্ত ও বাসুদেবের অনুমতি-গ্রহণ-উদ্দেশ্যে পূজার্চ্চনা করিতে হয়। বিন্দুসাগরে স্নান ও পিতৃ-তর্পণাদি না করিয়া এবং যথারীতি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অর্দ্ধ-পাপহরা দেবীর পূজা সমাপন না করিয়া কোনও পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীই লিঙ্গরাজ দেবকে দর্শন করার অধিকার লাভ করেন না। সম্ভবতঃ এই প্রচলিত বিধি ও পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতি হইতে সাধারণের

---

(১) "তস্মাদ্বিন্দুহ্রদে স্নাত্বা দ্রষ্টব্য পুরুষোত্তমঃ। দেবী পাপহরা চৈব দ্রষ্টব্যা সাবধানতঃ"। শিবপুরাণ ২য় অধ্যায় quoted in J, A. S. B.Vol. VIII, 1972. p. 343.

(২) কপিলসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ২২ পৃঃ, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি।

(৩) Ant. Orissa, Vol. II. p. 62.

বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভট্ট ভবদেবের এই মন্দির লিঙ্গরাজ দেউল অপেক্ষাও প্রাচীন।

পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ব্রহ্মপুরাণে অনন্ত বাসুদেবের যে 'গুহ্য বৃত্তান্ত' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কলিযুগের কোন মন্দিরনির্ম্মাতার উল্লেখ দেখা যায় না এবং উহা যে একাম্রক্ষেত্রে অবস্থিত এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও কোথাও নাই (৪)। ভৌগোলিক অবস্থান-প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের (৫) উল্লেখ এবং স্বর্গদ্বার দর্শন ও সমুদ্রস্নানের কথা হইতে বুঝা যায় যে পুরীতীর্থের মন্দিরটির বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্তর্গত অনন্ত বাসুদেবের ক্ষুদ্র মন্দির সাধারণের নিকট সেরূপ সুপরিচিত নহে, এবং কপিল সংহিতা প্রভৃতি তীর্থ-মাহাত্ম্য বিষয়ক গ্রন্থে একাম্রক্ষেত্রের এই জনার্দ্দন মূর্ত্তিরই বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে, দেখিতে পাই।

'একাম্রে পরমং ব্রহ্ম বাসুদেবেতি সংজ্ঞকঃ।
ভাতি পাষাণ-বপুষা মুক্তিদোমুরনাশনঃ॥
কৃত্বা কার্য্যমকার্যং বা দৃষ্ট্বৈকাম্রে জনার্দ্দনং।
নরো বৈকুণ্ঠমাপ্নোতি নান্যথামুনিসত্তমাঃ॥' (৬)

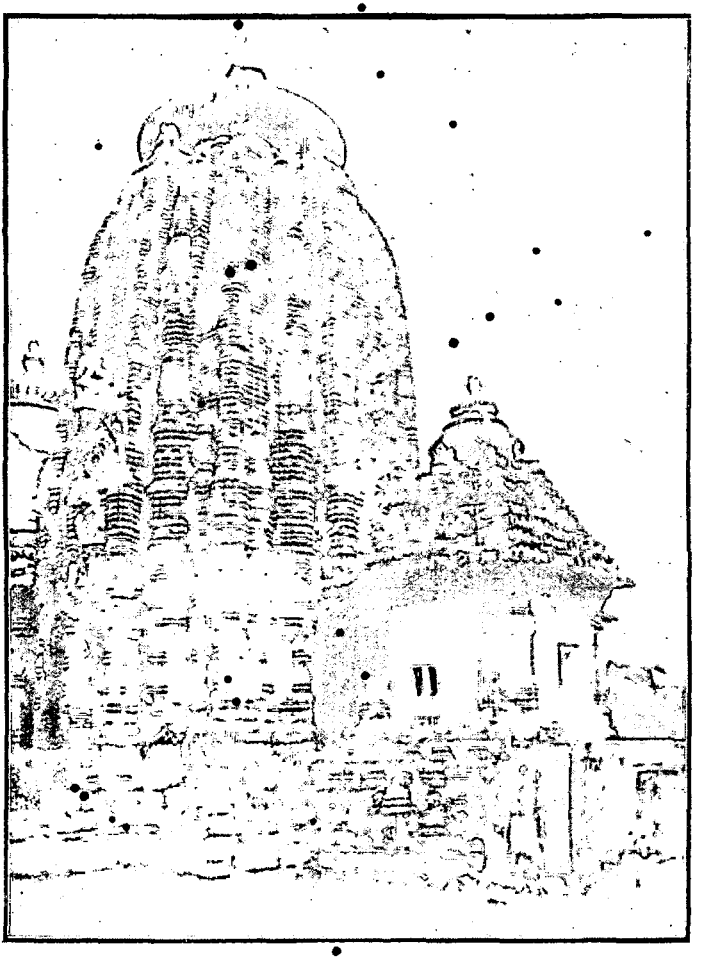
ব্রহ্মপুরাণে কিন্তু একাম্রক্ষেত্র বিষয়ক ৪১ অধ্যায়ে কোথাও অনন্ত বাসুদেবের উল্লেখ নাই সুতরাং মনে হয়, যে এই ব্রহ্মপুরাণোক্ত অনন্তবাসুদেব ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব না হওয়াই

(৪) ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৬৭ অধ্যায়, পৃঃ ৬৯০—৬৯৩; ঐ, ঐ, ৪৫ অধ্যায়, ৮৬ ও ৮৭ শ্লোক, পৃঃ ২৩১।

(৫) ঐ পৃঃ ৬৯৩।

(৬) কপিল সংহিতা, এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি, পৃঃ ৩০।

(চিত্র ২৯)



অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের শিখর দেশ।
(দক্ষিণ পশ্চিম হইতে)
[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে] [পৃঃ ৮৫

সম্ভব। ব্রহ্মপুরাণের প্রাগুক্ত অংশ রচনাকালে সম্ভবতঃ ভুবনেশ্বরের এ মন্দিরটি নির্ম্মিত হয় নাই, কপিল সংহিতা পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া ইহাতে এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে (৭)।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত বৃত্তান্তে বিশ্বকর্ম্মা এই বিগ্রহ মূর্ত্তির নির্ম্মাতা, এবং প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং দেবরাজ। মেঘনাদ ইন্দ্রপুরী অধিকার করিলে পর অনন্তবাসুদেব মূর্ত্তি লঙ্কায় আনীত হয় এবং বিভীষণ উহা ভ্রাতার নিকট হইতে চাহিয়া লন। রামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয়ের পর অযোধ্যাপুরীতে এই মূর্ত্তি আনয়ন করেন এবং 'দুর্লভ বৈষ্ণব পদে' প্রবেশ-কালে সমুদ্ররাজকে উহা প্রদান করেন। পরে 'কাংসাদি দুষ্ট রাজগণকে বধার্থ' সঙ্কর্ষণসহায় ভগবান কৃষ্ণ বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হইলে, "সরিৎপতি সমুদ্র কোনও কারণান্তরে" জল হইতে এই প্রতিমা উদ্ধার করেন। দ্বাপরযুগের এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াই পুরাণ-কার অনন্ত বাসুদেব-মাহাত্ম্য সমাপ্ত করিয়াছেন। মন্দিরটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই হয়তো কপিল-সংহিতা রচয়িতা পাছে উহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে লিখিয়াছেন যে যদি কেহ 'আমি একাম্রক্ষেত্রে গিয়া পুরুষোত্তম-দেবকে দর্শন করিব' এই কথা কয়টি মাত্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি বিষ্ণুপুর গমন করে (৮)।

রা—বলিলেন, "তীর্থযাত্রী হিসাবে না হইলেও আর এক কারণে

---

(৭) ব্রহ্মপুরাণে একাম্রক্ষেত্রস্থ অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের বর্ণনা না থাকিলেও ভাস্করেশ্বর নামক অপর একটি মন্দিরেরও উল্লেখ দেখা যায় (৪১ অধ্যায়, ৭৭ শ্লোক, বঙ্গবাসী সংস্করণ)। বৃহদায়তন শিবলিঙ্গবিশিষ্ট এই দেউলটি অদ্যাপি ভুবনেশ্বরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৮) "একাম্রকং গমিষ্যামি দ্রক্ষ্যামি পুরুষোত্তমং। ইত্যুচ্চরতি যস্যাস্যে সোঽপি বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥" কপিলসংহিতা (A. S. B. Ms.), পৃঃ ২৯।

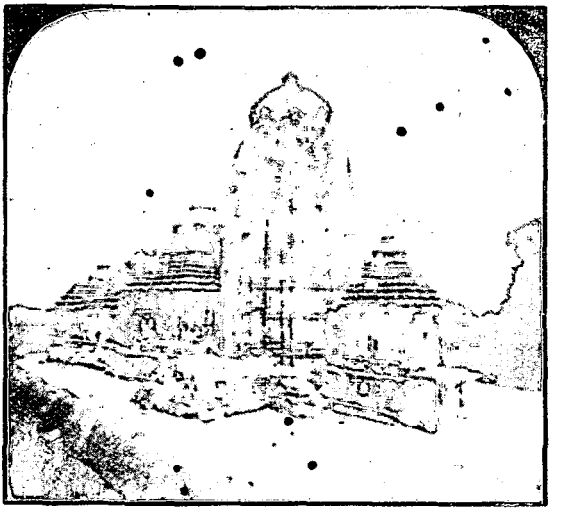
এই মন্দিরটী বাঙ্গালীর অবশ্য-দ্রষ্টব্য। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ভট্ট ভবদেব রাঢ়ীয় শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গদেশে সাবর্ণ চৌধুরীদিগের বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান" (৯)।

র—ভায়ার এ কথা শুনিয়া আমাদেরও বিশেষ আগ্রহ জন্মিল; বলিলাম, "আজ বৈকালেই তুমি আমাদিগকে সেখানে সঙ্গে লইয়া চল।"

মন্দিরে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অমিয়া প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মন্দির-মর্শনের জন্য জনৈক পাণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। সে ব্যক্তি একটি আলো লইয়া আমাদিগকে মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিল। প্রাঙ্গণটি আগাগোড়া বালিয়া ও মুগ্‌নি পাথরের টালি দিয়া বাঁধান। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন বহুসংখ্যক খণ্ডালাইট (Khondalite) জাতীয় প্রস্তরের খণ্ডও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে (১০)। মন্দিরের চারিদিকে ৯ ফিট্ উচ্চ ল্যাটেরাইট্ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর। এই চৌহদ্দিভুক্ত সমগ্র ভূ-খণ্ডের পরিমাণ ·৩০৩ একর্—স্কোজা হিসাবে প্রায় এক বিঘা আন্দাজ হইবে। আসল মন্দিরটি যে জমির উপর অবস্থিত তাহার পরিমাপও ·০৮২ একরের কম নহে। এ মন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী ঠিক লিঙ্গরাজ মন্দিরেরই অনুরূপ। খোদাই কাজ ও নক্সা প্রভৃতিতে পদে পদে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, যেন বড় দেউলের ইহা একটী ছোট-খাট সংস্করণ মাত্র। তবে একটু তফাৎ এই যে অন্যান্য দেব-মন্দিরগুলি পূর্ব্বদ্বারী; কেবল এই দেউলটীরই তোরণ পশ্চিম মুখে অবস্থিত। ভারতবর্ষে মন্দিরাদি হউক বা আবাস-গৃহই হউক

(৯) J. A. S. B. Vol. VIII, 1912, p. 340.
(১০) M. Ganguli's Orissa, p. 370.

(চিত্র ৩০)



অনন্ত বাসুদেব মন্দির।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ৮৬

বায়ু ও আলোকের অবাধ চলাচলের জন্য এবং সম্ভবতঃ স্বাস্থ্য-সংরক্ষণকল্পে, পূর্ব্বদ্বারী করিয়াই নির্ম্মিত হইত; শিল্পশাস্ত্রে মতে নরসিংহ অবতার ব্যতীত বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের মন্দিরগুলি পূর্ব্ব-দ্বারী করিয়া নির্ম্মাণ করার নির্দ্দেশ দেখা যায় (১১)। ডাক্তার লেবঁ (Le Bon) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ উদীয়মান সূর্য্যের সম্মুখীন থাকেন এই উদ্দেশ্যেই প্রধান দ্বার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত হইত। সাধারণ রীতির এই ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে যে কি কারণে ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

দেখিলাম, প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রাচীরের ভিতরের দিকে দুইখানি শিলালিপি সংলগ্ন রহিয়াছে। একখানি ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি এবং অপরখানি স্বপ্নেশ্বর কর্ত্তৃক মেঘেশ্বরদেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠাবিষয়ক। এই লিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত বর্ণমালা, বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর সমূহের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত; দ্বিতীয় ও চতুর্থ নৃসিংহদেবের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির ন্যায় দস্তর মত বাঙ্গলা হরফ্ নহে (১২)।

প্রধান মন্দিরের চারিটি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত; তাহার মধ্যে দুইটী ভগ্নদশাপন্ন। আমরা মন্দির দর্শন-কালে কোনও পাণ্ডাকে পশ্চিমদিকস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরটীতে পাক করিতে দেখিয়া-

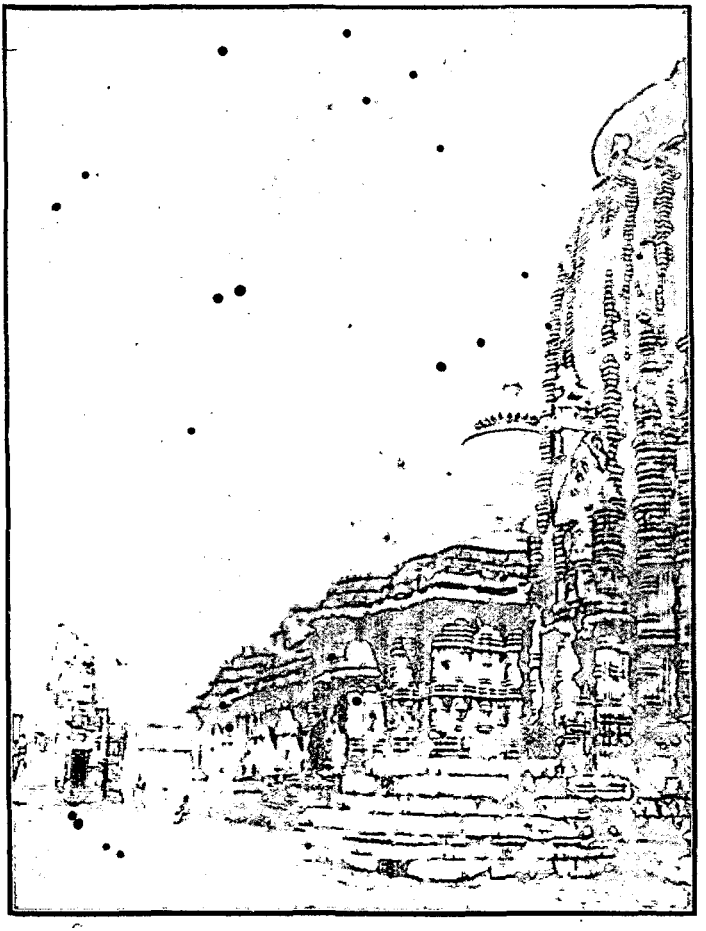
---

(১১) 'মানসার' শিল্পশাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে—"পূর্ব্বকে শ্রীকরং প্রোক্তং নারায়ণমথাপি বা। গ্রামস্যাভিমুখং বিষ্ণুং নারসিংহং পরাঙ্মুখম্॥" (M. A. Ananthalwar's Indian Architecture, pp. 147—148. Book I, Chap IX.) কিন্তু শিবালয়গুলি যে পশ্চিম দ্বারীও হইতে পারিত 'মানসার' গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

(১২) R. D. Banerji's The Origin of the Bengali Script, p. 6.

ছিলাম। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের স্বতন্ত্র পাকশালা নির্দ্দিষ্ট থাকায় র-ভায়া প্রাচীন মন্দিরের এরূপ অপব্যবহার অন্যায় বলিয়া বিশেষ অনুযোগ করিলেন। পাণ্ডা মহাশয়ও লজ্জিতভাবে প্রতিশ্রুত হইলেন যে তিনি আর কখনও সে মন্দির এরূপভাবে ব্যবহৃত হইতে দিবেন না। বস্তুতঃ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে মধ্যযুগের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তিস্তম্ভগুলি এখনও অনেকাংশে অল্পায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে। মন্দিরের চারিটি অংশ (১)—শিখর (২)—জগমোহন (৩)—নাটমন্দির (৪)—ভোগমন্দির। জগমোহনের দ্বারদেশে নবগ্রহ-প্রস্তর সংলগ্ন থাকায় অনুমান হয় যে নাটমন্দিরটী পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, যেহেতু মন্দিরের পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপাদির দ্বারদেশেই সাধারণতঃ এ প্রস্তর সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। নাটমন্দিরের অবস্থান হেতু মন্দিরের অন্তর্দ্দেশ বড়ই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার গঠনও নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের; সেজন্য উহা পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়াই ধারণা জন্মে। ভোগমণ্ডপে অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতির ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাই মহাপ্রসাদ বলিয়া পরিগণিত। জগন্নাথ ও লিঙ্গরাজের প্রসাদের ন্যায় অনন্ত বাসুদেবের প্রসাদও জাতিভেদজনিত স্পর্শদোষে কলুষিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য মন্দিরের প্রাচীনত্বের একটী সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন। রাজা রাজেলাল মিত্র ভোগমণ্ডপটিও পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই; কেবল দেওয়ালের পন্‌থের কাজেই যাহা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। শিখর ও জগমোহনের গাত্রের খাঁজ ও কুলঙ্গিতে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আছে, কিন্তু নাটমণ্ডপে এরূপ একটীও

(চিত্র ৩১)



অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

(দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে)

[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে] [পৃঃ ৮৮

মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। রাজা রাজেন্দ্রলাল কলস পর্য্যন্ত শিখরাংশের মাপ ৬০ ফিট্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর মহাশয়ের মতে বিমানের উচ্চতা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হওয়াই সম্ভব। শিখরের সহিত সংলগ্ন ছোট ছোট তিনটী মন্দির আছে। এগুলি জগমোহনের ন্যায় প্রবেশ-প্রকোষ্ঠরূপেই (vestibule) ব্যবহৃত হইত। শিখরের ও জগমোহনের চারিধারে দুই সারি করিয়া কুলঙ্গী। শিখরদেশের ঊর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত মধ্যভাগের দুই পার্শ্বে পোস্তাবন্দীর (buttress) মত তিনটী করিয়া উদ্গত অংশ রহিয়াছে। খাঁজগুলি আমলক হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তবে ঊর্দ্ধভাগে, কুলঙ্গীর পরিবর্ত্তে, উহাতে একসারি করিয়া বিমানের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিরূপ গঠিত হইয়াছে।

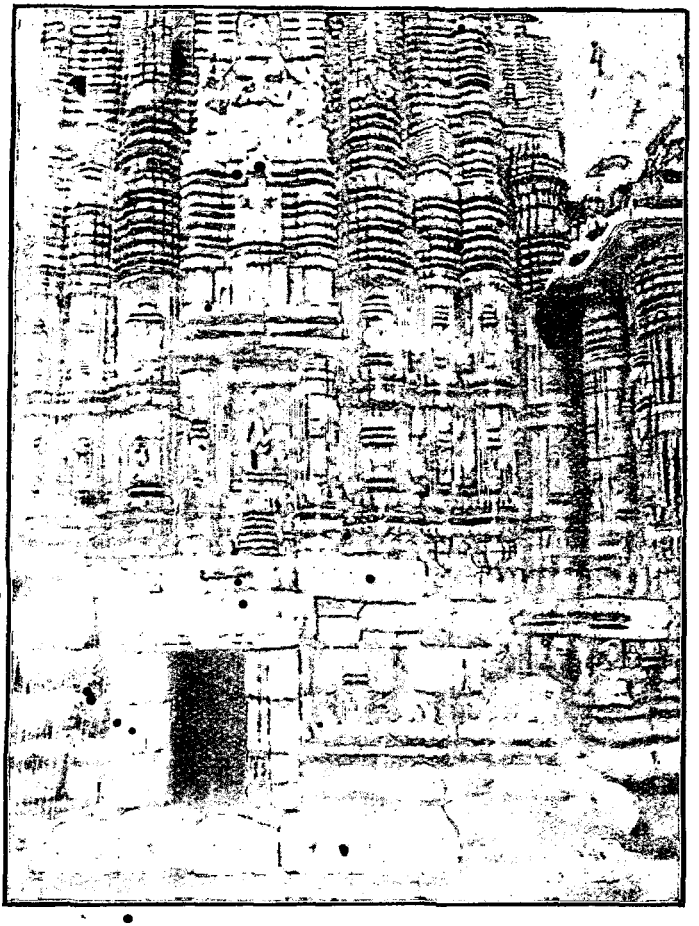
জগমোহন, নাটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ "পীড়" শ্রেণীর দেউল। সবগুলিরই ছাদ পিরামিডাকৃতি। এই ছাদগুলি অটুটভাবে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এক দেওয়াল হইতে অপর দেওয়াল সর্য্যন্ত লম্বমান লোহার স্থূল কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি অনেক স্থলেই একবারে ভিত্তিভূমি হইতে উঠিয়াছে, দেখা যায়। বাহির হইতে 'মেজে থামাল' করিয়া গাঁথিবার নিয়ম সকল ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে 'রেখা' (বিমান) ও জগমোহন অংশে পোঁতা পর্য্যন্ত গাঁথনির দুইটী বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। তাহার মধ্যে একটির বহিঃসীমা অপরটি হইতে প্রায় একফুট্ আন্দাজ ভিতরের দিকে সরিয়া গিয়াছে। এই দুইটি স্তর যথাক্রমে 'তলপৃষ্ঠ' ও 'খুর পৃষ্ঠ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১৩)। বৈষ্ণব মন্দির

(১৩) M. Ganguly's Orissa, p. 370.

বলিয়া খুর পৃষ্ঠাংশে পদ্মদল ক্ষোদিত হইয়াছে। মন্দিরের জগমোহন সমচতুষ্কোণ। বাহিরের ধারের মাপ ৩৩ ফিট্ ও ভিতর দিকের মাপ ১৯ ফিট্ করিয়া। জগমোহনের দুইপার্শ্বে দুইটী দুয়ার। তৃতীয় দুয়ারটী দিয়া নাটমণ্ডপে যাওয়া যায়। গর্ভগৃহ ও জগমোহনের মধ্য দেশে কিন্তু একাধিক দ্বার নাই। নাটমণ্ডপের দুইধারে তিনটী করিয়া দরওয়াজা আছে। সপ্তম দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ভোগমণ্ডপে প্রবেশ করা যায়। এই দুয়ারটি ব্যতীত ভোগমণ্ডপের উভয় পার্শ্বে তিনটী-তিনটী করিয়া ছয়টী দুয়ার আছে; সুতরাং বাহিরে না আসিয়া মন্দিরের একাংশ হইতে অন্যাংশে যাওয়ার বিশেষ কোনও অসুবিধা ঘটে না। নাটমণ্ডপের বাহিরের অংশের পরিমাপ ২৯×২৪ ফিট্ এবং ভিতরের মাপ দৈর্ঘ্যে ২৭ ফিট্ ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৬ ফিট্ ৯ ইঞ্চি। ভোগমণ্ডপের বহির্দ্দেশ ও অন্তর্দ্দেশ যথাক্রমে ২২×১৯ ফিট ও ১৯×১২-৬ ফিট। বিমানের উত্তর-দিকের খাঁজে বিষ্ণুর একটি ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি আছে, কিন্তু উহার মস্তক, পদদ্বয় ও চারিটী হস্তের দুইটী হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে একটী পদ উপর দিকেই উত্তোলিত ছিল (১৪)। দক্ষিণ দিকের দুইটী হস্তের মধ্যে উপরটিতে চক্র ও নিম্নেরটিতে শঙ্খ এখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি অনুচর,—একটীর হস্তে পদ্ম পুষ্প ও অপরটী বাদ্যযন্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকের কুলঙ্গিতে বরাহ-মূর্ত্তি অনন্তের পৃষ্ঠে সমাসীন। বরাহদেবের মস্তকাবরণের একটু বিশেষত্ব আছে। এ খাঁজটিতে উড়িষ্যার সুপরি-

(১৪) Ibid, p. 371.

(চিত্র ৩২)



অনন্ত বাসুদেব মন্দির।
শিখর গাত্রে ভাস্কর্য্য ও ক্ষোদিত চিত্র।
[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে] [পৃঃ ৯০

চিত প্রথানুযায়ী ত্রিপত্র খিলান ও উপরে একটি 'কীর্ত্তিমুখ' দৃষ্ট হয়। এই স্থানে বেশ স্বাভাবিক ভাবে খোদিত দুইটী রাজহংসের চিত্রও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমানাংশে দিক্‌পতি বা দিক্‌পাল-দিগের মূর্ত্তিসমূহ যে সকল খাঁজে অবস্থিত, তাহার ঠিক উপরিভাগের কুলঙ্গীগুলিতে তাহাদিগের স্ব স্ব শক্তিগণের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; আকৃতিগত সাদৃশ্যে ও বিশেষ বিশেষ বাহনাদি হইতে ইঁহাদিগকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায় (১৫)। জগমোহনের ছাদের সম্মুখ-ভাগে স্তম্ভোপরি সন্নিবিষ্ট ত্রিকোণাকার গাঁথুনি অংশ (pediment) বহু স্থাপত্য-অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন। উহার উত্তরাংশে অবস্থিত ক্ষোদিত চিত্রসমূহের মধ্যে পঞ্চফণাযুক্ত নাগ ও নাগিনী মূর্ত্তি, স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তিসমূহ, হস্তীশ্রেণী, ঘোড়ার মিছিল, পাল্কী ও বেহারার চিত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভোগমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারের দুই পার্শ্বের কুড্যস্তম্ভের (pilaster) গাত্রে উঁচু করিয়া খোদা, পদ্মাসনো দণ্ডায়মান দুইটী বিভিন্ন প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে। বামদিকের মূর্ত্তিটী গুম্ফযুক্ত। এ মূর্ত্তির শিরো-ভূষণে যথেষ্ট কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং দেহেও অলঙ্কারের অভাব নাই। গলদেশে মধ্য-মণিযুক্ত হার এবং বাহু, প্রকোষ্ঠ ও পদদ্বয়ে বিভিন্ন অলঙ্কার নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত। চারিহস্তের মধ্যে দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে চক্র ও মাল্য এবং বাম দিকের হস্ত দুইটীতে শঙ্খ ও গদা রহিয়াছে। দক্ষিণদিকের বিষ্ণুমূর্ত্তি গুম্ফযুক্ত নহে। ইহার ডাহিন্ পার্শ্বের নীচের হাতটি বামদিকের গদাধৃত হাতটীর উপর "আশীর্ব্বাদ মুদ্রায়" বিন্যস্ত। এই দুয়ারের ঠিক বাম পার্শ্বে সংলগ্ন একটী দণ্ডায়মান স্থূলোদর

---

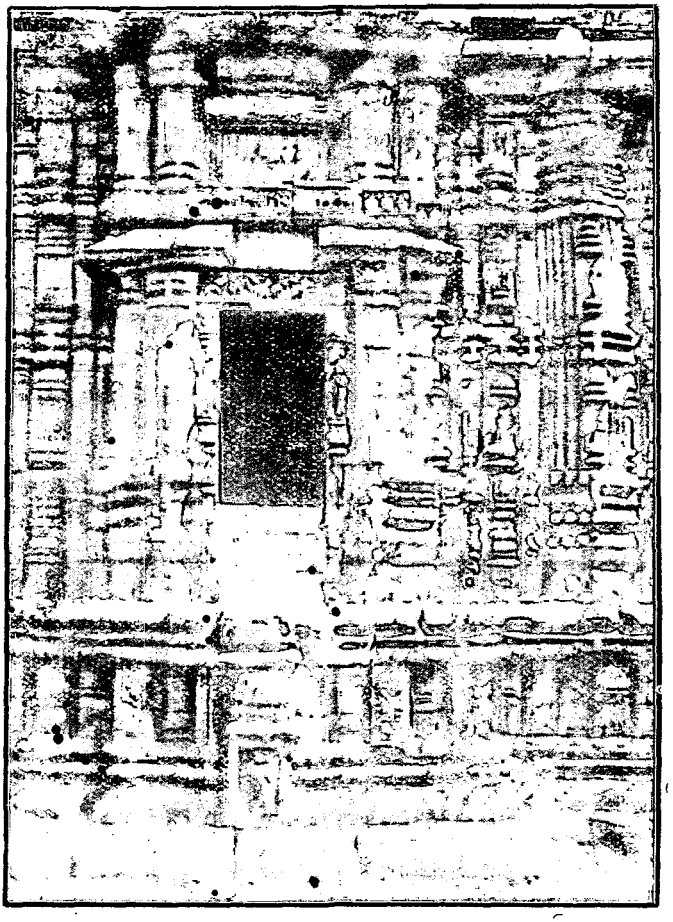
(১৫) Ibid, p. 372.

মূর্ত্তির শিরোদেশে কতকগুলি সর্পমুখ ক্ষোদিত দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তির অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নিম্নাবস্থিত দক্ষিণ হস্তটিতে পদ্মপুষ্প দেখিয়া ইহা শৈব মূর্ত্তি কি বিষ্ণুমূর্ত্তিরই প্রকার-ভেদ, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। ভোগমণ্ডপের উত্তরের দ্বারে কোনও রূপ ক্ষোদিত চিত্র দেখা যায় না।

এ মন্দিরে জান্তব মূর্ত্তির অভাব নাই। ক্ষোদিত চিত্রের হস্তীগুলি কোণার্ক মন্দিরের আলম্বনস্থ হস্তীসমূহেরই ন্যায় স্বাভাবিকভাবে সন্নিবিষ্ট। 'হনুমন্ত লতা' নামে অভিহিত স্থাপত্য অলঙ্কারের (১৬) লতামধ্যস্থ বানরমূর্ত্তিগুলিও বড়ই সুন্দর। পার্শ্বদেবতার ক্ষোদিত মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে অবস্থিত রাজহংসের চিত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্য চিত্রের মধ্যে দক্ষিণদিকে জগমোহন-গাত্রস্থ মধ্যকার কুলঙ্গীর মৎস্য ও মকর অলঙ্কারগুলিতে (arabesques) যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ভাস্কর্য্য-বিষয়ক প্রসঙ্গে যে সকল লতামণ্ডনাদির চিত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই অন্তর্গত 'ফুললতা' নামক একপ্রকার নক্সার ব্যবহার এ মন্দিরের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ নক্সায় লতার ফাঁকে ফাকে বিভিন্ন জন্তুর চিত্র সুকৌশলে বসান রহিয়াছে। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরও জগমোহন-গাত্রস্থ লতাপাতা ও অন্যান্য কারুকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে চিত্র-ব্যতিরেকে, শুধু ভাষার সাহায্যে, এ মন্দিরের প্রকৃত বর্ণনা সম্ভব নহে। এসিয়াটীক সোসাইটির পত্রিকায় স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের প্রকাশিত ভট্ট ভবদেব প্রবন্ধে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের ভাস্কর্য্য-সম্পদের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৬) Ganguly's Orissa, p. 377.

(চিত্র ৩৩)



অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের জগমোহন অংশে ভাস্কর্য্য নিদর্শন।

[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে] [পৃঃ ৯২

নাটমন্দিরের ভিতর স্তম্ভের উপর মুগ্‌নি রাথরের একটী গরুড় মূর্ত্তি আছে। মণিকোঠা অথবা গর্ভগৃহটী বড়ই অন্ধকার, ভিতরে দিবারাত্রি টিম্ টিম্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ইহাতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরস্থ দেবতার মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল অনন্ত (বলরাম) এবং বাসুদেব (কৃষ্ণ) শুধু এই দুইটী বিগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তৃতীয় কোন মূর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই (১৮); কিন্তু ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে অনন্ত, বাসুদেব ও নৃসিংহ এই তিনটি মূর্ত্তি সংস্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই তিনটি মূর্ত্তিই লক্ষ্য করিয়া (১৯) এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলির গঠন সেরূপ সুন্দর নহে। উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফিট্ পরিমাণ হইবে। অনন্ত নামধেয় বাসুদেবের শিরোপরি বহুসংখ্যক সর্পফণা চন্দ্রাতপের ন্যায় বিন্যস্ত। তিন দেবতার মন্দির হইলেও সাধারণতঃ ইহা বিষ্ণুমন্দির বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ইহা বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কথিত ব্যূহবদ্ধ পূজা প্রণালীর অন্যতম দৃষ্টান্ত (শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য) (২০)। অনন্ত ও বাসুদেবের

---

(১৭) Ant. Oriss. Vol. II. p. 62.

(১৮) Ganguly's Orissa, p. 369.

(১৯) J A. S. B. 1912 Vol VIII. p. 338.

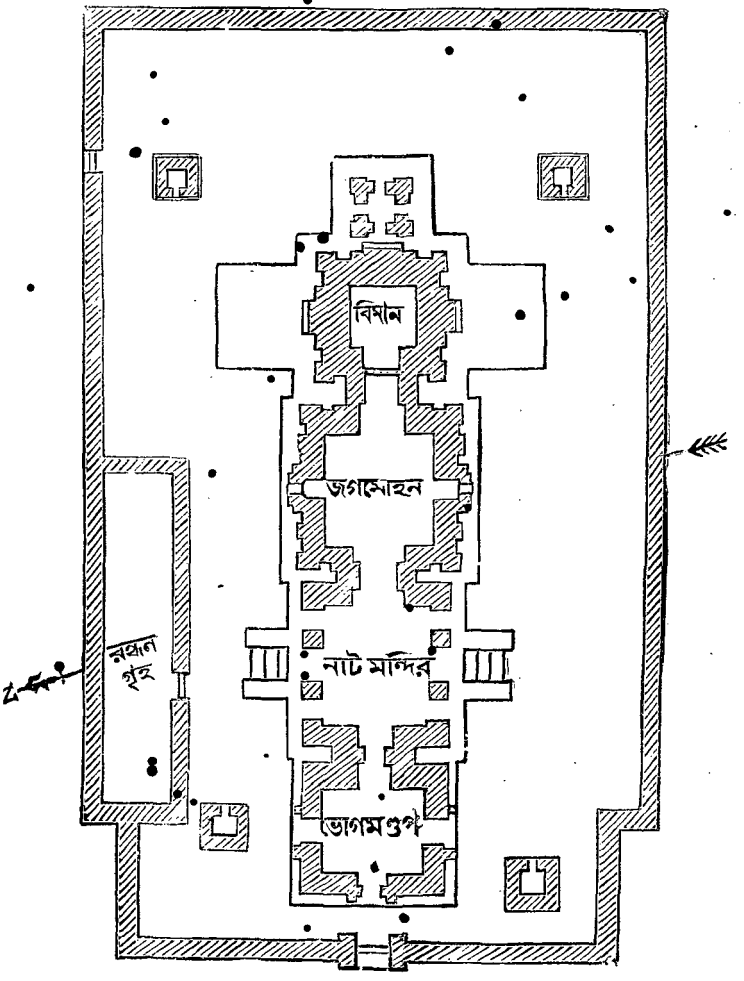
(২০) পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী ব্যূহবদ্ধ উপাসনা প্রণালী ভারতের পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশেই অধিক পরিচিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ Dr. Otto F. Schrader প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে (Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita, pp. 35-36, 144-145)।

প্রতিষ্ঠাকালে সম্মুখে একটী বাপী (জলাশয়) খনিত হইয়াছিল এবং দেবত্রয়ের পরিচর্য্যার জন্য মন্দিরের সেবিকা স্বরূপ একশত অঙ্গনা নিয়োজিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে বিন্দুসরোবর ব্যতীত অপর কোনও জলাশয় নাই। তাই লিপি-বর্ণিত 'বাপী' বিন্দুসরোবরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান বিন্দুসাগর যে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পরে রচিত, এইরূপই অনুমিত হয়। জলাশয়টী এখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত; দেবদাসীরাও আর নাই বটে—কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব-মন্দির এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুইজন বিখ্যাত বিদেশী লেখক উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যে অশ্লীলতার বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই এ দোষ বিশেষভাবে বিদ্যমান (২১)। শৈবদিগের কঠোর আরাধনাপ্রণালীতে বৈষ্ণবদিগের মধুর রসের স্থান নাই (২২)। রাজা রাজেন্দ্রলাল ইহার প্রতিবাদ-কল্পে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই সুবৃহৎ ও বহু কারুকার্য্য-সমন্বিত মন্দিরে একটীও সেরূপ আপত্তিজনক মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। সুধী রাজেন্দ্রলাল যথার্থই বলিয়াছেন যে শিল্পীর নিজের রুচি এবং মন্দিরে অল্প বা অধিক পরিমাণ ভাস্কর্য্য-অলঙ্কার ও চিত্রাদি ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুসারে এই শ্রেণীর মিথুন মূর্ত্তি-সমূহের অল্প বা অধিক প্রাদুর্ভাব নির্দ্ধারিত হইত (২৩)। বৈষ্ণব মন্দিরের মধ্য জগন্নাথ মন্দিরে এবং কোন কোন বঙ্গদেশীয় প্রাচীন মন্দিরেরও

(২১) Hunter's Orissa, Vol. I, pp. 111-112.
(২২) Fergusson's Tree and Serpent Worship, p. 71.
(২৩) Ant. Oriss. Vol. II, p. 10.

(চিত্র ৩৪)

স্কেল ৩২=১



অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের নক্সা।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে] [পৃঃ ৯৪

প্রণয়লীলা-জ্ঞাপক চিত্ররাজি দেখিতে পাওয়া যায় বটে (২৪) কিন্তু এরূপ দুই একটী উদাহরণে নির্ভর করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে।

মন্দিরের বিবরণের পর মন্দির-নির্ম্মাতার কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে বিষয়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র রচিত প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ভট্ট ভবদেব মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং এক নব 'হোরা' শাস্ত্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্বিতীয় বরাহরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যমুনি যেরূপ সমগ্র সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ 'বৌদ্ধসাগর' উদরস্থ করিয়া ও ভ্রান্তমতবাদীদিগের কুতর্ক-নিরসনে কৃতিত্ব দেখাইয়া সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ভবদেব ভট্ট 'বাল-বলভী-ভুজঙ্গ' নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিবাস রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহের প্রপিতামহ ও ভবদেব নামে অভিহিত ছিলেন, তিনি হস্তিনীভিট্ট 'শাসন' নামক একখানি গ্রাম গৌড়রাজের নিকট দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২৫)। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রশস্তি-অবলম্বনে ভবদেব ভট্টের যে বংশ-লতা প্রস্তুত করিয়াছেন নিম্নে তাহা যথাযথভাবে প্রদত্ত হইল (২৬)।

---

(২৪) "Above them appears square or rectangular panels depicting in Vaisnava temples Radha-Krisna in various attitudes (often amtory) &c" J. A. S. B. 1909, Vol. I, p. 142.

(২৫) J. A. S. B. Vol. VIII, 1912, p. 340.

(২৬) Ibid, p. 340.

রাঢ়দেশীয় সিদ্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ মুনির বংশ।

মহাদেব — ১। ভবদেব — অট্টহাস

২। রঙ্গনাথ — অপর সাতটি পুত্র

৩। অত্যঙ্গ

৪। বুধ, ('স্ফূরিত' নামে পরিচিত)

৫। শ্রীআদিদেব-সরস্বতী (বঙ্গরাজের প্রধান মন্ত্রী)

৬। গোবর্দ্ধন সাঙ্গোকা (বন্দ্যঘটিয় ব্রাহ্মণবংশের কন্যা)

৭। বালবলভী ভুজঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ভবদেব ভট্ট

ভবদেব, নৃপতি হরিবর্ম্মদেব ও তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে সান্ধি-বিগ্রহিক বা বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি "বিবাহাদি কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি" ও "প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্" নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকখানি পুঁথি সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালা, ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত আছে। মীমাংসাসূত্র বিষয়ক "তোতাতিত মততিলকম্" নামধেয় কুমারিল ভট্টের "তন্ত্রবার্ত্তিকের" টীকা-খণ্ডও ভবদেব ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া বিবেচিত। ইহা ব্যতীত "সম্বন্ধ বিবেক" নামক দ্বাদশপৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র পুঁথির পুষ্পিকায় 'ইতি ভবদেব ভট্ট কৃত সম্বন্ধ বিবেক সমাপ্তঃ' এইরূপ লিখিত আছে; কিন্তু ইহাতে ভবদেবের 'বাল বলভী ভুজঙ্গ' এ পদবীটির উল্লেখ না থাকায় ইহা অপর কোনও ভবদেবের রচিত কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই পদবীটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ

দেখা যায়। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইংরাজীতে ইহার অর্থ করিয়াছিলেন (young serpent of the turret)। বলভী শব্দে বুরুজ অথবা বারান্দা ধরিয়া লইয়া বালশব্দ ভুজঙ্গের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিলে তবে এ অর্থ প্রতিপন্ন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বালবলভীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহা দেবগ্রামের সন্নিকটস্থ স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বালবলভী—"বাগ্‌ড়ী" অর্থদ্যোতক। কেহ কেহ ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই (২৫)। সে যাহা হউক বালবলভী যে কোনও স্থানের নাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিবর্ম্মদেব যে বঙ্গের রাজা ছিলেন, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালের তাম্রশাসন ও হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি তাঁহার অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণ-স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে (২৬)। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বেনের মেয়ে' নামক কথাগ্রন্থে এ যুগের যে মনোমদ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভট্ট ভবদেব ও হরিবর্ম্মদেব উভয়েই জীবন্তবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলস্থ রাঢ়দেশে যে যথেষ্ট বিদ্যাচর্চ্চা হইত এবং তৎকালে দর্শন, জ্যোতিষ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিদ্যার্থীগণের পঠন-পাঠনের যে সুব্যবস্থা ছিল, তাহা ভবদেবের প্রশস্তি হইতেই অবগত হওয়া যায়।

(২৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০।
(২৬) J. A. S. B. 1912, Vol. VIII, p. 341.

শ্রীধরাচার্য্য রচিত ন্যায়কন্দলী গ্রন্থও এ অনুমানের সমর্থন করিতেছে (২৭)। ন্যায়কন্দলী বৈশেষিক দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা ৯১৩ শকাব্দে (খৃঃ ৯৯১—২ অব্দে) রচিত হয়। গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীধরাচার্য্য আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ভূরিসৃষ্টি, বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর নদ-তীরবর্ত্তী ভুরসুট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্ব হইতে সমগ্র রাঢ়ময় বিস্তৃত না থাকিলে, ভবদেব ভট্ট বা শ্রীধরাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতর্কিত আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল না। শুধু ভবদেব ভট্ট বলিয়া নহে, প্রাচীন লিপির প্রমাণ হইতে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য নামক পূর্ব্বগ্রামবাসী অপর একজন রাঢ়দেশীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কাকতীয় রাজা গণপতির গুরুপদ অধিকার করিয়াছিলেন; চোল, মালব ও কলচুরী রাজগণও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর শিব বেদ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'গোলকী' মঠে অধিষ্ঠিত থাকা কালে বহু গৌড়ীয় শৈবধর্ম্ম প্রচারক তদ্দেশে রাজপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (২৮)। ঘটকদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদানুসারে একাদশ শতাব্দীতে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল। ইহা যে সম্ভবপর নহে, অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের শিলালিপি, আধুনিক ঐতিহাসিকদের এ ধারণাও বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে।

উড়িষ্যার অনেক মন্দিরেই নির্ম্মাণকালজ্ঞাপক কোনও

---

(২৭) J. A. S. B. Vol VIII, p. 341.

(২৮) ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী,' মানসী ও মর্ম্মবাণী আশ্বিন, ১৩২৭, সাল পৃঃ ১৯৩; Epigraphist's Report, 1917, Madras Govt. G. O. No. 1035, p. 123.

শিলালেখ পাওয়া যায় না। অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে শিলালিপি আছে বটে কিন্তু তাহার সাল ও তারিখের অংশ পাঠযোগ্য নহে। পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক কীলহর্ণ (২৯) হরফ্‌গুলির আকৃতি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া লিপিতত্ত্বের দিক হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই প্রশস্তিখানি খৃঃ ১২০০ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এ প্রশস্তি খৃঃ দশম শতাব্দীতে রচিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই লিপি হইতে তাৎকালিক বিদ্যালোচনা ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ অবগত হওয়া যায়। প্রশস্তিলেখক বাচস্পতি মিশ্র তখন তরুণ বয়স্ক পণ্ডিত। পরবর্ত্তীকালে ইনিই ষড়দর্শনের টীকাকাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে (৩০)। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলালও শিলালেখোক্ত বাচস্পতিকে প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রবিৎ বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে লিপিখানি একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে বাচস্পতি দশম শতাব্দীর লোক। একাদশ শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমান থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁহার "ন্যায় সূচীনিবন্ধ" নামক মীমাংসা দর্শন বিষয়ক টীকাগ্রন্থ ৮৯৮ শকাব্দে (খৃঃ৯৭৬ অব্দে) লিখিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বাচস্পতি নাম অল্প প্রচলিত নহে, তাই

---

(২৯) Ep. Indic, Vol. VI. p. 205.

(৩০) Literary history of the Pala period, J. B. O. R. S. Vol. V. pt. II. 1919, pp. 175, 176,

তিনি এই প্রশস্তিকার বাচস্পতি ও দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র যে অভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলালের অনুমানই মোটের উপর বজায় রাখিয়া ভট্ট ভবদেব খৃঃ ১০২৫ হইতে খৃঃ ১১৫০ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন এইরূপই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিয়াছেন, "কিলহর্ণ কথিত ঠিকঠাক ১২০০খৃষ্টাব্দ ভট্টভবদেবের প্রশস্তির কাল না হইলেও অক্ষরের হিসাবে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং ভবদেবের প্রশস্তি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না" (৩১)। উপস্থিত এই মত গ্রহণ করাই আমরা সঙ্গত মনে করি।

অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে শিলালিপি দুইখানি এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত, পূর্ব্বে তথায় ছিল না। জেনারেল ষ্টুয়ার্ট ভবদেবের প্রশস্তি খানি মন্দির হইতে বিচ্যুত করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগ্রহ-শালায় আনিয়া রাখেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে মেজর কিটো (ইনি তখন লেপ্টেনাণ্ট পদাভিষিক্ত ছিলেন) ভুবনেশ্বর গমন করিলে স্থানীয় অধিবাসিগণ লিপিখানি কাড়িয়া লওয়ার জন্য মন্দিরের ধর্ম্মহানি ঘটিয়াছে ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন এবং লিপিখানি প্রত্যর্পণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা-মত কিটো মহোদয় ভট্ট ভবদেবের লিপি ও ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের লিপি এই উভয় লেখ আনয়ন করিয়া অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে পশ্চিমদিকস্থ দেওয়ালের ভিতরদিকে লাগাইয়া দেন। এই উভয় লিপির

(৩১) গৌড়রাজমালা, পাদটীকা, পৃঃ ৫৬।

পাঠই স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মেশ্বর মন্দির স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতেও মেজর কিটো (Kittoe) কি জন্য সেই মন্দিরের শিলালিপি এই স্থানে সংলগ্ন করাইয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্পূর্ণ অবিদিত। এখন ব্রহ্মেশ্বর লিপিটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহা যে কাল্পনিক নহে তাহা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অনুসন্ধান করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছিলেন (৩২)। মেঘেশ্বর মন্দিরের লিপি কে কবে উঠাইয়া আনিয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছে, তাহাও অদ্যাপি রহস্যে সমাচ্ছন্ন। রাজা রাজেন্দ্রলাল অনন্তবাসুদেব প্রসঙ্গে মেঘেশ্বরের লিপির কোনই উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার ভুবনেশ্বর পরিদর্শন কালে উহা যে তথায় ছিল না, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। মেঘেশ্বর মন্দির ভাস্করেশ্বর মন্দিরের কয়েক শত ফিট্ দূরেই অবস্থিত। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মেঘেশ্বর মন্দিরের লিপিখানি এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যথাস্থানে সংলগ্ন করিলেই সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মন্দির দেখিতে আমাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গেল। 'র'—ভায়া প্রদীপ-সহযোগে শিলালিপিদ্বয়ের কিয়দংশ পাঠ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন। খোলা গরুর গাড়ী করিয়া খণ্ডগিরিতে ফিরিয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল; কিন্তু এই স্থানের নূতন দৃশ্যসমূহের বর্ণনা ও জ্ঞানানুশীলনের এই সকল নূতন

---

(৩২) M. Ganguly's Orissa pp. 326—331.

পন্থা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় আমরা পথের ক্লেশ মোটেই অনুভব করিতে পারি নাই।

র—এর ক্যাম্পের আমরা নাম দিয়াছিলাম "বিজয় স্কন্ধাবার"। দূর হইতে দেখিতেই এতটা পথ এত শীঘ্র যে কি করিয়া অতিক্রম করা গেল, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এ অঞ্চলে চিতাবাঘের ভয় আছে, তাই আর অধিক রাত্রি না করিয়া আহারাদি সমাধা করিয়া সেদিনকার মত স্ব স্ব তল্পে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। আমার ছুটীর আর একটী মাত্র দিন অবশিষ্ট ছিল; তাই আর ধৌলি অথবা ধবলগিরির অশোক লিপিদর্শন অদৃষ্টে ঘটিল না। পরদিন সন্ধ্যায় আহারাদি করিয়া কলিকাতা-অভিমুখে রওনা হইলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম, কাসাই নদীতে 'বান' ডাকিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রাম জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। নদীমাতৃক দেশের এ বিপদ চিরদিন। কলিকাতায় পঁহুছিতেই আলনস্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল বটে, কিন্তু কর্ম্মভূমির দৈনিক কর্ত্তব্যচিন্তা মন্দিরের কথার প্রাচীন কাহিনীকে এখনও বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে সরাইয়া দিতে সক্ষম হয় নাই।

ভট্টভবদেবের প্রশস্তি।

(মর্ম্মানুবাদ)

এই প্রশস্তিটি পঁচিশ লাইনে সমাপ্ত। ইহা সুবিখ্যাত "বালবলভী-ভুজঙ্গ" ভট্ট ভবদেবের প্রশংসা-বাদে পূর্ণ। ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইহার রচয়িতা। প্রশস্তির প্রারম্ভে—"ওঁ ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়" এই স্বস্তি-বচন লিখিত

আছে। ৩ হইতে ১৪ শ্লোক পর্য্যন্ত ভবদেবের বংশ-পরিচয়; ১৫ হইতে ২৬ শ্লোক পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যাবত্তা প্রভৃতির বর্ণনা, এবং ২৭ হইতে ৩২ শ্লোকে ভট্ট ভবদেবের নানারূপ সৎকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার যে-সকল গুণ-গ্রামের প্রশংসা করা উদ্দেশ্যে এই প্রশস্তি লিখিত হইয়াছে তাহারই যথাবিহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সমগ্র লেখটির সারমর্ম্ম এইরূপ—সাবর্ণ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল গ্রাম দান স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সংখ্যায় প্রায় শতাধিক হইবে। তাহার মধ্যে রাঢ় দেশীয় সিদ্ধলগ্রাম খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই গ্রামে এক সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে ভবদেব নামে এক ব্যক্তি সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহাদেব ও কনিষ্ঠের নাম অট্টহাস। গৌড়রাজ তাঁহাকে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আটটী পুত্র ছিল; সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম রথাঙ্গ, রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র বুধ "স্ফুরিত" নামে অভিহিত হইতেন। বুধের পুত্র আদিদেব বঙ্গরাজের সান্ধি-বিগ্রহিকপাদীয় অমাত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন সভা ও বীর-স্থলী উভয় স্থানেই কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব সাঙ্গোক্কা নামক অঙ্গনা-রত্নকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহার সম্মানার্থ এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল, সেই ভবদেব ইঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কবি "জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীম্" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ভবদেবকে দেবগুণের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং তাঁহার পদগৌরব জানাইবার জন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম-

বিজয়ী হরিবর্ম্ম দেব সুদীর্ঘকাল তাঁহার মন্ত্রণা-শক্তিতে চালিত হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার "দণ্ডনীতি বর্ত্তমানুগা" উপদেশাবলী হরিবর্ম্মের পুত্রের রাজত্ব কালেও দেশের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল।

ব্রহ্মাদ্বৈত, পণ্ডিতগণের বিস্ময়উৎপাদনকারী, মীমাংসা 'তন্ত্রবার্ত্তিক' রচয়িতা ভট্টের (কুমারিল ভট্টের) রচনাবলীর গভীর অর্থ-সমাধানে সমর্থ, বৌদ্ধসমুদ্রের অগস্ত্যমুনি, পাষণ্ড বৈদান্তিক-দিগের প্রজ্ঞা-খণ্ডনে পণ্ডিত, ভট্ট ভবদেব সর্ব্বজ্ঞরূপে বিরাজমান ছিলেন, এবং সংহিতা, তন্ত্র ও গণিতের পরপারদর্শী এবং নবীন 'হোরা' শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া জনসমাজে অপর বরাহরূপে পরি-গণিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্পর্কীয় স্ব-রচিত টীকা ও বিবৃতি-বিষয়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে তিনি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতবাদ নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপাদি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ নিরসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রে তিনি ভট্টের (কুমারিল ভট্টের) নীতি অবলম্বন করিয়া যে সকল বাক্যাবলী (maxims) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সহস্রকর রবির কিরণমালার ন্যায় অজ্ঞান-তিমির নাশ করিত। আগম, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ এবং সকল কবি-কলায় কৃতবিদ্য ভবদেব বাস্তবিকই জগতীতলে অতুলনীয় ছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রেও যে তাঁহার অপর নাম 'বালবলভী ভুজঙ্গ' সপুলকে উদ্গীত হইয়াছে, সে কথা কোন্ ব্যক্তিই বা অবগত নহে? দুষ্ট ভুজঙ্গ-দুষ্ট অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তিগণকে ('দংষ্ট্রাল-দুষ্ট-ভুজগ-ব্রণ-মোহরাত্রি') প্রত্যূষ-তূর্য্যধ্বনির ন্যায় তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণগুণে সত্বর নবজীবন দান করিয়া—"গরলকেলীতে"

নীলকণ্ঠের ন্যায় অপূর্ব্ব মৃত্যুঞ্জয়রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন (৩৩)। তিনি রাঢ়দেশে জঙ্গলপথ ও গ্রামের উপকণ্ঠসীমায় শ্রমমগ্ন পান্থ-পরিষদের প্রীত্যর্থে একটি সুপরিসর জলাশয় খনন করেন এবং যে স্থলে এ লিপিটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই সান্নিধ্যে নারায়ণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি রক্ষা করেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গর্ভ-গৃহে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই ত্রি-মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনি হরিমেধসের (বিষ্ণুর) সেবার উদ্দেশ্যে মন্দির-সেবাদির জন্য কয়েকটি বিদ্যাধরী-তুল্যা দেবদাসী উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

স্বপ্নেশ্বর প্রতিষ্ঠিত মেঘেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি (মর্ম্মানুবাদ)।

ওঁ ওঁ নমঃ শিবায়।

অক্ষপাদ গৌতম মুনির বংশে দ্বারদেব নামক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র মূলদেব। মূলদেবের অহিরাম নামে এক পুত্র জন্মে। সেই অহিরামের অন্যান্য সন্তানাদির মধ্যে স্বপ্নেশ্বর নামে এক পুত্র ও সুরমাদেবী নামে এক কন্যা ছিলেন। চন্দ্রবংশ-সম্ভূত চোড়গঙ্গ মহীপতির মৃত্যু হইলে রাজরাজ, বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করেন; তিনি সুরমা দেবীর পাণিগ্রহণ

(৩৩) এই 'গরল-কেলী' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না বলা যায় না। প্রাচীনকালের চারিশ্রেণীর চিকিৎসকগণের মধ্যে 'জাঙ্গলিবিদঃ' বা বিষ-বৈদ্যের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ময়ূরও এইরূপ জাঙ্গুলিক নামে পরিচিত ছিলেন। জাতকগ্রন্থে ব্রাহ্মণেরাও যে সর্পবশ-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন তাহা অবগত হওয়া যায়। Dr. Radhakumud Mukerjee's Local Government in Ancient India, p. 60.

করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিয়ঙ্ক (অনঙ্গ) ভীমদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ('মনুজরাজঃ নতাঙ্ঘ্রি-যুগ্মং রাজ্যে অভিষিক্তমকরোৎ অনিয়ঙ্কভীমং')।

"সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীপতি প্রত্যর্থি-ক্ষিতিপাল-মৌলি-তিলক" অনিয়ঙ্ক ভীম "ত্রিকলিঙ্গনাথ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাজশ্যালক স্বপ্নেশ্বরের প্রতি 'গঙ্গাবংশীয়গণের দিব্যাস্ত্র' এবং 'চতুরঙ্গ সেনাপেক্ষা অধিক বলবিশিষ্ট' প্রভৃতি বিশেষণ প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমিত হয়, তিনি 'মহাবলাধিকৃত' অথবা প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বকথিত এই স্বপ্নেশ্বরই মেঘেশ্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং মন্দিরে সেবার জন্য কিয়ৎ সংখ্যক পরিচারিকা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরের সন্নিকটে উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ('উপবন মথ চক্রে') এবং দেবালয়-সংশ্লিষ্ট একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তিনি পথিপার্শ্বে ও 'পুরে পুরে' তড়াগাদি খনন এবং সুরগৃহ বা দেবালয়ে প্রদীপাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ('অপাং শালা-মালাঃপথি পথি, তড়াগাঃ প্রতিপুরম্, প্রদীপাঃ সম্পূর্ণাঃ প্রতি-সুরগৃহম্ যস্য বিমলাঃ')।

ইহা ব্যতীত বেদাধ্যায়ী ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদিগের জন্য মঠ ও ব্রহ্মপুর (cloisters) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদীয় গুরু শৈব-মতাবলম্বী আচার্য্য-রাজ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং বিষ্ণুর আদেশক্রমে উদয়ন কবি এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। মেঘেশ্বর মন্দিরে দিশিধবলের পুত্র চন্দ্রধবল কর্ত্তৃক উহা শিলাপৃষ্ঠে সরলাক্ষর-মালীয় লিখিত হইয়াছিল। আর সূত্রধর শিবকর প্রস্তর ফলকে মুক্তাফলনিভ এই অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ করিয়াছিল।

অনিয়ঙ্ক ভীমদেব দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খৃঃ ১১৯২ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইহা হইতে আচার্য্য কীলহর্ণ অনুমান করেন যে লিপিখানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই রচিত হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলা।

ভাবুক ও সাহিত্যশিল্পী ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় তাঁহার 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "ভুবনেশ্বরের দেওয়ালে কতকগুলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা রমণীমূর্ত্তি এমনি ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা বোধ হয় এবং কোন কোনটির ভঙ্গী এমনি ইউরোপীয় যে, গ্রীকপ্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতীমূর্ত্তিসন্নিহিত নিভৃত কোণে কলানিপুণা রমণীগণের মধ্যে সহসা গ্রীসীয় 'লায়র' (Lyre) যন্ত্রহস্ত নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তখন চমকিয়া উঠিতে হয়, এ কি গ্রীস না ভারতবর্ষ?"

রাজা রাজেন্দ্রলাল তন্ন তন্ন করিয়া লিঙ্গরাজ-মন্দিরের কারু-কার্য্য ও প্রস্তর-ক্ষোদিত চিত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপে ক্ষোদিত 'হার্প' (harp) যন্ত্রের চিত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভুবনেশ্বরে এক বীণা ব্যতীত তারসংযুক্ত অপর কোনও বাদ্যযন্ত্র দেখা যায় না (১)।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শ্রেণীর মুদ্রায় যে বীণার চিত্র দেখা যায় (২) তাহা ইউরোপীয় লেখকগণ ভারতীয় হার্প বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল কাত্যায়নের 'কল্পসূত্রে' বর্ণিত শততন্ত্রযুক্ত

---

(১) Mitra's Antiquities of Orissa. Vol. I, p. 113.

(২) প্রাচীনমুদ্রা, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, পৃঃ ৮৮।

একটী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। বলেন্দ্রনাথ-কথিত বাদ্যযন্ত্র এই প্রকার হার্প হওয়াও অসম্ভব নহে। আমরা ভুবনেশ্বরে এ মূর্ত্তিটি এখনও আছে কি না লক্ষ্য করি নাই। একটিমাত্র লায়রা-কৃতি যন্ত্র দেখিয়া গ্রীকপ্রভাব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা আবশ্যক। গ্রীক শিল্পি-গণের প্রভাব গান্ধারের গ্রীক বৌদ্ধ শিল্পে সুপরিস্ফুট বটে এবং ১৯০৮-৯সালে কনিষ্কস্তূপে বুদ্ধ-দেহাবশেষের যে ধাতুনির্ম্মিত আধার অথবা 'শরীর নিধান' আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও অগিশল নামক জনৈক গ্রীক কর্ম্মপরিদর্শকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ('দস অগিশল নবকর্ম্মি কনস্কস বিহরে মহসেনস সংঘরমে') (৪)।

কনিষ্কের রাজত্বকাল ৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অনুমিত হইয়াছে (৫)। সুতরাং খৃঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে যে, গ্রীক শিল্পিগণ কুষণ-বংশীয় নরপতিদিগের অধীনে ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কার্য্য করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় মনীষী-দিগের মত গুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতে গ্রীকশিল্পি-নিয়োগ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্তই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল (৬)। আধুনিক অভিজ্ঞগণের মতানুলম্বনে ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে

(৩) Mitrr's Antiquities of Orissa Vol, I. p. 113.

(৪) Dr. Spooner's paper on the Peshwar casket of Kanishka. Annual Report Arch. Survey, 1908-9, p. 52.

(৫) প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১০১।

(৬) Hellenism in Ancient India, p. 100.

নয় শত বৎসর পরে গ্রীক শিল্পরীতি কিরূপে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা বিশেষ অনুসন্ধান-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। সুধীবর্গের মধ্যে যাঁহারা গ্রীকপ্রভাব অস্বীকার করেন না— তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, হূন আক্রমণের পর য়ুনানী শিল্প-রীতির প্রতিপত্তি খৃঃ ৪০০ অব্দ হইতেই লুপ্ত হইয়াছিল এবং খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতশিল্পকে স্বকীয় দোষগুণের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছিল(৭)।

শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় বলিয়াছেন যে, খৃঃ দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় শিল্পী কর্ত্তৃক কল্পিত, শুধু বৌদ্ধ দেবাদর্শই (Buddhist Divine Ideal) যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে,—তাঁহাদিগের দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাও, বহু শীর্ষ ও বহুভূজ মূর্ত্তি-নিচয়ে মামল্লপুরম্ এবং এলিফ্যাণ্টা, এলোরা প্রভৃতি গুহায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতাপ্রভাবে ললিতকলা ও সাহিত্য-বিষয়ক সৃষ্টির ইহাই সর্ব্বপ্রধান যুগ। এই যুগেই ভারতীয় শিল্পের আদর্শসমূহ, উচ্চ সভ্যতা ও তৎসম্ভূত মানসিক উন্নতিতে বিকাশলাভ করিয়া, সমভাবেই দেশ বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় ভাস্কর্য্য শুধু উত্তরাপথ বলিয়া নহে—সিংহল, যবদ্বীপ, চীন, মহাচীন (কোরিয়া), জাপান প্রভৃতি দেশেও উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত হয় (৮)।

---

(৭) Hellenism in Ancient India, p. 61, also Havell's The Zenith of Indian Art, p. 10-11 (1912).

(৮) The Zenith of Indian Art, Ostasiatische Zeitschrift, Vol. I Pages 4 & 11.

খৃঃ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যের যে চরম উন্নতি ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান হয় না। উত্তরাপথের ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন আদর্শ ও ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি তৎপূর্ব্বে কেন যে উৎকলে বিস্তার-লাভ করে নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ রাজ-নৈতিক বিপ্লবই ইহার অন্যতম কারণ। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী—সম্ভবতঃ খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর তঙ্ক নামধেয় যে সকল 'পুরী-কুষণ' মুদ্রা (৯) উড়িষ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলি কোন্ রাজবংশের কোন্ কোন্ রাজা-কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই যুগের উড়িষ্যার ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। কেশরী রাজগণ কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশ কি প্রকারে বিধ্বস্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, তাহা এখনও রহস্যে সমাবৃত। ভরসা হয়, রাজনৈতিক ইতিহাসের এ সকল তত্ত্ব মীমাংসিত হইলে, শিল্পবিষয়ক ইতিহাসের পন্থাও সুগম হইবে।

সে যাহা হউক, মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে গ্রীক-প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্রও লক্ষিত হয় না। দাস অগিসলের ন্যায় যে সকল গ্রীক-শিল্পী ভারতবাসীদিগের নির্দ্দেশ মত মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন, তাঁহারাও যে ক্রমশঃ ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাস-গ্রাহ্য অনুমান বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ক্রমশঃ ভারতীয় প্রভাব যে গ্রীক-ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 'খামবাবা' নামে পরিচিত বেশনগরের গরুড়স্তম্ভ 'ভাগবত' (বিষ্ণু উপাসক) হেলিওদোর নামক গ্রীক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

(৯) J. B. O. R S. March 1919, p 84.

হইয়াছিল (১০)। ১৯১৪-১৫ সালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় বেশ্নগরে ভূগর্ভ হইতে যে সকল মৃন্ময় মুদ্রা ('শীল') আবিষ্কার করেন, তাহার মধ্যে টিমিত্র বলিয়া (Demetrius) একজন গ্রীকের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি যে যজমানস্বরূপ কোনও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রানিহিত 'হোত', 'পোতা', 'মন্ত্র' প্রভৃতি শব্দ হইতেই বুঝা যায়। (টিমিত্র-দাত্রিস্য [স] হোত পোতা মংত্র সজন [ই]ণ (১১)। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন 'গ্রীক-যবনের এই যজ্ঞা-নুষ্ঠানে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, যেহেতু শক ও পহ্লব প্রভৃতি বিদেশীয়দিগের ন্যায় অনেক গ্রীকও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল'। এই সকল খণ্ড-প্রমাণ মুষ্টিমেয় গ্রীক ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ভারতীয় প্রভাবেরই ক্রমবিস্তার প্রমাণিত করিতেছে। বিদেশীয় প্রভাব যেখানে যে টুকু পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করা সত্যানুসন্ধিৎসু লেখকের কর্ত্তব্য নহে। এরূপ ভাবে সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টায় এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভুবনেশ্বরের শিল্পকলায় বিদেশীয় প্রভাব আছে কি না এবং থাকিলে কতদূর আছে, তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য। মধ্যযুগে দেখা যাইতেছে

---

(১০) Rapson's Ancient India, p. 157, also Excavations at Beshnagar, pp. 186-187. Arch. Ann. Report, 1913-14. ডায়নের পুত্র তক্ষশীলাবাসী হেলিওদোর ('হেলিওদোরেণ দিয়সপুত্রেণ তক্ষ-সিলাকেন') গ্রীকরাজ অণ্তলিকিতের দূতরূপে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(১১) Progress Report, Arch. Survey. W. Circle, 1914-15, p. 64. শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ গ্রন্থে এই প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীকপ্রভাব অপেক্ষা গ্রীক-শিল্পিগণের উপর ভারতীয় প্রভাবই অধিকতর পরিস্ফুট। এমন কি সম্রাট্ অশোকের স্থাপত্য নিদর্শনে পার্সিপলিসের অনুকরণে নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী ও বিদেশীয় শিল্পরীতি-অনুযায়ী ক্ষোদিত রেলিং অথবা বৈষ্টনীর মধ্যেও শক্তিমান্ খাঁটি ভারতীয় শিল্পপ্রথার অস্তিত্ব সেই প্রাচীনকালের ভাস্কর্য্য হইতেই অনুমিত হইয়াছে (১২)।

ফরাসীলেখক মঁসিয়ে মরিস ম্যান্দ্রঁ (M. Maurice Maindron) তাঁহার ভারতীয় শিল্পকলা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, য়ুনানী প্রভাব ভারতে কখনও বিশেষ ভাবে প্রবল হইতে পারে নাই। এ শিল্পের ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ায় ভারতীয় প্রতিভা সামান্যমাত্রও রূপান্তরিত বা বিকৃত হয় নাই। ভাবাদির সরল অভিব্যক্তি (naivete) এবং ধর্ম্মবিষয়ক কঠোরতার বিকাশই যে ভারতীয় শিল্পের যথোপযুক্ত আদর ও প্রশংসার প্রত্যবায় ঘটাইয়াছে, লেখক এ প্রসঙ্গে সে কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। লালসা-দ্যোতক অথবা রূপক ও সাঙ্কেতিক নিদর্শনমূলক মূর্ত্তিনিচয়েও ভারতীয় শিল্পীর যে ক্ষমতার ও যে স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, অপক্ষপাতী দর্শকেরা কখনই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না (১৩)।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি 'সমঝ্‌দার' অন্য একজন বিদেশীয় লেখক (১৪) ভারতীয় মন্দিরের ভাস্কর্য্য-বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ক্ষোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ভুবনেশ্বরের শিল্প-সম্বন্ধেও তাহা কম প্রযোজ্য নহে। এখানেও প্রস্তরে খোদিত অদ্ভুত

(১২) Havell's Ideals of Indian Art, p. 17.

(১৩) L' Art Indien par M. Maindron, p. 126.

(১৪) Dr. Gustave le Bon quoted in L' Art Indien, p. 127.

বিকটাকার, বিরাটকায় কাল্পনিক জীবাদির প্রতিকৃতি যথেষ্ট বিদ্যমান। ভয়াবহ মূর্ত্তিসমূহেরও অভাব নাই। আবার শিল্পী হাস্যস্ফুরিতাধরা, বিবিধ চিত্তাকর্ষক 'মুদ্রা' সমন্বিতা, বিস্তৃতবাহু দেবীমূর্ত্তি সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাস্কর্য্য-হিসাবে অনিন্দনীয় বলিলে অত্যুক্তি দূরে থাকু, উপযুক্ত প্রশংসারই অভাব ঘটিবে। মন্দিরের বহির্গাত্র ব্যাপিয়া নর্ত্তকী ও অপ্সরারা কত বিমোহন ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান—মনে হয় যেন তাহাদের এ শ্রেণী-বদ্ধ-মূর্ত্তির অন্ত নাই। ইহার মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে আশ্লিষ্ট মিথুন-মূর্ত্তিও রহিয়াছে, আবার নর্ত্তকীর লাস্যে স্থানে স্থানে অশ্লীল ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লে বঁ মহাশয় বলিয়াছেন, "ভুবনেশ্বর, সাঞ্চী, এলোরা, অজন্তা, বাদামী, খাজুরাহো, কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের গুহাদির ও মন্দিরসমূহের সামান্য অপকৃষ্ট নমুনার পার্শ্বদেশেই যে সকল উচ্চশ্রেণীর অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কোনও পাশ্চাত্য শিল্পীই নিজস্ব বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।" শিল্প-কলার পরীক্ষা বা 'যাচাই' ব্যাপারে এখন শিক্ষিত ভারতবাসী শুধু ইউরোপের মুখ তাকাইয়া নাই, আপনাদের জিনিষ আপনারাই বুঝিয়া লইতে শিখিতেছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের এ সম্বন্ধে মতপ্রকাশের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে প্রাচ্য-শিল্পের ধারা মর্ম্মক্-ভাবে আয়ত্ত করিয়া ভারতীয় শিল্পীর কস্রতের সহিত তাহার নিজস্ব ভাবপ্রবণতাটুকু ধরিয়া লইতে পারিলে, জগতের যে কোনও ভাস্কর যথার্থই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিবে। ভারতীয় শিল্পের গতি ও প্রকৃতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নহে। ভাস্কর্য্যে foreshortening অথবা বস্তুসমূহের

(চিত্র ৩৫)



বৈতাল দেউলের নর্ত্তকী মূর্ত্তি। [পৃঃ ১১৪

(চিত্র ৩৬)



দক্ষিণী ভাস্কর নির্ম্মিত রজতময় গণেশ মূর্ত্তি।
(ফরাসীদেশের 'মুসে গিমে' চিত্রশালায় রক্ষিত)
[ম্যাদ্রঁ রচিত গ্রন্থ হইতে] [পৃঃ ৩১৭

তির্য্যকভাবে দৃষ্ট প্রতিরূপ তক্ষণের রীতি এবং ক্ষোদিতমূর্ত্তির মাংস-পেশীগত বন্ধুরতা সৃষ্টির কৌশল যদি ভারতীয় ভাস্কর বিদেশীয়ের নিকটই শিখিয়া থাকে, তাহাতেও বিশেষ লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না ;—তবে যত্র তত্র গ্রীক গৌরব সমর্থন-চেষ্টা পণ্ডিতদিগের পক্ষেও নিরাপদ নহে (১৫)।

উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রস্থ রমণীমূর্ত্তিসমূহের উদ্দাম যৌবনশ্রী ও সুঠামভঙ্গী দেখিয়া স্বর্গগত হাণ্টার মহোদয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই এতৎ সম্পর্কে 'lusciousness of form,' 'delicious pose' প্রভৃতি শব্দ চোখে পড়িয়া যায়। তাঁহার আমলে পণ্ডিত-সমাজের মতবাদে তথাকথিত বিদেশীয় প্রভাবের হাওয়া বড় জোরেই বহিতেছিল। সুতরাং তিনি যে নির্ব্বাধ কল্পনার বশীভূত হইয়া মাদলা পঞ্জীতে লিখিত উড়িয়া প্রবাদের যবনদিগকে গ্রীক ধরিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে বিস্ময়ের কারণ দেখি না। হাণ্টার বলিয়াছেন, "চৌদ্দ শত বৎসর কাল দেশ-পর্য্যটনের পর যবনেরা উড়িষ্যার সমুদ্রতটে আসিয়া স্থায়িভাবে বিশ্রামসুখ

(১৫) আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসরের ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার ইতিহাস-লেখক অধ্যাপক উইঙ্কলার মহাশয় বলিয়াছেন যে, সার্গন ও নরামসিনের লিপিসমূহের বর্ণমালা অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত এবং লাগাশের সামন্তরাজ গুডিয়ার আমলের মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল এতই সুন্দর যে পুরাতত্ত্ববিদেরা এক সময়ে উহাতে গ্রীক-প্রভাব অনুমান করিয়া লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন ('So excellent is the technical execution of Gudea's statues that Archaeologists once thought it necessary to assume, a Greek influence'—Dr. H. Winckler's History of Babylonia and Assyria, p. 49)। আচার্য্য উইঙ্কলারের গ্রন্থের ইংরাজ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্রেগ্ (Craig) মহাশয়ের মতে সার্গন ও তৎপুত্র নরামসিনের অস্তিত্ব-কাল যথাক্রমে ৩৮০০ খৃঃ পূঃ ও ৩৭৫০ পূঃ খৃঃ অব্দ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল" (১৬)। তাহারা কোথা হইতে কোন্ দিক্ দিয়া আসিল, কোথায় আসিয়া বসবাস করিল, খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে এতদিন পর্য্যন্ত কোথায় ছিল, উপযুক্ত প্রমাণসহ এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে এরূপ উক্তি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পঞ্জাব হইতে পূর্ব্বদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, গ্রীক আদর্শের লক্ষণগুলি যে ততই দুর্লভ হইয়া উঠে, তাহা হাণ্টারের ন্যায় বিচক্ষণ লেখকের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। উড়িয়া-শিল্পি-রচিত নারীদেহের যৌবনের পীবরতার সহিত গ্রীক তন্বঙ্গীদিগের দেহাবয়বের কোন সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য স্ত্রীমূর্ত্তির মুখমণ্ডলের ন্যায় দীর্ঘায়ত গঠনভঙ্গী উড়িষ্যায় একবারেই বিরল। মূর্ত্তিগুলির মুখের ডৌলে, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে ও উচ্চবিন্যস্ত কেশদামে গ্রীক 'আদ্‌রার' অনুরূপতার আভাস মাত্রও কোথাও রক্ষিত হয় নাই। এই সকল লক্ষ্য করিয়াও উড়িষ্যার ইতিবৃত্তরচয়িতা প্রত্নতাত্ত্বিক মহোদয় উৎকল-দেশীয় একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রথার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন নাই; পরন্তু বলিয়াছেন যে, গ্রীক শিল্পকলার আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য হাণ্টার মহোদয়ের উপর দোষারোপ করিতে পারি না কারণ ইহা তাৎকালিক শিক্ষাপ্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। যে নকল য়ুনানী শিল্প (pseudo-classical art) কুষণযুগে ভারতের নিজস্ব শিল্পধারার প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া আপনার বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল, স্থূরার ন্যায় স্থানে নূতন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে যাহা নিজ জীবনীশক্তি হারাইয়া

(১৬) Sir W. W. Hunter's Orissa Vol, I, p. 231.

ভারতশিল্পকেও জীবন্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল (১৭), বহু শতাব্দী পরে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যকলা পুনরুজ্জীবিত করার তাহাই যে মূলীভূত কারণ, এ কথা কোন্ হেতুবাদে স্বীকার করা যাইতে পারে? য়ুনানীপ্রভাব-সম্পৃক্ত মথুরা-শিল্পে সাঞ্চী ও বরাহতের (ভারহুতের) মৌলিক ও অবিমিশ্র ভারতীয় শিল্পধারা যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারই ফলে দক্ষিণপূর্ব্বাঞ্চলের ভাস্কর্য্যের তুলনায় মথুরার মূর্ত্তিনিচয় আমাদিগের দৃষ্টিতে একবারে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় না। গ্রীক শিল্পে মাংসপেশীসমূহ বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু উড়িয়া শিল্পের নিদর্শনগুলিতে কোথাও সে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। উড়িষ্যা-ভাস্কর্য্যে পুরুষমূর্ত্তি অপেক্ষা স্ত্রীমূর্ত্তিগুলিই অধিক সুন্দর, পুরুষমূর্ত্তিগুলির অনেক স্থলেই মুখের শ্লথ-শিথিল ভাব, গুম্ফ ও শ্মশ্রু প্রভৃতির বিন্যাস, একেবারে অস্বাভাবিক না হইলেও, অশোভনই বলিতে হয়, যেন কোন প্রকারে লাগাইয়া বা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিগ্রহমূর্ত্তিগুলির বেলায় অবশ্য এ আপত্তি অনেক ক্ষেত্রে খাটে না। লিঙ্গরাজের মন্দিরগাত্রস্থ কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি ভারতীয় পুংসৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। ভুবনেশ্বরের গণেশ-মূর্ত্তিটিও এ জাতীয় বিগ্রহের মধ্যে সৌন্দর্য্য-হিসাবে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ফরসীদেশের 'মুসে গিমে' (Musee Guimet) চিত্রশালায় রক্ষিত গ্রাণাইট-প্রস্তরনির্ম্মিত কার্ত্তিক-মূর্ত্তি ও রজতনির্ম্মিত গণেশ মূর্ত্তির চিত্রদ্বয়ের সহিত (১৮) পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদুইটির প্রতিকৃতির সাদৃশ্য বিচার করিলে সহজেই এ কথা প্রতিপন্ন হইবে। 'গিমে' চিত্রশালায় কাষ্ঠ-খোদিত পার্ব্বতীমূর্ত্তির

(১৭) Marshall's Guide to Sanchi, p. 16 foot-note.

(১৮) L' Art Indien, fig. 39, p. 113 and fig. 50, p. 142.

সহিত ভুবনেশ্বরের বড় দেউলের ভগবতীমূর্ত্তির তুলনা করিলে শেষোক্ত মূর্ত্তিটি যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা সামান্য শিশুকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা হয় না। বস্তুতঃ দেবক্ষেত্র ভুবনেশ্বরের এই সকল মূর্ত্তি এবং কোণার্কের পরমসুন্দর সূর্য্য ও বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি অদ্যাপি ভারতশিল্পের গৌরব সসম্মানে রক্ষা করিতেছে। কেহ কেহ কোণারকের অশ্বদ্বয়ের নাসিকার গঠন দেখিয়া 'রোমক ভঙ্গী' অনুমান করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জুভোদুব্রেই দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীতটে রোমক প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুমানমতে শুধু খৃঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতেই পল্লব-শিল্পকলা রোমক প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল (১৯)। পল্লব রাজাদিগের রাজত্বকালে যে শিল্পের উদ্ভব হয়, তাহার বহু-বর্ষ পরে সে প্রথা উড়িষ্যায় সংক্রমিত হওয়া সম্ভব নহে। উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য-নিদর্শনে পরিচ্ছদে বা অবয়বের গঠন-বৈশিষ্ট্যে বিদেশীয় প্রভাব আলোচনা করিতে গেলে সুবিধামত দুই একটী মূর্ত্তি বাছিয়া লইলে চলিবে না; সাধারণ মূর্ত্তিগুলির কথাই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

শিল্পিগণ যে পুরুষমূর্ত্তি ছাড়িয়া স্ত্রীমূর্ত্তির পরিকল্পনাতেই গ্রীক আদর্শের নিকট সৌন্দর্য্যভিক্ষা করিতে গিয়াছিল—এ অনুমান যদি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যায় গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সব দিক্ একবার উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখাই কর্ত্তব্য। ডাঃ গুস্তাভ লে বঁ বলিয়াছেন, "গ্রীক সভ্যতার সহিত দীর্ঘকাল সংস্পর্শে আসিয়াও

---

(১৯) Prof. J. Jouveau Dubreuil's The Pallavas, p. 10.

ভারতবর্ষ শিল্পবিষয়ে কোন ঋণই গ্রহণ করে নাই। যেখানে দুইজাতির এরূপ ধাতুগত বৈসাদৃশ্য, সেখানে অনুচিকীর্ষা বা ঋণ-গ্রহণ কোনমতেই সম্ভবে না। যাহাদের চিন্তাস্রোত ভিন্নদিকে প্রবাহিত এবং শিল্পপ্রতিভাও সুসমঞ্জস হইবার নহে, তাহারা কি করিয়া পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইবে? হিন্দুপ্রতিভার এমনই বিশেষত্ব যে, বাধ্য হইয়া হিন্দুগণ যখন যাহা কিছু অনুকরণ করিয়াছে, তখনই তাহা সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে। * * সুতরাং গ্রীক শিল্পের স্ব-প্রভাব বিস্তারে এই যে নিষ্ক্রিয়তা, তাহা ভারতবাসীদিগের বৈদেশিক শিল্প-পদ্ধতির অনুকরণে অক্ষমতার পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ উভয় জাতির প্রকৃতিগত বৈষম্যই উহার মূলীভূত কারণ" (২০)। বহুদর্শী সমালোচকের এই উক্তির পর আমাদিগের আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ডাক্তার লে বঁ উড়িষ্যার স্থাপত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধেও যথাযোগ্য আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই; সুতরাং তাঁহার মন্তব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উড়িষ্যার প্রতি কোন অংশেই কম প্রযোজ্য নহে।

ভারত-শিল্পের বৈশিষ্ট্য—তাহার ভাবপ্রবণতা। যে অধ্যাত্মবাদ স্বর্ণসূত্রের ন্যায় ভারতীয় ধীশক্তি ও দার্শনিক গবেষণার সহিত অনুস্যূত, তাহা এই ভাবপ্রবণতারই নামান্তরমাত্র। বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা মহামান্য লর্ড রোণাল্ডশে মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারত-শিল্পের এই প্রধান ও বিশিষ্ট উপাদান অরণ্যবাসী, তপস্যা-পরায়ণ আদিম আর্য্যঋষিগণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। বাদক

(২০) Les Monuments de L' Inde par Dr. Gustave Le-Bon, pp 12-15.

যেরূপ সাধনার ফলে বাদ্যযন্ত্র হইতে সুমিষ্ট সুর উৎপাদন করে, বিশ্বপ্রকৃতি হইতে ইহাও সেইরূপেই সম্ভূত (২১)।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, হিন্দুরা বহির্জগতের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং ভাস্কর্য্য-উৎকর্ষে দক্ষতালাভ বিষয়ক প্রেরণা তাঁহাদের না থাকিবারই কথা। ভারতের ভাস্কর্য্য 'বাস্তু' শিল্পেরই আনুষঙ্গিক। সুন্দর সুকল্পিত পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি, জীবজন্তু বা লতাপাতার চিত্র, নানাবিধ গার্হস্থ্য চিত্র,—আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম্ম-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্ববিধ শিল্পকলার আদর্শভূত; উড়িষ্যার দেব-মন্দির ভিন্ন অপর কোথাও এগুলি এরূপ পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত দেখা যায় না। যে ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম ও ভগবদ্ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সহস্র সহস্র মন্দিরচূড়া আজিও উন্নতশিরে দণ্ডায়মান, আজিও বহুসংখ্যক দেউল ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ যাহাদের কারুকার্য্য ও অপূর্ব্ব শিল্প-কুশলতার সাক্ষ্য দিতেছে, ভাস্কর্য্যবিষয়ে তাহাদের প্রেরণা ছিল না, ইহা কি করিয়া স্বীকার করিব? মায়াবাদী শঙ্করের শিষ্য-সম্প্রদায় ভারতের নানা স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, জগৎ

---

(২১) "How closely the threads of this idealism are woven into the texture of her (India's) intellectual being becomes apparent when we see its origin. For it was first drawn surely from their long and intimate communing with Nature by the forest-dwelling ancestors of the race, much as some sweet-toned melody is drawn by a musician from some perfect instrument which he has learned to master."

(H. E. Lord Ronaldshay's address at the Salon of Oriental Art, Govt. House, Calcutta, reported in the Bengalee, December 6, 1919). ডাঃ কুমারস্বামী 'Aims of Indian Art' নিবন্ধে প্রায় এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

অবাস্তব বলিয়া এই 'বাস্তব' শিল্পের উপেক্ষা করেন নাই। মন্দির গড়িলেই তাহার ভিতর ও বাহিরের শোভা সম্পাদন আবশ্যক এবং সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা অনুযায়ী নানাবিধ বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আবার মন্দির-গাত্রে শিল্পী কোথায় দ্বারপাল, কোথায় বৃক্ষবল্লরী, কোথায় মিথুনাদি সন্নিবেশিত করিবে, তাহাও শিল্প-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং মন্দির-সংক্রান্ত 'বাস্ত'-শিল্প ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে একের যদি উন্নতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে অপরটিরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

পাথর কাটিয়া বাস্ত রচনা করিতে ভারতীয়গণ পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্ত ছিল কি না, সে আলোচনা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বহু পূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে সকল কথার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নাই। গৃহনির্ম্মাণের জন্য যাহারা পাথর কাটিতে শিখিয়াছে, পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি রচনা করিতেই বা তাহাদের অক্ষমতার সম্ভাবনা কোথায়? থাকুক সে কথা।

উৎকল-সৌন্দর্য্যের আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শ হইতে যতই বিভিন্ন হউক 'সীতার বিবাহ'-চিত্রে সীতাদেবীর লজ্জা-বিনম্র মুখশ্রীর মধুরিমা এবং কোণার্কে প্রাপ্ত 'শিক্ষাদান'-চিত্রে (২২) শিষ্যদিগের গুরূপদেশ শ্রবণে চিত্তনিবেশজ্ঞাপক অবস্থান-ভঙ্গীর যে স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে কোন অংশেই প্রাণহীন বলা চলে না। ভারতীয় শিল্পী 'তালমান' বজায় রাখিয়া চলিত, তাই আকৃতিতে ছোটই হউক আর বড়ই হউক, তাঁহাদিগের রচিত মূর্ত্তিগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোথাও তেমন 'বেমানান' বা

(২২) Bishan Swarup's Konarka, p. 37.

অসমঞ্জস বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নিজগ্রন্থে বিভিন্ন পরিমাপাদি উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি শুক্রনীতি-বর্ণিত 'সপ্ততাল'-শ্রেণীর। সপ্ততাল মূর্ত্তির সমগ্র দৈর্ঘ্য, চিবুক হইতে শিরোদেশের পরিমাপের সপ্তগুণ (২৩)। এই সকল মূর্ত্তি অথবা ক্ষোদিত চিত্র সাধারণতঃ বিভিন্ন বিভিন্ন খণ্ডে মন্দিরগাত্রস্থ খাঁজ বা কুলঙ্গীতে বিন্যস্ত হইয়াছে। দক্ষিণী মন্দিরের চিত্রাদির ন্যায় এগুলিতে বিষয়-পারম্পর্য্য ধারাবাহিক ভাবে রক্ষিত হয় তাই। দেব-দেবীর চিত্রের পার্শ্বেই গার্হস্থ্য চিত্রাদিও দেখা যায়। দক্ষিণী শিল্পী রামেশ্বরের বিরাট দরদালানের ছাদে, সমস্ত রামায়ণ মহাভারতটা ছবির আকারে ফুটাইয়াছে, কন্যাকুমারিকার নিকটবর্ত্তী 'শুচিন্দ্রমন্দিরের' গোপুরমে (২৪) রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রায় সমস্ত পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্পগুলি ক্ষোদিত করিয়াছে—যেহেতু দক্ষিণী শিল্পের ইহাই একটি চির-প্রচলিত প্রথা। কম্বোজের ওঙ্কার-ভটে এবং যবদ্বীপের বরভূধরে (বরবদুরে) শিল্পকুশল দক্ষিণী ভাস্করগণ তাঁহাদিগের স্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পরীতির যে অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও দেখিতে পাই—পৌরাণিক বা জাতক কাহিনীর চিত্রগুলি একটির পর একটি ধারাবাহিক ভাবে বিন্যস্ত; সুতরাং একটি চিত্র চিনিয়া লইতে পারিলে, সমগ্র গল্পটিই সহজে বুঝা যায়। উড়িষ্যার মন্দির-চিত্রাদিতে কিন্তু এরূপ ধারাবদ্ধ বিষয়-সন্নিবেশ দৃষ্ট হয় না। সীতার বিবাহের ক্ষোদিত চিত্র দেখিয়া নিকটে কোথাও মায়ামৃগবধের চিত্র দেখিবার

(২৩) M. Ganguly's Orissa and her remains, pp. 209, 214 222.

(২৪) উপাসনা, কার্ত্তিক—১৩২৬, পৃঃ ৪৫০।

(চিত্র ৩৭)



তরু ও তরুণী।

[বিলাতের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত]

(হেভেলের চিত্র হইতে) [পৃঃ ১২৩

ভরসা করিলে নিরাশ হইতে হয়। মন্দির-গাত্রস্থ বিভিন্ন কুলুঙ্গীতে যে সকল বিচিত্র মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, পারম্পর্য্যশূন্য হইলেও সেগুলি বড় কম কৌতূহলজনক নহে।

কোণার্ক মন্দির দর্শন-কালে তরুসন্নিহিতা রমণীর কয়েকটি চিত্র দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তখন সেগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি নাই। এই চিত্র-পরিকল্পনা যে বিতণ্ডার বিষয়ীভূত হইতে পারে, তাহা তখন অবগত ছিলাম না। ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর একটি তরুণীর মূর্ত্তি ডাঃ গুস্তাভ লে-বঁ'র গ্রন্থে ৫৬ সংখ্যক চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাঃ লে-বঁ স্থির করিয়াছিলেন ভুবনেশ্বরের 'বড় দেউল' (লিঙ্গরাজ-মন্দির) খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। তিনি এ মূর্ত্তিটি ৭ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিলেও ইহা যে কোন্ মন্দিরে সংলগ্ন ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এই স্ত্রীমূর্ত্তির ভঙ্গী বড়ই সুন্দর। রমণীর বাম হস্তে পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষশাখা, বাম পদ উত্তোলিত,—যেন বৃক্ষকাণ্ডে সংস্পৃষ্ট। শ্রীযুক্ত হেভেল প্রণীত গ্রন্থে (২৫) বিলাতে ভিক্টোরিয়া-আলবার্ট চিত্রশালায় রক্ষিত এইরূপ একটি মূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধের জন্মগ্রহণকালে, বুদ্ধ-জননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি যেরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, রাজ্ঞী মায়া একটি বৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়া একটি চরণ উত্তোলন করিয়া বক্রভাবে দাঁড়াইয়া আছেন; আর শিশু শাক্যসিংহ মাতার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতেছেন। বুদ্ধ লুম্বিনী বনে শাল্মলী বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই পিত্তল-নির্ম্মিত নেপালী মূর্ত্তিসমূহে বৃক্ষটি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই

---

(২৫) Ideals of Indian Art, pp. 101-102.

প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিদীর্ণ কুক্ষিদেশ ও তাহা হইতে অর্দ্ধনির্গত শিশু দেখিলেই মায়াদেবীর মূর্ত্তি চিনিয়া লওয়া যায়। ভারহুতের স্তূপে 'চন্দা' নামক যে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত যক্ষিনী মূর্ত্তি আছে, তাহাও বৃক্ষকাণ্ডের সহিত সংযুক্ত (২৬)। আবার সাঞ্চীর পূর্ব্বতোরণে দেখা যায়—একটি যুবতীমূর্ত্তি দুই হাতে একটি অশোক-শাখা ধরিয়া আছে এবং বামপদে বৃক্ষকাণ্ডের অধোদেশ স্পর্শ করিতেছে। রমণীর পদপল্লব বহু অলঙ্কারে বিভূষিত। শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ গ্রীকপ্রভাববাদী পণ্ডিতগণ মিসরদেশে এইরূপ বৃক্ষে অর্পিত-দেহ পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীকগণই মিশরে উহা প্রচারিত করে এবং গ্রীক শিল্পীদিগের দ্বারাই এই মনোহর বাঁধা-ছাঁচের (motif) মূর্ত্তিগুলি ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিপরিকল্পনার যে কি উদ্দেশ্য, শ্রীযুক্ত স্মিথ মহোদয় তাহা আলোচনা করেন নাই। খ্রীঃ ১৯০৯ সালের সুদূর প্রাচ্যবিদ্যা-অনুশীলন সমিতির মুখপত্রে আচার্য্য ফোগেল (Dr. J. Ph. Vogel) "সুন্দরী-তরুণী ও অশোক বৃক্ষ" (La Belle et L' Arbre Acoka) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহাতে এ চিত্রের গূঢ়ার্থ অতি সুন্দরভাবে নির্ণীত হইয়াছে (২৭)।

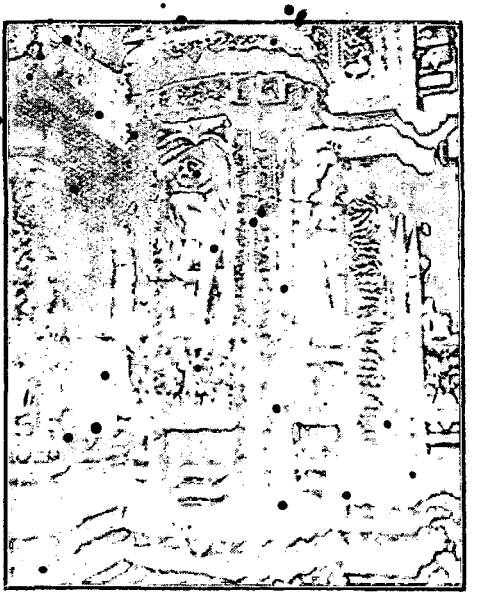
মথুরার কালেক্টার-সাহেবের কুঠিতে প্রস্তরনির্ম্মিত পিল্‌পাদার আলিসার (balustrade) একটি খণ্ডীকৃত অংশ কিছু দিন ধরিয়া পড়িয়াছিল। পরে উহা স্থানীয় সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয় (২৮)। এই প্রস্তরখণ্ডের একদিকে কতকগুলি পদ্মাকৃতি পুষ্পের

(২৬) Cunningham's Bharhut, Plate XXII.

(২৭) Bulletin de L' Ecole Francaise de Extreme Orient, Tome IX, 1909, p. 531.

(২৮) Ex. J. 55, Mathura Museum Catalogue, p. 153.

(চিত্র ৩৮)



ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রস্থ খাঁজে অবস্থিত তরু ও তরুণী মূর্ত্তি।
[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১২৩

(চিত্র ৩৯)



ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত তরু ও তরুণী মূর্ত্তি।
[ডাঃ গুস্তাভ লে বঁ'র গ্রন্থ হইতে]

[পৃঃ ১২৩

প্রতিরূপ আছে ও অপরদিকে একটি অল্পবয়স্কা তরুণী অশোক-তরুর কাণ্ডদেশে হেলিয়া, বামহস্তে একটি পুষ্পিত প্রশাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মথুরার শিল্পিগণ যে প্রকার নৃত্যনিরতা বিলাসিনীদিগের মূর্ত্তি বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরাদির চতুঃপার্শ্বে সংস্থাপন করিতে ভালবাসিত, এটি সে প্রকার নহে। রমণীর বামপদ পুষ্পিত তরুর কাণ্ডদেশ স্পর্শ করিয়া আছে। দীর্ঘ অপ্রশস্ত পত্রগুলি দেখিয়া বৃক্ষটি যে অশোক, যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আচার্য্য ফোগেল্ বলিয়াছেন, অগ্নিমিত্র মালবিকাকে যে কি অবস্থায় দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা যায়। সুন্দরী নারীর পদাঘাতে অশোক-তরুর পুষ্পোদ্গম কল্পনা ভারতীয় কবিসমাজে সুপরিচিত। ইংরাজ-কবি টেনিসন তাঁহার একটি কবিতায় নায়িকার পদক্ষেপণে 'ক্রোকাস' (crocus) পুষ্প বিকাশের উল্লেখ করিয়া এই শ্রেণীর কবিসময়প্রসিদ্ধির সমর্থন করিয়াছেন বটে; কিন্তু অশোক-জাতীয় তরুবিশেষে এই উপায়ে পুষ্পোৎপাদন বিষয়িণী কল্পনা কেবল এতদ্দেশীয় কাব্যেই নিরূঢ় (Convention) দেখিতে পাই। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে মালবিকা যখন রাজ্ঞীর আদেশে অশোককাণ্ডে বামপদ স্পর্শ করাইয়া অশোক-বৃক্ষের দোহদ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিদূষকসহ অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিবার সুযোগ পান। মেঘদূতের (২৯) যক্ষও অশোক-

(২৯) একঃ সখ্যা স্তবসহ ময়া বামপাদাভিলাষী।
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাম্ দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥
(উত্তরমেঘ, শ্লোক ১৭)।

তরুর ন্যায় প্রিয়ার বামপদস্পর্শলাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ লে বঁর গ্রন্থের চিত্রের সহিত মথুরার এ মূর্ত্তিটির প্রতিকৃতি মিলাইলে দেখা যায় যে, এই দুইটিতে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই (৩০)। কুম্ভকোণমের সমীপবর্ত্তী ত্রিভুবনম্ নামক দক্ষিণী মন্দিরে প্রস্তরক্ষোদিত দ্বারপালিকা-মূর্ত্তিতেও এইরূপ বৃক্ষকাণ্ডে পাদস্পর্শ করার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ইউরোপে আঁচেন নগরের বিখ্যাত ধর্ম্মমন্দিরে রক্ষিত হস্তিদন্তপটে খোদিত একটি আলেখ্যেও এইরূপ তরু ও তরুণীর কবিত্বমধুর সমাবেশ দেখা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ষ্ট্রজিগউস্কি মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ভাস্কর্য্যশিল্পের পূর্ব্বোক্ত আদর্শ ও মিশর দেশের সেকেন্দ্রিয়ার কপ্টিক শিল্পের বাঁধাছাঁচের এই অনুকৃতি একই মূল হইতে উদ্ভূত। সম্ভবতঃ ইহার প্রথম আবির্ভাব সিরিয়া বা এসিয়া-মাইনর-প্রদেশে হইয়া থাকিবে (৩১)।

সিংহলের "নারীলতা" (৩২) ও মকর-মুখ হইতে বিনির্গত

রাজশেখরের প্রাকৃতনাট্য কর্পূর মঞ্জরীতেও কর্পূরমঞ্জরীর চরণাঘাতে অশোকতরুপুষ্পিত হইয়াছে। রঘুবংশের ইন্দুমতী-বিলাপেও কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত বর্ণনাতেও এই কাব্য-নিরূঢ়ির উল্লেখ আছে।

(৩০) শ্রীযুক্ত হেভেল প্রণীত Ideals of Indian Art গ্রন্থে (পৃঃ ১০১-১০২) বিলাতের 'ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট' চিত্রশালায় রক্ষিত এইরূপ একটি নমুনার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩১) J. Strzygowski, quoted in Dr. G. N. Banerjee's Hellenism in Ancient India, p. 74.

(৩২) Nari-lata, fig. 27, Dr. Coomaraswamy's Mediaeval Sinhalese Art, p. 92.

(চিত্র ৪০)



ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত দর্পণধারিণী মূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি।

[কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত] [পৃঃ ১২৮

বল্লরীসমূহে সমাবেষ্টিতা আধুনিক দক্ষিণী নারীমূর্ত্তি (৩৩) এই সুপরিচিত নক্সারই জ্ঞাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে (৩৪)। ভারতীয় ললিতকলাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামী-মহাশয় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারাদির একতা প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয় মনসা-মূর্ত্তির সহিত প্রাচীন গ্রীসীয় সর্পদেবীর মূর্ত্তির এবং ভূদেবীও পৃথ্বীস্থানীয়া গ্রীক "গেয়া" (Gaea) দেবীর সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন (৩৫) যে, এসকল পুরাতন ছাঁচের মিল খুঁজিতে হইলে, সভ্যতার আদিযুগে অন্ততঃ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যাইয়া পঁহুছিতে হয়। খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরে যখন এই প্রকার আদর্শ, চীনদেশে প্রচারিত হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সময়েই উহা ভারতে আসা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই সকল পরিকল্পনা উত্তরের পথে বাক্‌ট্রিয়া হইয়া, ককেসসপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, কি পারস্যের পথে, পারস্য-উপসাগর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ তখন ককেসসের পথদিয়া নির্ব্বিরোধে গমনাগমন করা চলিত। তাহা না হইলে চিত্র ও নক্সার একটি সুনির্দ্দিষ্ট

---

(৩৩) Girl with the creeper falling over her, Havell's Ideals of Indian Art, pl. XIII.

(৩৪) সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে একটি ধাতুনির্ম্মিত বিটপ-সন্নিহিতা দেবীমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার পাদপীঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা কোথাও বিগ্রহ icon রূপে পূজিত হইত। এ দেবী মায়াই হউন, বা অপর কিছুই হউন, আসলে যে ইনি ভারতীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। Rupam, April, 1920 p. 3.

(৩৫) Ostasiatische Zeitschrift, Vol III, p. 387.

স্তর-জ্ঞাপক এতগুলি বাঁধা আদর্শ ভারতে আসিয়া পঁহুছিতে পারিত না। ললিতকলা-বিষয়ক কতকগুলি আদিম আদর্শ ইজিয়ান-সাগরের উপকূল হইতেই আসুক, অথবা সিরিয়া হইতেই আসুক, এরূপ সাদৃশ্যে কোনও দেশের শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইবার কথা নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে, ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত এই তরু ও তরুণীর পরিকল্পনাটি ভারতীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়াই সমীচীন বোধ হইবে।

কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত, ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত, কয়েকটি স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে দর্পণধারিণী একটি মূর্ত্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মথুরার পাথরের পিল্লায় খোদিত স্ত্রীমূর্ত্তিগুলির মধ্যে দর্পণধারিণী একটি নারীমূর্ত্তির চিত্র জেনেরাল কানিংহাম কর্ত্তৃক ১৮৭১-৭২ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে [ছয় (VI) সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য] (৩৬)। কিন্তু ইহার সহিত উড়িষ্যার মূর্ত্তিটির সেরূপ আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না। আত্মসৌন্দর্য্যমুগ্ধ এই রমণীমূর্ত্তির পরিকল্পনায় যে রসবত্তার ভাব (sense of humour) দৃষ্ট হয়, অন্যটিতে তাহা একেবারেই বিরল। উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে মনোবিমোহন ভঙ্গীতে যে সকল একক রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা দেখা যায়, তাহার কোন কোনটির অনুরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি মথুরা-ভাস্কর্য্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে। (৩৭) বলা বাহুল্য, এ সাদৃশ্য সকল ক্ষেত্রে সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। কানিংহামের চিত্রনিহিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটিতে অশ্লীলতার একটু আভাস মাত্র আছে (fig. C. BI. VI.) কিন্তু কোনারকে

(৩৬) A. S. R. 1871-72 Vol. III, PI. VI.
(৩৭) Ibid. PI. VI, VII & XI.

(চিত্র ৪১)



মথুরা ভাস্কর্য্যের স্ত্রীমূর্ত্তি।
[কানিংহাম হইতে] [পৃঃ ১২৮

(চিত্র ৪২)



মথুরাভাস্কর্য্যের কয়েকটি একক স্ত্রীমূর্ত্তি।
(দক্ষিণ পার্শ্বের শেষ মূর্ত্তিটি দর্পণধারিণী) [পৃঃ ১৮২
[কানিংহাম হইতে]

এইরূপ যে একটি মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা একেবারেই বীভৎসতার প্রতিরূপ। দেশ কাল ও পাত্রভেদে যে ললিত কলার রাজ্যেও ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ভারতীয় কলাপদ্ধতি ঠিক একই ভাবে প্রবাহিত হয় নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে পরিলক্ষিত, নারীদেহে নিতম্বের পৃথুলতা ও বক্ষোদেশের পীবরতা, ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব বলিয়াই পরিগণিত। মথুরায় প্রাপ্ত মূর্ত্তিনিচয়ে দেখা যায়, নিতম্বদেশ অনেক স্থলে কটির পরিমাপের আড়াই (২৷৷০) গুণের কম নহে (৩৮)। আমরা উড়িষ্যার মূর্ত্তিগুলির মাপ গ্রহণ করিতে পারি নাই; যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে রমণীমূর্ত্তিসমূহের দেহাংশ-বিশেষের এরূপ অনাবশ্যক নিবিড়তা কোথাও বিসদৃশ ভাবে চক্ষে পড়ে নাই।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয় মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান-বিষয়ক যে সুন্দর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'উড়িষ্যার ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের প্রসাধক অনেক নারীমূর্ত্তির আদর্শ ২য় ও ৩য় শতাব্দীর জৈন ও বৌদ্ধপ্রাকারের নক্সা হইতে গৃহীত—তাহারা যে নগ্নজাতীয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই' (৩৯)। বিশেষজ্ঞের এ মত বিশেষ অনুধাবন যোগ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ভুবনেশ্বর ও মথুরার ভাস্কর্য্যে যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান, এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিলে প্রকৃত স্বরূপতা-টুকুও ভালরূপে

---

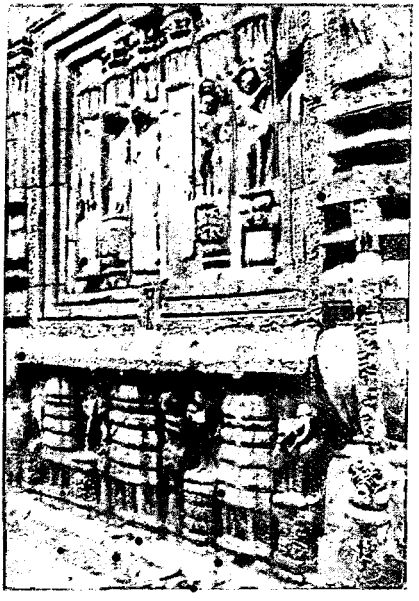
(৩৮) A. S. R, Vol. III. P. 31.

(৩৯) 'সিংহ ও হস্তীর উপাখ্যান' শীর্ষক মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ, প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৬, ও পৃঃ ৪২ কোনারকের কথার পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

বুঝা যাইবে না। মথুরার স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি প্রায়শঃ গণমূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মানা; তাই কেহ কেহ সেগুলিকে 'Energy acting on matter' অর্থাৎ জড়বস্তুর উপর শক্তির ক্রিয়াশীলতার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন (৪০)। কেহ কেহ আবার এই শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলিকে 'মার' বা বৌদ্ধ শয়তানের সঙ্গিনীগণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। উড়িষ্যার নর্ত্তকী-মূর্ত্তিগুলিকে কোনও গণমূর্ত্তি বা জীবমূর্ত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি নাই; বরং ভারহুত বিষয়ক গ্রন্থে কানিংহাম যে কয়খানি চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, "বটনমার" স্তম্ভগাত্রস্থ নর্ত্তকীমূর্ত্তি, উপবিষ্ট গণমূর্ত্তির বিস্তৃত করতলদ্বয়ের উপর নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে (Pl. XXI)। উক্ত গ্রন্থের ২৩শ সংখ্যক চিত্রে দেখিতে পাই (Plate XXIII) যক্ষিণী সুদর্শনা নৃত্যপরা রমণীর ন্যায় একটি গজদেহের উপর দণ্ডায়মানা। আবার স্ত্রী-দেবতা চুলকোক হস্তীর উপর ললিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এই সকল চিত্রের সহিত মথুরার পিল্লাগাত্রস্থ চিত্রগুলির যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ তাহা সহজেই বুঝা যায়। ডাঃ ফোগেল এ মূর্ত্তিগুলিকে যক্ষী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে তৎসমর্থিত মূর্ত্তিপরিচয়ের সহিত নর্ত্তকীদিগের এরূপ কয়েকটি অশ্লীল ভঙ্গীর বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। যে স্থাপত্যকীর্ত্তির চতুর্দ্দিকে এ গুলি সন্নিবিষ্ট হইত, লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহা ইহাদিগের দ্বারাই সুরক্ষিত হইবে। ভয় দেখাইয়াই হউক বা কামজনিত মোহ উৎপাদন করিয়াই হউক, যে কোনও উপায়ে বিরুদ্ধবাদী অনিষ্টকারীকে স্তম্ভিত করিতে পারিলেই

(৪০) Dr. Waddell's Upagupta in J. A. S. B. Vol LXVI, P. 79, foot-note.

(চিত্র ৪৩)



ভুবনেশ্বরের মন্দিরস্থ গাত্রস্থ স্ত্রীমূর্ত্তি।
শিরোদেশেসংন্যস্তহস্তা দণ্ডায়মানা দক্ষিণপার্শ্বস্থ মূর্ত্তিটি
'আলসনায়িকা' শ্রেণীর অন্তর্গত।

[পৃঃ ১৩১

যক্ষিণীদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, ইহাই বোধ হয়, তাৎকালিক জনগণের সাধারণ বিশ্বাস রূপে প্রচলিত ছিল। ডাঃ ফোগেল উল্লেখ করিয়াছেন, এই প্রকার রমণীমূর্ত্তি অস্ত্রধারণ করিয়াছে, এরূপও দেখা যায়। তাঁহার মতে হিন্দুমন্দিরে দ্বারপাল ও যবদ্বীপের মন্দিরে রাক্ষসমূর্ত্তিগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইত, এ গুলিও ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে স্তম্ভ বা পিল্লাগাত্রে স্থান অধিকার করিয়া আছে (৪১)। উড়িষ্যায় এক শ্রেণীর বিবৃতযৌবনা প্রগল্‌ভা স্ত্রীমূর্ত্তিকে স্থানীয় শিল্পিগণ 'অলস নায়িকা' নামে অভিহিত করিয়া থাকে (৪২)। দাঁড়াইবার ভঙ্গী সম্পূর্ণ না মিলিলেও পাদাদি-বিন্যাসে মথুরার দুই একটি নর্ত্তকীমূর্ত্তির সহিত ইহার কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারহুত স্তূপপ্রতিষ্ঠার কাল হইতে যে কলা-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া মথুরায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, বহুশতাব্দী পরে ভুবনেশ্বর বা কোণার্কের মন্দিরগাত্রে কালবশে পরিবর্ত্তিত সেই সকল যক্ষীমূর্ত্তি—'অলস নায়িকা' প্রভৃতি আকারে যে পূর্ব্বকালের ন্যায় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই,—এ কথা সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা সহজ নহে। ভারতশিল্পের প্রাচীন আদর্শগুলি অনেক পরিমাণে অদ্যাবধি রক্ষিত হইয়াছে। উড়িষ্যা-মন্দিরের বহির্দ্দেশে খোদিত নাগমূর্ত্তির ন্যায় মথুরা-ভাস্কর্য্যেও পঞ্চ ও সপ্তফণাযুক্ত নাগমূর্ত্তি দেখা যায়; তবে উড়িষ্যা ভাস্কর আবর্ত্তিত-পুচ্ছ-নাগদেহ-তক্ষণে প্রসাধক কলার দিক দিয়া যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে তাহার নিজস্ব মৌলিকত্বটুকু যে

(৪১) Dr. Vogel's Catalogue of the Lucknow Museum.

(৪২) উৎকলীয় ভাস্করের এই পারিভাষিক শব্দটি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি।

কম বিকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য-সমালোচনায় আমরা সাধারণতঃ উত্তরাপথের শিল্পধারাগত সাদৃশ্যেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকি; কিন্তু তুলনাগত বিচারের উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতীয় শিল্পকলার এখনও ভালরূপ অনুশীলন হয় নাই। ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত যে যোদ্ধা ও তাহার প্রণয়িনীর ক্ষোদিত চিত্র রাজা রাজেন্দ্রলালের উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঠিক তাহারই অনুরূপ একটি চিত্র কার্লির সুবৃহৎ চৈত্যে দৃষ্ট হয় (৪৩)। কেবল পার্থক্যের মধ্যে এই যে, কার্লির যুগলমূর্ত্তির অবয়ব যেন কতকটা অধিক পুষ্ট এবং পুরুষমূর্ত্তিটির মস্তকাবরণ বিভিন্ন রকমের। কোনও কোনও পণ্ডিত কার্লির ক্ষোদিত চিত্রাবলীতে পার্সি-পলিসের প্রভাব সন্দেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু এ শিল্পে গ্রীকপ্রভাব এ যাবৎ অনুমিত হয় নাই। সুতরাং এ পরিকল্পনা গ্রীক-প্রভাবশূন্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। ডাঃ ফোগেল কানিংহামের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন (৪৪) যে, বৌদ্ধ-শিল্পে মথুরার প্রভাব বিশেষ ভাবে প্রকট এবং মথুরায় নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে নীত হইত। শিল্পীর মারফতে ভারতের একপ্রদেশের শিল্পপদ্ধতির বাঁধাছাঁচগুলি যে অন্য প্রদেশে পঁহুছিত, এ অনুমান অসঙ্গত না হইলেও মথুরার মূর্ত্তি উত্তর হইতে ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে, উৎকলপ্রদেশেও যে আমদানি হইত, তাহার কোনও সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উড়িয়া স্থপতি স্বদেশীয় স্থাপত্য-প্রণালীর বৈশিষ্ট্যে যেরূপ নিজ প্রতিভার সম্যক বিকাশলাভে সমর্থ

---

(৪৩) Maindron, op. cit. Fig. 36, p. 128.

(৪৪) Catalogue of the Archæological Museum at Mathura, p. 28.

(চিত্র ৪৪)



লিঙ্গরাজ মন্দির গাত্রে অবস্থিত যোদ্ধা ও
তাহার প্রণয়িনীর মূর্ত্তি।
[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থের ৫৮ নং চিত্র অবলম্বনে]

[পৃঃ ১৩২

(চিত্র ৪৫)



কার্লিগুহায় প্রাপ্ত যুগলমূর্ত্তি।
[মরিস্ ম্যান্দ্রঁ'র গ্রন্থ-নিহিত চিত্র হইতে]

[পৃঃ ১৩২

হইয়াছে, ভাস্কর্য্যেও তাহা অপেক্ষা কম পারদর্শিতা প্রদর্শন করে নাই। বঙ্গদেশে উড়িয়া স্থাপত্য-প্রথা বাঁকুড়া পর্য্যন্ত সংক্রমিত হইয়াছিল। ১৬২২-২৩ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর মন্দির আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে (৪৫)। বঙ্গদেশের ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের সহিত উড়িষ্যার ক্ষোদিত চিত্রগুলির এখনও তুলনাগত আলোচনা হয় নাই, হইলে ধীমান বীতপালের দেশবাসীর নিকট উড়িয়া ভাস্করের মস্তক অবনত হইবার বিশেষ কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে।

আমরা উৎকল-ভাস্কর্য্যের আলোচনা করিতে গিয়া মূর্ত্তি ও ক্ষোদিত চিত্র প্রভৃতিরই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু স্থাপত্য-অলঙ্কার-রূপে ব্যবহৃত যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য ও কলাকৌশল কুড্যস্তম্ভগাত্রে মাল্যাকৃতি ডালিতে এবং 'ফুললতা', 'নটীলতা', 'পত্রলতা' প্রভৃতি লতার আবর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে অভিজ্ঞ সমালোচকের মতে চারুশিল্পের এ শাখায় গ্রীক-শিল্পী অপেক্ষা উড়িয়া কারুকরেরই কৃতিত্ব সমধিক-ভাবে প্রকট হইয়াছে (৪৬)। যাঁহারা প্রস্তরমূর্ত্তির নির্ম্মাণ-ব্যাপারে গ্রীক আদর্শের প্রভাব স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহারাও এই প্রসাধক কলা-কৌশলের মৌলিকতা যে ভারতীয় ভাস্করের নিজস্ব, তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ সার্ জন্ মার্শাল মহোদয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধ ও শোভা-সম্পাদন-কুশলতা ভারতীয় শিল্পে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, তাহা উত্তরাধিকার-

(৪৫) J. A. S. B. 1909 (N. S.) p. 146.

(৪৬) M. Ganguly's Orissa and her remains, pp. 191-193.

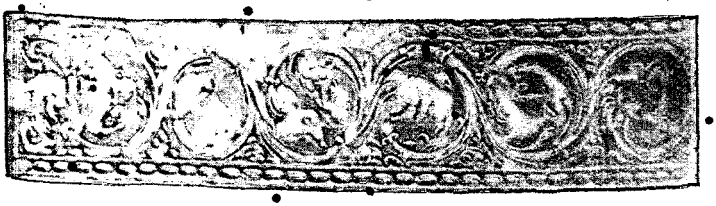
সূত্রে প্রাপ্ত, বিদেশীয়ের নিকট ঋণস্বরূপ গৃহীত নহে (৪৭)। বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্য্যে 'কীর্ত্তিমুখ', এবং 'বড়ঝাঁজি নামক জলজ উদ্ভিদের অনুকরণে উদ্ভাবিত স্থাপত্য-অলঙ্কারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া, ভরসা করি, কেহ উৎকল-শিল্পের মৌলিক পরিকল্পনাগুলির সৌন্দর্য্যের কথা বিস্মৃত হইবেন না। ভুবনেশ্বর-স্থাপত্যে বিচিত্র কারুকার্য্যের দৃষ্টান্ত মুক্তেশ্বর মন্দিরের জালিকাটা জানালার চারি পাশেও বড় কম দেখা যায় না। ইহার মধ্যে 'হনুমন্ত'লতার চিত্রটিই সর্ব্বাগ্রে চক্ষে পড়িয়া যায়। পূর্ব্বেই 'ভুবনেশ্বর'-প্রসঙ্গে লিঙ্গরাজ-মন্দিরের ভাস্কর্য্যের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এ উপলক্ষে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মুক্তেশ্বর-মন্দিরের কারুকার্য্য-বহুল পীঠ, ভূমি, উদ্গতস্তম্ভ প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেই, এ দেউল যে ওড্রস্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের মধ্যমণি-স্বরূপ, এ উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

বাঙ্গালী চারুশিল্পের উদ্বোধন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু শুদ্ধান্তের নিভৃত অন্তরালে বাঙ্গালী বধূরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানোপলক্ষে এখনও যে সকল আলিম্পন অঙ্কিত করেন, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত লতামণ্ডনাদির যেন জ্ঞাতিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কলিকাতায় চিৎপুর রোডে পাথুরিয়াঘাটার সন্নিকটে এখনও কয়েকজন ভাস্কর বঙ্গদেশে প্রচলিত দুই চারি প্রকার বিগ্রহ পাথর খুদিয়া তৈয়ার করিতে পারে শুনিয়াছি। কলিকাতার বাহিরে, সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে এক কাটোয়া ও তৎসন্নিহিত ডাঁইহাটে সামান্য রকম প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে (৪৮); কিন্তু উড়িষ্যার

(৪৭) Guide to Sanchi, p. 12.

(৪৮) Havell's Monograph on Stonecarving in Bengal, p. 16.

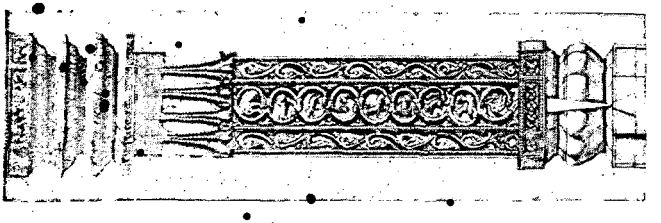
(চিত্র ৪৬)



লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরগাত্রস্থ লতা আবর্ত্তনের মধ্যে জান্তব চিত্রাদি।
[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র হইতে]

[পৃঃ ১৩৩

(চিত্র ৪৭)



লিঙ্গরাজ মন্দিরের জগমোহনের উদ্গত স্তম্ভ (কুড্য স্তম্ভ)
গাত্রস্থ লতা আবর্ত্তন।
[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিত্র হইতে]

[পৃঃ ১৩৩

ভাস্করেরা এখনও তাহাদের বংশপরম্পরাগত দক্ষতা অনেকাংশে অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিতেছে।

ভুবনেশ্বরে যে সকল উড়িয়া শিল্পী রাজারাণী, মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি মন্দির মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা "মূরত"গুলির স্থানে নিজেদের নির্ম্মিত সেই প্রকার মূর্ত্তি বসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। কোণার্কমন্দির সংস্কারেও ইহারা যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সার্ জন মার্শাল মহোদয় এই উপলক্ষে ভুবনেশ্বরের জনৈক আধুনিক শিল্পীর রচিত কারুকার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার ১৯০২-৩ সালের রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন (পৃঃ ৪৬), "প্রাচীন আদর্শের তুলনায় এ ব্যক্তির কার্য্য বড় অধিক অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, কেবল মনুষ্য-মূর্ত্তি ও জান্তবমূর্ত্তি-সমূহে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।" ভারতে আধুনিক শিল্পীদিগের মধ্যে, রাজপুতানা ও পাঞ্জাবে বালিয়া-পাথরের উপর স্থাপত্য-অলঙ্কার-হিসাবে নানারূপ নক্সা কাটা হইয়া থাকে; কিন্তু উচ্চাবচ তক্ষণের গুণে, আলো ও ছায়ার সমাবেশে, যে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়, উড়িয়াদিগের ন্যায় উত্তরাপথের ভাস্করেরা এ বিদ্যায় সেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত হেভেল্ লিখিয়াছেন গত পনর-বিশ বৎসরের মধ্যে চিন্তামণি মহাপাত্র, মহাদেব মহারাণা, কপিল মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন ভাস্কর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পাথরে খোদাই করা দরওয়াজা (doorway) প্রস্তুত করিয়াছে। পুরী-তীর্থের "এমার মঠ" নামক বৈষ্ণব আশ্রমের প্রবেশ-দ্বারগুলি ইউরোপের মধ্যযুগের গথিক ধর্ম্ম-মন্দিরের ভাস্কর্য্যের সহিত অনায়াসেই

তুলিত হইতে পারে (৪৯)। মাত্র পঞ্চাশ মুদ্রা ব্যয়ে যেরূপ সুন্দর প্রস্তরখোদিত স্তূপ উড়িয়া কারিকরগণ তৈয়ার করিয়া থাকে, তাহার উচ্চ অঙ্গের কারুকার্য্য দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় (৫০)। নরম পাথর 'সোপ ষ্টোনে' প্রস্তুত স্বল্প মূল্যের মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও কয়েকটি নমুনা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এরূপ মূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ দুই একটি বিপণিতে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত হেভেল এইরূপ একটি খেলানায় শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকাবৃন্দ ও ধেনু প্রভৃতির মূর্ত্তিসমূহের বিন্যাস-পরিপাট্য ও খোদাইয়ের নৈপুণ্য দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ললিত-কলার অন্যান্য শাখায়ও উড়িয়াদিগের পারদর্শিতা বড় কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতির চিত্রণ উৎকল-শিল্পী বেশ অভ্যস্ত ছিল বলিয়াই মনে হয়। স্বর্গীয় হাণ্টার মহোদয়ের উড়িষ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে উড়িয়া পুঁথি হইতে গৃহীত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে (৫১)। সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধান-বিষয়ক সমিতির মুখপত্রে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উড়িষ্যা-দেশীয় এক অভিনব শিল্প-নিদর্শনের যে চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (৫২), তাহা হইতে এতদ্দেশীয় ব্যবহারিক জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যাদি অবগত হওয়া যায়।

---

(৪৯) Stonecarving in Bengal. p. 5.
(৫০) Ibid, plate iv.
(৫১) Hunter's Orissa, Vol. I, p. 167.
(৫২) J. B. O. R. S. Vol. V, Pt. III, p. 325.

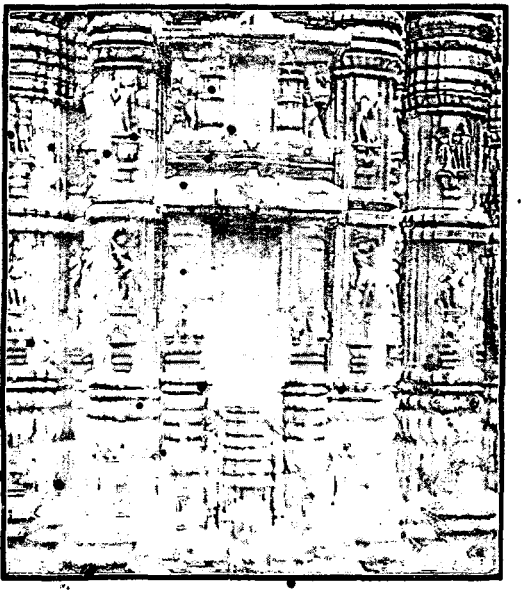
(চিত্র ৪৮)



বড় দেউলের ক্ষোদিত পাদপীঠ।

[রাজা রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ হইতে] [পৃঃ ১৩৩

(চিত্র ৪৯)



রাজা-রাণী মন্দিরের বহির্গাত্রে বরবর্ণিনীগণের ক্ষোদিত মূর্ত্তি।

[পৃঃ ১৩৫

উক্ত বিবরণীতে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে 'কোক্কা' নামক ললিতকলা-বিষয়ক জাপানী পত্রিকার ১১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'চাইনিজ কেলিকো' নামে অভিহিত ৬ সংখ্যক চিত্রটি চীনা কেলিকো ছিটের সহিত একবারেই সম্পর্ক-শূন্য; বস্তুতঃ উহা যে ভারতীয় এবং সম্ভবতঃ উড়িষ্যাদেশেই নির্ম্মিত, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ছিটের চিত্রে যে সকল স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যায়, পুরাতন উড়িয়া চিত্র নিহিত রমণীগণের সহিত সে গুলির সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে (৫৩)। ছিটের উপরিভাগস্থ মন্দির-শ্রেণীর নক্সায় যে সকল 'শিখর' ও 'বিমান' প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও উড়িয়া স্থাপত্যের লক্ষণাদি বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চিত্রস্থ একটি 'কীর্ত্তিমুখ' অলঙ্কারের উপরিভাগে যে প্রকার ত্রিপত্র (trefoil arch) মন্দিরচূড়া দেখিতে পাই, তাহাও উড়িষ্যায় দেউলসমূহের ন্যায় উত্তরাপথের স্থাপত্য-প্রথানুযায়ী। চিত্রে অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত বৃক্ষগুলি নারিকেল ও খর্জ্জুর জাতীয়। উড়িষ্যায় বাণপুর অঞ্চলে এ সকল বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। অধিকন্তু নক্সার উপরিভাগে, মন্দিরচূড়া-সান্নিধ্যে, বানরাদি সন্নিবিষ্ট এবং বৃক্ষশাখায়, উপবিষ্ট কলাপিসমূহ অঙ্কিত। এই সকল কারণে এই সুন্দর বস্ত্রখণ্ড যে ভারতে প্রস্তুত তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। চিত্রের অন্তর্গত জটাজূটধারী দুইটী সাধুমূর্ত্তির ললাটে বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তিলকচিহ্নও লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া দেবমূর্ত্তির মধ্যে 'গণপতি' মধ্যস্থলেই বিরাজিত এবং উপরের সারির চতুর্থমূর্ত্তিটি কিন্নরাকৃতি। গণেশ, দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুরে পরমাত্মা-

(৫৩) Ibid, Plate I.

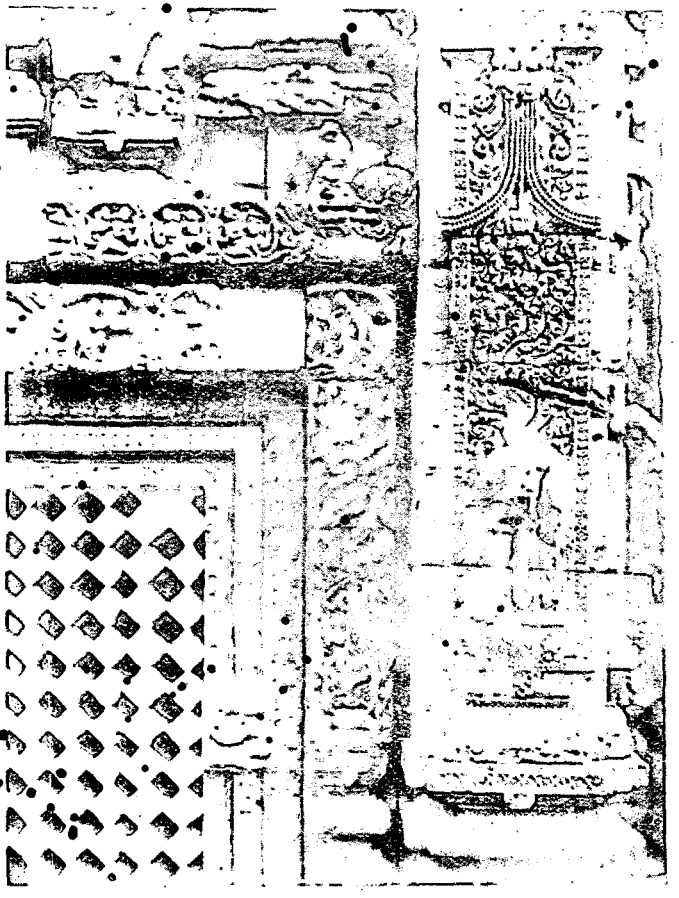
ভাবে শিব ও হরি অপেক্ষা অধিক বরেণ্য (৫৪) হইলেও উড়িষ্যাতেও অপরিচিত নহেন। জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গনে অবস্থিত গণেশমূর্ত্তি যে অদ্যাবধি পূজিত হইয়া থাকে এবং গণেশের দুইটি বিভিন্ন মন্দিরই যে তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা শ্রীমন্দির-পরিক্রমা অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। 'গণপতি' বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী-দিগের দেবতা বলিয়া পরিগণিত বটে এবং চীনদেশে গণেশাকৃতি মূর্ত্তি অপরিজ্ঞাত না হইলেও (৫৫) পূর্ব্বোল্লিখিত চিত্রের নরনারী-দিগের আকৃতি-প্রকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই যে ভারতীয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কেবল একটি আপত্তি এই যে, পুরুষমূর্ত্তিগুলির পোষাক উড়িয়া ধরণের নহে, দেখিলে উচ্চবংশীয় বা রাজকুলোদ্ভূত দক্ষিণী বা মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া মনে হয়। উড়িষ্যার গঙ্গারাজগণ দক্ষিণী চোলবংশ হইতে উদ্ভূত; পরিচ্ছদে দক্ষিণী-প্রভাব এ কারণেও যে না হইতে পারে, তাহা নহে। মহারাষ্ট্রগণও উড়িষ্যাদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই ছিটখণ্ডটি তাঁহাদের রাজত্বকালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হইলে, মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদের সাদৃশ্য চিত্রে অনুকৃত হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না। প্রাচীন কলিঙ্গ হইতে এইরূপ বস্ত্রনির্ম্মাণ-প্রথা যে দক্ষিণভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন 'তামিল' ভাষায় 'কলিঙ্গ' শব্দ এই-

---

(৫৪) উপাসনা, আশ্বিন ১৩২৬, পৃঃ ৩৬৯।

(৫৫) শ্রীযুক্ত এডুয়ার্দ শাভান (Edouard Chavannes) রচিত Ars Asiatica গ্রন্থের ৩৬শ চিত্রে (Planche XXXVI, Tome II) একটি গণেশ-সদৃশ মূর্ত্তি (Genie des Elephants) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা মহাযানপন্থীদিগের বিনায়ক দেবতারূপে পরিগণিত।

(চিত্র ৫০)



মুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহনের দক্ষিণাংশে জালিকাটা জানালা ও লতামণ্ডন প্রভৃতি কারুকার্য্য।

[শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃঃ ১৩৫

প্রকার বস্ত্রবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হইত এবং কথিত আছে যে, উড়িষ্যার সূক্ষ্ম মস্‌লিন ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজার নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত হইত। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই তথাকথিত চীনাবস্ত্রখণ্ডটি গঙ্গরাজবংশের রাজত্বকালে ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল (৫৬)। ইহা দক্ষিণদেশের মস্‌লিপট্টনেরই হউক বা উৎকলেরই হউক ইহাতে ললিত-কলা সম্পর্কীয় নক্সায় মন্দির-স্থাপত্যের যে সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিশেষ কৌতূহলকর সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, আধুনিক ভুবনেশ্বরই প্রাচীনকালের কলিঙ্গনগরী। উৎকলে এখন তাদৃশ চারুচিত্রিত বস্ত্রাদি নির্ম্মিত হয় না বটে কিন্তু অন্যবিধ শিল্পকলার অনুশীলন অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উড়িষ্যার চিত্রকরগণ এখনও বৈচিত্র্যময় শোভন-সুন্দর চিত্রাঙ্কনে ও ভাস্করগণ নানাপ্রকার সুগঠিত দারুমূর্ত্তি ও প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণে যথেষ্ট কলাকুশলতা দেখাইয়া থাকেন। ১৯২০ সালের প্রাচ্যশিল্প প্রদর্শনীতে যে ২২৩ নং চিত্রখানি (৫৭) আধুনিক উৎকল চিত্রকরের অঙ্কিত পতাকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত 'তংকা' বা তিব্বতীয় চিত্রিত পতাকার কথঞ্চিৎ বহিঃসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ উহা পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির-পরিক্রমার বাঁধাছাঁচের অনুযায়ী একটি আলেখ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই চিত্রখানির পরিপ্রেক্ষণা ও আপেক্ষিক পরিমাপ বিষয়ক বহু ত্রুটি লক্ষিত হইবে

(৫৬) Ibid, p. 330.

(৫৭) Catalogue of the Exhibition of Oriental Art, 1920. No. 223, p. 27.

বটে, কিন্তু এই কল্পনা-বিন্যস্ত বাঁধাছাঁচের (conventional) চিত্রে যে অঙ্কন-পারিপাট্য ও বর্ণসম্পাতের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে তিব্বতীয় ও উৎকলীয় শিল্পধারা ভারতীয় চিত্রকলার কোন একটি বিশিষ্ট আদিম উৎস হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে যেন একই প্রকার ছন্দের (rhythm) সন্ধান পাওয়া যায়। গৌড়ীয় শিল্পধারা হইতে সে উৎস কত দূরে বা কত নিকটে অবস্থিত তাহার এখনও নিরাকরণ হয় নাই।

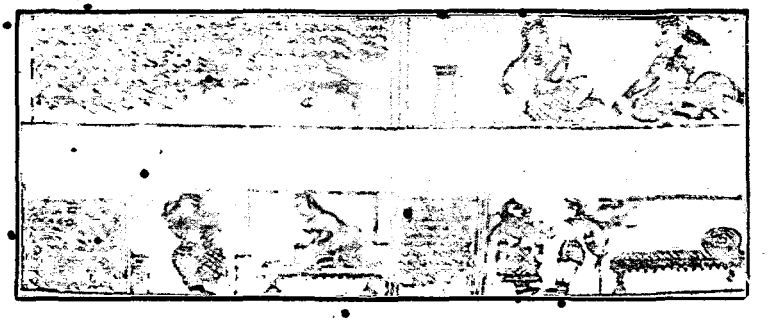
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগ্রহশালায় আধুনিক উড়িয়া ভাস্কর রচিত যে দেবদাসীর দারুময়ী মূর্ত্তি রক্ষিত আছে বিদেশীয় শিল্পরসজ্ঞেরাও তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুরাণকার একাম্রকাননবাসিনী 'ক্ষীণকটি তনুমধ্যা', 'কর্ণাভরণ-ভূষিতা', 'হারালঙ্কৃতগ্রীবা', 'পীনোন্নতকুচা', 'স্থিরালকা', 'সুকপোলা', 'চারুজঘনা', 'কর্ণান্তায়তলোচনা', 'সুকেশী', 'হংসবারণগামিনী', 'মদালসা', 'সুশ্রোণি', 'প্রহসিতাননা', 'ঈষদ্বিস্পষ্টদশনা', 'সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না', 'সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতা', বরবর্ণিনীগুণের যে বর্ণনা (৫৭) করিয়াছেন, তাহাদেরই সেই ভুবনমোহনরূপ উৎকল ভাস্করগণ চিৎপটে আলিখিত করিয়া, সেই কল্পমাধুর্য্য ও মানস সৌন্দর্য্যকে কলাকুশল করে কঠোর পাষাণে বিকসিত, সঞ্জীবিত, ও মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

---

(৫৭) ব্রহ্মপুরাণ, ৪১ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ২০৭-২০৮।

"স্ত্রিয় প্রমুদিতাস্তত্র দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমাঃ।
হারৈরলঙ্কৃতগ্রীবাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ॥ ২০

(চিত্র ৫১)



চিত্রিত উড়িয়া পুঁথির প্রতিলিপি।

[হাণ্টার হইতে] [পৃঃ ১৩৬

তাঁহাদের পরিকল্পিত কারুকৌশল ও লাবণ্য-যোজনা বংশ-পরম্পরাক্রমে সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। কে আজ সেই অনাদৃত বিলয়োন্মুখ শিল্পধারাকে উৎসাহে সঞ্জীবিত করিয়া উৎকল কলা-লক্ষ্মীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে?

পীনোন্নতকুচাঃ শ্যামাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
স্থিরালকাঃ সুকপোলাঃ কাঞ্চীনূপুরনাদিতাঃ॥
সুকেশশ্চারুজঘনাঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ॥ ২২
দিব্যবস্ত্রধরাঃ শুভ্রাঃ কাশ্চিৎ কাঞ্চনসন্নিভাঃ।
হংসবারণগামিন্যঃ কুম্ভভারাবনামিতাঃ॥ ২৩
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাঃ কর্ণাভরণভূষিতাঃ।
মদালসাশ্চ সুশ্রোণ্যো নিত্যং প্রহসিতাননাঃ॥
ঈষদ্বিস্পষ্টদশনা বিম্বোষ্ঠা মধুরস্বরাঃ।
তাম্বূলরঞ্জিতমুখা বিদগ্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ২৫
সুভগাঃ প্রিয়বাদিন্যো নিত্যং যৌবনগর্ব্বিতাঃ।
দিব্যবস্ত্রধরাঃ সর্ব্বাঃ সদা চারিত্রমণ্ডিতাঃ॥"

পরিশিষ্ট।

উৎকলের কেশরী বংশ।

পৃঃ ৪২, ভুবনেশ্বরের কথা।

ডাঃ ফ্লিট 'কটকের সোমবংশীয় রাজগণ' নামক প্রবন্ধে 'যযাতি' মহাশিবগুপ্ত এবং 'জন্মেজয়' মহাভবগুপ্তের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতেও কোশলের সোমবংশীয় রাজগণই মাদলা পঞ্জীতে কেশরীবংশীয় নৃপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার অনুমান মতে দুইটী বিভিন্ন বংশোদ্ভব রাজাদিগের নামোপাধির সাদৃশ্য হেতু নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণদেশীয় রাজাদিগের ক্ষোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে খৃঃ নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তিন শত বৎসর কাল চোল রাজগণ বিভিন্ন সময়ে উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অস্থায়ী ভাবে উহা তাঁহাদিগের অধিকারে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা জন্মেজয়, তৎপুত্র যযাতি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ এই যুগেই উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চোলরাজাদিগের প্রত্যেকেই কেশরী উপাধি ধারণ করিতেন এবং "রামচরিতে" উল্লিখিত কর্ণকেশরী সম্ভবতঃ উৎকলের উত্তরাংশে চোলরাজাদিগের অধীনে শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালা হইতে জানা গিয়াছে যে রাজা কেশরী বর্ম্মণ নামধেয় দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল ১০৭০ খৃঃ অব্দে 'কুলোত্তুঙ্গ চোল দেব' এই উপাধি ধারণ করিয়া চোলবংশীয় নরপতি পর-

কেশরী বর্ম্মণকে পরাজিত করিয়া চোলরাজ-লক্ষ্মীকে নিজ অঙ্কগত করিয়াছিলেন। ইনি সমগ্র ত্রিকলিঙ্গ প্রদেশে যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করিয়া, অন্ততঃ নামতঃ, উড়িষ্যা ও কলিঙ্গের অধীশ্বররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। চোড়গঙ্গ যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করেন তখন জন্মেজয়ের কোন ও বংশধর উড়িষ্যার রাজপদে সমাসীন ছিলেন এই-রূপই অনুমিত হইয়াছে। সোমবংশের শেষ প্রতিনিধি উদ্যোত কেশরী যে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ভুবনেশ্বরে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অনুমান মতে মাদলা পঞ্জী খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের পূর্ব্ববর্ত্তী উড়িষ্যাধিপ সমূহের ইতিহাস ইহাতে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। যযাতির বংশধর দিগের মধ্যে কেবল উদ্যোতই কেশরী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কুলোত্তুঙ্গ চোলদেব কর্ত্তৃক কেশরী উপাধিধারী চোলরাজদিগের পরাভব এবং চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়-কালে শেষ সোমবংশীয় নৃপতি উদ্যোতের পরাজয়, সম্ভবতঃ অতীত কালের এই বিভিন্ন ঘটনাবলী, লোকের স্মরণ-বাহিনীতে সংমিশ্রিত হইয়া বহু ভ্রম প্রমাদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং মাদলাপঞ্জীকার এই হেতুই অবাধ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া তথাকথিত কেশরী রাজাদিগের কতকগুলি অলীক নাম বংশাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন (১)। চীনদেশীয় ইতিবৃত্তে যে উৎকলরাজ শুভকর কেশরীর নাম পাওয়া যায়, তিনি এবং নেউলপুর তাম্রলিপিতে উল্লিখিত (২) শুভকর

(১) B. C. Mazumdar's "A brief historical sketch of Orissa" J. B. O. R. S. 1920. Vol VI, Pt III, pp. 358-59.

(২) Epi. Indic. Vol. XV. p. 2.

নামক নৃপতি অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে সুতরাং করবংশীয় বা 'কর' শব্দান্ত নাম বিশিষ্ট কোন কোনও নৃপতি যে আনুমানিক খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে কেশরী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এ অনুমান সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত নূতন শিলালিপি।

পৃঃ ৪৫, ভুবনেশ্বরের কথা।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ভুবনেশ্বরে নরসিংহদেবের একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রস্তরখণ্ডের ঊর্দ্ধ-ভাগে একটি ক্ষুদ্র গণেশমূর্ত্তি এবং তাহার দুই পার্শ্বে তামিল ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে সমগ্র লিপিখানি উৎকীর্ণ। এখনও লিপিখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহাতে ১১৭৪ সম্বতে কিঞ্চিৎ ভূমিদানের উল্লেখ আছে এবং উপসংহারে চোড়, কাঞ্চী ও পাণ্ডীদেশের উল্লেখ আছে। কিন্তু লিপিখানির ভাষা অতি দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় ইহার সঠিক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই (১)। শুনিয়াছি এই লিপি কেদার-গৌরীর সান্নিধ্যে মৃত্তিকা খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

নেপালের গণেশমন্দির।

পৃঃ ৬৫, ভুবনেশ্বরের কথা।

আমরা গণেশমূর্ত্তি উপাসনার প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে ওল্ডফিল্ডের নেপালগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, সম্রাট অশোকের

(১) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় এই লিপির প্রতিকৃতি ও ছাপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এখনও লিপিখানির ছাপ প্রকাশিত হয় নাই। তিনি এই লিপির সম্বন্ধে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন আশা করি তাহা শীঘ্রই সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

কন্যা চারুমতী কর্ত্তৃক খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত গণেশমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছি। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভীর নেপাল গ্রন্থে (Le Nepal, Tome 2. p. 83) একথার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয় তিনি এ প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। আচার্য্য লেভী লিখিয়াছেন যে অশোক নেপালে কতকগুলি স্মারক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দেবপাল নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত তাঁহার কন্যা চারুমতীর পরিণয় সম্পাদন করাইয়াছিলেন। এই দেবপালই 'দেওপট্টন' নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বৃদ্ধবয়সে দেবপাল ও চারুমতী উভয়ে দুইটি বিভিন্ন বিহার অথবা মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই কর্ম্ম-নিরস্তভাবে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল চারুমতীই তাঁহার এ বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লিঙ্গরাজমন্দির ও শ্রীযুক্ত হেভেলের মতবাদ।

পৃঃ ৪০, ভুবনেশ্বরের কথা।

শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে (A Hand book of Indian Art) লিঙ্গরাজমন্দিরের শিখরের শিল্প গৌরব, সুরুচিসঙ্গত বহিঃসৌষ্ঠব (purity of outline) ও অনাড়ম্বর কারুকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত অন্যান্য মন্দিরগুলি কতকটা বিশৃঙ্খল ভাবে সংস্থিত থাকায় মূল মন্দিরের বিশেষ সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে (১)। তিনি 'মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল' এই জনপ্রবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বহুমন্দিরসমাকীর্ণ দেবক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে ভুবনেশ্বরের

(১) A handbook of Indian Art. p. 55. et sqq.

অবস্থান হইতে ইহাই যে প্রাচীনতম দেউল এ অনুমান সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। খৃঃ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেন সার্ এডোয়ার্ড গেইট মহোদয় তাহাদিগকে 'কর'বংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। তাম্রপট্টে ও শিলালিপিতে ইঁহাদিগের নাম পাওয়া গিয়াছে। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহার লিপিসমূহের অনুশীলনকালে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বা নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে ক্ষোদিত একখানি লিপিতে প্রাপ্ত, শান্তিকর নামক উৎকলরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৩)। 'কর' শব্দান্ত নাম বিশিষ্ট অপর কয়েকটি নরপতির উল্লেখ কটকের কোনও জমিদারের গৃহে সংরক্ষিত একখানি তাম্র লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যার নরপতি যে বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী ছিলেন তাহা চীনদেশীয়দিগের লিখিত বিবরণ হইতে জানাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে বুনিয়া নাঞ্জিয়োর পুস্তক তালিকাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ (৪)। রাজা শুভকর কেশরী স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না হইলে চীন সম্রাটের নিকট খৃঃ ৭৯৫ অব্দে 'বুদ্ধাবতংসক সূত্র' নামক মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরণ করিতেন না (৫)। বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত তাম্রলিপির যে পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষেমঙ্কর দেব, শিবকর দেব, শুভকর দেব (৬) এই তিনটী রাজার নাম উল্লিখিত

(২) J. B. O. R. S. Vol. VI, pt. IV, 1920, p. 463.
(৩) Ep. Indic. Vol XIII, no. 13, p. 167.
(৪) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৪৫।
(৫) J. B. O. R. S. 1919, p. 325.
(৬) Ep. Indic. Vol, XV, pp. 1, 2, 5.

আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই নেউলপুর তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। 'কর' শব্দান্ত রাজগণ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহাও উক্ত লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। শুভকর দেব ও শুভকর কেশরী অভিন্ন কিনা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন কিন্তু উভয়েই যে বৌদ্ধ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইঁহারা উভয়েই খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বৌদ্ধরাজা এরূপ বিশাল হিন্দুমন্দির অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করিবেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের সমর্থিত জনপ্রবাদ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করার যথেষ্ট অন্তরায় আছে। 'কর' নামধেয় বৌদ্ধরাজাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন হিন্দু নরপতির অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে, ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, হর মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয় নাই, নতুবা ইহা বৌদ্ধদিগেরই উপাসনার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল পরে হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত হইয়াছে। শেষোক্ত অনুমান গ্রহনীয় নহে, কারণ অদ্যাপি কোনও বৌদ্ধমূর্ত্তি বা বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত ভাস্কর্য্য নিদর্শন লিঙ্গরাজ মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই মন্দিরের গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্যরীতি যে শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক, তাহা অত প্রাচীনযুগে সম্ভবে না। বস্তুতঃ নির্ম্মাণ প্রণালী হইতেই ভাস্করেশ্বর প্রভৃতি মন্দির লিঙ্গরাজ মন্দির অপেক্ষা প্রাচীনতর তাহা সহজেই অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত হেভেল বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন দেবায়তন আচ্ছাদন করিয়া তাহারই উপরে পরবর্ত্তী কালে বর্ত্তমান লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিখরাংশ বিনির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব নহে। মন্দিরে যাঁহাদিগের প্রবেশাধিকার আছে এবং যাঁহারা গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া

দেবদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা একথার সমর্থন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। শিখর অপেক্ষা অন্য কোন প্রাচীনতর দেবগৃহ যে লিঙ্গরাজ মন্দির প্রাঙ্গনে অবস্থিত নাই একথা আমরা বলিতেছি না। একটী সুপ্রাচীন শিবমন্দিরের গৃহকুট্টিম মন্দির প্রাঙ্গনের নিম্নে অবস্থিত এবং তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটী যে প্রাঙ্গন হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট্ নীচে বিদ্যমান, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (৭)। সুতরাং শ্রীযুক্ত হেভেলের অনুমানের এইটুকু মাত্র মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থানের সান্নিধ্যে প্রাচীনতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীযুক্ত হেভেল অন্য একস্থলে বলিয়াছেন যে, মন্দির নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সভাস্থলীরূপে ব্যবহৃত হইত এবং তথায় পৌর ও জানপদসমস্যা বিষয়ক তর্কবিতর্ক মীমাংসিত হইত। আবার আবশ্যকমত নৃপতিগণ উহার কোন অংশ দরবারগৃহরূপেও ব্যবহার করিতেন। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে রাষ্ট্রনৈতিক অনুশাসনলিপি ক্ষোদিত হইত ইহা অস্বীকার করা যায় না (৮)। আজিকালিকার দিনে যেরূপ সরকারী কার্য্যালয়ের বিজ্ঞাপনপটে বহুবিধ রাজাদেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী সাধারণ্যে প্রচারার্থ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, এই লেখগুলিও ঐ প্রকার উদ্দেশ্যেই মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হইত। ইহা হইতে মন্দিরমধ্যেই যে রাজসভার অভিবেশন হইত, এ অনুমান সমর্থিত হইতে পারে না। লিঙ্গরাজ মন্দিরগাত্রস্থ রাজা কপিলেশ্বর দেবের লিপিতে দেখা যায় যে, রাজা 'পূজাবকাশে' রাজগুরু ও জনৈক মহাপাত্রের সম্মুখে যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই উৎকীর্ণ করা হইয়াছে

(৭) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৬৭।

(৮) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৪৬; পুরীর কথা পৃঃ ১৫০-১৫১।

মন্দির মধ্যে যে রাজসভার অধিবেশন হইয়াছিল, লিপি হইতে ইহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না (৯)। উড়িষ্যার মন্দির সংলগ্ন মণ্ডপগুলি দেবদর্শন ও দেবসেবার সৌকর্য্যার্থেই নির্ম্মিত হইত। ইহার অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে মন্দির-মধ্যে কথকগণ যে কথকতা করিতেন ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। লিঙ্গরাজমন্দিরের ভোগমণ্ডপটী যে কথকতা ও ভাগবতাদি পাঠের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমরা যথাস্থানেই উল্লেখ করিয়াছি। (১০)

সাঞ্চী ও উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য নিদর্শনে শিল্পধারার সাদৃশ্য।

পৃঃ ১১৭, ভুবনেশ্বরের কথা।

উড়িষ্যার শিল্পকলা প্রসঙ্গে মাথুর (মথুরা প্রদেশের) ভাস্কর্য্যের আলোচনাকালে, আমরা সাঞ্চী ও বরাহুতের মৌলিক ও অবিমিশ্র ভারতীয় শিল্পধারা হইতে তত্রস্থ গঠনশিল্পে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি বটে কিন্তু উড়িষ্যার শিল্পের সহিত উহার যে কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে কোনও বিশেষজ্ঞের মত ব্যক্ত করিবার অবসর পাই নাই। ভৌতিক জীবনে যেরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় শিল্পেরও সেইরূপ আকারগত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। একই আকৃতিতে উদ্বর্ত্তনের শেষ হয় না পরন্তু জীবধারার বিভিন্নস্তরে উহা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়; প্রকৃত শিল্পও সেইরূপ অতীতের সহিত একে-

(৯) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৪০।
(১০) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৪৯।

বারে সম্পর্ক-বিহীন নহে—উহা ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিক পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া আকারগত বিভিন্নতা লাভ করে মাত্র। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হেভেল কোনারকের সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত সাঞ্চীতে প্রাপ্ত একটি শীর্ষবিহীন বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন (১)। "উভয়মূর্ত্তিই ভারতীয়শিল্প রীতিপরম্পরার অপূর্ব্ব অবিচ্ছিন্নতার (continuity) পরিচায়ক। যদিও মূর্ত্তি দুইটীর নির্ম্মাণকালের মধ্যে অন্ততঃ নয়শতাব্দীর ব্যবধান রহিয়াছে তথাপি উভয়ের এরূপ পরিপাট্য-সাদৃশ্য যে উভয়ই একই যুগের একই শিল্পমন্ত্রে দীক্ষিত শিল্পী কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। যেটুকু বৈলক্ষণ্য তাহা কেবল মূরত দুইটীর ভঙ্গীতে! সূর্য্যমূর্ত্তির ব্যগ্র কর্ম্মনিরত ভঙ্গিটি ধৃতনভোমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডায়মান ভঙ্গির সহিতই তুলনীয়—নিখিল জগতের ধর্ম্মনীতি-শিক্ষয়িতা বুদ্ধদেবের সে গভীর স্থৈর্য্য ইহাতে নাই।"

ভারতীয় শিল্পবিষয়ে শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয়ের মত উপেক্ষণীয় নহে তাই আমরা তাঁহার এ উক্তি সাদরে উল্লেখ করিলাম।

পরশুরামেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি।

পৃঃ ২১, ভুবনেশ্বরের কথা।

Report on an inscription received from Gurudas Sarkar.

1. I have not been able to read all the letters from the single facsimile. It is necessary that a better estampage should be taken.

2. The inscription contains four lines of writing. The characters belong to the class of alphabets used in the records of the Somavamsi

(১) A Handbook of Indian Art, p. 158 et seq. Plate LVI. B.

Kings of Katak. They have a striking resemblance to those of the Vakṣatentali charter of Mahabhavagupta I. published with a facsimile by Mr. B. C. Mazumdar in Ep. Ind. Vol. XI. pp. 93 ff. I believe our record is a little earlier than the last and as the Somavamsi Kings of Katak have been referred by Fleet to the eleventh century A.D. (Ep. Ind. Vol. III, p.333), it may be referred to the tenth.

3. Although I have not been able to read with certainty all the letters in the record, I have no doubt about its general purport. It records the endowment of two *Naivedya-athakam* by one Rasheswar with the object of benefitting thereby an ascetic Brahmana ; it concludes with imprecations against any one who would stop the payment as directed.

4. I may offer the following tentative reading of the record.

L 1. ওঁ শ্রীমৎ প্র × পূজা (মণ্ড) পে। রাসেশ্বর ভট্টকোয়

L 2. প্রভৃতি কালে (।) চিতং নৈবেদ্য আঢকং কৃতবান্ তপস্বি

L 3. ব্রা (হ্মণ্যা) ঢক দ্বয়ং দাতব্যং যঃ × × × ন দাস্য

তি (ক্ষে০) ত্র

L b. পালঃ স মহাপাতকেন সহ সংবধ্যাতেব।

R. C. Majumdar
18-1-20.

ভুবনেশ্বরের কথা।

নাম ও বিষয়-সূচী (Index)

অগিসল ১১১
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩২, ৩৪, ১২৯, ১৩১, ১৩৬
অনন্তকেশরী ৪০
অনন্তবাসুদেব ৫১, ৮৩
অনিয়ঙ্ক ভীম বা অনঙ্গ ভীম ৪৫, ৮১, ১০৬
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০
অভ্যঙ্গ ১০৩
অমরাবতী ১০৩, ১৮
অলস নায়িকা ১৩১
অলাবুকেশরী ৪০, ৪২
অশোক (সম্রাট) ১৪৪
অশোকাষ্টমী ৫১
অষ্ট দিক্‌পাল ৯
অষ্ট সপ্তী ৯
আর্ণট্, এম্, এইচ্ ১৯, ৪০
আনন্দকুমার স্বামী (ডাঃ) ১২৭
আমলা শিলা ৫৪, ৫৫
আর্য্যাবর্ত্ত স্থাপত্যপদ্ধতি ২১, ২৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৪০
ইন্দ্র ৯
ইস্‌মাইল গাজী ৩৮
উইল্‌সার ১১৫
উজ্জ্বল নীলমণি ৯
উড্‌বার্ণ, সার জন্
উদয়ন কবি ১০৬
উদ্যোতক কেশরী ৪২, ৪৩
একাম্রকানন, একাম্রক্ষেত্র ৬১, ৮৫
একাম্রপুরাণ ৪, ৭৩, ৮০
একাম্রতীর্থ ৩, ৫৭, ৫৮
একাম্রনাথ স্বামী ৫৭
এত্‌য়ার শাভান ১৩৮
"এমার মঠ" ১৩৫
এরস্কিন্ ৩২
এস্, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার ২৩
ওঙ্কার ভট ১২২
ওল্ডফিল্ড ১৪৪
ঔরংজেব ৪২
কঙ্কালসার মূর্ত্তি ১৮
কর্ণকেশরী ৪২
কন্যা কুমারিকা ১২২
কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট ৮১
কপিলসংহিতা ৩৪, ৬০, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৫

কপিলেশ্বর দেব ৪৬, ৪৯
কর্পূর মঞ্জরী ১১৬
কর্পূরী ৫৫
কমল কেশরী ৪৯
কলস ৫৬, ৫৭
কলিঙ্গনগরী ৩৮
কাঞ্চী ৫৭
কার্ত্তিক ১১, ৬৪
কানিংহাম, মেজর জেনারল ৪১, ৪৩
কামসূত্র ২০
কার্লি ১৩২
কালিদাস রায় ৭৯
কাশীপ্রসাদ জৈশবাল ৫৬
কিটো, মেজর ১০০
কীর্ত্তিমুখ ৩২, ৩৩, ৯১, ১৩৪, ১৩৭
কীলহর্ণ (অধ্যাপক) ৯৯
কুমারস্বামী, ডাঃ আনন্দ ১২৭
কুলতুঙ্গ চোল দেব ১৪২, ১৪৩
কেদার গৌরী ১৬, ১৪৪
কেদারেশ্বর ১৯
কেশরী বর্ম্মণ ১৪২
কোক্কা ১৩৭
কোলাবতী ৪২, ৪৩
ক্লোরাইট দ্বার ৪৭
কৃত্তিবাস ৫৯
ক্ষেমঙ্কর দেব ১৪৬
ক্ষোদিত লিপি ৪৫
খাপড়ী ৫৫
খামবাবা ১১১
খুরপৃষ্ঠ ৮৯
গজসিংহ ৫৪
গঙ্গাকেশরী ৬১
গণপতি ১৩৭, ১৩৮
গণপতি সরকার ১৪৪
গণেশ ৬৪, ৬৫
গন্ধবতী ৪
গুপ্তাভ লে বঁ ১৯, ৮৭, ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১১৯
গুড়িয়া ১১৫
গুপ্তিচাগৃহ ৩৪
গেইট, সার্ এডোয়ার্ড ৪৬
গেয়া ১২৭
গোপালচন্দ্র আচার্য্য ৪০
গোপালিনী ৫৭, ৫৯
গোপালিনী মন্দির ৬৩
গোপীনাথ রাও ৫৭, ৬৪
গৌবিন্দদাসের করচা ৭৬
গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯, ১১২
গ্রাণওয়েডেল ৬৫
গ্রীক শিল্প ১১৭
চন্দ্রশেখর ৫০, ৫২
চন্দ্রিকা দেবী ৮১
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫
চারুমতী ৬৫, ১৪৫
চালুক্য স্থাপত্যপ্রণালী ২৩

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY. RAJA RAMMOHUNPUR.